বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরসিংদী (১৯৪৭-৭১)

GIFT

এম.ফিল. থিসিস

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কে.এম. মোহসীন
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

403528

গবেষক
সৈয়দ মো: শাহান শাহ্
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

জুন, ২০০৫

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম.ফিল. গবেষক সৈয়দ মোঃ শাহান শাহ (রেজিঃ নং-৫৫৪, শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৫-১৯৯৬) কর্তৃক রচিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরসিংদী (১৯৪৭-৭১)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। ইতিপূর্বে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা পুরস্কারের জন্য এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়া হয়নি। গবেষণা কর্মটি নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি তার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

403528

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(অধ্যাপক ডঃ কে.এম. মোহসীন)
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

মুখবন্ধ		I-VII
প্রথম অধ্যায়	নরসিংদীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১-১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি ও নরসিংদী জেলা	২০-৫০
তৃতীয় অধ্যায়	মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও প্রতিরোধ	৫১-৮৯
চতুর্থ অধ্যায়	যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি	৯০-১০২
পঞ্চম অধ্যায়	যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন	১০৩-১২২
উপসংহার		১২৩-১২৬
পরিশিষ্ট		১২৭-২১৭
গ্রন্থপঞ্জি		২১৮-২২৬

403528

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশ দীর্ঘদিন বিদেশীদের দ্বারা শাসিত ও শোসিত হয়ে আসছিল। সুদীর্ঘ সময় পরে এদেশের জনগণ তাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিল ১৯৭১ সালে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে একটি জায়গা করে নেয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বেও এদেশের মানুষ বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। শহীদ হয়েছেন অনেক বীর। তাই উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সময়কাল (১৯৪৭-১৯৭১) বেশ আলোচনার দাবী রাখে। কয়েকটি কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জল অধ্যায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনসহ অনেক সংস্কারমূলক আন্দোলনে এদেশের মানুষের ভূমিকা তাৎপর্যমন্ডিত। ১৯৪৭ এর পরও পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে। ভাষার দাবীতে আন্দোলন বিশ্বের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মায়ের ভাষা, মুখের ভাষার জন্য এদেশের মানুষের দিতে হয়েছে বড় রকমের খেসারত। এছাড়া ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচনসহ সর্বোপরি স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশের মানুষকে দিতে হয় চরমমূল্য। নারী নির্যাতনের মত কলঙ্কজনক অধ্যায়ও সূচিত হয় এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। এ সকল সংগ্রামে সামষ্টিকভাবে দেশের মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই অনুপম ঘটনায় প্রত্যেকটি নগর, বন্দর ও জনপদ অভূতপূর্ব চেতনায় জেগে ওঠে। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার জনগণ কিভাবে, কখন অবদান রেখেছিল তা আলাদা-আলাদাভাবে আলোচনার দাবী রাখে। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের করাল গ্রাস থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সময়ের সাহসী বীর সন্তানেরা স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। বাংলাদেশের কৃষক, মজুর, ছাত্রজনতা যেভাবে মুক্তিসংগ্রামে এগিয়ে আসে তা সত্যই এক অসম সাহসিকতা আর অদম্য ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে যে গেরিলা যোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর চিত্র পাওয়া যায় তাতে লুঙ্গিপড়া আর সামরিক বিদ্যায় অনভিজ্ঞ লোকের সংখ্যাই বেশী। সমগ্র বাঙালি জাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় নরসিংদী জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণ স্বত:স্ফূর্তভাবে এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নরসিংদী জেলাতে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় একাধিকবার। ২৫ মার্চের কালোরাত্রির অপারেশন সার্চ লাইটের পরপরই নরসিংদীর দিকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অগ্রসর হয়। ৪ ও ৫ এপ্রিলে নরসিংদীতে রীতিমত বোমা হামলা চালানো হয়। অপারেশনের অব্যবহিত পরেই এই বোমা হামলার পেছনে নিশ্চয়ই বড় রকমের কারণ ছিল। কারণ ২৫ মার্চের ক্রাকডাউনের পরই ঢাকার স্বাধীনচেতা জনগণ ও সাধারণ নাগরিকদের একটা বিরাট অংশ নরসিংদীতে এসে ভীড় জমাতে থাকে। তাই পাকিস্তানী বাহিনীর টার্গেটে পরিণত হয় ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা বিশেষ করে নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি অঞ্চল। এর মধ্যে নরসিংদীতে প্রাথমিক পর্যায়েই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েও তেমন কোন সুবিধা করতে পারেনি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ করে জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, ন্যাভাল সিরাজসহ অন্যান্যরা নরসিংদীতে গড়ে তোলেন এক দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন। তাঁরা গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করে পাকিস্তানী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলেন। তাই পরবর্তী কয়েকমাস নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের ভেতর থেকে বিদেশী সাহায্য ছাড়াই অমিতবিক্রমে হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এভাবে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে লড়েছেন। বহু ক্ষয়ক্ষতি ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় কাঙ্খিত স্বাধীনতা। এই অভিসন্দর্ভে নরসিংদীর স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জল ইতিহাস নৈর্বক্তিকভাবে বর্ণনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও গবেষণার অভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের অনেক ইতিহাস আজও দেশবাসীর অজানা রয়েছে। বিশেষতঃ আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন জেলা ও থানা পর্যায়ে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণামূলক লেখা এখনো সীমিত। তাছাড়া নরসিংদী অঞ্চলের জনগণের অবদান স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক পূর্ব থেকেই। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময়ে শহীদ হন ছাত্রনেতা আসাদ যিনি এ অঞ্চলেরই সন্তান। তাই নরসিংদী অঞ্চল পৃথকভাবে গবেষণার দাবী রাখে। তাছাড়া জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। স্থানীয়ভাবে যে দু'একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তাও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণালব্ধ নয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে ওয়ারী-বটেশ্বর নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। তাই এই অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে অন্তত স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদানের সামান্য প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনে নরসিংদীর অবদান সামান্য পরিমাণে হলেও ফুটে উঠবে এ গবেষণায়। যেহেতু বস্তুনিষ্ঠ তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণাভিত্তিক আঞ্চলিক ইতিহাস ব্যতীত সামগ্রিক ইতিহাস পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনা; সেহেতু আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ের ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতীয় ইতিহাস রচিত হলে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

স্বাধীনতার প্রায় চৌত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। তবে সরকারীভাবে বিভিন্ন সময়ে যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটাও বিভিন্ন মহলে সমালোচনার সন্মুখীন হয়েছে। একথাও সত্য যে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে স্মৃতিচারণ ও রণাঙ্গনের আবেগ-আপ্লুত বর্ণনা।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। কারণ জনযুদ্ধ না হলে বিশ্বের নামকরা পেশাদার সেনাবাহিনীর নিকট স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা সম্ভব ছিলনা। এখানে যিনি বন্দুক হাতে যুদ্ধ করেছেন তিনি যেমন মুক্তিযোদ্ধা আবার যিনি তাঁকে খাদ্য, সেবা, আশ্রয়, বুদ্ধি ও সাহস দিয়েছেন তিনিও মুক্তিযোদ্ধা। যেসব গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই সাধারণ মানুষের কথা প্রায় অনুপস্থিত। এ অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে

Dhaka University Institutional Repository

একটি তালিকার মাধ্যমে অন্তত তাঁদের নাম তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে। কিন্তু এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধানধর্মী ইতিহাস চর্চা লক্ষণীয়ভাবে কম। তাই তথ্যভিত্তিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধে নরসিংদী জেলাকে দেশবাসী ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা এই অভিসন্দর্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য। মূলতঃ এক দীর্ঘ রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের ফসল আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ। অন্যান্য জনপদের ন্যায় নরসিংদীর সচেতন জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা অর্জন। নরসিংদী জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূত্র ধরে যতটা সম্ভব প্রকৃত ঘটনা ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে যাঁরা অস্ত্র হাতে নিয়ে জীবন বাজী রেখে শত্রুসৈন্য এবং তাদের দেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন; স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে তাঁদের আবেগ উচ্ছ্বাস এবং বর্তমান প্রজন্মের এ সম্পর্কিত আগ্রহ ধারণা ঠিক এক রকম নয়। বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার অলোকে সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন না করে এক রকম পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী সামরিক, আধাসামরিক বাহিনীর একজন সদস্যকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় একজন সাধারণ যোদ্ধাকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়না। বর্তমান প্রজন্মের কাছে পরস্পর বিরোধী ইতিহাস অধ্যয়নের কারণে তাদের দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রায় মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। এজন্য স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কিত বিবরণী সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ অনেকাংশে কম। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে তারা যে জ্ঞান লাভ করেছে তার সাথে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল প্রেরণার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে ইতিহাসের উপকরণের ভিত্তিতে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নরসিংদীর সংগ্রামী মানুষের দীর্ঘ রাজনৈতিক পটভূমি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ছাত্রনেতৃবৃন্দ, কর্মী এবং সাধারণ মানুষের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণাকর্মে নরসিংদীবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং এর জন্য তাদের চরম আত্মত্যাগ, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর চূড়ান্তভাবে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভূমিকা, ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, যুদ্ধ ও তার ক্ষয়ক্ষতি উপস্থাপন করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। নরসিংদীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগঠন, প্রস্তুতিপর্ব, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রভৃতি সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নাবলীর নমুনাও সংযোজন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এলাকাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ না হওয়াতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে।

এ রচনায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে প্রত্যক্ষদর্শী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছে। তবে যে সকল ব্যক্তিত্ব যুদ্ধকালীন সময়ে নরসিংদীতে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধকে সাংগঠনিক রূপ দিয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত অসম্পূর্ণ তালিকার কারণে পূর্ণাঙ্গ তালিকাও দেয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তালিকা প্রণয়নের কারণে হয়ত অনিচ্ছাবশতঃ দু'চারজনের নাম বাদও পড়তে পারে। এতদ্বসত্ত্বেও সঠিক তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এরপরও হয়ত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা যুদ্ধের মোল খন্ডের দলিলপত্র, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত স্মরণিকা ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে জেলা কালেক্টরেট অফিসের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অপ্রকাশিত কিছু গবেষণাকর্মের সহযোগিতাও নেয়া হয়েছে।

গবেষণাকর্মটির তত্ত্বাবধায়ক দেশের একজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. কে. এম. মোহসীন এর নিকট আমি সবচেয়ে বেশী ঋণী; যিনি শত ব্যস্ত তার মাঝেও আমাকে সময় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি রচনায় সহযোগিতা করেছেন। এজন্য প্রথমেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রফেসর শরীফ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর আহমেদ কামাল, প্রফেসর শরিফ উল্লাহ ভুঁইয়া, প্রফেসর দেলওয়ার হোসেন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন সহ অন্যান্য যাঁরা আমাকে সময়ে সময়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, জনাব ফজলুর রহমান ফটিক মাস্টার সাহেব, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, শিবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান খান, জনাব ফজলুল হক খন্দকার, মরহুম আলহাজ্ব গয়েছ আলী মাস্টার, জনাব তাজুল ইসলাম খান ঝিনুক, জনাব সিরাজ উদ্দিন সাথীসহ আরো যাঁদের নিকট সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের মূল্যবান সাক্ষাৎকার, দিকনির্দেশনা ও শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ন ছাড়া হয়ত এ গবেষণাকর্ম ফলপ্রসূই হতনা। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে নরসিংদীর জেলা প্রশাসক আমাকে মানচিত্র ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর লাইব্রেরী, জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্নেহভাজন আবদুল মুকিত কাবিল, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ রফিকুল ইসলামের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এছাড়া যিনি আমাকে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় সহায়তা করেছেন তিনি আমার স্ত্রী উম্মিয়া আক্তার শিলা। অনেক

Dhaka University Institutional Repository

শুভাকাঙ্খী এ ব্যাপারে পরামর্শ ও সহায়তা করেছেন। যাদের নাম মুখবন্ধে আনা সম্ভব হয়নি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সৈয়দ মোঃ শাহান শাহ্

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০

জুন, ২০০৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নরসিংদীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের কোন একটি অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গেলেই আসে দেশের কোন পল্লী এলাকার কথা। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে আমাদের প্রিয় স্বদেশ ভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ সমভূমি। এদেশের সমতল ভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। এখানে গাঙের দুধারে আকাশের বৃষ্টিহীন শুভ্র মেঘের মত অজস্র সাদা কাশফুল ফুটে। এখানে বিলের কালো পানিতে শাপলার দল হাওয়ায় দোলে। পানকৌড়িয়া বিলের পানিতে ডুব সাঁতার কাটে। নলখাগড়ায় হোগলায় বনে ঢেউয়ের উদ্দমতা জাগিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় বেলেহাঁস। ঘাসের ঝোপে ঘেরা ডোবার ধারে নির্বিঘ্নে বিচরণ করে ডাহুক পরিবার। গ্রাম্য বধূরা নদীর ঘাটে এসে পানিতে কলস ভাসিয়ে গাত্র মার্জনা করে স্নান করতে করতে সাংসারিক সুখ-দুঃখের গল্পে মুখর হয়ে উঠে। শিশুরা ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতারের পাল্লা দেয়। কিষাণরা ডোঙায় করে ক্ষেতে জলসেচ করে। নদীতে পালের নায়ের মাঝি পাল উড়িয়ে যায় আর পাটাতনে বসে রান্না করে। এককথায় বাংলার রূপ শাশ্বত চিরন্তন।[১] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এ লীলাভূমির রয়েছে এক গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস। যুগে যুগে, কালে কালে এর আয়তনের পরিবর্তন ঘটেছে। নানা বিবর্তনের ধারায় গড়ে উঠেছে এই জনপদের জীবন। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে এদেশের মানুষ হয়েছে সংগ্রামী। বাংলাদেশের জীবনচর্চা বিকশিত হয়েছে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে।[২]

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে নরসিংদী একটি সুপ্রাচীন ও বিখ্যাত জনপদ। ১৯৮৪ সালের পূর্বে নরসিংদী ছিলো বৃহত্তর ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। শীতলক্ষা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগের ৬টি থানা নিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ সালে নরসিংদী জেলা গঠিত হয়। থানাগুলো হলো: নরসিংদী সদর, পলাশ, শিবপুর, বেলাব, মনোহরদী ও রায়পুরা। নরসিংদী জেলা ২৩°৪৫′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪°১৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯১°০′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত।[৩] নরসিংদী জেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ জেলা, পূর্বে মেঘনা নদী ও

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং পশ্চিমে গাজীপুর জেলা অবস্থিত। এই জেলার আয়তন ১১৪০.৭৬ বর্গকিলোমিটার। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব রেল ও সড়ক পথে যথাক্রমে ৫০ ও ৫৬ কিলোমিটার। এখানে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৩৬° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন ১২.৭° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩৭৬ মিলিমিটার। প্রধান নদী মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ, হাড়িধোয়া, পাহাড়ীয়া ও কলাগাছিয়া। জেলার উত্তরাংশে লাল মাটির উঁচু পাহাড় রয়েছে।

নরসিংদী নামের প্রেক্ষাপট

নরসিংদী নামের পেছনে বেশকিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জড়িত। অনুমান করা হয় যে, খ্রীষ্টপূবাব্দে নরসিংদী ছিল মেঘনা নদীর তীরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর।[৪] এই বন্দরের সংগে বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলোর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন সমতটের রাজধানী রুহিতাগিরি (ময়নামতি) থেকে গোমতী ও ডাকাতিয়া নদীর স্রোত বেয়ে বিদেশী বণিকরা মেঘনার উপকূলবর্তী ভৈরব বন্দরে আসত। এরপর তারা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দিয়ে বর্তমান জেলার বেলাব উপজেলার ওয়ারী-বটেশ্বর বন্দরে আসত। ওয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের আদি ঐতিহাসিক কালপর্বের প্রত্নস্থল সমূহের অন্যতম।[৫] ওয়ারী- বটেশ্বর যে এক সময় নদী বন্দর ও নগর ছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে তারা বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী বেঁচাকেনা করে আড়িয়ালখাঁ নদীর স্রোত ধরে চলে আসত মেঘনার তীরে নরসিংদী বন্দরে। অতঃপর নরসিংদী থেকে নদীপথে দক্ষিণে বিশ মাইল (৩২.২০ কিলোমিটার) দূরে সোনারগাঁ আর সেখান থেকে ভাটিয়াল স্রোত ধরে বাটলা, চন্দ্রদ্বীপ ও সামন্দর বন্দরে গমন করতো। নরসিংদী থেকে ব্রহ্মপুত্রের উজান বেয়ে করতোয়ার পথে বণিকরা উত্তরে পুন্ড্র নগর (বগুড়ার মহাস্থান গড়), বর্ধন কোর্ট এবং গোড়াঘাট বন্দরে যেত। নরসিংদী বন্দর থেকে রপ্তানি হতো কার্পাস তুলা, মিহি ঢাল ও বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী। এখানে আমদানী করা হতো বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র, ময়নামতির মোটা শাড়ী, পুতির মালা ও কাঠের খড়ম। বর্তমানেও নরসিংদীর বিভিন্ন গ্রামে কাঠের খড়মের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গোমতী (রংপুরের অন্তর্গত) ও ধামরাই থেকে তামা ও পিতলের তৈজসপত্র এবং পুন্ড্রনগর থেকে পোড়ামাটির জিনিসপত্র নরসিংদীতে আমদানী করা হতো। বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠার ভৌগোলিক অনুকূল্যপুষ্ট ওয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রাচীনকালে প্রকৃত পক্ষে যে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তার স্বপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া যায়। ওয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েক হাজার ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রাকে এ অঞ্চলের প্রাচীন মুদ্রা ব্যবস্থা ও মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অন্যতম প্রামাণ্য উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে নরসিংদী বন্দর মেঘনা নদীর তীরে দক্ষিণে প্রায় দেড় মাইলের মত বিস্তৃত ছিল। উত্তর সড়ক ব্রাহ্মনদী থেকে শুরু করে দক্ষিণে কামারগাঁ এর শেষসীমা। এই বন্দরের প্রায় আড়াই মাইল পশ্চিমে দক্ষিণমুখি প্রবাহিত হত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ। আর পূর্ব দিকে বন্দরের কূল ঘেঁষে প্রবাহিত হতো বিশাল মেঘনা নদী। ব্রহ্মপুত্র থেকে উদ্ভূত হাড়িধোয়া নামক একটি শাখা নদী বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বন্দরের পূর্ব দিকে মেঘনার সাথে সংযুক্ত ছিল। হাড়িধোয়া ও মেঘনার এই সংযুক্তি এখনো বিদ্যমান। তবে পূর্বের হাড়িধোয়া এখন আর নেই। বর্তমানে এর গভীরতা অনেকটা কমে গেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে খালখনন কর্মসূচির অধীনে হাড়িধোয়ার গভীরতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে এটি আবার মৃতপ্রায় নদীতে পরিণত হয়েছে। নরসিংদীর থানা ঘাট থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মাঝিয়ারা গ্রাম পর্যন্ত ৭/৮ মাইল বিস্তৃত ছিল মেঘনা নদী।

নরসিংদীর নামকরণ

নরসিংদী জেলার নামকরণের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। নরসিংদী শব্দটির আসল রূপ হলো নরসিংহদী।[৭] কারো কারো ধারনা এখানকার অধিবাসীরা সিংহের মতো পরাক্রমশালী বলে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে নরসিংহদী। আবার কেউ কেউ মনে করেন সেন রাজাদের শাসনামলে নরসিংদী শহরের কোন একটি মন্দিরে বিষ্ণুর অবতাররূপে নরসিংহ নামে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এ এলাকার নাম হয়েছে নরসিংহদী। উল্লেখ্য, এসব তথ্য অনুমান নির্ভর। সাম্প্রতিককালে নরসিংদী নামের একটি লিখিত ভিত্তি পাওয়া গেছে; যার মাধ্যমে নরসিংহ নামের যুক্তিসঙ্গত উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে।

হাফসী শাসনামলে বাংলার সুলতানগণ তাঁদের অধিনস্ত কর্মচারীদের জায়গীর প্রদানের ফলে ছোট-বড় অনেক জমিদারী গড়ে উঠে। এমনি একজন জমিদার ছিলেন ধনপথ সিংহ; যার জমিদারীর সীমানা ছিল শীতলক্ষার তীরবর্তী এলাকা ধরে। ধনপথ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নরসিংহ জমিদারীর সীমানা বর্ধিত করেন এবং শীতলক্ষা নদীর তিন মাইল পূর্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নগর নরসিংহ নামে একটি ছোট শহর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই শহরটি পারুলিয়া নামে পরিচিত এবং নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার অর্ন্তগত। নগর নরসিংহপুর পারুলিয়া নামে পরিচিত হলেও এখনো পারুলিয়ার পথে নরসিংহের চর নামে একটি গ্রামের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এতে মনে করা যায় যে, এই নরসিংহ চর গ্রামই ছিল নরসিংহপুর শহরের মূল কেন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

ধনপদ সিংহের পরবর্তী বংশধর কালীদাশ সিংহ হোসেনশাহী বংশের শাসনামলের শেষ দিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সোলায়মান খাঁ নাম ধারণ করে সোনারগাঁ অঞ্চলে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করে। এই সোলায়মান খাঁর সময় থেকেই মূলতঃ নরসিংদীতে মুসলিম শাসনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। সোলায়মান খাঁ ইসলাম খাঁ সুবের সেনাপতি তাজখান কররানীর সাথে যুদ্ধে নিহত হন। সোলায়মান খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে একজন হলেন ঈশা খাঁ ও অন্যজন হলেন ইসলাম খাঁ। রাজা নরসিংহের একটি বংশ তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:[৮]

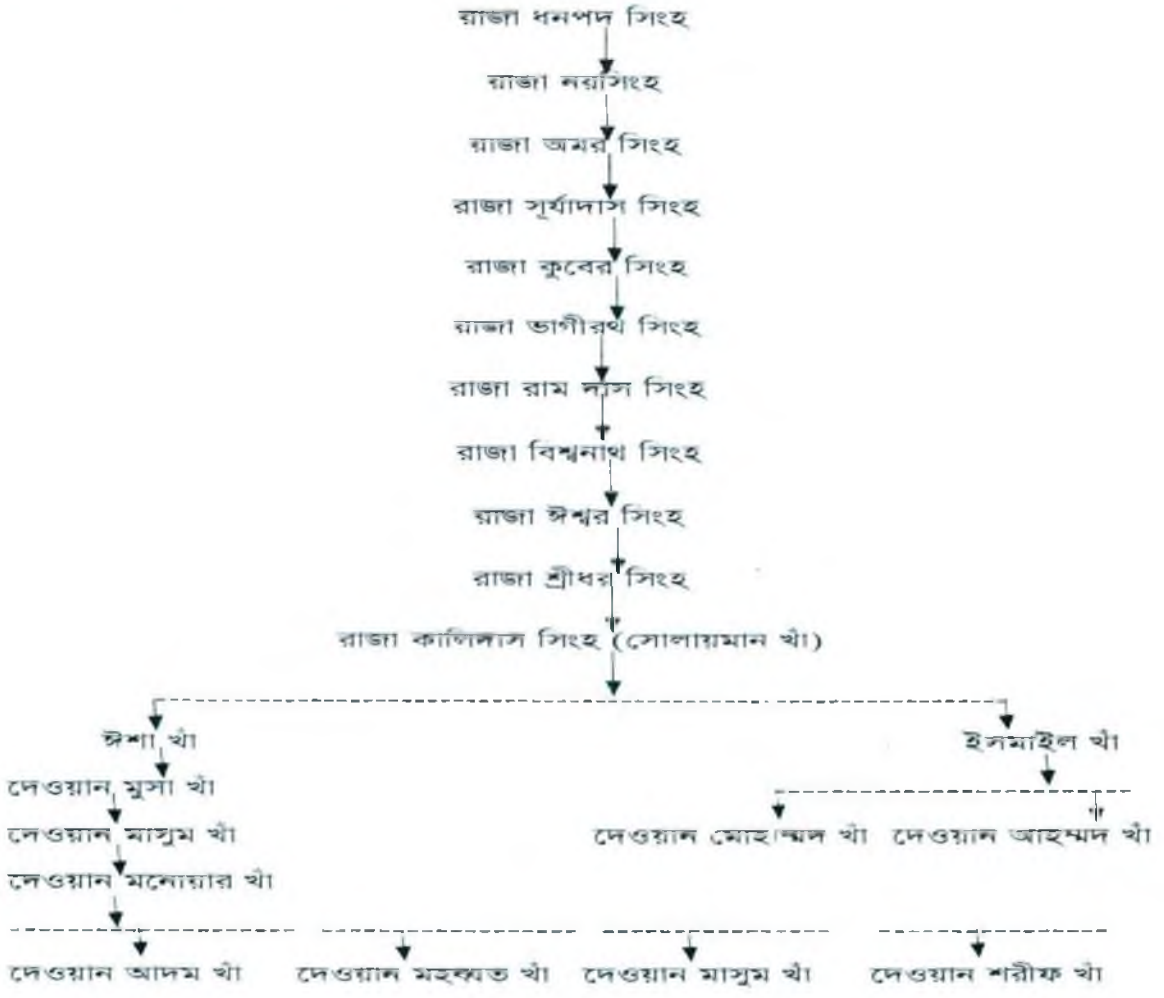

দেওয়ান ঈশা খাঁ পঞ্চম অধ:স্তন পুরুষ দেওয়ান শরীফ খাঁ ও তাঁর স্ত্রী বিবি জয়নবের পাকা যুগল সমাধি ও তাঁর তৈরী একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে মগর নরসিংহপুর (পারুলিয়া) গ্রামে। যাহোক, উপরে উল্লিখিত বংশ তালিকায় নরসিংহের নাম দেখে স্বভাবত:ই ধারনা করা হয় যে, রাজা নরসিংহের নাম থেকেই নরসিংহদী নামের উৎপত্তি। এই নরসিংহদীর পরিবর্তিত রূপ হলো নরসিংদী।

Dhaka University Institutional Repository

নরসিংদী নামের পেছনে আর একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় ডিহি শব্দের অর্থ হলো ডাঙ্গা বা টিবি। যেহেতু নরসিংদী একটি স্থলভূমি সে কারণে প্রাথমিক যুগে এর নাম ছিল নরসিংহ ডিহি। পরবর্তীকালে ডিহি শব্দটির উচ্চারণ দী- তে রূপান্তরিত হয়ে এর নামকরণ হয়েছে নরসিংদী বলে অনেকে ধারনা করেন।

জনসংখ্যা

নরসিংদী জেলায় বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। এর মধ্যে পুরুষ প্রায় ১১ লক্ষ ও মহিলা ৯ লক্ষ। পুরুষ ও মহিলার অনুপাত যথাকমে ৫২% ও ৪৮%। এ জেলায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১,৪৪৮ জন লোক বাস করে। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১০ শতাংশ। জনসংখ্যার মধ্যে ৯৩.২৮% মুসলমান, ৬.৪০% হিন্দু, ০.০৩% খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ০.০৩%, উপজাতি ০.১১% ও অন্যান্য ০.১৫%। জনসংখ্যার প্রধান পেশা কৃষি। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের পূর্বে নরসিংদী জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল শতকরা ৪০ ভাগ। কিন্তু ভারত বিভাগ এবং বিশেষ করে স্বাধীনতার সময় অনেক হিন্দু ভারতে চলে যায়। ফলে তাদের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যায়। নরসিংদী জেলায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাই গিরিশচন্দ্র সেন (কুরআনের অনুবাদক), শহীদ আসাদ (ছাত্রনেতা), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (মুক্তিযোদ্ধা), কে. জি. গুপ্ত (শিক্ষাবিদ) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

যোগাযোগ ব্যাবস্থা

রাস্তাঘাটের দিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই নরসিংদী বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার্থে ব্রিটিশরা শুরুতেই নরসিংদীর উপর দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ স্থাপন করে। ফলে নরসিংদীর ব্যবসায়ীদের সাথে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের একটা সহজ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আমলে নরসিংদীর সাথে সড়ক পথে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়। সড়ক ও রেলপথ ছাড়াও প্রাচীনকাল থেকেই নৌপথে বাংলাদেশের সকল জেলার সাথে নরসিংদীর একটি যোগাযোগ ছিল। বিগত কয়েকদশকে নরসিংদীর রাস্তাঘাটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অনেক কাচাঁ রাস্তা পাকা

Dhaka University Institutional Repository

হওয়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই সহজতর হয়েছে। বর্তমানে পাকা রাস্তা ৯৬৭ কিলোমিটার, আধাপাকা রাস্তা ৩৭২ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ১৮৯০ কিলোমিটার, রেলপথ ৫২ কিলোমিটার ও নদীপথ ১০৮ নটিক্যাল মাইল। নদীবন্দর রয়েছে ১টি।

শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য

অর্থনৈতিক দিক থেকে তৎকালীন পূর্ব ভারতের সবচেয়ে উন্নত এলাকার মধ্যে বংগদেশ ছিল অন্যতম। বংগদেশে উৎপন্ন হত প্রচুর উন্নতমানের সরুমিহি ধান। সরুমিহি চালের চাহিদা ছিল ভারতের সর্বত্র। প্রাচীন আকর গ্রন্থে বংগের সরু-মিহি চালের উল্লেখ করা হয়েছে কনক শাইল, কালী জিড়ন, রাজভোগ ইত্যাদি নামে।[৯] আজকের নরসিংদী জেলা ছিল প্রাচীন বংগ রাজ্যের একটি প্রধান ও অন্যতম অর্থনৈতিক ইউনিট। মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র দ্বারা প্লাবিত এ পলি ভূমিতে ধান, ফুসুম, তিল ও তিসি এবং নীল উৎপন্ন হত। আর অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে উৎপন্ন হত কার্পাস ও ইক্ষু। মোগল আমলে এ জেলায় উৎপাদিত ধান, পাট, তামাক, ইক্ষু, সরিষা, ডাল, মরিচ প্রচুর পরিমাণে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি হত। কৃষি শিল্পের পাশাপাশি বস্ত্র শিল্পেও নরসিংদীর জনগণ এগিয়ে ছিল। জানা যায় এ জেলার জনগণ তাদের উৎপাদিত কার্পাস বস্ত্র বিদেশের বাজারে রপ্তানি করে বেশ সুখী জীবন যাপন করছিল। প্রাচীনকাল থেকেই এখানকার জনগণ কৃষি ও কৃষিজাত শিল্প বিশেষ করে তাঁত শিল্পের সাথে পরিচিত ছিল বলেই এক সময় নরসিংদীকে বলা হতো ম্যানচেষ্টার অব বেঙ্গল। এখানকার ঘাবুরহাটি এখনও দেশের অন্যতম বৃহত্তর কাপড়ের বাজার বলে খ্যাত। বস্তুত প্রাচীন কাল থেকেই শিল্প বাণিজ্যের সাথে নরসিংদীর জনগণ জড়িত ছিল বলে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে নরসিংদী জেলায় অধিক সংখ্যক শিল্প-কারখানা বিশেষ করে বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী নরসিংদী জেলায় বর্তমানে সাধারণ শিল্পের সংখ্যা ৫২৪টি, কুটির শিল্প ১৯,৫১২টি, ডাইং এন্ড ফিনিশিং ১০০টি, জুট মিলস্ ৯টি, সূতা কল ৫টি, সুগার মিল ৩টি, সার কারখানা ২টি।[১০] এসব শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি তাঁত বোর্ড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্প কারখানাগুলোর স্বাভাবিক চালু অবস্থার সুবিধার্থে এখানে দুটি তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ক্ষেত্রে নরসিংদী বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ার ফলে নরসিংদীর ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। এ জেলায় ১টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৪টি সরকারি কলেজ, ২৫টি বেসরকারি কলেজ, ১৫৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৬৫টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৩টি, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১টি, কারিগরি কলেজ ২টি ও মাদ্রাসা ১২২৯টি। ফলে শিক্ষা সংস্কৃতির দিক দিয়েও জেলাটি এগিয়ে আছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত নামী-দামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র ছিলেন।

এসব ছাড়াও নরসিংদী জেলার রয়েছে একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে নরসিংদীর অবস্থান উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ৬ দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে এ জেলার আপামর জনগণ সাহসিকতার সাথে লড়াই করে জেলার ইতিহাস অক্ষুণ্ন রাখে। নরসিংদী থেকে যেসব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় তারমধ্যে দৈনিক বার্তা, দৈনিক উত্তাপ, দৈনিক গ্রামীণ দর্পন, সাপ্তাহিক নরসিংদী খবর, অতিক্রম, খোয়াব, সাময়িকীর মধ্যে আছে বন্ধন, মেঘনা, গ্রামীণ খবর, নরসিংদী প্রভৃতি।

প্রত্নসম্পদ

ওয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে প্রাপ্ত রৌপ্যমুদ্রা, ওয়ারী গ্রামে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা (অষ্টম শতক আনুমানিক), নরসিংদী শহরে প্রাপ্ত সেন আমলের প্রস্তরমূর্তি, আলসী গ্রামে প্রাপ্ত গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রৌপ্যমুদ্রা, পাঁচদোনায় প্রাপ্ত সুলতানি আমলের রৌপ্যমুদ্রা, কুমারদী গ্রামের সুলতানী মসজিদ ও শাহ মনসুরের মাজার (আনুমানিক পঞ্চদশ শতক), বিবি জয়নবের মসজিদ (১৭১৯), আশরাফপুর গ্রামে তিন গম্বুজ মসজিদ (১৫২৪ খ্রি.) পারুলিয়া মসজিদ (১৭১৬ খ্রি.), রঘুনাথ মন্দির (আনুমানিক সপ্তদশ শতক)। প্রভৃতি নরসিংদীর উল্লেখযোগ্য প্রত্নসম্পদ।

নরসিংদীর ইতিহাস

আর্য আকর গ্রন্থগুলো অনুশীলনে মনে হয় যে, অশোকের ধর্ম বিজয়ের (ন্যায় নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে জয়লাভ) পূর্বে কোন আর্য উপজাতি এ অঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশ করতে পারেনি। সে সময় এ অঞ্চলের আদিম উপজাতিগুলো ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী। আর তারা ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে রচিত আর্য গ্রন্থ সমূহে বংগদেশের অধিবাসীদিগকে অসুর, দস্যু ও চন্ডাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের ভাষাকে পক্ষীর ভাষা বলে উল্লেখ করেছে।[১১] এতে অনুমান করা যায় যে, আর্যদের পূর্ববংগ আক্রমণের মুখে এ অঞ্চলের কোচ, টিপরা, সাঁওতাল, হাজং, ডোয়াই ও চন্ডাল উপাজতিগুলো দুর্বার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং আর্যজাতি বার বার পরাজিত হচ্ছিল। অন্যদিকে আদিবাসীদের ভাষা ছিল আর্যদের জন্য অত্যন্ত দুর্বোধ্য। মনে হয় সে সময় পর্যন্ত এখানকার আদি বাসীদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও নিজস্ব কোন বর্ণ ছিলনা। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সম্রাট অশোকের শাসনের পূর্বে নরসিংদী জেলায় বৈদিক ধর্মীয় কোন প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

বৈদিক যুগের অনেক পরবর্তী সময় রচিত ঐতরেয় আরণ্যক, পুরাণ, মহা-ভারত ও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব সূত্রের সাক্ষ্যে বাংলাদেশে ছোট-বড় অনেক খন্ড রাজ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সাম্প্রতিক সময়ের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বংগ নামে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই বংগ রাষ্ট্রের প্রধান অংশ ছিল পরবর্তীকালে গঠিত ভবাক ও সমতট রাজ্য। পরবর্তী মৌর্য আমলে বাংলাদেশে মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ আকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতবর্ষের এক বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[১২] এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত একটি মৌর্য শিলালিপিতে। এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের একটি ধারনা ছিল যে, পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল তথা বংগ ও সমতট ছিল মৌর্য অধিকার বহির্ভূত এলাকা। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় জানা যায় যে, প্রাচীন কালে নরসিংদীর ওয়ারী-বটেশ্বর ছিল মৌর্য আমলের একটি প্রসিদ্ধ নদী বন্দর। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয়েছে বংগ ও সমতট এলাকাও এক সময় প্রাচীন মৌর্য শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গুপ্ত যুগ

গুপ্ত যুগের বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে জানা যায় যে, করতোয়া ও যমুনা নদীর পশ্চিম তীর ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বতম সীমান্ত। অতএব এটা

Dhaka University Institutional Repository

অনুমান করা যায় যে, মেঘনার পশ্চিম তীর থেকে করতোয়া ও যমুনা নদীর পূর্ব তীরের ভূ-খন্ড নিয়ে গঠিত ছিল ডবাক রাজ্য। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল 'ডযাকা'। আজকের ঢাকা যদি 'ডবাকা'-র রূপান্তরিত নাম হয়,তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, নরসিংদী জেলার সমগ্র অঞ্চল ছিল 'ডবাক' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সমতট ও ডবাক গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে 'ডবাক' রাষ্ট্রের নাম বিলুপ্ত হয়ে যায়। সম্প্রতি নরসিংদী জেলায় বেলাব উপজেলায় ওয়ারীগ্রামে তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এসব মুদ্রায় কোন রাজার নাম বা টাকশালের নাম নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, যেহেতু গুপ্তদের ভয়ে কেউ মুদ্রায় নাম অংকন করতো না, সেহেতু এই মুদ্রাগুলো গুপ্ত শাসনামলের। আর এগুলো যেহেতু এখানে পাওয়া গিয়েছে, সেহেতু নরসিংদী ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্ত একটি অঞ্চল। গুপ্ত আমলে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা হলেও ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণকর্তা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম কোনঠাসা হয়ে পড়ে অন্যদিকে দেশজ ধর্ম ও সংস্কৃতি ম্লান হয়ে যায়। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ তথা হিন্দুধর্মের পরই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এজন্যই সম্ভবতঃ নরসিংদীতে হিন্দুদের বসতি দেখা যায়।

খড়্গ ও দেবরাজবংশ

সমতট অঞ্চলে গুপ্ত শাসনের অবসান হলে সেখানে খরগ বংশীয় রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ১৩২৬ সালে নরসিংদী জেলায় শিবপুর থানার অন্তর্গত আশ্রাফপুর গ্রামে দু'টো প্রাচীন তাম্রলিপি ও একটি বৌদ্ধচৈত্য (নিবেদন স্তূপ) আবিস্কারের মাধ্যমে খড়্গ রাজাদের সম্পর্কে প্রথম চাঞ্চল্যকর তথ্য উৎঘাটিত হয়। তাম্রলিপি দু'টো থেকে রাজা খড়্গোদ্যম, তাঁর পুত্র যাত খর্গ এবং তাঁর পুত্র মহারাজা দেব খরগ এই তিনজন রাজা এবং দেব খরগের স্ত্রী রানী প্রভাবতী ও তাঁর প্রিয় পুত্র ভট্টের কথা জানা যায়।[১৩] আশ্রাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপির সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল 'সুবর্ণ বিথী' নামক ভূ-খন্ডের অস্থায়ী বা আঞ্চলিক শাসনকাল। সুবর্ণ গ্রাম থেকে আশ্রাফপুরের দূরত্ব অল্প হওয়াতে মনে হয় এই অঞ্চলটিও বেশ সমৃদ্ধ এলাকা ছিল। অধিকন্তু বৌদ্ধ চৈত্যের আবিস্কারের ফলে এটা বলা যায় যে, এখানে বৌদ্ধদের একটি ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল। প্রবীন ঐতিহাসিক ও গবেষক শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম জাকারিয়া ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের জাতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত স্মরণিকায় ইতিহাস পরিষদের সভাপতির ভাষণে লিখেছেন যে, এখানে প্রাপ্ত তাম্রলিপি দুটির মাধ্যমে প্রদত্ত ভূমি যে বর্তমান কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের নিকটবর্তী (খুব সম্ভব পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্ব কোণে) স্থানে অবস্থিত ছিল এবং লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে অবস্থিত বিহার বিহারিকা চতুষ্ঠয়ের জন্য এই ভূমি দান করা হয়েছিল তাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নেই।' তিনি আরো বলেন, আশ্রাফপুর যদি খড়্গ রাজাদের সময় একটি ধর্মীয় কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠতে পারে আর তিনি যদি আশ্রাফপুরের প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু দেখে থাকেন তবে তাম্রলিপির প্রাপ্তিস্থান আশ্রাফপুর ও তৎসন্নিহিত এলাকাতেই যে প্রাচীন বিহারিকা চতুষ্ঠয়ের অবস্থান ছিল তা অকপটে মেনে নিতে অসুবিধা নেই।[১৪]

আশ্রাফপুরের প্রাচীন নাম চক্রদহ। চক্র শব্দের অর্থ চাকা বা গোলাকৃতি আর 'দহ' শব্দের অর্থ জলভর্তি গর্ত। চাকবাড়ি নামক স্থানে এখনও মাঝারী আকারের গোলাকৃতি একটি পুকুর রয়েছে। চাকবাড়ির চারদিকে মাটির নীচে গোলাকার একটি বেষ্টনী প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষও দেখা যায়। অনুমান করা সম্ভব যে, প্রাচীনকালে বিহার ও পুকুরের চারদিকে গোলাকার বেষ্টনী প্রাচীর থাকায় হিন্দু আমলে এ স্থানের নামকরণ হয় চক্রদহ। আর মুসলিম আমলে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে চাকদাহতে পরিণত হয়। খড়্গ রাজাদের শাসনকাল ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ বংশের পাঁচজন রাজার নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন মহারাজা খড়্গোদ্যম, মহারাজা জাতখড়্গ, মহারাজা দেবখড়্গ, রাজা-রাজভট্ট, রাজা-তলভট্ট। এ বংশের প্রথম তিনজন রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরবর্তী দু'জন রাজা শৈব হিন্দু ছিলেন বলে মনে করা হয়। মহারাজা দেবখড়্গ সপ্তম শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আশ্রাফপুর বিহার নির্মাণ করেননি। তিনি শুধু ভূমিদানের মাধ্যমে উক্ত বিহারের পৃষ্টপোষকতা করেছেন। এতে ধারনা করা যায় যে, দেব খড়্গের অনেক পূর্বে অর্থাৎ খড়্গ রাজাদের প্রাথমিক যুগে এই বিহার নির্মিত হয়েছিল। যদি এই ধারনা সঠিক হয় তবে পূর্ব ভারতে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন বিহারগুলোর মধ্যে আশ্রাফপুর বিহার একটি অন্যতম প্রাচীন বিহার।

নরসিংদী জেলায় উত্তরাঞ্চল গৈরিক উচ্চ পাহাড়ী ভূমি। এই এলাকায় গংগাজলী নদীর তীরে ছোট পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রাফপুর গ্রাম। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে এই গ্রামে রাজকীয় ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল একটি বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিহার । শুধু তাই নয় আশ্রাফপুর তাম্রলিপিতে চারটি বিহারের উল্লেখ রয়েছে। ধারনা করা যেতে পারে যে, আশ্রাফপুর বিহার ব্যতীত বাকী তিনটি বিহারও সন্নিহিত অঞ্চলে কোন পাহাড়ি টিলার পাদদেশে ছায়া ঢাকা সুনিবিড় স্থানে নির্মিত হয়েছিল। আশ্রাফপুর থেকে প্রায় দু'মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মৃত খাদের পূর্ব পার্শ্বে একটি বিরাট টিলার নাম জয়মংগল। এই টিলার দক্ষিণ অংশের নাম বঙ্গপুর, স্থানীয় জনগণের নিকট এটি 'বঙ্গেরটিলা' নামে পরিচিত। লালমাটির এই টিলায় জনৈক মাধু ফকিরের বাড়ির নিকট ভূ-গর্ভে প্রোথিত রয়েছে চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। লালমাটির এ টিলার ভেতরেই হয়ত রয়েছে বিহারিকা চতুষ্ঠয়ের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭৪ সালে জনাব শফিকুল আসগর এই ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করেন একটি প্রস্তর মূর্তির খন্ডিত অংশ, একটি পাথরের দ্বীপাধার ও কতিপয় প্রস্তর গুটিকা। এসব নিদর্শন ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

আশ্রাফপুর থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব কোণে বর্তমান বেলাব উপজেলার অর্ন্তগত লালমাটির টিলার উপর অবস্থিত বটেশ্বর গ্রাম । এখানেও মাটির নীচে প্রোথিত রয়েছে ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ। শুধু ধ্বংসাবশেষ দেখেই নয় বটেশ্বর নামের তাৎপর্য চিন্তা করে সংগত কারণেই সন্দেহ পোষণ করতে হয় যে, প্রাচীন কালের কোন বিহার বা মন্দির প্রোথিত রয়েছে এখানে । উত্তর বাংলায় আবিস্কৃত একাধিক তাম্রলিপিতে বটেশ্বর স্বামীকে ভূমিদান করার কথা উল্লেখ আছে। এমন একটি তাম্রলিপি জনাব শফিকুল আসগর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলার বাগড়া গ্রামের মফিজ উদ্দিন মন্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন। উক্ত লিপিতে ধর্মপাল দেবের ৩য় রাজ্যাংকে বটেশ্বর স্বামীকে ভূমিদান করার কথা উল্লেখ আছে। বর্তমানে লিপিটি জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহ সুফী মোস্তাফিজুর রহমান ওয়ারী-বটেশ্বর সভ্যতার খনন কার্য পরিচালনা করেন যা বর্তমানেও অব্যাহত আছে। এ খনন কাজ সম্পন্ন হলে হয়ত এখানকার ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হবে।

চন্দ্ররাজ বংশ

দশম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ত্রৈলোক্য চন্দ্র, শ্রী চন্দ্র, শ্রী কল্যাণ চন্দ্র, লডহ চন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র এই পাঁচজন

Dhaka University Institutional Repository

রাজা প্রায় ১৫০ বছর ধরে সমতট শাসন করেন। এই বংশের প্রথম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাতা ত্রৈলোক্য চন্দ্রের রাজধানী ছিল ময়নামতির দেব পর্বতে। তাঁর পুত্র শ্রী চন্দ্র ময়নামতি থেকে রাজধানী তুলে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ দখল করে সমতটের রাজ্য সীমা বর্ধিত করেন। এ সময় নরসিংদী তথা এ বিস্তৃত ভূখন্ড চন্দ্ররাজাদের শাসনাধীন ছিল। এ বংশের সব রাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ফলে এ সময় এ এলাকায় বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

বর্ম ও সেন রাজবংশ

চন্দ্র বংশের শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যুর পর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্মরাজ বংশের শাসন কায়েম হয়। এই বংশের চারজন রাজা যথাক্রমে জাতবর্মা , হরিবর্মা, শ্যামলবর্মা ও ভোজবর্মা একাদশ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শাসন করেন। এই চারজন রাজাই বৈষ্ণব হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিক্রমপুর জয়স্কন্দাবার থেকে উৎকীর্ণ মহারাজ ভোজ বর্মাদেবের একটি তাম্র শাসন নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা ইউনিয়নের অর্ন্তগত মেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত হয় । জনৈক কৃষক জমিতে হাল চাষ করার সময় লিপিটি উদ্ধার করেন। লিপিটির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, মহারাজা শ্যামলবর্মার পুত্র পরম বৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজা ধীরাজ ভোজবর্মাদেব তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে বিক্রমপুর জয়কন্দবার থেকে পৌন্ড্র ভুক্তির যন্ত্রপাতি, অদ:পত্তন খণ্ডলের অন্তর্গত অষ্টগুচ্ছ মন্ডলের উপলিকা গ্রামে ১ পাটক ৯ (১,৪) দ্রোন ভূমি আদিতে মধ্যদেশে ও পরবর্তীকালে রাঢ় দেশে বসবাসকারী বিশ্বরূপ দেব শর্মার পুত্র শান্দাগারাধীকৃত উপাধিধারী রামদেব শর্মাকে প্রভূ বাসুদেবের নামে দান করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে সেন রাজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে বিক্রমপুরেই তাঁদের রাজধানী ছিল। সেনরাজাদের বিভিন্ন লিপি মালায় সুবর্ণ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের অস্থায়ী শাসন কেন্দ্রের কথা জানা যায়। এতে অনুমান করা যায় যে, যেহেতু নরসিংদী জেলার এ অঞ্চল আর সুবর্ণ গ্রাম একই ভূ-খণ্ডে ও সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত সেহেতু এ জেলার সমগ্র অঞ্চল সেন শাসনাধীন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সেন আমলের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নরসিংদী জেলার বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত এসব নিদর্শনের মধ্যে তিনটি প্রস্তর মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মূর্তিটি স্বাধীনতার পর পর নরসিংদী সদর উপজেলার আলগী গ্রামে পুকুর খননের সময় আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের সময় কোদালের আঘাতে মূর্তিটির খানিক অংশ ভেঙ্গে যায়। নিকষ কালপাথরে তৈরী মূর্তিটি বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম অবতার। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় জনাব শফিকুল আসগর কতৃক মূর্তিটি ঢাকা জাতীয় যাদুঘরের জন্য সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় মূর্তিটি নরসিংদী শহরের কাউরিয়া পাড়ার একটি প্রাচীন দিঘি পুন:খননের সময় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। প্রায় ৩০ ইঞ্চি উঁচু কালপাথরে তৈরী মূর্তিটিও বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম অবতার। মূর্তিটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তৃতীয় মূর্তিটি কালপাথরে তৈরী একটি কৃষ্ণ (গোপাল) মূর্তি। এটি সদর উপজেলার টাটা গ্রামে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি খনন কালে আবিষ্কৃত হয়। এ মূর্তিটিও জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সুলতানী আমল

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলা জয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তিনি সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু হিন্দু রাজা লক্ষণ সেন পরাজিত হলেও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কয়েক দশক পর্যন্ত হিন্দুরাই ক্ষমতায় ছিলেন। মুসলমান কর্তৃক বাংলা জয়ের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে সুলতানী আমলের সূচনা হয়। সেন বংশের অবসানের পর দামোদর দেব নামে একজন রাজা ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পযর্ন্ত পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। সম্ভবত তিনি বরিশালের মধবপাশায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী সময় তাঁর ছেলে দশরত্ন দেব সোনারগাঁ-এ রাজধানী স্থাপন করেন এবং তিনি ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। দশরত্ন দেবের একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর উপাধী ছিল 'অরিরাজ দনুজ মাধব'। ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে যখন দিল্লীর গিয়াসউদ্দিন বলবন লখনৌতির শাসন কর্তা মুগিসউদ্দিন তুগ্রিলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন তখন দনুজরায় নামক একজন শাসনকর্তা সোনারগাঁ-এ রাজত্ব করতেন। বলবনের সংগে তাঁর সৌহার্দ্য সাক্ষাত হয়েছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তাই বর্তমানকালের ঐতিহাসিকদের

Dhaka University Institutional Repository

অভিমত যে, তাম্রলিপিতে উল্লিখিত দনুজ মাধব ও বলবনের সময়ের সোনার গাঁয়ের রাজা দনুজরায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সুলতান বলবনের ২য় পুত্র রুকন উদ্দিন কায়কাউসের সময় সম্ভবত ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমান কতৃক সর্ব প্রথম সোনারগাঁ বিজিত হয়। কারণ রুকন উদ্দিনের ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় লেখা আছে যে, ইহা বঙ্গের খাজনা থেকে প্রস্তুত। তাহলে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় যে, সেন বংশের শাসনের অবসানের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সোনারগাঁ ভূখণ্ডে হিন্দু শাসন অব্যাহত ছিল। সুবর্ণ গ্রাম ভূখণ্ডের এই অংশ নরসিংদী জেলা তখন কি নামে পরিচিত ছিল তা জানা না গেলেও স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, সুবর্ণ গ্রাম নামক রাজধানীর এই একই ভূ-খন্ড একই বিভাগ হিসাবে শাসিত হয়েছিল।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম অধিকারের পর থেকে মোগল শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় প্রাচীন সোনারগাঁ কখনও প্রাদেশিক রাজধানী কখনও কেন্দ্রীয় রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। আর সোনারগাঁ ভূখণ্ডের উত্তরাংশ নরসিংদী জেলার সমগ্র অঞ্চল ছিল রাজধানীর সংগে সম্পৃক্ত। সোনারগাঁ-এর সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ, ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং সুফীবাদের প্রভাব আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এ অঞ্চলের লোক ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুলতানী শাসনের প্রায় দুই শত বছরের অধিক সময় ধরে এ অঞ্চলে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এখানকার লোকজন বেশী রাজকীয় সুবিধা ভোগ করেছিল এবং ইসলাম ধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা রাজধানীর পশ্চাতভূমিতে অতিদ্রুত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ও বিকশিত হয়েছিল। সুলতানী শাসনামলের কয়েকটি মসজিদ, খানকা, মাদ্রাসা, ইমারত ও সুফী সাধকদের কয়েকটি মাজার এ সময় প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি গ্রামের নাম বিভিন্ন সুলতানের নামের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে এ জেলার প্রাধান্যের কথা ইঙ্গিত করে।

সোনারগাঁ সুলতানী আমলে শুধু রাজধানীর মর্যাদাই লাভ করেনি। নদীতীরে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম বন্দর হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। বিদেশী আরব ও পারস্য দেশীয় মুসলিম বনিকগণের আনাগোনা অত্যধিক বেড়ে যায় এবং সূতি বস্ত্রের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ছিল লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে অনেক কম। এ সময় সোনারগাঁয়ের পশ্চাৎভূমি নরসিংদী জেলার সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক ভিত্তিক বস্ত্র উৎপাদন শুরু হয় এবং অনেক কৃষিজীবি

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম পরিবার অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির লোভে বস্ত্র উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়। এ জেলার পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল ফলনের দরুন রাজধানী ও বন্দর নগরীতে বিভিন্ন ধরনের ফসল নিয়মিত সরবরাহ হত। ফলে রাজধানীর অধিবাসীদের জীবন যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ বজায় ছিল বরাবরই।

সুলতান ইলিয়াছ শাহের পূর্বেই সোনারগাঁ-এ রাজধানী স্থাপিত হয় এবং সমস্ত শাসন কর্তাই পূর্ব বাংলার বিজিত মুসলিম অঞ্চলকে ইকলিম সোনারগাঁ-এর অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু সুলতান ইলিয়াছ শাহ্ রাজধানীকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে সোনারগাঁয়ের ৫ মাইল দূরবর্তী স্থান মোয়াজ্জেমাবাদে একটি টাকশাল নির্মাণ করেন এবং সোনারগাঁয়ের পরিবর্তে ইকলিমের নাম করেন ইকলিম মোয়াজ্জেমাবাদ (বর্তমান মহজমপুর)। জানা যায় এই ইকলিমের অন্তর্গত ছিল বৃহত্তর ঢাকা বিভাগ, শ্রীহট্ট অঞ্চল এবং ত্রিপুরার অর্ধেক এলাকা। সে সময় নরসিংদী জেলা ইকলিম মোয়াজ্জেমাবাদের মূল ভূ-খন্ডের অংশ থাকায় বিদ্রোহকালীন অস্থিরতা এবং শান্তিকালীন সময়ের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে নিঃসন্দেহে।

হুসেন শাহী বংশের শাসনামলে প্রতিটি ইকলিমকে কয়েকটি ইকতায় বিভক্ত করা হয়। ইকতাগুলোর সঠিক বিবরণ আজ আর জানার উপায় নেই। তবে এটুকু বলা যায় যে, যেহেতু নরসিংদী জেলা ইকলিমের কেন্দ্রীয় ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত সেহেতু এ অঞ্চল মোয়াজ্জেমাবাদের অংশ হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকবে।

হুসেন শাহী বংশের শাসনের পর বাংলাদেশ দিল্লীর শূর বংশের সম্রাটদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরখান শূর শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। সে সময় এ অঞ্চল সোনারগাঁ-এর অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। এ জেলায় শেরখান শূর ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহের অনেক রৌপ্য মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে এবং এ দুই রাজার নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক গ্রাম ও স্থান রয়েছে। **এ প্রসঙ্গে** শিবপুর উপজেলায় পুটিয়া বাজার সংলগ্ন হাড়িধোয়া নদীর তীরবর্তী শেরপুর নামক গ্রামটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গ্রাম বরাবর সোজা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত সোনাতলা নামক গ্রামে ইসলাম শাহ্ শূরের নামাঙ্কিত কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। রায়পুরা

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলায় ইসলামপুর নামে পরিচিত গ্রামটির কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়।

হুসেন শাহী শাসনের সময় থেকে সেনানায়ক ও তাঁদের বিশেষ কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ লাখেরাজ ভূমিদান প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছিল। আর এ সময় থেকেই সুলতানের অধীনে ছোট-বড় জমিদারী প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিল। হুসেন শাহী শাসনামলে এ জেলার একজন জমিদারের কথা জানা যায়। তাঁর নাম ধনপদসিংহ। তাঁর রাজা খেতাব ছিল। তাঁর পুত্র রাজা নরসিংহ শীতলক্ষা নদীর ৩ মাইল পূর্বে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে আবাসিক এলাকা গড়ে তোলেন এবং তাঁর নিজ নামে এ স্থানের নামকরণ করেন নগর নরসিংপুর (বর্তমান নাম পারুলিয়া)। এই বংশের একাদশ অধঃস্তন পুরুষ কালিদাস সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সোলায়মান খাঁ নাম ধারণ করেন। এই সুলায়মান খাঁ ভাটি অঞ্চলে জমিদারী সীমা বর্ধিত করে সোনারগাঁ-এ রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী সময় ইসলাম খাঁ শূরের সেনাপতি তাজখান কররানীর সাথে তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং ঈশা খাঁ বন্দী হন। তাজখান কররানী বাংলায় রাজধানী স্থাপন করলে সোলায়মান খাঁর পুত্র ঈশা খাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে সোনারগাঁ অঞ্চলের জমিদারী ফিরিয়ে দেন।

মোগল শাসনামল

মোগল সম্রাট আকবর কর্তৃক পূর্বাংলা বিজিত হলেও বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন সম্ভব হয়নি। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে টোডরমল বাংলাদেশের সহযোগী শাসনকর্তা হয়ে এলে বাংলাদেশে শান্তি ফিরে আসে। ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে টোডরমল বাংলাদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮০টি মহালে বিভক্ত করে প্রশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। সে সময় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত একটি মহাল। কয়েকটি মহাল নিয়ে গঠিত হত একটি যোয়ার আর কয়েকটি যোয়ার নিয়ে গঠিত হত একটি পরগণা। কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত হত একটি সরকার এবং কয়েকটি সরকার নিয়ে গঠিত হত একটি সুবা বা প্রদেশ। টোডরমল কর্তৃক গঠিত ১৯ টি সরকারের মধ্যে সরকার সোনারগাঁ-এর অধীন ছিল নিম্নলিখিত ৬ টি পরগণা: ১. ববদাখাদ, ২. সোনারগাঁ, ৩. মহেশ্বরদী, ৪. প্রাইটকারা, ৫. কাটবার ও ৬. গংগা মণ্ডল। এই সরকারের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০৩৩১৩৩৩ দাম (৪০ দামে এক টাকা) বা ২৫৮২৮২ টাকা। এছাড়াও এ সরকার থেকে যুদ্ধের সময় দিল্লীশ্বর কে ১৫০০ অশ্বারোহী, ২০০ রণ হস্তী ও ৪৬০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রদান করতে হত। সরকার সোনারগাঁ-এর অধীন

৬টি পরগণার মধ্যে তৎকালীন 'পরগণা মহেশ্বরদীর' সমগ্র অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে আজকের নরসিংদী জেলা। *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তৎকালে ৫২টি মহাল নিয়ে গঠিত ছিল সরকার সোনারগাঁ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের মধ্যস্থতায় সোনার গাঁয়ের জমিদার ঈশা খাঁ আকবরের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলে আকবর তাঁকে ২২টি পরগণার অধিপত্য ও *মসনদ-ই-আলা* খেতাবে ভুষিত করেন। এই ২২ টি পরগণার মধ্যে সরকার সোনারগাঁ-এর ৬টি সরকার, বাজুহার ১৫টি ও জাফর শাহী নামক সরকার ঘোড়াঘাটের ১টি পরগণার কথা জানা যায়।

পরগণা মহেশ্বরদীর প্রশাসনিক কার্যালয় ছিল নগর মহেশ্বরদী গ্রামে। বর্তমান শিবপুর উপজেলায় নগর মহেশ্বরদী গ্রাম এখনও বর্তমান। তার সন্নিকটেই অবস্থিত খোদ মহেশ্বরদী নামে আরো একটি ছোট গ্রাম। আনুমানিক ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২০ বৎসর সময় নরসিংদী জেলার এ অঞ্চল পরগণা (মোগল জেলা) মহেশ্বরদী নামেই পরিচিতি লাভ করে। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন এবং তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বিবি জয়নবকে ঈশা খাঁর ৫ম অধঃস্তন পুরুষ দিউয়ান শরীফ খাঁর সংগে বিবাহ দিয়ে জামাতাকে মহেশ্বরদী পরগনার দিউয়ান নিযুক্ত করেন । পরবর্তী সময় ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের ভূমি তৃতীয় বার বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে বাংলাদেশ ১৩টি চাকলায় বিভক্ত হয়। চাকলাগুলো নিম্নরূপ: ১. আকবর নগর, ২. ঘোড়াঘাট, ৩. করৈবাড়ি, ৪. জাহাঙ্গীরনগর, ৫. শ্রীহট্ট ও ৬. ইসলামাবাদ। সরকার সোনারগাঁ-এর পরগণাগুলোর কিছু কিছু মহাল শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদের সংগে যুক্ত হলেও জমিদারী বিভাগ হিসেবে রাজস্ব সম্পর্ক ছিল নিয়াবতের সঙ্গে। ঠিক এ সময় বরদাখাল পরগণা ও সরকার বাজুহার থেকে কয়েকটি মহাল কেটে পরগণা মহেশ্বদীর আয়তন বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত পরগণার নতুন নামকরণ করা হয় শরীফপুর। পলাশ উপজেলার পারুলিয়া গ্রামে শরীফ খাঁ ও তাঁর পত্নী বিবি জয়নবের যুগল সমাধি এবং মসজিদ আজও বিদ্যমান। শিবপুর উপজেলায় ২টি, রায়পুরা উপজেলায় ১টি, সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নে ১ টি ও নবীনগর থানায় ১টি সর্বমোট ৫টি শরীফপুর নামে গ্রাম রয়েছে।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁন বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করতেন। মুর্শিদকুলি খাঁন হিন্দু ইজারাদার নিয়োগ করেন। যেসব জমিদারদের কর বকেয়া ছিল তাদের নিকট থেকে জমিদারী তুলে নিয়ে অন্যদের হাতে ন্যস্ত করেন। এ সময় বাংলাদেশে অনেকগুলো নতুন হিন্দু জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল আমলে নরসিংদী জেলার জনগণের অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে এ জেলার চাষীরা কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কুটির শিল্পে নিয়োজিত থাকতো। কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সাম্রাজ্যে ও অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি করে বেশ মোটা অর্থ উপার্জন করতো। এসব শিল্পের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র, চিনি, জ্বালানী ও খাবার তৈল, কাপড়ের রং এবং প্রসাধনী ও কৃষি যন্ত্রপাতি উল্লেখযোগ্য। জানা যায়, এ জেলার সূতি বস্ত্র বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো। বিদেশী পর্যটক র‍্যালফফিচ্ মোগল আমলে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে লিখেছেন, "উড়িষ্যা থেকে সোনারগাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডকে মনে হয় একটি বিশাল বস্ত্র কারখানা। এখানে প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে"।[১৫]

বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪) পর ইংরেজরা বাংলার দিওয়ানী তথা শাসন ক্ষমতা লাভ করে। এ সময় তারা শেরশাহের আমলে গঠিত ছয়টি সরকার (বাজুহা, সোনারগাঁ, বাকলা, ফতেহাবাদ, মাহমুদাবাদ, ঘোড়াঘাট) নিয়ে মুর্শিদকুলির সময় ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত ঢাকলা জাহাঙ্গীর নগরকে রাজস্ব ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ঢাকা-জালালপুর নামে নতুন জেলায় পরিণত করেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এই বৃহত্তর জেলার পূর্ব সীমান্তের মেঘনার পূর্বতীরের ভূভাগ বিচ্ছিন্ন করে লক্ষীপুর কালেকটরী নামে একটি নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল তৈরী করা হয়। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঢাকা-জালালপুর জেলা থেকে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ নামে আরো ৩টি নতুন জেলা সৃষ্টি করা হয়। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে সৃষ্টি হয় নারায়ণগঞ্জ মহকুমা। বর্তমানে স্থাপিত নরসিংদী সদর উপজেলার সমগ্র অঞ্চল ছিল তৎকালীন নারায়ণগঞ্জ মহকুমাধীন রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত। নরসিংদী জেলার বাকী অংশ নিয়ে গঠিত ছিল রায়পুরা ও মনোহরদী থানা। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে নরসিংদীতে একটি ফাঁড়ি থানা স্থাপিত হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী সংগঠন সংঘটিত হওয়ার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে নরসিংদী পুলিশ ফাঁড়িকে একটি পূর্ণাঙ্গ থানায় পরিণত করা হয়। ১৯৭৭ সালে রায়পুরা, মনোহরদী, শিবপুর, পলাশ ও নরসিংদী এই পাঁচটি থানা নিয়ে গঠিত হয় নরসিংদী মহকুমা। ১৯৮৩ সালে রায়পুরা, মনোহরদী ও শিবপুর থানার কয়েকটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে বেলাব নামে একটি নতুন থানার সৃষ্টি করা হয়। পূর্বে নরসিংদী বৃহত্তর ঢাকা জেলার একটি মহকুমা ছিল। ১৯৮৪ সালে এ ছয়টি থানাকে উপজেলায় উন্নীত করে নরসিংদী নামে একটি নতুন জেলা গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

১৯৬৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর হাতিয়দিয়া বাজারে পিকেটিং ও মিছিলে পুলিশের এলোপাথারি গুলিতে তিনজন শহীদ ও বেশ কয়েকজন আহত হন। ১৯৭১ সালের ৪ ও ৫ এপ্রিল নরসিংদী বাজারে রকেট বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে ৩ জন নিহত হয় ও শতাধিক দোকান ভস্মীভূত হয়। পাঁচদোনা ও মাধবদীতে যুদ্ধে অনেক জানমালের ক্ষতি হয়। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সতীশ পাকরাশী ২০ বছর কারাবরণ করেন।[১৬] এছাড়া অন্যান্য ঘটনাবলী অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

১৯৮৪ সালে নরসিংদী জেলায় রূপান্তরিত হলেও এখানকার ইতিহাস অনেক পুরনো। বাংলাদেশ সৃষ্টির অনেক পূর্ব হতেই এখানকার জনগোষ্ঠী বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়ে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। ঢাকার কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত এ জেলা শিল্পের জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়েও জেলার অবদান অনেক।

তথ্যনির্দেশ

১. আলী ইমাম, *বাঙলা নামে দেশ*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ভূমিকা অংশ
২. আলী ইমাম, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ৯
৩. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯
৪. শফিকুল আসগর, *নরসিংদীর ইতিহাস*, পৃ. ৪৯
৫. বুলবুল আহমেদ, *নরসিংদী জেলার ওয়ারী-বটেশ্বর*, রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ১
৬. *ঐ*, পৃ. ১১৬
৭. শফিকুল আসগর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১
৮. শফিকুল আসগর, *ঐ*, পৃ. ৫২
৯. নরসিংদীতে উৎপাদিত চালের স্থানীয় নাম, শফিকুল আসগর, *ঐ*, পৃ. ৩০
১০. নরসিংদী জেলা প্রশাসকের সর্বশেষ তথ্যানুসারে
১১. শফিকুল আসগর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭
১২. শফিকুল আসগর, *ঐ*, পৃ. ১৮
১৩. *ঐ*, পৃ. ২২
১৪. *ঐ*, পৃ. ২৩
১৫. শফিকুল আসগর, ঐ, পৃষ্ঠা, ৪৬
১৬. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাপিডিয়া, ঢাকা, পৃষ্ঠা, ১০-১২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি ও নরসিংদী জেলা

বাংলায় সংস্কার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি

ব্রিটিশ শাসন বাংলাতেই প্রথম শুরু হয় এবং এ অঞ্চলেই এর প্রভাব সর্ব প্রথম ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুসলিম নবাবদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে। বাংলায় ইংরেজদের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়ায় হিন্দু, মুসলিম আমির ওমরাহ এবং নবাবের সভাসদদের যোগসাজস থাকলেও ব্যবসায়ী সূত্রে বাংলায় অমুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। স্বাভাবিক কারণে তারা নবাবের পরিবর্তে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যকে স্বাগত জানায় এবং সাথে সাথে ইংরেজী ভাষা শিখে কোম্পানীর মিত্র শক্তিতে পরিণত হয়। অপরদিকে ক্ষমতা হারানোর পর মুসলিম শাসকদের একটি বড় অংশ বাংলা প্রদেশ ছেড়ে দিল্লী অথবা পশ্চিম ভারতে চলে যায়। একদিকে নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরূপ মনোভাব- এই দুই মিলে মুসলিমরা প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারেনি। তাই পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে সমাজে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে অনুরূপভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজের সংস্কার আন্দোলনে দুটো ধারা লক্ষণীয়। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে রায় বেরেলবীর সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, পশ্চিম বঙ্গের মীর নেছার আলী ওরফে তিতুমীর এবং পূর্ব বাংলায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও তাঁর পুত্র হাজী মোহসিন উদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত অনাচার প্রবেশ করেছিল সেগুলো শুদ্ধি করানোর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের আদর্শ রূপায়িত করার কথা ভাবেন। অপরদিকে সৈয়দ আহমদ খান, বাংলার নবাব আবদুল লতিফ, গুলাম আহমদ, মৌলভী চিরাগ আলী ও সৈয়দ আমীর আলী পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম সমাজকে অধিকতর শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। উল্লেখ যে, নরসিংদী

Dhaka University Institutional Repository

জেলার মুসলিম জনসাধারণ শুরুতে সংস্কারের প্রথম ধারা সমর্থন করেন, পরবর্তীতে অবশ্য তারা ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেন।

নরসিংদীর শতকরা প্রায় পঁচাশি জন অধিবাসী ছিল মুসলিম। বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মত নরসিংদীর জনগণও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। প্রথমদিকে তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারে ব্রিটিশদের বিরোধীতা করে। সে কারণে ইংরেজি শিক্ষিত লোকের চাইতে আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষায় লোকের আগ্রহ ছিল বেশি। তাই নরসিংদীর ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী মতবাদ ব্যাপক সাড়া জাগায়। ফরায়েজী মতবাদের অনুসারীরা অনেকে নিজের নামের শেষে ফরাজী শব্দটি ব্যবহার করত। অনেক জায়গায় এখনও "ফরাজী" বংশীয় উপাধি হিসেবে দেখা যায়।[১] একই সময়ে ওহাবী আন্দোলনও নরসিংদীর মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করে। উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরেলবী মক্কায় শিক্ষা অর্জন করে ১৮২০ সালে স্বদেশে এসে ওহাবী আন্দোলন শুরু করেন। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি তিনি "পরদেশের বিধর্মীর কর্তৃত্বাধীনে মুসলিমদের জীবন ব্যহত হতে বাধ্য"- এরূপ প্রচারণায় আন্দোলন অচিরেই ইংরেজ বিরোধী জেহাদ আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৮৩০ সালে পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে এবং বালাকোট নামক স্থানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। বাংলার হাজার হাজার মুসলিম তাঁর আহ্বানে সীমান্তের জেহাদে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সংস্কারকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি ফরায়েজী মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে ইসলামের বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করেন। ১৮৪০ সনে তাঁর তিরোধানের পূর্বে সমগ্র উত্তর বঙ্গ, ত্রিপুরা ও ঢাকা বিভাগে তাঁর মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন আরো ব্যাপক ও সংগঠিত রূপ লাভ করে। ১৮৫৭ সনের যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়ের পর বৃহত্তর ঢাকায় দুদুমিয়ার মৃত্যুতে ফরায়েজী আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লবের সময় নরসিংদী জেলায় তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। ১৯০৫ সনের ইংরেজ সরকারের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

জনগণ স্বাগত জানায়। হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তুললে ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে এই সংগঠনের পতাকাতলে মুসলিমরা সমবেত হতে থাকে। মুসলিম স্বার্থরক্ষা ও ইংরেজ সরকারের নিকট থেকে অধিকার ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠে। নরসিংদীর ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ সর্বান্তকরণে মুসলিম লীগের কর্মসূচী সমর্থন করে এবং লীগ পরিচালিত সকল কর্মসূচী ও আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২১ সনে মহাত্মাগান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনেও নরসিংদী জেলার জনসাধারণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সে সময় ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং বৃটিশ পণ্য ও শিক্ষা বর্জন করে। সমগ্র উপমহাদেশের মত অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন নরসিংদী তথা বৃহত্তর ঢাকা জেলার জনসাধারণকে স্বাধীকার আন্দোলনে অনুপ্রেরণা দেয়। মহাত্মা গান্ধীর বেশ কয়েকজন অনুসারী নরসিংদীতে ছিলেন। এদের মধ্যে দত্তপাড়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক আলহাজ্ব সুন্দর আলী গান্ধী অন্যতম।[২] তাছাড়াও খেলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী অত্র অঞ্চল সফর করেন।

২৩ মার্চ, ১৯৪০ সনে এ. কে. ফজলুল হকের ঐতিহাসিক "লাহোর প্রস্তাবের" উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের পৃথক আবাস ভূমির দাবী করা হয়। পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দুটি আলাদা রাষ্ট্র (ভারত ও পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য পূর্বেই অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশ মিলে একটি রাষ্ট্র হতে পারেনা। কারণ একই মহাদেশে দুটি জাতির বাস (হিন্দু ও মুসলিম) এর কারণে পূর্বেই বিভিন্ন মহল ও সংগঠন থেকে দুটি আলাদা রাষ্ট্রের দাবী উঠেছিল। শরৎবসু ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসেই বলেছিলেন যে, ভারত একটি দেশ নয়, একটি উপমহাদেশে। ভারতীয়রাও এক জাতি নয়। তারা তখনই যথাযথভাবে স্বাধীন হবে যখন ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলো ও জাতিসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম হবে।[৩] খাজা নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশ চিরকালই কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য প্রদেশের নিকট থেকে বৈমাতৃক ব্যবহার পেয়েছে।[৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় অনেক পূর্ব থেকেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দেশের অন্যান্য স্থানের মত

Dhaka University Institutional Repository

নরসিংদী জেলায়ও প্রভাব পড়েছিল। তবে এখানকার জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতি ছিল বিধায় নরসিংদী থেকে এ কারণে তুলনামুলকভাবে কম সংখ্যক হিন্দু দেশ ত্যাগ করেছিল।[৫]

১৯৪৭ পরবর্তী অবস্থা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় যদিও অনেক বাঙালী নেতা অবিভক্ত বাংলা চেয়েছিলেন।[৬] বাঙালীরা অতীতের সবকিছু ভুলে গিয়ে পাকিস্তানকে সাদরে গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, মাহমুদ হোসেন সহ ছয় নেতা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন পূর্ব বাংলা হতে। সকলে আশা করেছিলেন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে দেশের সকল অংশে সকল জনগণের ন্যায্য আশা-আকাঙ্খার ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। অল্প সময় হতেই বুঝা গেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে, বিশেষ এলাকার স্বার্থে, বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সচিবালয় এর প্রধান হিসেবে প্রথম হতেই এ ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেন। এ ষড়যন্ত্রের মূল কারণ ছিল- ক. প্রথম হতেই পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের; খ. সামরিক বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল নগণ্যতম ও গ. দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী পূর্ব বাংলায় থাকলেও রাজধানী স্থাপিত হয় করাচীতে। বাংলার প্রতিনিধিদের ভূমিকা এ কারণেই ছিল গৌণ। এসব কারণে পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার সাথে পূর্ব বাংলার জনগণ শুরুতেই একাত্ম হতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সামরিক, বেসামরিক ও অন্যান্য চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বেশী নিয়োগ পেত। নিম্নের একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তা তুলে ধরা হলো[৭]:

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

পদের নাম	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
সেক্রেটারী	১৯ জন	শূণ্য
জয়েন্ট সেক্রেটারী	৩৮ জন	৩ জন
ডেপুটি সেক্রেটারী	১২৩ জন	১০ জন
আন্ডার সেক্রেটারী	৪১০ জন	৩৮ জন

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক ক্ষেত্রে

পদের নাম	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
লেফটেন্যান্ট জেনারেল	৩ জন	শূণ্য
মেজর জেনারেল	২০ জন	শূণ্য
ব্রিগেডিয়ার	৩৪ জন	১ জন
কর্ণেল	৪৯ জন	১ জন
লেফটেন্যান্ট কর্নেল	১৯৮ জন	২ জন
মেজর	৪৯০ জন	১০ জন
নৌবাহিনী অফিসার	৫৯৩ জন	৭ জন
বিমান বাহিনী	৬৪০ জন	৪০ জন
সেনাবাহিনী	৮৫%	১৫%
কেন্দ্রীয় চাকরি	৮৫%	১৫%

আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশায় পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ ছিল বাঙালী। অবহেলিত দরিদ্র, পশ্চাদপদ এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটি খুব দ্রুত দানা বেধে উঠতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কোন বাস্তব ও কার্যকরী অর্থনৈতিক ফর্মসূচি প্রদানে ব্যর্থ হয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে পাশকাটিয়ে ধর্মীয় শ্লোগান, অহেতুক পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টের আশংকা, একটানা ভারত বিরোধী প্রচারণা প্রভৃতি বিষয় দিয়ে পরিবেশকে মুখর করে রাখে। এখানে প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববাংলা এমন কি পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের অঞ্চলগুলোও শিল্প বাণিজ্যে যথাযথই অনগ্রসর ছিল। বৃটিশ ভারতের শিল্প বাণিজ্যে অগ্রসর অঞ্চল সমূহ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এমতাবস্থায় ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বা উন্নয়ন ফর্মসূচি ঘোষিত হয়নি। উপরন্তু সামরিক খাতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়ে। সামরিক খাতে রাজস্ব ব্যয় যথাযথই ৫০% ছিল।[৮] শিল্পজাত সামগ্রীর জন্য দেশে আমদানী নির্ভর, যা বহুলাংশে দাম বেড়ে যায় অন্যদিকে রপ্তানীযোগ্য কাঁচা মালের দাম ছিল কম। সমগ্র পাকিস্তানের ৫৬% অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্য ছিলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও।[৯] বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চরম শোষণ অত্যাচার মুসলিম নেতৃত্বের দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার ফলে পূর্ব বাংলার সচেতন রাজনৈতিক মহলে হতাশা বিরাজ করতে থাকে। প্রধানত এ পটভূমিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির প্রতি বাঙালীদের মোহ ভঙ্গের পালা শুরু হয়। যে আবেগ আশা আর স্বপ্ন নিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের অলীক স্বপ্ন কঠিন বাস্তবতার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে। এ অঞ্চলের মানুষ অচিরেই বুঝতে পারে যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পূর্ব বাংলাকে শাসন-শোষণের জন্য একটি উপনিবেশ মাত্র।[১০]

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীতে অবস্থিত ছিল মুসলিম লীগের ওয়ার্কশপ ক্যাম্প। ১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত এ ক্যাম্পের সার্বক্ষণিক দায়িত্বে ছিলেন শামসুল হক (বাঙালী)। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ ক্যাম্পটিকে ঘিরে প্রতিবাদী তরুণ মুসলিম লীগ কর্মীরা সংগঠিত হন। এ কর্মীরা পূর্ব বঙ্গের মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তথা মাওলানা আক্রাম খাঁ ও নাজিমুদ্দিনের প্রতি সদয় ছিলো যতটা না তারা সন্তুষ্ট ছিলো আসাম থেকে আগত আসাম মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতি।[১১]

পাকিস্তানী শাসকদের পূর্ব বঙ্গের স্বার্থহানিমূলক কার্যকলাপ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, ভাষা সংস্কৃতির উপর খবরদারির চেষ্টা, খাদ্যাভাব, সাধারণ জন জীবন বিপর্যয় ইত্যাদি ঘটনাবলী মুসলিম লীগের তরুণ অংশকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। দেশ পরিচালনায় মুসলিম লীগের ব্যর্থতার পাশাপাশি রাজনৈতিক দমননীতি শিক্ষিত সুধী সমাজকে দারুণভাবে হতাশ করে। এভাবে পূর্ব বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পটভূমি প্রস্তুত করে দেয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও মুসলিম লীগের তরুণ বিদ্রোহী অংশের উদ্যোগে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় তিনশত প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী ভাষণ দেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এ কে ফজলুল হকও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে গঠিত আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রথম কমিটির সভাপতি হন মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক হন টাঙ্গাইলের শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান ও খন্দকার মুশতাক আহমদ যুগ্ম সম্পাদক হন।[১২]

পূর্ব পাকিস্তানে যুবলীগ গঠন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ আত্মপ্রকাশ করলেও সরকারী দমননীতির কারণে তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯৫১ সালের ২৭, ২৮ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান যুব সম্মেলনের আহবান করা হয়। কিন্তু সরকারী বাঁধার মুখে উদ্যোক্তরা বুড়িগঙ্গা নদীর বুকে নৌকায় সম্মেলন সম্পন্ন করেন। এ সম্মেলনে গঠিত হয় "পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ" যার সভাপতি হন মাহমুদ আলী সাধারণ সম্পাদক হন অলি আহাদ।[১৩]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ চক্রের আক্রমণ ছিল মূলত বাঙালী জাতির আবহমান ঐতিহ্য সংস্কৃতি, হাজার বছরের ইতিহাস ও আত্ম পরিচয়ের উপর আঘাত। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর এই আঘাত প্রতিহত করতে গিয়ে বাঙালী জাতি এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ আর ইংরেজি ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ১.৮ ভাগ, পাঞ্জাবীদের সংখ্যা ২৮.৪ ভাগ; পশতুদের সংখ্যা ৭.১ ভাগ, উর্দু ভাষাভাসীর সংখ্যা ৭.২ ভাগ, সিন্ধিদের সংখ্যা শতকরা ৫.৮ ভাগ।[১৪] এখন দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ভাষাভাষীর তুলনায় বাঙ্গীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাছাড়া সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদল সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দাবিয়ে রাখার জন্য জনসংখ্যার শতকরা ৭.২ ভাগ লোকের কথ্য ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চালায়। বাঙ্গালীরা দাবী জানায় শতকরা ৫৬ জন লোকের বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রাখতে হবে। রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে সর্বপ্রথম সংঘর্ষের সূচনা হয় ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে এ সংকটের সূচনা হয়। স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগ ১৯৪৬ সালের ঘোষণা পত্রে বাংলা ভাষাকে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি ছিলো এবং পাকিস্তান

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ যে বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার দাবী করেন তার উল্লেখ আছে। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষা ব্যবহার সিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে ভাষার দাবী একটি সুস্পষ্ট আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকা সফরে আসেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে তিনি ২১ মার্চের জনসভায় এবং ২৪ মার্চের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করেন। বস্তুত জিন্নাহ্ ঐ সময় বাঙালী বিদ্বেষী পাকিস্তানী আমলাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জিন্নাহর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা না-না বলে তার ঘোষণার প্রতিবাদ করে। জিন্নাহ্ ঢাকায় অবস্থানকালে ভাষা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কয়েকদফা আলোচনায় বসেন। কিন্তু তিনি ভাষার প্রশ্নে কোন প্রকার আপোষ করতে রাজি হননি। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলে গভর্ণর জেনারেল হন উর্দুভাষী বাঙালী খাজা নাজিমুদ্দিন। দুর্বলচিত্ত, ব্যক্তিত্বহীন রাজনীতিক খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার স্বার্থকে জাতির সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হন। এদিকে ১৯৫০ সনের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে ঘোষণা করেন "উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে"। পূর্ববাংলায় জনগণ এর প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সমস্যা সমাধান অপেক্ষা সমস্যা সৃষ্টি করার ব্যাপারেই নাজিমুদ্দিনের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় জিন্নাহ্ ও লিয়াকত খানের অনুকরণে "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" ঘোষণা দিলে ছাত্র, সচেতন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ২৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় পরদিন (৩০ জানুয়ারি) ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। এভাবে আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠার পটভূমিতে পরিবর্তী পরিস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

মোকাবেলার জন্য ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি করা হয়। তৎকালীন আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিবর্গ আবুল হাশিম, আবদুল গফুর, আতাউর রহমান খান, আবুল কাশেম, শামসুল হক, আনোয়ারা খাতুন, মোহাম্মদ তোয়াহা, মীর্জা গোলাম হাফিজ, শামসুল হক চৌধুরী, কাজী গোলাম মাহবুব ছাড়াও সর্বস্তরের প্রতিনিধিগণ এ কমিটিতে ছিলেন।[১৫]

১৯৫২ এর ১১ ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে প্রস্তুতি দিবস এবং "২১ ফেব্রুয়ারি" রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সারাদেশে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার ডাক দেয়া হয়। সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল হতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পরিষদ ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে দুপুর ২ টায় পুলিশ বাহিনী ছাত্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ, কাঁদানো গ্যাস এবং সবশেষে গুলিবর্ষণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রফিক, বরকত, জব্বার, সালাম এবং আরো অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হয় অসংখ্য। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। পরিষদের অভ্যন্তরে তুমুল বাকবিতণ্ডার মধ্যে পরিষদের একজন সদস্য দলত্যাগ ও অপর একজন সদস্যপদ ত্যাগ করেন। বহুছাত্র শিক্ষক জননেতা গ্রেফতার হন। সর্বত্র মাতৃভাষার দাবীতে গণবিক্ষোভ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন স্বয়ং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল বাংলাদেশের প্রথম গণচেতনায় সুসংগঠিত সফল গণঅভ্যুত্থান ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানী শাসক চক্রের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

নরসিংদী জেলা তৎকালীন বৃহত্তর ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাই ঢাকার প্রতিটি ইতিবাচক আন্দোলন সংগ্রামে নরসিংদীর গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত নরসিংদীর কয়েকজন ছাত্র যেমন বর্তমান সংবাদ সম্পাদক আহমেদুল কবির, নুরুল ইসলাম শিবপুর থানার যোশর গ্রামের জনাব তারা মিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে অংশ নেয়। তাছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ১১ মার্চ দেশের অন্যান্য স্থানের মতো নরসিংদীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ধর্মঘট পালিত হয়।[১৬]

১৯৫৪ সনের নির্বাচন

১৯৫৪ সনের নির্বাচনে নরসিংদী এলাকায় যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিপুল বিজয় লাভ করে। কারণ এই এলাকার জনগণ পাকিস্তানের শাসক চক্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। নির্বাচনী ইশতেহারে যে ২১ দফার কথা ছিল তার প্রতি অত্র এলাকাবাসী ব্যাপক সমর্থন জানায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে নরসিংদী এলাকার বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ মহিলারাও সে সময় বোরকা পরিহিত অবস্থায় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিলো। নির্বাচনের পূর্বে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব নরসিংদীর রহিমাবাদ গ্রামে সভা করেন এবং ট্রেনে সফর করেন নরসিংদীর উপর দিয়ে।[১৭]

কাগমারী সম্মেলন ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন

মওলানা ভাসানীর অবিস্মরণীয় কীর্তি, এদেশের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন যা কাগমারী সম্মেলন' নামে পরিচিত। এটি পূর্ববাংলার সর্বকালের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই শুধু নয় এদেশের জাতীয় রাজনীতিতে এর তাৎপর্য অপরিসীম। এই সম্মেলন প্রদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক জোয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং এ জোয়ারেই পাকিস্তানের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। সম্মেলন স্থলে মওলানা ভাসানী বিশাল প্যান্ডেল নির্মাণ এবং অস্থায়ী বাসভবনে (ছনের ঘর ও তাবু) ডেলিগেট, কর্মী ও অতিথিদের খাবার ও থাকার ব্যবস্থা করেন। টাঙ্গাইল শহর হতে কাগমারী পর্যন্ত তিন কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাতে ৫১টি তোরণ নির্মাণ করেন। তোরণগুলো তৈরি করা হয় হযরত মুহম্মদ (সঃ) থেকে শুরু করে এদেশের ইসলাম প্রচারকারী বিভিন্ন সুফী ও নেতাদের নামে। এ সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সালের ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি। সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয় ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে। অধিবেশন উদ্বোধন করেন পকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কাগমারী সম্মেলনে বহু বিদেশী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। বিদেশীদের মধ্যে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মিশর থেকে ড. হাসান হাবাসী, কানাডার চার্লস জে. এডামস, ইংল্যান্ডের ড. এ এইচ কওসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড গার্থ, ভারতের হুমায়ুন কবীর, কাজী

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল ওদুদ, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধ কুমার সান্যাল, রাধারাণী দেবী, মিসেস সোফিয়া ওয়াহেদ প্রমুখ।

ফাগমারী সম্মেলনের রাজনৈতিক অধিবেশনে (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭) মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করেন। মওলানা ভাসানী তাঁর বক্তব্যে মুসলিম লীগের যেমন কঠোর সমালোচনা করেন, তেমনি তাঁর নিজ দলের ও সমালোচনা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ যে অন্যায় অবিচার, জুলুম ও নির্যাতন করেছে তার একটি দীর্ঘ খতিয়ান তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ভাসানী তাঁর বক্তব্যে ২১ দফা দাবী বাস্তবায়ন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য রাখেন এবং সরকারি সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা ও বিরোধীতা করেন। তিনি তার বক্তব্যে পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তীব্র সমালোচনা করে অবিলম্বে সকল সামরিক চুক্তি ও যুদ্ধ জোট বাতিলের আহ্বান জানান। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে ২১ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের জন্য জোর আবেদন জানিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এমন এক সময় আসতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানীগণ পশ্চিম পাকিস্তানকে "আসসালামু আলাইকুম" জানাতে বাধ্য হবে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে এসে তাঁর এই পূর্ব স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতিফলন ঘটেছিলো। স্বাধীনতার অগ্রদূত মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) স্বাধীনতার প্রশ্নে কোন আপোস করেননি। ২৫ জুলাই, ১৯৫৭ সালের বৃহস্পতিবার ঢাকায় গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের এক সম্মেলনে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। সম্মেলনে ভাসানীর বক্তব্য ছিলো পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী।

আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারী (১৯৫৮)

পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে স্পীকার আবদুল হাকিমের কার্যকলাপে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামীলীগ অনাস্থা প্রকাশ করলে তাঁর স্থলে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে মনোনীত করা হয়। ফলে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর পরিষদ কক্ষে তুমুল গোলযোগ ও মারামারি হয়। এতে ডেপুটি স্পীকার

Dhaka University Institutional Repository

শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পরবর্তীতে মারা যান। এ ঘটনার অজুহাতে ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আইন পরিষদ বাতিল করা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দেশের চরম রাজনৈতিক সংকট ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে দেশকে রক্ষা করা ও অরাজকতার অবসান ঘটানোর নাম করে নির্বাচনকে বানচাল করার ফন্দি হিসেবে ছিল সামরিক আইন জারি।

সামরিক আইন জারি করার পর পাকিস্তানকে তিনটি এলাকায় (ক, খ ও গ) ভাগ করা হয়। গ এলাকায় পড়ে পূর্ব পাকিস্তান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জি.ও.সি. মেজর জেনারেল ওমরাও খান এর সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রাদেশিক গভর্ণর সুলতানউদ্দিন আহমদের স্থলে পূর্ববাংলার প্রাক্তন পুলিশ প্রধান জাকির হোসেনকে নতুন গভর্ণর করা হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে পূর্বে পাকিস্তানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব, আবুল মনসুর আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ নেতা কারাগরে নিক্ষিপ্ত হন। এ ঘটনার মাত্র অল্প কয়েকদিন পর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার একান্ত সহচর আইয়ুব খান এক অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইস্কান্দার মীর্জা বহু উচ্চাশা করে সেনাপতি আইয়ুব খানকে দেশে গণতন্ত্র হত্যার কাজে গোপন ষড়যন্ত্র ও উৎসহ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস যে, সামরিক আইন ঘোষণার মাত্র ২০ দিন পর অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান রাজনৈতিক অঙ্গীকার অবনতির অপরাধে ইস্কান্দার মীর্জাকে অপসারণ করেন এবং নিজেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেও বহাল থাকবেন। আইয়ুব খান ও ক্ষমতা গ্রহণকে 'অক্টোবর বিপ্লব' নামে অভিহিত করেন।

১৯৬১ সালের শেষের দিকে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ২৪ জানুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ আতাউর রহমান খানের বাড়িতে পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের উপায় বের করার জন্য মিলিত হন। এ ঘটনার মাত্র এক

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তাহ পরেই 'দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত' এ অভিযোগে সোহরাওয়ার্দীকে করাচিতে গ্রেফতার করা হয়। আইয়ুব খান এ সময় ঢাকা সফরে আসেন। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্র সমাজও প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আইয়ুব খান তখন জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের বলে বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে গণ আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জেল হোসেন (মানিক মিয়া), আবুল মনসুর আহমদ, কফিল উদ্দীন চৌধুরী, তাজউদ্দীন, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, ফোরখান আলী প্রমুখ এ দমননীতির শিকার হন। নরসিংদীতেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে নরসিংদী

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর সর্বপ্রথম এদেশের ছাত্র সমাজ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সনে শিক্ষা আন্দোলন স্বাধীকার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঢাকার পাশাপাশি নরসিংদী শিক্ষাঙ্গন এই আন্দোলনে উদ্বেলিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট পালিত হয়। এ আন্দোলনে তখন আতাউর রহমান ভূইয়া, আবদুল হাই ফরাজী, আবদুল মান্নান ভূইয়া, নুরুল ইসলাম গেন্দু, রিয়াজ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ ছাত্র নেতাগণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৮]

ছয় দফা আন্দোলন

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রামে ছয় দফার ভূমিকা অনন্য ও অসাধারণ। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত "ছয় দফা: আমাদের বাঁচার দাবী" সংক্ষেপে ছিল নিম্নরূপ:

১. সরকার হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয়। নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধুমাত্র দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র থাকবে।

৩. দুইটি পৃথক ও সহজ বিনিময় যোগ্য মুদ্রা থাকবে।

৪. রাজস্ব নীতি ও কর নির্ধারণ করবে অঙ্গরাজ্য। প্রাদেশিক সরকার দেশ সেবা ও পররাষ্ট্র নীতি খাতে প্রয়োজনীয় রাজস্ব যোগান দিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব থাকবে; প্রত্যেক প্রদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যিক চুক্তি করার অধিকার থাকবে।

৬. প্রদেশের হাতে প্যারামিলিশিয়া গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার এ আন্দোলনকে দমন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একের পর এক আন্দোলনের নেতাদের গ্রেফতার করতে শুরু করেন। পূর্ব-পাকিস্তানে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে কয়েকজন বাঙালী সামরিক কর্মকর্তা, সাধারণ সৈনিক এবং সি. এস. পি কর্মকর্তাসহ মোট ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান সরকার এই পরিকল্পনার মূল নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করেন এবং তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যাদিয়ে ১৮ জানুয়ারি গ্রেফতার করে। ১৯ জুন নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে শেখ মুজিবের বিচার কার্য শুরু হয়।[১৯] পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে উক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে বাঙালীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল। তারা মনে করেছিল সংবাদপত্রে এসব বিষয় অবগত হয়ে সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের উপর রুষ্ট হয়ে পড়বে এবং তাঁর রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এই মামলা সরকারের জন্য ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনে। পূর্ব-বাংলার জনগণ সরকারের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের নেতাকে রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। সরকার অবশ্য জনগণের আন্দোলন দমন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন শুরু করেন। কিন্তু সরকারের এই নীতি জনগণকে তাদের আন্দোলন হতে সরাতে পারেনি। বরং জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য পূর্বের চেয়ে আরও বেশি তৎপর ও ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান তাঁর স্বৈরাচারী শাসন আমলের ১০ বছর পূর্তি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁর শাসনামলে পাকিস্তানে যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয় সেগুলোর স্মৃতি চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলার জনগণ আইয়ুব সরকারের এসব পদক্ষেপে তেমন উৎসাহ দেখায়নি। উল্লেখ্য, পূর্ব-পাকিস্তানের মত পশ্চিম পাকিস্তানেও ইতোমধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনের প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানেও প্রভাব ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর আওয়ামী লীগ জনপ্রিয় দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও সরকারের নির্যাতনের মুখে দলটি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে এই সময়ের পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ছাত্রদের ১১ দফা

পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ বিশেষত ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ এবং ডাকসু জনগণের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাঁদের প্রণীত ১১ দফা, ৬৯-এ গণজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছয় দফার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। ১১ দফায় মূলত:

১. শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, চাকুরীর নিশ্চয়তা, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন প্রদান, জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন ও হামিদুর রহমান রিপোর্টসমূহ পূণর্বিন্যাস করার দাবী সমূহ বলা হয়।

২. গণতন্ত্র বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবী করা হয়।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশ সমূহের স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়।

৫. ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা জাতীয়করণের দাবি করা হয়।

৬. কৃষকদের বিভিন্ন কর, খাজনা মওকুফ করা ও ধান, চালের ন্যায্য মূল্যের কথা বলা হয়।

৭. শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা শ্রমিক বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করার দাবি করা হয়।

৮. বন্যা নিয়ন্ত্রন ও বনজ সম্পদের উন্নতির কথা বলা হয়।

৯. নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য রাজনৈতিক নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

১০. সিয়াটো, সেন্টো ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করা ও জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের দাবি করা হয়।

১১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারসহ গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করার দাবী করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা ভাসানীর নতুন কর্মসূচি

১৯৬৮-এর ২৯ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে তাতে পথচারীগণ অংশগ্রহণ করে। এভাবে আন্দোলন এক নতুনরূপ লাভ করে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শোষণ, বঞ্চনা আর হত্যার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী এক বিপ্লবী মোর্চার সৃষ্টি করে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয় আন্দোলনে-আন্দোলনে; স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের উৎখাতের নজির বিহীন সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ মালায়। ১৯৬৮ সালের শেষে মওলানা ভাসানী দাবী দিবসের ডাক দেন। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ঢাকার পল্টন ময়দান থেকে 'ঘেরাও আন্দোলন শুরু করেন মওলানা ভাসানী। ছাত্রদের ১১ দফার আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানান। ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে গায়েবানা জানাযার মাধ্যমে তিনি '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের সূচনা করেন। দেশের ছাত্র সমাজ প্রচন্ড আন্দোলন মুখর। এই রাজনৈতিক পরিবেশে ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী এবং এই গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ভন্ডুল হয়ে যায় এবং শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ নতুন ঘেরাও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এই ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারবিরোধী আন্দোলন সত্যিকার অর্থে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। স্কুল-কলেজ, অফিস আদালত, কল-কারখানা ঘেরাও করার পাশাপাশি ২৯ ডিসেম্বর সকল গ্রাম-গঞ্জের বাজারে হরতাল আহ্বান করা হয়। ফলে কৃষক সংগঠনগুলোকে চাঙ্গা করতে কর্মীগণ গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। নরসিংদীর শিবপুর, মনোহরদী এলাকাও নেচে উঠে আন্দোলনের ডাকে।

হাট হরতাল ও নরসিংদী

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আহুত ১৯৬৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের হাট-হরতালকে সফল করে তুলতে শিবপুর ও মনোহরদী এলাকায় ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালিত হয়। সাংগঠনিকভাবে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা হলেন:

Dhaka University Institutional Repository

নাম	তৎকালীন অবস্থান	বর্তমান অবস্থান
আবদুল মান্নান ভূইয়া	কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা	বি.এন.পি-এর মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী
আবদুল মান্নান খান	কেন্দ্রীয় নেতা, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)	নরসিংদী সরকারী কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (শহীদ আসাদ)	সভাপতি, ঢাকা হল শাখা এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও কৃষক নেতা	উনসত্তরে শাহাদত বরণ করেন
তোফাজ্জল হোসেন	কেন্দ্রীয় নেতা, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)	নরসিংদী জেলা বি.এন.পি-এর সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক, শিবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
তোফাজ্জল হোসেন (শাহজাহান)	স্থানীয় কৃষক নেতা	হাতিরদিয়া কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত
সিরাজুল হক (মরহুম)	কৃষক সমিতির স্থানীয় নেতা	বি.এন.পি-এর স্থানীয় নেতা ও মাদসাইল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, মনোহরদী, নরসিংদী

আটষট্টির ২৯ ডিসেম্বর হাতিরদিয়ার ঘটনা

সে দিনটি ছিল বুধবার। হাতিরদিয়া বাজারের হাটবার। হরতাল সফল করার লক্ষ্যে এলাকার সকল বামপন্থী কর্মী ও নেতাদের দৃষ্টি ছিল হাতিরদিয়ার উপর। পক্ষান্তরে সরকারী প্রশাসনও শংকিত ছিল হাতিরদিয়াকে নিয়ে। আগের দিনই স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জনাব রমিজ উদ্দিন বেপারীর পাটের আড়তে অবস্থান নিয়েছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুলিশ। স্থানীয় নেতা জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে শাহজাহানের নেতৃত্বে হরতালের পক্ষে পিকেটিং এর সূত্রপাত হয়। ঘন্টা খানেক পরই বেশ কিছু নেতা ও কর্মী সে মিছিলের সাথে যোগদেন । একটি রিকসায় দণ্ডায়মান আসাদুজ্জামান (শহীদ আসাদ) কর্মীবেষ্টিত হয়ে মাইক নিয়ে জোর প্রচারণা চালাতে থাকেন। তথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায়, সে দিনের কর্মকাণ্ডে উল্লেখ করার মতো কোন প্রবীন ব্যক্তি সামনের ভাগে ছিলেন না। ছাত্র, যুবকরাই ছিল মূলত হাট হরতালের নেতৃত্বে। সকাল এগারটা নাগাদ পুলিশ রুখে দাঁড়ায়। পিকেটিংরত ছাত্র জনতাকে অমানবিকভাবে মারপিট ও ধর-পাকড় আরম্ভ করে। বেপরোয়া লাঠি চার্জের ফলে আহত হয় বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ও কর্মী। জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে শাহজাহান, জনাব তোফাজ্জল হোসেন, মাইকম্যান শাহজাহান ও

Dhaka University Institutional Repository

বদরুজ্জামান সেন্টুকে পুলিশ গ্রেফতার করে। জনাব আসাদুজ্জামানের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে রাইফেলের বাট দিয়ে। তিনি আহত হলেও তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যান।

পুলিশ উল্লিখিত চারজনকে পাটের আড়তে আটকিয়ে রাখে। এদিকে জনতা আরো মারমুখী হয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। এই উত্তপ্ত অবস্থায় তৎকালীন ছাত্রনেতা জনাব আবদুল মান্নান খানের নেতৃত্বে বিপুল জনতার এক জঙ্গী মিছিল মনোহরদী হতে হাতিরদিয়া জনস্রোতের সাথে মিলিত হয় হাতিরদিয়া বাজারে। ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। আর সে সময় পুলিশ এলোপাথারী গুলি চালায় জনতার উপর। রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে আহত হয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র জনতা। ঘটনাস্থলে যারা শহীদ হন তাঁরা হলেন: ১. মোঃ মিয়া টান, গ্রাম: নোয়াদিয়া, পো: হাতিরদিয়া, মনোহরদী; ২. মোঃ হাসেন আলী, গ্রাম: সোনাকুড়া, পো: বৈলাব, মনোহরদী; ৩. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, গ্রাম: বাসলী কান্দি, পো: হাতিরদিয়া, মনোহরদী।

উল্লিখিত ঘটনায় আহতদের সঠিক সংখ্যা বা পরিচয় নিরূপন করা এক রকম অসম্ভব। তবু তাঁদের মধ্যে একেবারে মরতে মরতে বেঁচে যান টান মিয়া, আক্কাস আলী এবং কলেজ ছাত্র আবদুল হাই। জনাব হাই শিবপুর এলাকার বানিয়াদী গ্রামের অধিবাসী। তাঁর উরুতে গুলি লেগেছিল। ঘটনায় ভয়াবহতায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং এই ঘটনায় বিমূর্ত সাক্ষী হিসেবে আজো বেঁচে আছেন। প্রায়ই তাঁকে দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বাজারে বন্দরে।

মারাত্মকভাবে আহতদের মধ্যে আরো একজন জনাব আবদুল মোতালেব। তাঁর ডান উরুর উপরের অংশ বুলেটবিদ্ধ হয়েছিল। আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন। সে অবস্থায়ও তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে এক মাসের ডিটেনশনে পাঠিয়ে ছিল। এক রকম মরতে মরতে বেঁচে আছেন মোতালিব। বর্তমানে একজন পঙ্গু সাইকেল মেকানিক হিসেবে হাতিরদিয়া বাজারে কর্মরত আছেন। রমিজ বেপারীর পাটের আড়তে আটককৃত চারজন ও পরে গ্রেফতারকৃত জনাব মোক্তার হোসেন খান ও শরীফ হোসেন সহ মোট ছয়জনকে মনোহরদী থানায় একদিন রেখে পরদিন নারায়ণগঞ্জ কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে গ্রেফতার এড়ানোর ভয়ে নেতাকর্মীগণ সাময়িকভাবে আত্মগোপন করেন। তরুণ নেতা আসাদুজ্জামানও মাথায় আঘাত নিয়ে সাইকেল যোগে ঘোড়াশাল এবং ঘোড়াশাল হতে ট্রেনে ঢাকা চলে আসেন। আসার পথে ঘোড়াশালের অনতিদূরে এক স্থানে আঘাতজনিত ব্যথা ও ক্লান্তিতে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর সহযাত্রী কৃষককর্মী প্রাণপণ চেষ্টা করে তাকে সুস্থ করে তুলেন। ঢাকায় পৌঁছে তিনি ঘটনার বিবরণ দেন প্রায় প্রতিটি পত্রিকায়। ফলে ৩০ ডিসেম্বর, '৬৮এর পত্রিকায় বিস্তারিত খবর আসে। একথা ধ্রুব সত্য যে, সেদিন আসাদ সাহসী ভূমিকা না নিলে হয়তো পত্রিকায় খবরই আসতো না। কেননা হাতিরদিয়ার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন সাহসী বা নির্ভরযোগ্য সাংবাদিক থাকার কথা নয়। তার উপর প্রশাসনিক ভয়-ভীতি, লোভ-লালসার ব্যাপারতো আছেই।[২০]

হাতিরদিয়াতে মাওলানা ভাসানী

যার ডাকে জনতা রক্ত ঢেলে দিল হাতিরদিয়া বাজারে, সেই জননেতা মাওলানা ভাসানী সে সময় পাবনায় জেলা প্রশাসকের বাড়ি ঘেরাও অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে এলেন ১৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সেদিনই ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভাষা আন্দোলন স্মারক শহীদ মিনার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির স্থাপত্য অভিব্যক্তিতে নির্মিত হয় সে শহীদ মিনারটি। প্লাটফরমের উপর সোজা দণ্ডায়মান তিনটি কালো পিলার- মনে হয় মৃত তিনজনের প্রতীকী অবস্থান নির্দেশ করছে। স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো যেমন আমাদের জীবন থেকে ক্ষয়ে যাচ্ছে, তেমনিভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে এই শহীদ মিনারটিও। সারা দেশে তখন বামপন্থীদের মধ্যে শ্লোগান উঠেছিল **"বিশ্বে আছে দুটি নাম হাতিরদিয়া আর ভিয়েতনাম"**।[২১]

হাতিরদিয়ার নাটকীয় ঘটনার পর ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আত্মীয়-স্বজনের চাপে ও আত্মগোপনের স্বার্থে বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় চলে যান। বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব মোজাম্মেল হকের মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত আসমাতুন নেছা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। সেখানেও তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেন আন্দোলনের চেতনা কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। দিনের বেলা বিদ্যালয়ের কাজ করে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতেন বাড়ি-বাড়ি, সংগঠিত করতে চেষ্টা করতেন তরুণদের।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

আসাদের শাহাদৎ বরণ ও ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

ইতিমধ্যে সরকার ৮ ডিসেম্বর থেকে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করলেও ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৭ জানুয়ারি ছাত্রদের একটি মিছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার চেষ্টা করলে পুলিশ মিছিলে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠি চার্জ করে। ১৮ জানুয়ারি ছাত্ররা পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে ঢাকা শহরে ধর্মঘট আহ্বান করলে পুলিশ বহু ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবনেও হামলা করে। ১৯ জানুয়ারি পুলিশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ২০ জানুয়ারি ছাত্ররা তাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুয়ায়ী সারাদেশে ধর্মঘট আহ্বান করে এবং প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলের একটি অংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশের গুলিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের ঢাকা হল শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে ছাত্র ও জনগণের মধ্যে উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে এবং এর পরিণতি হয় গণঅভ্যুত্থান। ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ শহীদ আসাদ স্মরণে সারা দেশে শোক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২১ জানুয়ারি ঢাকা শহরে সাধারণ হরতাল পালিত হয়। ২২ জানুয়ারি প্রদেশ ব্যাপী মিছিল ও প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মশাল ও প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। ২৪ জানুয়ারি হরতালের ডাক দেওয়া হয়।

হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ছাত্রনেতা রুস্তম আলী ও নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র কিশোর মতিউর রহমান। এ অবস্থায় জনতা এত বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে, পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা শহর সাময়িকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় সারা দেশে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ দমনের জন্য সেনাবাহিনী জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করে, ফলে বহু লোক মারা যায়। আরো রক্তপাত এড়াতে নেতৃবৃন্দ কঠোর কর্মসূচী এড়াতে থাকে। শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য মোনায়েম সরকার সামরিক আইন জারী করে বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান এক বেতার ভাষণে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দিলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ডাক নেতৃবৃন্দ রাজবন্দীদের

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তির দাবীতে প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ডাকের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল পালিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আগরতলা মামলার বিচারধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ষড়যন্ত্রমূলভাবে হত্যা করে। উত্তেজিত জনতা তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমেদ ও পূর্তমন্ত্রী গুপু চৌধুরীর আব্দুর গনি রোডস্থ সরকারী বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান বিচারক এস. এ রহমানের সরকারী বাসভবনটি জ্বালিয়ে দেয়। মনে হচ্ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব বাংলার জনগণ শান্ত হবেনা। ১৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অহেতুক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রক্টর ড. সামসুজ্জোহাকে হত্যা করে। এই ঘটনার খবর ঢাকায় পৌছা মাত্র রাজধানীতে ভয়ংকর উত্তেজনা দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে আসলে সেনাবাহিনী জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করে। ফলে বহু লোক মারা যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আইয়ুব সরকার একটু নমনীয় হতে শুরু করে। ২১ ফেব্রুয়ারি জনতার চাপের মুখে আইয়ুব খান ঐ দিনটিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব সহ সকল রাজ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে শেখ মুজিবুর রহমান কে রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়। শেখ সাহেব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ভাষণে ছাত্রদের ১১ দফা দাবি সমর্থন করেন। ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতে সরকার বিরোধী আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেলে রাতের অন্ধকারে মোনায়েম সরকার সপরিবারে ঢাকা থেকে পালিয়ে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বুঝতে পেরে ১৫ মার্চ আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উপর দায়িত্ব ভার অর্পন করেন এবং দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া ২২ মার্চ এম. এন. হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। আন্দোলন দমন করার জন্য ইয়াহিয়া সামরিক আইন জারি করে। ৬৯-এর আন্দোলনে নরসিংদী জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আপামর জনসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় নরসিংদীর যে সকল বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন: জনাব আবদুল মান্নান ভূইয়া, জনাব আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

মান্নান খান, জনাব আমানুল্লাহ, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (শহীদ আসাদ), জনাব তোফাজ্জল হোসেন, জনাব তোফাজ্জল হোসেন শাহজাহান, জনাব সিরাজুল হক, আবদুল আলী মৃধা, সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, মাহবুবুর রহমান, আলী আকবর, আপেল মাহমুদ, নুরুল ইসলাম গেন্দু, মতিউর রহমান কাবিল, আবুল হাশেম, মোছলেহ উদ্দিন ভূইয়া, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রমুখ।[২৩]

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন ও ১৯৭০-এর নির্বাচন

ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারী করলেও এর বিরুদ্ধে কোন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বা বিক্ষোভ দেখা যায় নি। এর কারণ ছিল দুটো। প্রথমত: সে সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামীলীগ ও বাম দলগুলোর মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য দেয়া দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর এই মতানৈক্য পাকিস্তানী আমলা ও সামরিক চক্র সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত: আইয়ুব খান এবং ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতায় আসার পটভূমি ছিল ভিন্ন। এখন পূর্ব বাংলার জনগণ ৬৯-এর আন্দোলনের ধারা ত্যাগ করে স্বাভাবিক আন্দোলনের পথ অনুসরণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখে। তাদের এই আন্দোলনের মুখে ২৮ নভেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৯৭০ সনের অক্টোবরে সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে জনসংখ্যার ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হবে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানের আসন্ন রাজনৈতিক সংকটের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন, "প্রভিশনাল লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক" মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে তৈরী হবে। ১০ জুনের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রণীত হবে এবং ৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের ১২০ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। উক্ত সময়ের মধ্যে শাসনতন্ত্র গঠনে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ২২ অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হলেও বন্যার কারণে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ডিসেম্বরে দেওয়া হয়। পাকিস্তান টেলিভিশনে প্রদত্ত এক ভাষণে ইয়াহিয়া খান বলেন, Within such a Federal democratic framwork radical economic programmes must be implemented

Dhaka University Institutional Repository

to bring about a social revolution, ... We therefore serve notice upon the forces of reaction in our society that we, along with the people of Pakistan will confront them and if democratic processes are abstructed we shall resist them by every means possible.[২৪]

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোর; বিশেষ করে পশ্চিমে পটুয়াখালী থেকে পূর্বে সন্দ্বীপের উপকূল ও দ্বীপাঞ্চল, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকার উপর দিয়ে মহাপ্রলয়কারী জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায় (১২ নভেম্বর ১৯৭০)। এতে প্রায় দশ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকার নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয়। কয়েকদিনের জন্য জনসাধারণকে পূর্ব থেকে সতর্ক না করায় ফলে কোনরূপ আত্মরক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় স্মরণাতীত কালের এই ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে অধিক সংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটে। সমুদ্রে ভেসে গিয়েও যারা জীবিত ছিল উদ্ধারকার্য বিলম্বিত হওয়ায় তারাও মারা যায়। সরকারী ত্রাণ তৎপরতা ও উদ্ধার কার্য শুরু হয়েছে দেরী করে। বস্তুতঃ পাকিস্তান সরকার এই সাইক্লোনের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ছিল উদাসীন। সরকার ২০ নভেম্বর জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করে বিদেশী সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। মাওলানা ভাসানী ২১ নভেম্বর সারা দেশে শোক দিবস পালন ও গায়েবানা জানাজা পড়ার আহ্বান জানান। তিনি ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাসের পর প্রথম নরসিংদী সফর করেন। ঐদিন সরকার বিমান থেকে দুর্গত এলাকায় খাদ্যশস্য নিক্ষেপ শুরু করে। পাকিস্তান থেকে ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান ব্যতীত কোন রাজনৈতিক নেতা পূর্ব পাকিস্তানে এসে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। ন্যাপ প্রধান ওয়ালী খান দুর্গত এলাকা সফরে যান ও ত্রাণকার্য তদারক করেন এবং দুর্গত প্রদেশবাসীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ২৩ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ১১ জন নেতা প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত তারবার্তায় বলেন- "গত সপ্তাহে সংঘটিত মানব সভ্যতার বৃহত্তম ধ্বংসলীলার প্রতি সরকারের অবহেলা, উদাসীনতা এবং খবর চাপা দেয়ার প্রচেষ্টাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র নিন্দা করছে। কোন মন্ত্রী এখানে নেই। আপনি নিজেও ভাসা-ভাসা ভাবে সফর করে প্রদেশ ত্যাগ করেছেন। এখনও পর্যন্ত মানুষ ও পশুর লাশ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।" এই তার বার্তায় স্বাক্ষর কারীদের মাঝে রয়েছেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, নুরুল আমিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, আতাউর রহমান খান, খাজা খয়ের উদ্দিন, গোলাম আজম, খান এ সবুর, এ. এস. এম সোলায়মান, মাওলানা ছিদ্দিক আহমেদ, পীর মহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া এবং গরীব নেওয়াজ।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়েও পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত। আবার ১৯৭০-এ ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকারী ভোলোচ্ছ্বাসেও পূর্ব বাংলার জনগণ হলো অবহেলিত। এই অবহেলা পূর্ব-বাংলার জনগণের বিবেকে নাড়া দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এরূপ অমানবিক আচরণ মাওলানা ভাসানীকে মর্মাহত করে। তিনি প্রতিবাদ করেন এবং ঘোষণা দেন **"ভোটের আগে ভাত চাই"**। এই দাবীতে তাঁর কর্মীরাও আন্দোলিত হয়। ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ ও সহযোগী সংগঠন সমূহ নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয়। তাদের শ্লোগান ছিল "ভোটের বাক্সে লাথি মার স্বাধীন বাংলা কায়েম কর"। এদের মধ্যে কাজী জাফর আহমেদ ও রাশেদ খান মেনন অন্যতম। এমতাবস্থায় নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীলীগই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনী প্রচারের সময় একটি পোষ্টার পাকিস্তানী শাসনের অধীনে বাঙালির দুর্গত, তাদের শোষণ ও বঞ্চনার একটি চিত্র তুলে ধরেছিল। এই পোষ্টারটি আওয়ামী লীগের প্রতি জনসমর্থন আরো নিশ্চিত করে তোলে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অনন্য ও অভূতপূর্ব বিজয়ে এই পোষ্টারটির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। পোষ্টারটি হলো- **"সোনার বাংলা শ্মশান কেন"?** পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক আয়-ব্যয়ের হিসেব থেকে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খরচ	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	২০%	৮০%
আমদানি	২৫%	৩৫%
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি	১৫%	৮৫%
সামরিক বাহিনী	১০%	৯০%
চাউল (প্রতি মণ)	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা (প্রতি মণ)	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল (প্রতি সের)	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
সোনা (প্রতি তোলা)	১৭৫ টাকা	১৩৫ টাকা

আবদুল মমিন, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।[২৬]

১৯৭০-এর নির্বাচনী ফলাফল

এই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬২ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি, পিডিপি ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টিতে জয়লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০-এ নির্বাচনে তৎকালীন ঢাকা জেলা ও বর্তমান নরসিংদী জেলার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ জয়লাভ করেন।[২৭]

নির্বাচনী এলাকা	নাম	পদবী
কালিগঞ্জ- কাপাসিয়া	জনাব তাজ উদ্দিন আহমেদ	জাতীয় পরিষদ সদস্য
শিবপুর- মনোহরদী	জনাব ফজলুর রহমান এডভোকেট	জাতীয় পরিষদ সদস্য
নরসিংদী-রায়পুরা	জনাব আফতাব উদ্দিন ভুইয়া	জাতীয় পরিষদ সদস্য
কালিগঞ্জ	ময়েজ উদ্দিন আহমেদ	প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য
শিবপুর	সামসুদ্দিন ভুইয়া	প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য
রায়পুরা	রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু	প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য
মনোহরদী	গাজী ফজলুর রহমান	প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য
নরসিংদী	মোছলেহ উদ্দিন ভূইয়া	প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য

উল্লেখ্য নরসিংদীর বর্তমান পলাশ উপজেলা তৎকালীন কালীগঞ্জ থানাধীন ছিলো বিধায় কালীগঞ্জ উল্লিখিত হয়েছে। শিবপুর, মনোহরদী, রায়পুরায় একাংশে বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাটি ছিলো কিন্তু তারা নির্বাচনে অংশ না নেয়াতে আওয়ামীলীগ খুব সহজেই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলো।

এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন না পাওয়ায় দলটি আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ নিয়ে যে বিশাল ভূখন্ড সেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলার কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফলও এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে। নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে, এটা ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু তা না হয়ে ঘটনা তার বিপরীতে ঘটতে লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভূট্টো বেঁকে বসলো। শুরু হল ভূট্টো-ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষুব্ধ হতে থাকে। জনতার মধ্য থেকে শ্লোগান উঠে "আমার দেশ" "তোমার দেশ" "বাংলাদেশ" "বাংলাদেশ"। জাগো জাগো বাঙালী জাগো। "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা"। ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা থাকলেও সামরিক সরকার তা স্থগিত করে। মাওলানা ভাসানীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় "গণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন কর"। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য জনগণকে আহ্বান জানায়। ১ মার্চ, ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ২ মার্চ, '৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় ডাকসুর তৎকালীন সহ-

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি আ.স.ম আব্দুর রব উপস্থিত লাখো জনতাকে সামনে রেখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতিহার পাঠ করেন। পল্টন ময়দানে তখন শ্লোগান উঠে "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন করো"।[২৮]

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

শেখ মুজিবর রহমানের ৭ মার্চ তাঁর কর্মসূচি ঘোষণা করার কথা ১ মার্চ পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার পরই সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যক্ত করেছিলেন। ফলে ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসভার জন্যে যেমন সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী তেমনি পাকিস্তানের সকল রাজনীতি সচেতন মানুষও উৎকণ্ঠচিত্তে অপেক্ষা করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর দুরান্ত থেকে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ শোনার জন্য সমবেত হয়। শেখ মুজিব সভায় দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করেন: ১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, ২. সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, ৩. বাঙালী হত্যার তদন্ত করতে হবে ও ৪. জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি ঘোষণা করেন- 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

শেখ মুজিবর রহমানের রেসকোর্সের ভাষণ সরাসরি বেতার মারফত প্রচার করার দাবী উঠেছিল আগে থেকেই। কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজী হলেও শেষ পর্যন্ত ৭ মার্চ সরাসরি ভাষণ প্রচার করেনি। বেতার কর্মচারীদের দাবী ও আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত ৮ মার্চ সকালে ভাষণটি কোন রকম কাট-ছাট ছাড়াই পুণ:প্রচার করা হয়। ৮ মার্চ সকালে বাঙালী জাতি ঢাকা বেতার থেকে শেখ মুজিবের এই ঐতিহাসিক ভাষণ একযোগে শুনতে পান এবং তা থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অনুপ্রাণিত হন।[২৯]

অসহযোগ আন্দোলন

জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগের ঘটনাটি বাঙালীদের মনে এত বেশী ক্ষোভের সঞ্চার করে যে, বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। ফলে গভর্ণর হিসেবে তাঁর পক্ষে সরকারী কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক কর্মকর্তাগণ ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগ করলে সরকারের পক্ষে তা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান-এর আহ্বানে সারাদেশে অসহযোগ চলতে থাকে।

মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতার ডাক

৯ মার্চ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানী চৌদ্দ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উক্ত জনসভায় আরো বক্তব্য করেন আতউর রহমান খান, মশিউর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান। মাওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা তোমাদের শাসন তন্ত্র রচনা কর, আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র রচনা করি"।[৩০]

ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ভূট্টোর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ভূট্টোর পিপলস্ পার্টি ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ ব্যতিত পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যরা শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা দাবীর সমর্থন করে তাঁকে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ভূট্টো সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যার তদন্ত ও সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য শেখ মুজিবের প্রস্তাবিত দাবী সমর্থন করলেও অন্য দুটো দাবী অস্বীকার করে। এদিকে ১৫ মার্চ শেখ মুজিব বাংলাদেশে একটি বেসামরিক প্রশাসন চালু করার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐদিনই উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের একটি দলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন এবং ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসেন। কিন্তু আলোচনা সন্তোষজনক মনে না হলে ১৬ মার্চ রাত্রে জেনারেল টিক্কা খানকে কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। পরবর্তী ১০ দিন আলোচনা অব্যাহত থাকলেও তা ছিল একটি প্রহসন।

অন্যদিকে আলোচনার ব্যর্থতা বুঝতে পেরে বাঙালীদের মধ্যেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষ যুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে জয়দেবপুরের ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও স্থানীয় জনতা যৌথভাবে। ১৯ মার্চের জয়দেবপুরের সেনা বিদ্রোহ এবং ২০ মার্চ ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গণবাহিনী রাজপথে ভারী রাইফেল কাঁধে নিয়ে কুচকাওয়াজ করা বাঙালীদেরকে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সর্বত্র গণবাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। শেখ মুজিব ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে ২৩ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে এবং সংগ্রাম পরিষদ এই দিনটিকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানায় এবং কর্মসূচি ঘোষণা করে। এদিকে ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভূট্টোর ত্রিপাক্ষীক বৈঠক ব্যর্থ হলে ২২ মার্চ ঘোষিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে পুনরায় স্থগিত করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হন। এভাবে একের পর এক অধিবেশন স্থগিত করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের ব্যর্থতা ও ষড়যন্ত্রের আভাস ফুটে উঠছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকায় পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশী পতাকা উত্তোলন করে। পল্টন ময়দানে জনসভা শেষে জয় বাংলা বাহিনী সামরিক কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধের মহড়া প্রদর্শন করে। ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাস গুলোতে নতুন পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পরদিন একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়- "A new Flag is bron" এতে লেখা হয়- "A new Flag is bron today a flag with a golden map of Bangladesh implanted on a red circle pladed in the middle of deep green rectangle base. This is the latest flag added to the total list of the flate representing various states and nations of the contemporary world. This is the flag for "Independent Bangladesh." This is the Flag that Symbolizes the emancipation of 75 million Banglaees".[৩১]

১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে আলোচনা কালে বাঙালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন নতুন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম. ভি সোয়াত জাহাজ থেকে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রসস্ত্র খালাস করার কথা শহরে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার লোক বন্দর এলাকা ঘেরাও করে এবং রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনী গুলি চালিয়েও প্রতিরোধ ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব বাংলার যে সব শহরে পাকিস্তানী বিহারীরা বসবাস করত যে সব শহরে বাঙালী-বিহারী দাঙ্গা শুরু হলে সেনাবাহিনী অধিকাংশ শহরের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করে। এ অবস্থায় ঢাকায় তাজউদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, "আওয়ামী লীগ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে রাজী নয়"। ফলে ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া তার দলবল সহ ঢাকা ত্যাগ করে। একই সাথে ভূট্টো ঢাকা ত্যাগ করে। ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে ইয়াহিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে যান।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মার্চের গণহত্যা, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও পরবর্তী পরিস্থিতি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর এবং শুরু হয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বর্বরতম গণহত্যা অভিযান। নিষ্ঠুরভাবে পাক সেনারা সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের হত্যা করতে থাকে। বস্তুত: এই রাতটি ছিল বাঙালী জাতির জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ রাত। এই রাতেই শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে যুদ্ধের আহ্বান সম্বলিত একটি বাণী তার নামে বোন বোন জেলায় পাঠানো হয় বলে জানা যায়।

মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা

৮ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন মেজর (পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ২৭, ২৮ ও ৩০ মার্চ একাধিক ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা জানিয়ে দেন।

প্রথম ঘোষণা: "আমি মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রভিশন্যাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে দেশছাড়া করতে হবে।" পরে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাক্রমে দ্বিতীয় ঘোষণা দেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমান-এর স্বাধীনতা ঘোষণা

জিয়াউর রহমান তার ৩০ মার্চের ঘোষণায় বলেন, "আমি মেজর জিয়া বলছি, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আপনারা দুশমনদের প্রতিহত করুন। দলে দলে এসে যোগদিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায় যুদ্ধের সমর্থন দিন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত"।[৩২] বস্তুত: মেজর জিয়ার এই ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ এই সময়টাতে পাকিস্তানীদের হাতে শেখ মুজিব জীবিত কি মৃত তা নিয়ে বাঙালীরা যখন সন্দিহান ছিল ঠিক তখনই মেজর জিয়া শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ডাক দেন। ফলে বাঙালীদের মনে ঐক্য ও সাহসের সঞ্চার হয় এবং তারা স্বাধীনতার গণযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় ঘোষণা: "I Major Ziaur Rahman do hereby declared the independence of Bangladesh on behalf of our great National Leader Bongobondhu S. K Muzibur Rahman."

নরসিংদীর শিবপুর থানা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব ফজলুর রহমান ফটিক মাস্টার-এর সাথে সাক্ষাতকারে জানা যায় যে, "২৭ মার্চ বিকালে শিবপুর পাইলট হাইস্কুল মাঠে বসে তিনি এবং তৎকালীন বাম নেতা আব্দুল মান্নান ভুইয়া, আব্দুল মান্নান খান, হাবিলদার মজনু মৃধা, তাজুল ইসলাম খান ঝিনুক সহ অনেকেই ঢাকায় পাক আর্মির অপারেশন সম্পর্কে যখন আলোচনা করছিলেন তখন রেডিওতে মেজর জিয়ার ঘোষণা শুনেন এবং তাঁরা বুঝতে পারেন সেনাবাহিনীর বাঙালী সৈনিকরা তাঁদের সাথে আছেন। ফলে সমস্ত হতাশা কেটে যায় ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে আশাবাদী হন"।[৩৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার হরণ করে চলছিল। প্রায় ১২০০ মাইল ব্যবধানের পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত হচ্ছিল বিভিন্নভাবে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী একের পর এক আশার কথা বললেও তা ছিল অনেকটা ছেলে ভুলানো গল্পের মতই। এমতাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বসে না থেকে তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সোচ্চার হতে থাকে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও সর্বোপরি ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। যেহেতু নরসিংদীতে বাম রাজনীতি বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল তাই এ সকল আন্দোলন ও যুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণের যথেষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

তথ্য নির্দেশ

১. যারা মুসলিম হিসেবে ফরজ কাজগুলো মেনে চলতো তাদেরকেই ফরাজী বলা হতো।

২. নরসিংদী শহরের দত্তপাড়া গ্রামে ১৮৮২ সালে সুন্দর আলী গাজীর জন্ম হয়। ১৯২১ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনের নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন যার নাম নরসিংদী পাইলট হাইস্কুল। তিনি নরসিংদী শহরের দত্তপাড়ায় ১৯৩৮ সালে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার ফলে নরসিংদীর হিন্দু-মুসলিম দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষার পথ

Dhaka University Institutional Repository

সুগম হয়। এই স্কুলটি গান্ধীর স্কুল নামে সর্বাধিক পরিচিত। স্কুল ছাড়াও তিনি মসজিদ, ঈদগাহ এবং গোরস্থান প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১৫২

৪. দৈনিক আজাদ, ২৪ এপ্রিল, ১৯৪৭

৫. এই জন্যই বর্তমান সময় পর্যন্ত নরসিংদীতে বড় ধরনের কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। এখনও নরসিংদীর বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হিন্দু জনগণ।

৬. ভৌগলিক দিক থেকে অবাস্তব ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং পৃথক অর্থনীতি ও জীবন যাত্রার কারণে সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের পরিবর্তে অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলেন।

৮. A.M.A. Muhith. *Bangladesh Emergence of a Nation*. Dhaka. 1978. p. 68.

৯. ঐ, পৃ. ১০৭

১০. প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২২-২৬

১১. ঐ, পৃ. ৩০

১২. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস, ১৯৪৯-১৯৭১*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫

১৩. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, প্রথম খন্ড*, পৃ. ২১২

১৪. রশিদ হায়দার, মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা, ২২

১৫. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

১৬. সমসাময়িক সময়ে নরসিংদী হতে প্রকাশিত স্থানীয় পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়।

১৭. সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতকার

১৮. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৬

১৯. সরকার আবুল কালাম, *নরসিংদীর শহীদ বুদ্ধিজীবি*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৩-১৬

২০. ঐ, পৃ. ১৬

২১. ঐ, পৃ. ১৬-১৭

২২. সাক্ষাতকার: মেসবাহ কামাল, *আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, ঢাকা, ১৯৮৬; সরকার আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ২১-২৪

২৩. *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, দ্বিতীয় খন্ড*, পৃ. ৫৫৩-৫৫৫

২৪. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২-৯৩

২৫. Rangalal Sen. *Political Elites in Bengal*. (Dhaka)

২৬. সিরাজউদ্দীন সাথী, *মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ২২

২৭. সালাহউদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬-২০৭

২৮. ঐ, পৃ. ২৪৮

২৯. ঐ, পৃ. ২০৭

৩০. ঐ. পৃ. ২০৭

৩১. দি পিপল, (ঢাকা) ২৩ মার্চ ১৯৭১/ মোহাম্মদ হান্নান, পৃ. ৩১২

৩২. কাদের সিদ্দিকী, *স্বাধীনতা ৭১*, ঢাকা, পৃ. ৪১৮; শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, পৃ. ৫৩; মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান, *স্বাধীনতা ঘোষণা*, পৃ. ৪৮

৩৩. বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন, প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশ প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসনপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেরই নামান্তর।[১] ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ব বাংলার জনগণের অবদান ছিল অপরিসীম। তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশায় পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র দেশের মানুষের জন্য সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন প্রভৃতির কোনটিই করা সম্ভব হয়নি। বস্তুত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মাঝে পরিবর্তনশীল আধুনিক জীবনবোধ ও দর্শনের অভাব, ধর্মান্ধতা, মধ্যযুগীয় ভাবনার প্রাধান্য থাকায় একদিকে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যায়, অন্যদিকে নতুন রাষ্ট্রকে পথনির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের নির্দেশনা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য ধর্মীয় নেতারা তাঁদের নিজস্ব ব্যাখ্যা নিয়ে এগিয়ে আসেন। উপরন্তু ভারত থেকে আগত মুহাজির শরণার্থীরা পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ প্রায় একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়। এভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ভূস্বামী, সামন্ত জমিদার, ধর্মান্ধ উলেমা, পীর, সামরিক, বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক সুবিধাবাদী শাসক ও শোষক শ্রেণী।

কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী বৈষম্যমূলক নীতি, রাজনৈতিক নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ইত্যাদির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতিবাদ প্রথম থেকেই সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে জয়লাভ, ১৯৬৬ সনের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালিদের আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। মওলানা ভাসানী ও তার অনুসারীরা এ নির্বাচন বয়কট করেন। নরসিংদীসহ সারাদেশের বামপন্থীদের শ্লোগান ছিলো- "ভোটের বাক্সে লাথি মার- পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর" "মুক্তি যদি পেতে চাও- হাতিয়ার তুলে নাও"।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূব বাংলার অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সর্বমোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে আওয়ামী লীগ ও ৮৮টিতে পিপলস্ পার্টি জয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আওয়ামী লীগ লাভ করে। অতঃপর ১৯৭১ এর ৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন ধার্য হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী পিপলস্ পার্টির নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে।

এরপরে ঘটনার মোড় দ্রুত ঘুরে যায়। সারা দেশের মানুষ স্বাধীনতায় দাবীতে উচ্চকিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উচ্চারণ করে ঐতিহাসিক উজ্জীবনী ভাষণ দেন। ১০ মার্চ মাওলানা ভাসানী ১৪ দফা কর্মসূচী দেন শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে। ১৬ মার্চ থেকে পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সমঝোতার প্রয়াস চলছিল। ভূট্টো মুজিব আলোচনা অনেকটা ফলপ্রসূও হয়েছিল। নীতিগতভাবে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমত্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিল। তার প্রমাণ ২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালের ভুট্টোর সাংবাদিক সম্মেলন। তিনি উক্ত সম্মেলনে বলেন, "আমরা প্রায় ঐক্যমত্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছি। আলোচনায় আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছি।" অতপর গোপন বৈঠক হয় ভূট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে উক্ত বৈঠকে তাদের পরস্পর পরস্পরে কি আলোচনা হয়েছে সমস্ত তথ্য জানা না গেলেও এটুকু জানা গিয়েছে যে, আওয়ামী লীগের সাথে যে আলোচনা হয়েছে পিপিপি প্রধান ও তার দলের অন্যদেরকে অন্যভাবে বুঝানো হয়। তাদেরকে জানান হয় মুজিব শক্তি পরীক্ষা করতে চায় এবং তার দাবী প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; কমছেনা।[২] প্রকৃতপক্ষে এ সময় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ আলোচনার নামে সময় ক্ষেপন করছিল মাত্র। আর এমনই টালবাহানা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস

Dhaka University Institutional Repository

চলছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। বাংলার মানুষ তাই পূর্বেই স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধের প্রতিক্ষা করছিল মাত্র। দেশের ছাত্র সমাজসহ আপামর জনগণ শুধু তাকিয়ে ছিলো তাদের আলোচনার দিকে। তাদের আলোচনা ব্যর্থ হবার পরই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এক ভয়ন্য অন্যায় সমরে নেমে পড়ে। শুরু হয় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। জনগণ তখন রাজপথে 'স্বাধীনতার' মন্ত্রে আপোষহীন। আর এক্ষেত্রে দেশের ছাত্রসমাজের আপোষহীন ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য।

ঢাকায় যখন সমঝোতা আলোচনা চলছিল তখন তার আড়ালে অতি সংগোপনে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এদেশের জনগণকে চিরতরে 'ঠান্ডা' করে দেয়ার প্রস্তুতি অব্যাহত রাখছিল। অবশেষে, ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ইতিহাসের সেই নিকৃষ্ঠতম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়। অবশ্য পঁচিশে মার্চ ক্র্যাক ডাউনের আগে সারা দেশ যেন আন্দোলিত হয়ে উঠে। আর এর স্পন্দন বর্তমান নরসিংদী জেলার গ্রামে গঞ্জেও অনুরণিত ও বিস্তৃত হয়, ছড়িয়ে পড়ে।

যুদ্ধ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিচালনা

পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে তার খবর বের হয় দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। পঁচিশে মার্চের খবর ও পরবর্তীতে যুদ্ধের খবর হয় ভারতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যুগান্তর, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান, টাইমস, ফ্রন্টিয়ার, ফল্গাস, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, কালান্তর, নিউজ এজ, স্টেটসম্যান, দর্পন, পেট্রিয়ট, টাইমস অব ইন্ডিয়া ও দ্যা হিন্দুস্তান। এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকায়ও খবর ছাপা হয়। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ২৫ মার্চের কাহিনী ছাপা হয় এভাবে:

24 Hours cold blooded sheling by the Pakistani Army

Dhaka is today a Crushed and frightened city. After 24 hours of ruthless, Cold blooded shelling by the Pakistani Army as many as 15,000 People we dead, large areas have been levelled and East Pakistan fight for independence has been brutally put to an end.[৩]

New the Hearld Tribune পত্রিকায়ও একই ধরনের খবর ছাপা হয়।

Fithting in East Pakistan between Banglis and west Pakistan.

Dhaka University Institutional Repository

We Hope our Pakistani friendes will by now have realised the concern being expressed over fighting going on in east Pakistan between Banglais and east Pakistan.....[৪]

বলা নিষ্প্রোয়জন যে, ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যেভাবে বাংলাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তা দুই একদিনের চক্রান্ত নয়। তা বহু দিনের পরিকল্পনার ফল।[৫] যুক্তরাষ্ট্রের টাইমস পত্রিকার সংবাদাতা ঢাকা হতে লেখেন, "হাইউপার, ট্যাঙ্ক, কামান আর রকেট বিস্ফোরণের শব্দে ঢাকা শহর কেঁপে উঠেছিল। অন্ধকার শহরের উপর ছুটে যাচ্ছিল টেপার। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গর্জন ছাপিয়ে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল গ্রেনেডের বিস্ফোরণ। শহরের উপর নেমে এসেছিল কালো ধোয়ার কুন্ডলী।[৬]

২২ মে ১৯৭১-এ প্রকাশিত স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "তাদের দেশ (পূর্ব বাংলা) কে একটি কসাই খানায় পরিণত করা হয়েছে। বিদেশের সাথে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, ইসলামাবাদ সরকার বিদেশী সংবাদাতাগণকে দূরে সরিয়ে রাখতে যে অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যগ্র হয়ে পড়েছে তা অতি তাৎপর্যপূর্ণ।"[৭] ৩ মে টাইমস পত্রিকায় বলা হয়, ঢাকা শহর এখন মৃতের শহরে পরিণত হয়েছে।[৮]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রে রাজধানী ঢাকায় পাক বাহিনী কর্তৃক হত্যাযজ্ঞের পর শত সহস্র অসহায় নিরস্ত্র মানুষ নরসিংদীতে এসে ভীড় করে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। এই পরিস্থিতিতে নরসিংদীতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। নরসিংদীর ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী ও সর্বস্তরের জনসাধারণ পাকিস্তানীবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ২৮ মার্চ পাকিস্তানীবাহিনীর একটি সৈন্যদল মটরলরী বোঝাই করে নরসিংদী আসছিল। এই সংবাদ পেয়ে ই.পি.আর. এর নেতৃত্বে ছাত্র জনতার একটি দল পাঁচদোনার ব্রিজের নিকট তাদের বাঁধা দেয়। কয়েকঘন্টা তীব্র যুদ্ধের পর পাকিস্তানীবাহিনী পশ্চাৎ হটে যায়। তারা তখন নরসিংদী প্রবেশ করতে পারেনি। এই ঘটনার পর পাক বাহিনীর দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, নরসিংদী পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী; অতএব সহজে সেখানে প্রবেশ করা যাবে না। আসলেও ছিল তাই। ১৫/২০ টি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলে শত শত ছাত্র যুবককে প্রাথমিক হাতিয়ার চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। ঠিক এ সময় এপ্রিলের

৪ ও ৫ তারিখে পাকবাহিনী নরসিংদীতে বোমা হামলা চালায়। এতে ৬ জন নিরীহ লোক নিহত হয় । আর আহত হয় শতাধিক। ধ্বংস হয় শত শত দোকান পাট ও ঘর বাড়ি। বোমার আগুনের প্রজ্বলিত শিখা নরসিংদীবাসীদের সংগঠিত করে তোলে এই বর্বর হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নিতে।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দিকে ভারতীয় বেতার মাধ্যমে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ঢাকা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে কোন এক জায়গায় পাকিস্তনী সৈন্যদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চলছে। ঢাকা জেলার লোকদের কাছে খবরটা চাঞ্চল্যকর। দিনের পর দিন বাংলাদেশের অনেক জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনীর সক্রিয়তার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু ঢাকা জেলায় তাদের প্রতিরোধের চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য ২৫ মার্চ সামরিক হামলায় প্রথম রাত্রিতে রাজারবাগের পুলিশ বাহিনী বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দিয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এই বাহিনী অবিস্মরণীয়। অন্যদিকে ২৩ মার্চ থেকে নারায়ণগঞ্জ শহরে সংগ্রামীরা শুধু গোটা কয়েক রাইফেলের উপর নির্ভর করে আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত সৈন্যদলকে দুদিন পর্যন্ত আটকে রেখেছিল। তারা শত্রুসেনাদের শহরে ঢুকতে দেয়নি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সবাই তরুণ ও কিশোর; অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে একেবারেই কাঁচা। তারপর থেকে সারা ঢাকা জেলায় মুক্তিসংগ্রামীদের কোন সাড়াশব্দ নেই। যাহোক, খবর প্রচারিত হওয়ার পর বিশ কিলোমিটার দূরের সেই জায়গাটা কোথায় তাই নিযে বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলে। দূরত্ব সম্পর্কে অনেকের সঠিক ধারণা নেই। কেউ কেউ ধারনা করে স্থানটি সাভার আবার কেউ বলতে থাকে জায়গাটি নরসিংদী বা জয়দেবপুর। আবার অনেকে খবরটার সত্যতা নিযে সন্দেহ করে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু যেহেতু তখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী একের পর এক বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন চালাচ্ছিল তাই যারা বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন তারা ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেন যে, খবরটা মিথ্যা নয়। ইতোপূর্বেই পাকিস্তানী বোমারু বিমান নরসিংদীর উপর বোমা নিক্ষেপ করেছে। কারণ ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটের পরই ঢাকা হতে সরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। আর ঢাকার আশেপাশেই এ প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। প্রতক্ষদর্শীরা বোমাবিধ্বস্ত নরসিংদীর সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখেও এসেছিল।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

বাইরের লোকেরা শুধু এটুকুই জানল, কিন্তু ঠিক কেন যুদ্ধ বেঁধেছিল এবং যুদ্ধের ফলাফল কি সেই সম্পর্কে কারো মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিলোনা। তাছাড়া নিত্যনতুন এমন যত চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছিল যে শহর থেকে মাত্র বিশ কিলোমিটার দূরের সংঘর্ষ সম্পর্কে কারো মাথা ব্যাথাও ছিলনা। যারা বাইরের লোক তাদের কাছে ঘটনাটি ছোট হলেও স্থানীয়ভাবে ঘটনাটি দারুণ উত্তেজনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর মাধ্যমে ঘটনাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়।[১০]

পাকিস্তানের বোমারু বিমান ৪ এপ্রিল ও ৫ এপ্রিল পর পর দুইদিন নরসিংদীর উপর বোমা ফেলেছিল।[১১] এর প্রায় এক সপ্তাহ মুক্তিযোদ্ধা বা পাকিস্তানী সৈন্যদের কেউ নরসিংদীতে প্রবেশ করেনি। এরপরই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নরসিংদীর দিকে ছুটে যায়। তাঁতের কাপড়ের হাট হিসেবে বিখ্যাত বাবুর হাট, জিনারদী হয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে মর্টার রকেট, মেশিনগানসহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাদের লক্ষ্যবস্তু হলো নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করা। বাবুর হাট থেকে জিনারদী যাওয়ার পথে পাঁচদোনা গ্রাম। এই পাঁচদোনা গ্রামের কাছেই মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে ১৩ এপ্রিল সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রথমে গাটা পাঁচেক সৈন্যবাহিনীসহ ট্রাক। এই ট্রাকের কনভয় থেকে সৈন্যরা কিছুটা সামনে এগিয়ে আসে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকাটি জনশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে শান্ত পল্লী প্রকৃতিকে চমকে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অক্রমণ শুরু হয়। একটি গোলার টুকরা ছিটকে এসে ট্রাকের উপর পড়ে। আকস্মিক আক্রমণে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অচেনা অজানা পরিবেশে তারা কিভাবে আত্মরক্ষা করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। কারণ মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় কিভাবে অবস্থান নিয়েছিল তা তারা বুঝতেও পারেনি। আবার মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় কেমন হবে তাদের কাছে কেমন ধরনের অস্ত্র আছে তাও তাদের কাছে বোধগম্য নয়। মুক্তিযোদ্ধারা যেদিক থেকে আক্রমণ করছিল সেদিকে ট্রাক নিয়ে এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ ঝোপ জঙ্গলের মধ্য থেকে আক্রমণ করাতে তাদের রুখতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। এদিকে প্রথম আক্রমেণই তাদের কয়েকজন সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। পরে সৈন্যরা বেশিক্ষণ দেরি না করে মর্টারের গোলাবর্ষণ করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারাও তার জবাব দিতে থাকে অবিরামভাবে। এভাবে কয়েক ঘন্টা ধরে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে। কয়েক ঘন্টার এ যুদ্ধে পাকিস্তানী

Dhaka University Institutional Repository

সৈন্যদের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। মর্টার আর মেশিনগানের গোলাগুলিতে তাদের তিন ট্রাক সৈন্য হতাহত হয়। এদের সংখ্যা প্রায় একশো;[১২] অপরপক্ষে অদৃশ্য গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতির পরিমাণ তখনও জানা যায়নি। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গেরিলাদের সংখ্যাও যেমন নগণ্য নয় তেমনি অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণও কম নয়। এমতাবস্থায় পাকিস্তানী বাহিনীর বাবুর হাটের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিলনা। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, আরো এগুলে হয়ত কোন সৈন্যই ফিরে আসবে না। ইতোমধ্যে গেরিলা বাহিনীর গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। অনুমান করা যেতে পারে যে, তারা হয়ত পাকিস্তানী বাহনীকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্যই গোলাগুলি বন্ধ রাখে। কিন্তু পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আর না এগিয়ে বাবুর হাটের দিকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিহত ও আহত সৈন্যদের ট্রাকে তুলে তারা যাত্রা করে বাবুরহাটের দিকে। তাদের তিনটি ট্রাক অচল হয়ে পড়ে এবং ট্রাক তিনটি রেখেই তারা চলে যায়। বেশ কিছুদূর তাদের ফেলে যাওয়া ট্রাকটি রাস্তায় পড়েছিল।

এবার পাকিস্তানী বাহিনী বাবুরহাট ফিরে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করে ঢাকা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে নরসিংদীতে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে মুক্তিযোদ্ধাদের এই গেরিলা দলে সৈন্য ছিল মাত্র বারো জন। তাঁদের কাছে অস্ত্রের মধ্যে ছিল মাত্র একটি মর্টার ও একটি মেশিনগান। মাত্র দুটি অস্ত্র ও বারজন সৈন্যই পর্যত প্রমাণ সাহস নিয়ে একটি সুশিক্ষিত শত্রুদলের মোকাবেলা করে। প্রকৃতপক্ষে দেশাত্মবোধ ও ব্যাপক সাহসিকতা ছাড়া এটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। এ যুদ্ধে বার জনের মধ্যে মাত্র দুজন মুক্তিযোদ্ধা সামান্য আহত হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি ছিল ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েকমাইল দূরে। তাঁরা ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে পাড়ার লোকদের নিয়ে মিটিং এ বসেন এবং লোকদের কাছে বিভিন্ন রকম সাহায্য কামনা করেন। এ প্রস্তাবে লোকজন ব্যাপক সাড়া দেয় এবং তারা স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু এই বারোজন যোদ্ধা নতুন করে দলে লোক না নিয়ে লোকজনকে বিভিন্ন তথ্য দেয়ার অনুরোধ করেন। এতে লোকজন একবাক্যে রাজী হয়। পরদিন যথাসম্ভব পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দূর থেকে দূরপাল্লার কামান দিয়ে আক্রমণ করে কিন্তু গেরিলা বাহিনী পূর্বেই সেখান থেকে দূরে সরে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েন আর এভাবেই নরসিংদীতে প্রাথমিক প্রতিরোধে মুক্তিযোদ্ধারা বিশাল কৃতিত্বের পরিচয় দেন।[১৩]

৭ই মার্চের সমাবেশ ও মওলানা ভাসানীর ১৪ দফা ঘোষণার পর জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া ঢাকা ছেড়ে শিবপুর চলে আসেন, তাঁরা (তৎকালীন ছাত্র নেতৃবৃন্দ) একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা সম্ভব নয়। কোন টেবিলে আলোচনা করে পাকিস্তানীরা স্বাধীনতা দিবেনা। শিবপুরে এসে তিনি "কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি" ও "কৃষক সমিতির" নেতা কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন এবং তাঁরা সশস্ত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন এবং সে অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন সামরিক ব্যক্তি এবং একজন ছুটি ভোগরত হাবিলদারকে দিয়ে ট্রেনিং চলতে থাকে শিবপুর পাইলট হাইস্কুল মাঠে। পঁচিশে মার্চের ক্র্যাক ডাউনের পর ঢাকার গণহত্যা ও পাকিস্তানীদের আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত হয়ে আক্রমণ দেখে ঢাকা ছেড়ে মানুষের ঢল গ্রামের দিকে আসতে থাকে এবং উচ্চ পর্যায়ে কোন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা না পেয়ে জনতার সাথে তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এমনি এক সময়ে তিনি তৎকালীন শিবপুর থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ফজলুর রহমান ফটিক মাস্টার সহ তাঁদের দলের অনেক নেতাকর্মী যখন বসে আছেন ২৬/২৭ তারিখ বিকেলে তখন রেডিওতে শুনতে পান মেজর জিয়ার ঘোষণা, পরপর কয়েকবার শোনার পর তিনি সহ উপস্থিত সবাই আশান্বিত হন এবং তখন সাহস পেলেন এই ভেবে যে তাঁরা একা নন বাঙালী সেনাবাহিনীর অফিসাররাও তাদের সাথে আছে। কেউ না কেউ যুদ্ধের আহ্বান করেছে এবং তখন থেকে শতগুণ উৎসাহ ও সাহস বুকে নিয়ে তাঁরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফজলুর রহমান ফটিক মাস্টারের সাক্ষাৎকারে এ তথ্য পাওয়া গেলেও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে জিয়াউর রহমানের আহ্বানে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে সাহস সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নরসিংদীতে প্রগতিশীল তরুণদের সম্মেলন

পঁচিশে মার্চের পর ঢাকা থেকে বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা শিবপুরে চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, মোস্তফা জামাল হায়দার, হায়দার আনোয়ার খান জুনু, সাদেক হোসেন খোকা, কাজী সিরাজ এবং প্রখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান প্রমুখ। আব্দুল মান্নান ভুইয়া সহ উক্ত নেতৃবৃন্দ আলোচনার মাধ্যমে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জন্য তাঁরা ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী সরকারের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং দেশের অভ্যন্তরে এই প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য কর্মীদের ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্তও নেন।[১৪] নরসিংদী থেকে নিকটতম দূরত্বে ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত। ১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথমেই অস্ত্র সংগ্রহ ও ট্রেনিং গ্রহণের জন্য রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর ছাত্র-কৃষক কর্মীদের ২১ জনের একটি দলকে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করে আগরতলায় প্রেরণ করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন হায়দার আনোয়ার খান ঝুনু (বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা), আবদুল মান্নান খান, তাজুল ইসলাম খান ঝিনুক, বদরুজ্জামান সেন্টু মোল্লা, আব্দুল আলী মৃধা (বর্তমান বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা), আবদুল হান্নান, রশিদ মোল্লা, নুরুল ইসলাম কাঞ্চন, মানিক, ফজলু, কাদির, মালেক, বাদল (রায়পুরা), হাবিবুর রহমান, আবুল ফয়েজ, সাউদ, আয়নব আলী এবং ঢাকা শহরের শাহাব, মিন্টু ও মীর্জা প্রমুখ। এই গ্রুপটিকে আগরতলা পর্যন্ত গাইড করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে ছিলেন ছাত্রনেতা কাজী গোফরান। অত্যন্ত ঝুকি ও বিপদের মধ্যদিয়ে তাঁরা ত্রিপুরা পৌছেন। মুক্তি পাগল দামাল ছেলের দল প্রশিক্ষণের জন্য একের পর এক ত্রিপুরায় ছুটতে থাকে। ত্রিপুরা ছাড়াও নরসিংদী জেলার বিভিন্ন জায়গায় গোপনে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ জনগণকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। মে-জুন মাসের দিকে আগরতলা থেকে প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের দল অস্ত্র হাতে দেশে ফিরে আসেন। এসব প্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে শিবপুরের বিস্তৃত গ্রাম অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। আর এর মাধ্যমে শুধু শিবপুর নয় নরসিংদীর অন্যান্য থানাসমূহের বিস্তৃত এলাকা কার্যতঃ মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়। এসব অঞ্চলের বেসামরিক প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা সবকিছুর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেন মুক্তিবাহিনী। আর এই বাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন আবদুল মান্নান ভুঁইয়া। তাঁর নির্দেশে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত হতো।

শিবপুরে প্রশিক্ষণ

এ সময় শিবপুর হাইস্কুল মাঠে প্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালীন বাম নেতা জনাব আব্দুল মান্নান ভুইয়া এ কাজটি শুরু করেন এভাবে: ক. প্রথমদিকে শিবপুর থানায় রাইফেলগুলো থানা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ছিনিয়ে না নিয়েও তা নিজেদের করায়ত্বে রাখা হয় এবং পরে তা নিজেদের ব্যবহারের জন্য নেয়া হয়। শিবপুর থানার তৎকালীন ওসি মজাদুল হকের ভূমিকা ছিলো এক্ষেত্রে প্রশংসনীয়; খ. ট্রেনিং দেয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর লোক নির্বাচন করা হয়; এবং গ. বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও পুলিশের এতদঞ্চলের সদস্য যাঁরা বাড়িতে ছিলেন কিংবা ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন তাঁদেরকে তিনি চাকুরীতে ফিরে না গিয়ে দেশমাতৃকার প্রতি দায়িত্বপালনের জন্য শিবপুর থেকে যুবশক্তিকে সশস্ত্র করে তুলতে অনুপ্রাণিত করেন। এদের মধ্যে বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার মজনু মৃধা একজন। পঁচিশে মার্চ ঢাকায় পাক বাহিনীর বর্বরতা শুরু হওয়ায় ট্রেনিংয়ের স্থান পরিবর্তন করে তা আশ্রাফপুরে পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচিতে ওতপ্রতোভাবে জড়িত থাকেন আবদুর রব খান, তোফাজ্জল হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন ভুইয়া, আবু হায়িছ রিকাবদার (কালামিয়া) ও আওলাদ হোসেন খান প্রমুখ।[১৫]

অস্ত্র সংগ্রহ

শিবপুরে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছে, এ খবর আশেপাশের এলাকায় বেশ প্রচার হতে থাকে। মনোহরদি, রায়পুরা, কালীগঞ্জ, নরসিংদী- এসব এলাকা থেকে মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী লোকজন মান্নান ভুঁইয়ার সাথে যোগাযোগ শুরু করে। এদের মধ্যে একজন পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সিরাজউদ্দিন আহমেদ। পরে তিনি ন্যাভাল সিরাজ[১৫] নামে পরিচিত হয়েছিলেন। নেভাল সিরাজ মান্নান ভুঁইয়ার সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ন্যাভাল সিরাজ জানান যে, ভেমরা ও পাঁচলোনায় যুদ্ধের পর ঐ এলাকা থেকে বহু অস্ত্র ও গোলা বারুদ তিনি সংগ্রহ করেছেন। সে সব অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার হোক এটাই তাঁর কাম্য। তিনি মান্নান ভুঁইয়ার সাথে সমন্বয় সাধন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁর সংগৃহীত অস্ত্রের একটা বড় অংশ শিবপুরে পৌছে দিতে সম্মত হন।

ন্যাভাল সিরাজের সংগৃহীত অস্ত্রসমূহ ভেমরার কাছে শীতলক্ষা নদীর তীরে ডাংগা নামের এক জায়গায় লুকানো ছিল। সিদ্ধান্ত হয় যে, লঞ্চে করে ঐসব অস্ত্র কালীগঞ্জ থানার ঢর সিন্দুরে আনা হবে। ঢর সিন্দুর থেকে সেই সব অস্ত্র শিবপুর আনার জন্য মটর সাইকেল করে মান্নান ভুঁইয়া, আওলাদ হোসেন, ফজলু মেম্বার ও আতিক সহ ছয়জন ঢর সিন্দুর উপস্থিত হন। কিন্তু তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি থাকায় ঢর সিন্দুরে অস্ত্র না নামিয়ে ঐ অস্ত্র বোঝাই লঞ্চ হাতিরদিয়া নিয়ে আসা হয় এবং সব অস্ত্র হাতিরদিয়া স্কুলে তোলা হয়।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভাংগা থেকে যখন লঞ্চ ছাড়ে তখন ঘটনাচক্রে অস্ত্রভর্তি ঐ লঞ্চে হাকিম, হারুন, সাইদুর সহ ছয়জন ই.পি.আর-এর সদস্য উঠে গিয়েছিল। আর ন্যাভাল সিরাজের সাথে ছিল মাত্র একজন সহযোগী। হাতিয়দিয়া আসার পর অস্ত্রের মালিকানা নিয়ে ন্যাভাল সিরাজের সাথে হাকিমের বিরোধ দেখা দেয়। হাকিমের বক্তব্য ছিল, যেহেতু অস্ত্রগুলো ই.পি.আর-এর সুতরাং তাঁরাই ঐ অস্ত্রের মালিক। শেষ পর্যন্ত মান্নান ভুঁইয়ার মাধ্যমে একটা সমঝোতা হয়। মান্নান ভুঁইয়া ন্যাভাল সিরাজ ও হাকিমের দলকে একত্রে মনোহরদি থানায় ঢালকচরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন। বাকিরা দুটো হাল্কা মেশিনগান ও ছয়টা রাইফেল নিয়ে শিবপুরে ফিরে আসেন।

সার্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও ঢালকচরে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য হাকিম, হারুন, সাইদুর সহ পাঁচ ছয়জন শিবপুরে আসে। তাঁদের সাথে মান্নান ভুঁইয়া, তোফাজ্জল হোসেন, আবুল হারিছ রিকাবদার, কালামিয়া, মজনু মৃধা সহ আরো কয়েকজন আলোচনায় বসেন। আলোচনার পর হাকিম আর তার লোকজন শিবপুর বাজারেই থেকে যান। মান্নান ভুঁইয়া তোফাজ্জলকে নিয়ে চলে যান নদীর ওপারে গফুরের বাড়িতে।[১৮]

প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে দল প্রেরণ

১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠনের পর মান্নান ভূঁইয়া ভারতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবিরের সাথে যোগাযোগ করার কথা চিন্তা করলেন এবং সে অনুযায়ী তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় নেতা হায়দার আনোয়ার খান জুনো এবং ছাত্র নেতা আব্দুল কাদেরকে আগরতলা প্রেরণ করেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে মতিনগর ক্যাম্পে মেজর খালেদ মোশারফ, নির্ভয়পুর ক্যাম্পে ব্যারিষ্টার মনসুর ও ক্যাপ্টেন মাহমুবের সঙ্গে ফলপ্রসু আলোচনা করলেন। ৩০ এপ্রিল জুনো ও কাদের শিবপুর ফিরে এলেন। জুনোর ভাষায়- "তাঁরা প্রথমেই গেলেন মান্নান ভুঁইয়ার কাছে। তিনি জানালেন, শিবপুরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও বাহিনী গঠনের পাশাপাশি অস্ত্র সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়েছে। এপ্রিলের এক দুই তারিখে ডেমরা থেকে নরসিংদী যাওয়ার পথে পাঁচদোনায় ই.পি.আর. বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের সাথে হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসংগঠিত বাঙালি যোদ্ধারা পিছু হটতে বাধ্য হন। এই সৈন্যরা নরসিংদী, রায়পুরা, নবীনগর হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা পৌঁছান। পথে অনেক অস্ত্র তাঁরা ফেলে যান। এই সব অস্ত্র অনেকেই সংগ্রহ করেন। এদের মধ্যে কিছু

Dhaka University Institutional Repository

চোর ডাকাতও ছিল। মান্নান ভুঁইয়া জানান, "এখন এই সব অস্ত্র সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়েছে। সব অস্ত্র এক কমান্ডে আনতে হবে। একক কোন ব্যক্তির কাছে কোন অস্ত্র রাখা যাবে না"।

মান্নান ভুঁইয়াকে ব্যারিষ্টার মনসুর ও ক্যাপ্টেন মাহবুবের সাথে আলোচনার কথা জানানো হয়। আলোচনা হয় তাঁদের উচিৎ তখনই একটা দল আগরতলায় পাঠানো। ট্রেনিং-এর সাথে সাথে কিছু অস্ত্র পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে। তার চেয়ে বড় কথা, আগরতলায় অবস্থিত বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হবে। কৌশলগত কারণে সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মান্নান ভুঁইয়ার মাধ্যমে জানা যায়, ইতিমধ্যে কাজী জাফর আহমদ আর যুল্লু ভাষী চিওড়া চলে গেছেন। সাথে কাজী সিরাজও আছেন। রাশেদ খান মেনন টাঙ্গাইল থেকে ফিরে এসে শিবপুরে দু'দিন থেকে চিওড়া চলে গেছেন। রন্নো (হায়দার আকবর খান) ফিরে আসলে রন্নোকেও চিওড়া যেতে হবে। কলকাতায় বাংলাদেশের বামপন্থীদের একটা সম্মেলন হবে। সে ব্যাপারে ওঁরা সবাই ওখান থেকে কলকাতা যাবেন।[১৯]

মে মাসের মাঝামাঝি সম্ভবত তেরোই মে মান্নান খানের নেতৃত্বে তেরো জনের একটা দল আগরতলায় পাঠানো হয়। এই দলের সদস্য ছিলো রশিদ মোল্লা, সেন্টু, নুরুল ইসলাম ফাগুন, গফুর, ঝিনুক, আব্দুল আলী মৃধা, চামমিয়া, বাদল, শাখাওয়াত প্রমুখ। এদের পথ প্রদর্শক হিসাবে থাকেন কাজী গোফরান। দলটা নবীনগর পার হওয়ার পর যখন সি.এন্ডবি. রাস্তায় এসে পৌঁছায়, তখন হঠাৎ করে পাক উহলদার বাহিনী এসে হাজির হয় এবং গোলাগুলি শুরু করে। সৌভাগ্যক্রমে মুক্তিযোদ্ধাদের দলের কোন ক্ষতি হয়নি। ওরা ফসখার কাছে একটা রেলসেতুর নিচ দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে। দলটা প্রথমে গিয়ে ওঠে মতিনগর ক্যাম্পে। মতিনগরে এক রাত থাকার পর তাদেরকে পাঠানো হয় নির্ভয়পুর ক্যাম্পে। এ ব্যবস্থা ব্যারিষ্টার মনসুর করে দেন।

ক্যাপ্টেন মাহবুবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নয়সিংদী থেকে পাঠানো ছেলেরা প্রশিক্ষণ পেতে থাকে। ট্রেনিং-এর পাশপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য ছেলেদের দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে ছোটখাটো অপারেশনও করানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এভাবে অল্প সময়ে গেরিলা কায়দা কানুনে বেশ রপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

জুন মাসের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আনোয়ার খান জুনো একটা দল নিয়ে আগরতলা যান। এই দলে মিলন, ফজলু, মানিক, মান্নান ভুঁইয়া, আফসার উদ্দিন, সিরাজুল হক, সাউদ, হাবিবুর রহমান, কাদির সহ মোট বারো জন সদস্য ছিল। তাঁরা সবাই প্রথমে যশোর বাজারে মিলিত হন। যশোর বাজার শিবপুরের পূর্ব প্রান্তে অবিস্থত। পাশেই নদী। নদী পার হলেই য়ায়পুরা। রাতের অন্ধকারে তাঁরা য়ায়পুরা পৌছেন। সেই য়াতটা আব্দুল হাই ফরাজীর বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন সকালে রওনা হন নবীনগরের পথে। পুরো পথটাই হেঁটে যেতে হয়। নবীনগরের কয়েক মাইল আগে লোকজনের কাছে তাঁরা জানতে পারে ওখানে কয়েকজন দালাল খুব সক্রিয় রয়েছে। তাঁরা ভারতগামী শরাণার্থীদের লুটপাট করে। মহিলাদের ধরে নিয়ে অত্যাচার করে। আর মুক্তিবাহিনীর লোক সন্দেহ হলে পাক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। তাই নবীনগরের উপর দিয়ে সরাসরি না গিয়ে বেশ কিছুটা ঘোরা পথে সীমান্ত পার হন।

আগরতলা পৌছে দলটি সরাসরি চলে যায় নির্ভয়পুর ক্যাম্পে। ক্যাপ্টেন মাহবুবের সাথে আবার দেখা হয়। তিনি শিবপুরের ছেলেদের খুব প্রশংসা করেন। ছেলেরা সাহসী ও পরিশ্রমী। মান্নান খানের নেতৃত্বে যে দলটা এসেছে তাদের প্রশিক্ষণের কাজ ভালোই চলছে। দলনেতা হিসাবে মান্নান খান যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন মাহবুব তাঁকে বলেন যে, তাঁদের এই নতুন দলটাকে একটা সর্ট কোর্স ট্রেনিং দিবেন। দিন পনেরো পরে এসে দুই দলকে এক সাথে নিয়ে যাবার কথাও বলেন। তিনি বললেন যে তাঁদের জন্য কিছু অস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একটু মৃদু হেসে তিনি সম্মতি দেন।[২০]

হায়দার আনোয়ার আরো বলেন যে, জুন মাসের মাঝামাঝি মনসুর সাহেবের সাথে নির্ভয়পুর ক্যাম্পে যান। যেখানে সেদিন সকালেই শিবপুর থেকে আরো বারো জনের একটা দল এসে হাজির হয়েছে। এই দলে রয়েছেন নুরুল হক, জসীমউদ্দিন, সুলতানউদ্দিন, মাহবুব মোর্শেদ, রমিজউদ্দিন, আকিল, গিয়াসউদ্দিন, ফজলুল হক, সাহাবউদ্দিন, হিরা মিয়া প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভয়পুর ক্যাম্পটা ছোট। আগের ছেলেরাই সব গাদাগাদি করে থাকে। তার মধ্যে এই নতুন দল এসে পড়ায় এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ক্যাপ্টেন মাহবুবের সাথে মনসুর, মান্নান খান ও তিনি আলোচনায় বসেন। সিদ্ধান্ত হয়, মান্নান খান, আব্দুল আলী মৃধা, রশিদ মোল্লা, কাঞ্চন সহ সাত জনকে মেলাঘর ক্যাম্পে পাঠানো হবে। এই পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া। এদেরকে মেলাঘর ক্যাম্পে ঢোকানোর দায়িত্ব নিলেন মনসুর। বাকি আঠারো জনকে নিয়ে তিনি শিবপুর ফিরে যাবেন। আর নুরুল হকের নেতৃত্বে যে দলটা এসেছে তারা পনেরো দিনের ট্রেনিং নিয়ে শিবপুর ফিরে আসবে।

আগের পঁচিশ জনের সাথে সেদিন যোগ হয় আরো বারো জন। ছোট ক্যাম্প। হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। যারা নতুন এসেছে তাদের কাছ থেকে শিবপুরের শেষ অবস্থা জানা যায়। তখন পর্যন্ত শিবপুরে পাকিস্তানী বাহিনীর স্থায়ী ক্যাম্প বসেনি। কিন্তু আর্মির গাড়ি ঘন ঘন শিবপুরে আসছে। তবে বড় কোন সংঘর্ষ ঘটেনি।

যুদ্ধের সাংগঠনিক রূপায়ণ

নরসিংদী জেলার মধ্যে শিবপুর থানা ভৌগোলিকভাবে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং তুলনামূলকভাবে জেলার সবচাইতে রাজনৈতিক অগ্রসর এলাকা ছিলো। শিবপুরের পাহাড় এলাকাকে ভৌগোলিক ও অবস্থাগত কারণে প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য বেছে নেয়া হয়। সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় 'বিলশরণ' গ্রামের আবদুল খালেকের বাড়িতে। আবদুল মান্নান ভুঁইয়া এই বাড়িতেই অবস্থান নেন একটি মাটির দেয়ালের ছনের ঘরে। যে সব গ্রামে ক্যাম্প স্থাপন করা হয় সেগুলো হলো- দড়িপুরা, জয়নগর, যোশর, কামরাবো, কোদাল কাটা, ইটনা, দত্তের গাঁও, মুরগীবেড়, নৌকাঘাটা, সাধার চর, চান্দার টেক ইত্যাদি। এই সব ক্যাম্পে স্থানীয় ভাবে প্রশিক্ষিত ও ভারত প্রত্যাগত বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশ ঘটে। এদের ভরণ-পোষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন মান্নান ভুইয়ার নেতৃত্বে আব্দুর রব খান, তোফাজ্জল হোসেন, আবু হারিছ রিকাবদার (কালা মিয়া চেয়ারম্যান)সহ অনেক সাহসী আত্মত্যাগী বিভিন্ন বয়সের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এক্ষেত্রে যাদের কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারা হলেন- শহীদুল ইসলাম ভুইয়া, ডা. রমিজ উদ্দিন, খালেক (যোশর), নুরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

মাষ্টার, আব্দুল বাতেন ফকির (দুলালপুর), রনজিত (কামরাবো), বাসু, মোতালিব (জয়নগর), সুলতান মোল্লা প্রমুখ। অবশ্য কেবলমাত্র বিপ্লবীরাই নয় রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এসে সমবেত হয় এই সংগঠিত শক্তির পেছনে। বলাবাহুল্য অক্টোবর অবধি এ অঞ্চলের অন্য রাজনৈতিক মতাদর্শের কোন মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে উঠেনি কিংবা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরেনি। ক্যাম্পগুলোতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিল ছাত্র, কৃষক এবং কিছু শ্রমিক। এদের সামনে সমাজতন্ত্রের মার্ক্সীয় শ্রেণী বিশ্লেষণের কঠিন বিষয়গুলো অত্যন্ত সহজ সরল উপমা ও পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হত। এসব রাজনৈতিক আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র নেতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে শামসুজ্জামান মিলন (মনোহরদী), তোফাজ্জল হোসেন ভুইয়া, আফতাব উদ্দীন প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়।[২১] তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন কমান্ডে বিভক্ত করে এলাকাভিত্তিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

কমান্ডের নাম	ক্যাম্প	কামান্ড-এলাকা
আব্দুল মান্নান খান	প্রথমে যোশরে	যোশর, রাধাগঞ্জ ও
	পরে- কোদালকাটা	পার্শ্ববর্তী এলাকা;
	অবশেষে- কামরাবো	পরে শিবপুর পূর্ব
মজিবুর রহমান	লড়িপুরা, কামরাবো	শিবপুর পশ্চিম ও
	পরে- সাধারচর	কালীগঞ্জ থানার
		অংশবিশেষ
নজমু মৃধা	কামরাবো	শিবপুর দক্ষিণ ও
		অন্যান্য থানায়
		সম্মিলিত অপারেশন
তাজুল ইসলাম খান বিনুক	লক্তের গাঁও, মিয়া গাঁও	শিবপুর পশ্চিম
আওলাদ হোসেন বিএসসি	সৃষ্টিধর, বিরাজানগর	শিবপুর দক্ষিণ
আবদুর রশীদ মোল্লা	কামরাবো	শিবপুর পূর্ব ও
		রায়পুরার কিয়দাংশ
আবদুল আলী মৃধা	ঘুর্ণায়মান	রায়পুরা ও শিবপুর
বদরুজ্জামান সেন্টু মোল্লা	ঘুর্ণায়মান	রায়পুরা ও শিবপুর
নূরুল ইসলাম কাঞ্চন	ঘুর্ণায়মান	যোশর ও রাধাগঞ্জ

উল্লেখ্য এই বিভাজনে কোন সুস্পষ্ট এলাকা বা সীমানা অনুসরণ করা হয়নি। অনেকটা অবস্থাগত কারণে এবং কাজের ও নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে তা করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনে সব গ্রুপ একত্রে কাজ করেছে এবং এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

একে অপরের পরিপূরক হয়েছে। এই কমান্ড ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:

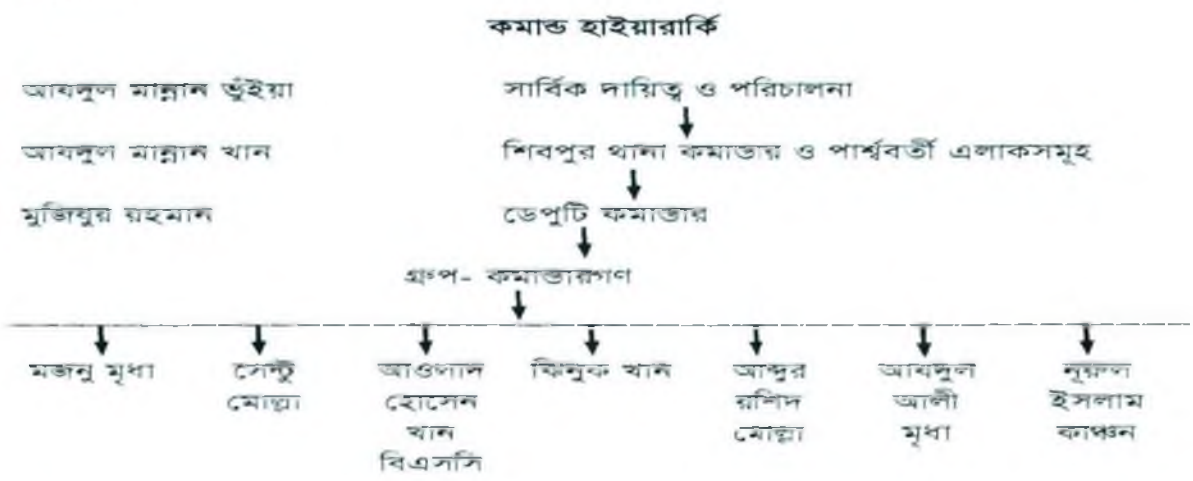

নরসিংদী সদর থানা ও পার্শ্ববর্তী এরিয়া কমান্ডার ছিলেন নেভাল সিরাজ বীরপ্রতীক, সদর থানা কমান্ডার ছিলেন মুহম্মদ ইমাম উদ্দিন ও গ্রুপ কামান্ডারদের অন্যতম ছিলেন মীর এমদাদুল হক।

রণাঙ্গন : শিবপুর

বান্ধারদিয়ার যুদ্ধ

শিবপুর এসেই পাকিস্তানী বাহিনী সাধারণ জনগণের উপর হত্যাকাণ্ড শুরু করে। তারা সাত্তার নামক এক যুবককে নিয়ে নরসিংদীর দিকে রওয়ানা দেয়। কিন্তু বান্ধারদিয়া ব্রিজের নিকট মুক্তিযোদ্ধারা মজনু মৃধার নেতৃত্বে আকস্মিকভাবে পাকিস্তানীদের হামলা করে। পাকিস্তানী বাহিনী দিকবিদিক শূন্য হয়ে পালাতে থাকে। এই আক্রমণে মজনু মৃধার সাথে ছিল মুজিবুর রহমান, খোকন, ইপিআরের হারুন, সাঈদুর, এম এস ভুইয়া প্রমুখ। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পরদিন পাকিস্তানী বাহিনীর একটি শক্তিশালী দল পুনরায় বান্ধারদিয়া আসে এবং নিরীহ জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে। মুক্তিবাহিনীর সে সময়ের শক্তি ও সামর্থে সেই সূচনা পর্বে শত্রুর এই বড় দলকে মোকাবেলা করা সম্ভবপর হয়নি।[২২]

পাকিস্তানী বাহিনীর দত্তের গাঁও অভিযান

মে মাসে পাকিস্তানী বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ঝিনুক খাঁকে খুঁজতে গিয়ে দত্তের গাঁও, খড়িয়া এসব গ্রামে বেশ কিছু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

নিরীহ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। কিন্তু হাই কমান্ডের নির্দেশ ছিল সমতল এই ভূমিতে অপরিপক্ক কোন আক্রমণ জনসাধারণের জন্য অধিকতর কষ্ট ও মেসাকার ডেকে আনবে। অতএব, তাদের খোঁচা দিয়ে মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্ব টের পেতে দেয়া যাবেনা।[২৩]

অপারেশন পুটিয়া

পুটিয়া বাজার সংলগ্ন পুটিয়া সেতুটি পাক বাহিনীর যোগাযোগ ও রণকৌশলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্য সেতুটি সার্বক্ষণিক পাহারাধীন থাকত। পাহারার দায়িত্বে ছিল পুলিশ ও রাজাকার। মুক্তিযোদ্ধারা এই সেতুটি উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের যুক্তি ছিল- প্রথমত, সেতুটি বিধ্বস্ত হলে নরসিংদী কিংবা ঢাকা থেকে পাকিস্তানী বাহিনী শিবপুর অঞ্চলে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, এর ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জনপদে মুক্তি বাহিনীর কর্মকান্ড পরিচালনা সহজতর হবে এবং ইতোমধ্যে গড়ে উঠা গেরিলা অবস্থান ও মুক্তাঞ্চল সমূহ সুরক্ষিত হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গভীর রাতে একটি সাহসী মুক্তিযোদ্ধা দল পাকিস্তানী সেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ডিনামাইটের মাধ্যমে সেতুটি উড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেতু ধ্বংসের খবর নরসিংদী পৌঁছলে সকাল দশটার দিকে পাকিস্তানী বাহিনী পুটিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং ইতস্তত: গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা কোন উত্তর না দিয়ে নিরব থাকে। ফলে পাকিস্তানী বাহিনী দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে যখন মুক্তিবাহিনীর রেঞ্জের মধ্যে আসে ঠিক তখনই মুক্তিবাহিনী একযোগে আক্রমণ করতে থাকে। পাকিস্তানী বাহিনী কিছু বুঝে উঠার আগেই চৌদ্দজন নিহত হয়। এদের মধ্যে হানাদার বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনও ছিল। প্রায় একঘন্টার যুদ্ধে একত্রিশজন পাকিস্তানীসেনা নিহত হয়। পাকিস্তানীরা এসব লাশ ফেলে রেখে রণে ভংগ দিয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে পালিয়ে নরসিংদী ফিরে যায়। অত্যন্ত গৌরবের এ যুদ্ধে তথা সেতু উড়ানো এবং পরবর্তী মোকাবেলায় যে সকল দু:সাহসী মুক্তিযোদ্ধা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন- মজনু মৃধা, ফজলুর রহমান, নুরুজ্জামান, আমজাদ, মানিক, মাহতাব, ইদ্রিস, হযরত আলী, আবদুল আলী মৃধা, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, আবদুল কাদির, হাবিবুর রহমান, আবদুল মান্নান খান, আবুল ফয়েজ, মির্জা প্রমুখ। এই যুদ্ধে মজনু মৃধা সামান্য আহত হন। শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ফজলুর রহমান শহীদ হন। তাঁর লাশ শোকাহত সহযোদ্ধা ও জনতা

Dhaka University Institutional Repository

কানোহাটা গ্রামে ছাড়াবাড়ি মাঠে নিয়ে যায় এবং জানাযার পর সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়।[২৪]

পুটিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা হায়দার আনোয়ার খান জুনো-এর ভাষায়- "তাঁদের অস্ত্রের মধ্যে ছিল পনেরোটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল, একটা এল.এম.জি. ও দুটো স্টেন। ব্রীজ উড়ানোর জন্য একটা এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন, কয়েকটা গ্রেনেড, কিছু কিছু পি.ই. ও ফিউজ। এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের উপর চাপ পড়লেই সেটা বিস্ফোরিত হয়। তাই এটা দিয়ে ব্রীজ উড়ানো সহজ নয়। কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না। আর শক্তিশালী বিস্ফোরক তো তাঁদের কাছে ছিলনা। এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের উপরের মুখটা খুলে ফেলে কিছু পি.ই. ঢুকিয়ে দেড় ফুট লম্বা একটা ফিউজ আটকিয়ে পুরো মাইনটা ব্রীজের নিচের দিকে একটা পিলারের উপর রাখেন। দেড় ফুট লম্বা ফিউজ পুড়তে অল্প সময় লাগে। ফিউজে আগুন ধরিয়ে ব্রীজ থেকে নেমে আসতেও অল্প সময় লাগে। কিন্তু তখন চিন্তা করার সময় ছিলনা। পকেট থেকে লাইটার বের করে তিনি জ্বালিয়েছেন। ফিউজের মুখে ধরেই দৌড়ে পালায়। কিন্তু ফিউজটা না জ্বলাতে আবার ফিরে যেতে হয়। এবার একটু সময় নিয়ে ফিউজের মুখে লাইটারটা জ্বালিয়ে দেন।

ফিউজ পুড়তে শুরু করে। ফিউজের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। প্রায় ছয় ইঞ্চি পুড়ে যাবার পর মাইনের দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে যায়। তখন পিছন থেকে ডাক শুনে জুনো কেটে পড়েন। দৌড়াতে দৌড়াতে ব্রীজ থেকে নেমে আসেন। মজনু মৃধা চিৎকার করে সবাইকে মুখ হা করে দুই কানে হাত দিতে বলেন। জুনো লাফ দিয়ে একটা ঢিপির পিছনে কোন মতে পৌঁছেন। বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দে ব্রীজের এক অংশ উড়ে যায়। কিন্তু যতটা আশা করেছিলেন ততটা নয়। বিস্ফোরণের শব্দে এলাকার লোকজনের ঘুম ভেঙে যায়। একজন দু'জন করে আসতে শুরু করে। দেখতে দেখতে বেশ লোক জড়ো হয়ে যায়। ব্রীজটা দেখছে। ব্রীজের যেটুকু নষ্ট হয়েছে, তাতে পাকিস্তানী বাহিনীর পার হতে খুব কষ্ট হবে না। গ্রামবাসী স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই হাতুড়ি বল্লম ইত্যাদি নিয়ে কাজে নেমে যায়। প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে ব্রীজের মাঝের অংশটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যে কোন সময় নরসিংদী থেকে পাকিস্তানী বাহিনী চলে আসতে পারে। লোকজন সবাইকে সরে যেতে বলা হলো। কিন্তু তারা সরতে চাচ্ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

তারা যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র চাচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা শিবপুরে এসে তাদের ট্রেনিং দেয়ার কথা বলেন। তবে তাৎক্ষনিক সাহায্য হিসেবে মুক্তিযোদ্ধারা কিছু খাবার চান তাদের কাছ থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা পাতি আর ডিম ভাজি এসে যায়। পেট ভরে খেয়ে নেন মুক্তিযোদ্ধারা।

এরপর তারা প্রতিরক্ষা করতে থাকেন। মজনু সবার জায়গা বুঝিয়ে দেন। রাস্তার পশ্চিম দিকে একটা বড় বটগাছের গোড়ায় এল.এম.জি. নিয়ে মজনু, সাথে ইয়াসিন। জুনোর হাতে স্টেন। একই দিকে একটা টিপির পিছনে বসে আছেন। তাঁর ডান দিকে ফজলু। বেণু আর মিলন অর একটু দূরে। সব শেষে ঝিনুক। ওর কাছেও স্টেন। আমজাদ রাস্তার পূর্ব দিকে ব্রীজের সাথে কোণাকোণিভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আরো তিনজন। অযথা গুলি নষ্ট করা ঠিক নয়; কারণ তাঁদের গুলি সীমিত প্রথমে মজনু মৃধা শুরু করবে বলে সিদ্ধান্ত হয় তারপর প্রত্যেকে টার্গেট দেখে দেখে গুলি করবে। বারবার সবাইকে কথাগুলো মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলে। খবর পাওয়া যায় পাকিস্তানী বাহিনী আসছে। প্রায় দেড়শ গজ দূরে একটা বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে ছয়টা ট্রাক থেকে সৈন্যরা নামে। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে এগিয়ে যেতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে। মুক্তিযোদ্ধারা যে যার অবস্থানে বসে আছেন। মজনু মৃধা এল.এম.জি.র বোল্টটা পরীক্ষা করে ম্যাগাজিনটা ঢুকিয়ে নেন। পাশে দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন। ছোট একটা বাক্সে আরো শ'খানেক গুলি। তারা স্টেনটাও একবার দেখে নেন। একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন আর পকেটে পনের বিশটা আলগা গুলি। প্রত্যেকটা ম্যাগাজিনে একুশটা গুলি ভরা ছিল। খালি হতে আধা মিনিটও লাগার কথা না। স্টেনটা অটোমেটিকে সেট করা ছিল। সিঙ্গেল সটে নিয়ে আসেন। আবার বোল্ট টেনে দেখা হয়। আশে পাশে রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ শুনতে পান মুক্তিযোদ্ধারা সবাই তখন তৈরি হয়ে নেন। পাকিস্তানী বাহিনীর যোদ্ধারা একেবারে কাছাকাছি আসার পর মজনু মৃধা হালকা মেশিনগান দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকেন। সাথে গর্জে উঠে তাদের পনেরোটা রাইফেল ও দুটো স্টেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সব শব্দ ম্লান করে দিয়ে শুরু হলো প্রতিপক্ষের গোলাগুলি। বৃষ্টির মত গুলি ছুটে আসতে থাকে এল.এম.জি. আর অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল থেকে। অস্ত্র আর লোকবল মুক্তিযোদ্ধাদের কম থাকলেও তাদের অবস্থান ছিল বেশ সুবিধাজনক।

Dhaka University Institutional Repository

মজনু মৃধা চিৎকার দিয়ে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেন কারণ পাকিস্তানী বাহিনী আক্রমণ করতে পারে। তারপর ইয়াসিনের হাতে এল.এম.জি.টা রেখে অবস্থান থেকে নিচু হয়ে পিছিয়ে আসেন। নিচু হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা এগুচ্ছে। ফজলুর পিছনে আসতেই মজনু মৃধাকে দেখে তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ফজলুর আনন্দে বলেন যে, তিনি তিনজনকে হত্যা করেছেন। এই বলে ফজলু উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে একটি গুলি এসে তার পিঠে লাগে। মুখ দিয়ে একটু গোঙানীর মত শব্দ করে ফজলু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

হঠাৎ করে আবার শুরু হয়ে যায় গোলাগুলি। প্রত্যেককে নিজের অবস্থানে থেকে একটা দুটো করে গুলি চালাতে বলা হয়। বেণুকে দিয়ে আমজাদের কাছে খবর পাঠানো হয় যে সে যেন রাস্তার পূর্ব পাড়ে যারা আছে তাদের নিয়ে এদিকে চলে আসে।

তাঁরা কয়েকজন ফজলুকে ধরাধরি করে আস্তে আস্তে পেছনে চলে যায়। একটা স্কুল থেকে বেঞ্চ যোগাড় করে তার উপর ফজলুকে শোয়ানো হয়। গুলি পিঠ দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বের হয়ে গেছে। রক্ত গলগল করে পড়ছে। এতে ফজলুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। ধারে কাছে কোন ডাক্তার ছিলনা। আস্তে আস্তে গুলির শব্দ স্তিমিত হয়ে পড়ে। সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সরিয়ে আনা হয়।

মুক্তিযোদ্ধারা সবাই শিবপুরের দিকে ফিরে যায়। মজনু মৃধা আর আমজাদ থেকে যায় পাকিস্তানী বাহিনীর কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জানার জন্য। তাছাড়া যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী যদি কোন অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে যায়, তাও সংগ্রহ করতে হবে। ফজলুর বুকে পিঠে কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ করা হয়। কিন্তু রক্ত পড়া তখনও বন্ধ হয়নি। একবার একটু ক্ষীণ শব্দ বের হয় মুখ দিয়ে। কিছু বুঝার আগেই পথে মারা যায় ফজলু। তিনিই শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ।[২৫]

উল্লেখ্য এই যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন (ক্যাপ্টেন সেলিম) সহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছিলো। এই যুদ্ধ শিবপুর তথা নরসিংদীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের একটি মাইলফলক।

Dhaka University Institutional Repository

অপারেশন কটিয়াদী

বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদীর অধিবাসী ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ ভূঁইয়া মার্চের পরবর্তী দিনগুলোতে শিবপুর রণাঙ্গনের সাথে অন্যান্য অনেক প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক নেতৃবৃন্দের মতোই যোগসূত্র স্থাপন করেন। তিনি মান্নান ভূঁইয়ার সাথে শিবপুরে অনেক দিন অবস্থান করেন। তিনি সে সময় জানতে পারেন যে, তার নিজের এলাকা কটিয়াদীতে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি এবং ডাকাত বাহিনী জনগণের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে মান্নান ভূঁইয়ার সহায়তা প্রার্থনা করেন। সিদ্ধান্ত হয় দুর্বৃত্তের দমনে একটি সাহসী মুক্তিযোদ্ধা দল মাহফুজ ভূঁইয়ার সাথে ঐ অঞ্চলে যাবে। সে অনুযায়ী ১০ জনের একটি দল গঠন করা হয়। মজনু মৃধার নেতৃত্বে এই দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মুজিবুর রহমান, কনক খান, হযরত আলী, আবদুল কাদির প্রমুখ। তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে বেলাবো থেকে নৌকায় চড়ে ভুলয়াকান্দি হয়ে কটিয়াদী পৌঁছে; সেখান থেকে পায়ে হেঁটে গটিহাটি ষ্টেশন হয়ে পুনরায় নৌকাযোগে নিকলী। অতপর নীলগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে মাহফুজ ভূঁইয়ার বাড়িতে দলটি গোপন অবস্থান নেয়। যে সময়ে ঐ গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামগুলোতে একটি সশস্ত্র ডাকাতদল যথেষ্ট লুটপাট চালিয়ে আসছিল। এই বাহিনীর নেতা ছিলো কুখ্যাত রহমান ডাকাত। মজনু মৃধার দলটি প্রথমে রহমান ডাকাতের বাড়ি আক্রমণ করে এবং তাকে গ্রেফতার করে প্রকাশ্যে বিচারে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। এই অপারেশনের ফলে স্থানীয় জনগণের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আস্থা প্রগাঢ় হয়। এই অবস্থায় বলীয়ান হয়ে এর দুইদিন পরই কটিয়াদী থানা অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এই থানাটিকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসররা জনসাধারণের উপর নানাভাবে নিপীড়ন চালাচ্ছিল। রাজাকার আর শান্তিকমিটির তথাকথিত সদস্যরা গ্রামের যুবতী মেয়েদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে খান সেনাদের উপঢৌকন দিতো। গ্রামের গৃহস্থদের খাসী, মুরগী নিয়ে তাদের সরবরাহ করতো। তাই মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় জনসাধারণের অনুরোধে এই 'জুলুম কেন্দ্রটি' অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনা মাফিক ভোররাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে অমিত তেজে লড়াই করে দশ জনের এই দল ৫০-৬০ জনের শত্রু পক্ষকে পরাস্ত করে। শত্রুপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এর ফলে প্রায় ৫০-৬০ টি রাইফেল মুক্তিবাহিনীর (শিবপুর বাহিনীর) হস্তগত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অপারেশন ভরতেয়কান্দি

ভরতেয়কান্দি গ্রামটি শিবপুর থানার শেষ সীমান্তে অবস্থিত। এই গ্রামের পূর্ব পার্শ্বের নদীর ওপারে নরসিংদী জেলা সদর। ফলে ভরতেয়কান্দি সেতুটি ছিল নরসিংদী শহরের অবস্থানরত পাকিস্তানী সেনাদের জন্য শিবপুরে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এজন্যে মুক্তিযোদ্ধারা সেতুটি উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মজনু মৃধার নেতৃত্বে একটি মুক্তিবাহিনী দল পাঠানো হয়। পূর্বেই দলটি অপারেশনের ব্যাপারে রেকি শেষ করে। রাতের অন্ধকারে এ দলটি সেতুর পাশে লুকিয়ে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রেখে সুযোগ মতো এক্সপ্লোসিভ পদার্থ দিয়ে এটি উড়িয়ে দেয়। শত্রুর সার্বক্ষণিক তীক্ষ্ণ পাহারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করতে পারেনি। সকালে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে চার জন পাকিস্তানী সেনা নিহত হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়।

অপারেশন চন্দনদিয়া

চন্দনদিয়া ও তার আশেপাশের এলাকায় জামাত এবং মুসলিম লীগের তত্ত্বাবধানে রাজাকার-আলবদর বাহিনী, শান্তি কমিটি ইত্যাদির কার্যকলাপ চলছিলো। হানাদার বাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এরা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রোপাগান্ডা এবং যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতো। এরা পাকিস্তানের পক্ষে মিছিল মিটিং পর্যন্ত করার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছিল। এই অবস্থায় এই এলাকার জনগণের মনোবল উজ্জীবিত করার মানসে সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ মুক্তিযোদ্ধারা এই অঞ্চলে সমবেত হতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর এইরূপ অবস্থানের বিষয় পাকিস্তানী বাহিনীর স্থানীয় দালালেরা তাদের নিকট পাচার করে দেয়। আর এভাবে হানাদার বাহিনী চতুর্দিকে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘেরাও করে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা তেমন কোন সুবিধা করতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধা মানিক ও ইদ্রিস এ যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন এবং আমজাদ আহত হন। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আলী মৃধা শহীদ মানিকের লাশ ক্রলিং করে কাঁধে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছেন। মুক্তিযোদ্ধা নজরুল হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। হানাদার বাহিনী তাঁকে 'মজনু মৃধা' মনে করে উল্লাসিত হয়, কারণ মজনু মৃধা নামটি ছিল অত্র অঞ্চলে হানাদার বাহিনীর জন্য এক রকম আতংক।

এফ.এফ. গ্রুপের তৎপরতা

শিবপুর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গমন করলে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে হতাশা বিরাজ করে। সেপ্রেক্ষিতে শিবপুর থানা আওয়ামী লীগ-এর তৎকালীন সভাপতি তরুণ নেতা ফজলুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ফটিক মাষ্টার তৎকালীন কেন্দ্রীয় বামপন্থী নেতা মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ গঠন করেন। তার অধীনে গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন-

মিজানুর রহমান, গ্রাম: ধনাইয়া, বয়স ২০ বছর, বেকার, জয়নগর ইউ পি, শিবপুর।

শহীদ মোঃ সাদেক, গ্রাম: সাতপাইকা, বয়স ২০ বছর, ছাত্র, ইউ. দুলালপুর, শিবপুর।

মতিউর রহমান মজনু: জয়মংগল, বয়স ২১, শিবপুর।

মোক্তার মিয়া, গ্রাম: পুটিয়া, বয়স ২১ বছর, শিবপুর।

জহিরুল হক ভূইয়া, গ্রাম: টোপট, বয়স ২২ বছর, বাঘাবো, শিবপুর।

আঃ হাই- গ্রাম-জয়মংগল, বয়স ২০ বছর, শিবপুর।

তার অধীনে সেকশন কমান্ডারদের নাম: তমিজ উদ্দিন ভুইয়া, নুরুজ্জামান ভুইয়া, হেদায়তুল ইসলাম চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম।

বি.এল.এফ

পাশাপাশি বি.এল.এফ. থানা কমান্ডার ছিলেন আব্দুল বাতেন মাষ্টার

গ্রুপ কমান্ডার

ইঞ্জিনিয়ার ইব্রাহিম মিয়া, আঃ হাই- সাধারচর

শিবপুরের এফ.এফ. ও বি.এল.এফ.-এর সদস্যরা চন্দনদিয়া যুদ্ধ ও রায়পুরার হাটুভাঙার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মান্নান ভূঁইয়ার বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীদের প্রতিরোধ করে।

রণাঙ্গণ: নরসিংদী সদর

নরসিংদী সদর অঞ্চলে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয় তা অবশ্যই অনবদ্য। বস্তুত কৌশলগত কারণে পাকিস্তানী বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী উভয়ের কাছেই নরসিংদী ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। যে কারণে পঁচিশে মার্চ ঢাকায় 'ক্র্যাক ডাউন', ও বর্বর হত্যাযজ্ঞের পর পিছু হটে আসা বাঙালী সৈনিকেরা যেমন অবস্থান নেয় ওখানে তেমনি পাকিস্তানী বাহিনীও এগিয়ে আসে এটিকে দখল করার জন্য।

নেহাবতে ট্রেনিং প্রোগ্রাম

নেহাব গ্রাম নরসিংদীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নামে পরিণত হয়। মার্চের প্রথমদিকে এ গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়। এ গ্রাম ছিল ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের মতানুসারিদের প্রভাব বলয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম. হলের ছাত্র ইমাম উদ্দিন তাদের অন্যতম। এই গ্রামের আরেকজন কৃতি সন্তান সিরাজ উদ্দিন আহমেদ যিনি পঁচিশে মার্চের আগেই গ্রামে চলে আসেন এবং গ্রামের সকল ছাত্র যুবককে

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠিত করেন। পঁচিশে মার্চের পর তিনি ট্রেনিং কর্মসূচি শুরু করেন এবং পাকিস্তানী বাহিনীর ফেলে যাওয়া প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করেন। কিন্তু প্রশিক্ষণের পূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া ঠিক হবেনা ভেবে তিনি শিবপুরেরর কৃষক নেতা আব্দুল মান্নান ভুইয়ার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি লঞ্চে করে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠিয়ে দেন।[২৬]

আগরতলায় দল প্রেরণ

স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ন্যাভাল সিরাজ এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলেন এবং এই বাহিনীকে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য আগরতলায় প্রেরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ বর্ষের ছাত্র ইমাম উদ্দিনকে এ দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। এ দলটি দুই মাস মেঘালয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। নরসিংদী কমান্ড এলাকায় কার্যক্রম বন্টন করা হয় এভাবে:

ন্যাভল সিরাজ	-	সার্বিক দায়িত্বে
ইমাম উদ্দিন	-	কমান্ডার
আবদুল হাকিম	-	গোয়েন্দা কর্মকর্তা
আনোয়ার হোসেন	-	অর্থ অফিসার
ইব্রাহীম	-	যোগাযোগ (সংযোগ)

এইভাবে দায়িত্ব বন্টনের সাথে সাথে তিনি তাঁর বিশাল বাহিনীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এই লক্ষ্যে নেহাব ছাড়াও যে সকল গ্রামে তার ক্যাম্প স্থাপিত হয় সেগুলোর মধ্যে- বালাপুর, আমিদিয়া, টোঁফালিয়া ও আলগী অন্যতম। এর প্রত্যেকটি ক্যাম্পে তিনি একজন কমান্ডার নিয়োগ করেন।[২৭] তাছাড়া নরসিংদীতে মুক্তিযোদ্ধা আলী আকবর, শ্রমিক নেতা কাজী হাতেম আলী, তৎকালীন ছাত্রনেতা নজরুল ইসলাম ও শামসুল হুদা বাচ্চু সহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন যুদ্ধে অবদান রেখেছেন।

জিনারদী ক্যাম্প আক্রমণ

১২ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী বাহিনীর জিনারদী ক্যাম্পে এক দুঃসাহসিক আক্রমণ চালায়। মুক্তিযোদ্ধা সিরাজের নেতৃত্বে মাত্র দুইজনের একটি দল ঐ ক্যাম্পের সকল পাকিস্তানী সেনাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। অস্ত্র সমর্পনের পর খান সেনাদের একজন পালাতে গিয়ে নিহত হয়। এ যুদ্ধে একটি এল.এম.জি. একটি এস.এম.জি., ও এগারোটি রাইফেল ছাড়াও মেশিন গানের ৪,৫০০ রাউন্ড গুলি, ৮০০ রাউন্ড স্টেন গানের গুলি,

Dhaka University Institutional Repository

১৪টি বেন্ড, ২৮ জোড়া জুতা, ১৭ ব্যাগ আটা, ১১টি পেটি দুধের টিনসহ প্রচুর ব্যবহার্য জিনিস মুক্তিবাহিনীর হস্তগত হয়।[২৮] মুক্তিযোদ্ধারা পরে জিনারদী রেলষ্টেশন বিধ্বস্ত করে এবং ষ্টেশনের টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

পরের দিন ১৩ আগস্ট নরসিংদী থেকে হানাদার সেনারা জিনারদী অভিমুখে এসে পার্শ্ববর্তী গ্রামে লুটপাট আরম্ভ করে। মুক্তিবাহিনী তাদেরকে সেখানে আক্রমণ করে। তিন ঘন্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ চলে উভয়পক্ষে। পরিশেষে দুই জন নিহত ও কয়েকজন আহত সেনাকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানী বাহিনী নরসিংদীতে পালিয়ে যায়। এদিকে দুর্ভাগ্যক্রমে, মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষের শিবপুরের ইব্রাহিম শহীদ হন। এই দু'টি যুদ্ধের বিষয় স্বাধীন বাংলা বেতারসহ সকল প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। আর লোকের মুখে মুখে ন্যাভাল সিরাজসহ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা উচ্চারিত হতে থাকে।

অপারেশন ব্রাহ্মনদী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিবপুর বাহিনী তাদের তৎপরতা শুধু শিবপুরেই সীমাবদ্ধ রাখেনি পার্শ্ববর্তী কোন অঞ্চলে সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বাহিনীর প্রধান জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া তাঁর দল প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। ১৯৭১ সনের এপ্রিল-মে মাসে পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনীর সহায়তায় এস.এস.সি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। অথচ পরীক্ষার্থীদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানরত এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সরকার দেশীয় দালালদের সহযোগিতায় পরীক্ষা নিতে বদ্ধপরিকর ছিলো। আর পরীক্ষার সুবিধার জন্য এ অঞ্চলের কেন্দ্র নির্ধারিত হয় নরসিংদী শহরের ব্রাহ্মনদী স্কুলে। অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা পরীক্ষা বন্ধের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আক্রমণের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়। মুক্তিযোদ্ধা মজনু মৃধার নেতৃত্বে দশ জনের একটি সাহসী দল ব্রাহ্মনদী স্কুলে পাকিস্তানী বাহিনীর উপর গেরিলা আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকজন হানাদার সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে এই আক্রমণের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা প্রগাঢ় হয়, পাকিস্তানী সেনাদের মনোবলে ফাঁটল ধরে এবং ফলশ্রুতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে আসে।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

বেলাব অপারেশন

১৪ জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানী বাহিনী রায়পুরা, নরসিংদী, কাপাসিয়া, মনোহরদী, কুলিয়ারচর, বাজিতপুর এবং কটিয়াদি এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এসব এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তিশালী গেরিলা ঘাঁটি ছিল। দখলদার বাহিনী সেসব এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকল্পে বেলাবকে প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করে।

বেলাবো অপারেশানে সুবেদার বাশার একজন অতি সাহসী এবং কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হন। নিজস্ব বিচক্ষণতায় তিনি শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা জেনে ফেলেন। পাকিস্তানী বাহিনী লঞ্চযোগে নদীপথে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী দালালের মাধ্যমে সম্ভাব্য এমবুশের খবর পেয়ে নিজেদের গতিপথের সামান্য পরিবর্তন করে। তারা কয়েকটি দেশী নৌকা দিয়ে উক্ত স্থান পেরিয়ে যায়। সুবেদার বাশার তাঁর গোপন অবস্থানে স্থির থাকেন। তিনি জানতেন না, শত্রুরা লঞ্চের পরিবর্তে আগেই নৌকা দিয়ে তাকে অতিক্রম করে চলে গেছে। অথচ সে লঞ্চের আশায় বসে আছে। লঞ্চটি কাছে আসার পর সুবেদার বাশার এবং তার সহযোগীরা গুলীবর্ষণ শুরু করে। কিন্তু লঞ্চটি ছিল যাত্রীশূন্য। এর মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্যরা বিনাবাধায় তীরে অবতরণ করে পেছনের দিক থেকে এগিয়ে এসে সুবেদার বাশারকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু সুবেদার বাশার এবং তার দল আত্মসমর্পনে রাজী ছিলেন না। তাঁরা পরিবেষ্টিত অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুসৈন্য হত্যা করে।[৩০]

কয়েক ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলে। দলের কয়েকজন বেষ্টনী ভেদে সরে যেতে সক্ষম হয়। সুবেদার বাশার, সিপাহী মমতাজ উদ্দিন, সিপাহী আবদুল বারী, সিপাহী নূরুল ওহাব, সিপাহী সোহরাব হোসেন, সিপাহী মমতাজ উদ্দিন, সিপাহী আবদুল হক এবং সিপাহী আবদুস ছালাম এযুদ্ধে বীরের মত লড়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে সুবেদার বাশারের মৃতদেহ হলুদ ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়। তাঁর পেটে গুলির ক্ষত ছিলো। রক্তপাত বন্ধ করার জন্যে সুবেদার বাশার নিজের সার্ট ছিড়ে ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ করে। তার লাইট মেশিনগানটি পাশে পড়ে থাকে। অনিবার্য মৃত্যুর সম্ভাবনায় বাশার গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র স্বহস্তে ছিঁড়ে ফেলেন- যাতে সেসব শত্রুর

Dhaka University Institutional Repository

হস্তগত না হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে সুবেদার বাশার এবং তার সাহসী সহযোদ্ধাদের অমূল্য অবদানের কাহিনী চির অম্লান হয়ে থাকবে।[৩১]

অবরুদ্ধ মনোহরদী

গেরিলা তৎপরতা বেড়ে যাবার ফলে পাকিস্তানী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বা হাই কমান্ড থানাসমূহে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অক্টোবরের মধ্যে প্রত্যেক থানায় পুলিশের সংখ্যা এক কোম্পানী করার জন্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধাভিযানের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ সমস্যা নিরসনে পাকিস্তানীরা একটি ঝুঁকি নেয়। ২৫ মার্চ থেকে তারা বহু সংখ্যক বাঙালী নিয়মিত এবং ইপিআর- এর সৈনিকদের গ্রেফতার করে এবং জেলের ভেতরে রেখে মারাত্মক নির্যাতন চালায়। এমনকি, এদের মধ্য থেকে নিয়মিতভাবে অনেক সৈন্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ সেসব হতভাগ্যদের কাছে একটি বিকল্প প্রস্তাব দেয় এবং যদি তা গৃহীত হয়, তবে তারা নতুন জীবন ফিরে পাবে, নয়তো অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

বাঙালি সৈন্যরা জীবন বাঁচানোর জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থাকবে। অতপর তাদেরকে পাকিস্তানী অফিসারের অধীনে বিভিন্ন থানায় বদলি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল কে.এম. সফিউল্লাহ-এর অপারেশন এলাকাসমূহের মধ্যে বিশেষত রায়পুরা, নরসিংদী, শিবপুর, মনোহরদী, কাপাসিয়া এবং কালিগঞ্জ থানাসমূহে সৈনিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানায় যে, সময় এবং সুযোগ এলে অবশ্যই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ সর্মথন দেবে। মনোহরদী থানায় ৪০ জন সাবেক ইপিআর এবং ৩৬ জন পাকিস্তানী সৈন্য মোতায়েন করা হয়। ২১ অক্টোবর মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ঘাটি থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৩২]

২১ অক্টোবর মনোহরদী ঘাটির কমান্ডার হাবিলদার আকমল আলী তার কোম্পানী নিয়ে মনোহরদী থানা অবরোধ করে। ইপিআর এর সৈন্যরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গেরিলাদের সাথে যোগ দেয়। কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ চলে। এ অভিযানে ২৫ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়। অবশিষ্ট ১১ জন আত্মসর্মপণ করে। এদের মধ্যে ৪ জন বন্দী জীবন্ত অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পৌঁছে। ৭ জন জনতার হাতে মারা যায়। এ থানায় একজন

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী জেসিও আগের দিন একটি তরুণ বয়সী ছেলেকে হত্যা করে। ছেলেটির পিতা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। আত্মসমর্পনের পূর্বেই সে উক্ত জেসিও-কে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নেয়।[৩৩]

বীরত্ব এবং সাহসে হাবিলদার আকমল তার পূর্ববর্তী রেকর্ড অক্ষুণ্ন রাখে। বর্ণিত অভিযান থেকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক বাঙালী তার পেশাগত বা শ্রেণীগত অবস্থান যাই হোক বাঙালি এ কথাই সত্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্বাস করে এবং আস্থা রাখে। সুযোগ পেলে বাঙালিরা কখনো ব্যর্থ হয়নি। যারা পাকিস্তানীদের সাথে চলছে, তাদের অধিকাংশই মৃত্যুভয়ে ছিল আতংকিত।[৩৪]

রণাঙ্গন কালিগঞ্জ-পলাশ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্তমান নরসিংদী জেলা ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল এবং পলাশ উপজেলা ছিল বর্তমান গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানাধীন। কালিগঞ্জ থানার মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ। থানা কমান্ডার ছিলেন আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লাবিব উদ্দিন আহমেদ (মাস্টার), আখতার হোসেন ছিলেন অন্যতম গ্রুপ কমান্ডার। এছাড়া কাদির ও সিরাজউদ্দিন সাথী ওরফে শেখ সিরাজও এ দলে ছিলেন।

অপারেশন ফৌজি চটকল

এই অপারেশনে বীরত্বপূর্ব ভূমিকা যিনি রেখেছিলেন তিনি হলেন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা সিরাজউদ্দিন সাথী। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, প্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় ফৌজি চটকলে অবস্থিত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গ্রুপটির উপর। এরা এতদিন নির্বিঘ্নে এখানে অবস্থান করছিল। এই চটকলের অবসর প্রাপ্ত সৈনিক কর্মচারীগণ মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রসহ যোগদান করার পর এরা আশে-পাশের গ্রামগুলোতে ত্রাসের সৃষ্টি করছিলো এবং গ্রামবাসীদের খাসী, মুরগী ধরে নিয়ে খাচ্ছিল। সিরাজ উদ্দিন সাথী এদের শায়েস্তা করার জন্য পুরো দল নিয়ে সকাল বেলা মিলটির দুই পাশে অবস্থান নেন। মিলটির পশ্চিম পাশে শীতলক্ষ্যা নদী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ইউরিয়া সার কারখানা। সার কারখানায় হানাদারদের আরেকটি শক্তিশালী দল তখন

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান করছিলো। কারখানাটি উঁচু দেয়াল ঘেরা এবং এর ভেতর শত্রু সুরক্ষিত। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী বাহিনীর বের হবার অপেক্ষায় থাকে।

মুক্তিযোদ্ধাদের দলে বয়োবৃদ্ধ এক্স-মিলিটারী এবং জোয়ান গেরিলা সবাই ছিল। শত্রুর জন্য সবাই অনেক প্রতীক্ষার পর হানাদারদের ১০/১২ জন মিল থেকে বেরিয়ে আসে। সড়ক দিয়ে নাগালের মধ্যে এলে তাদের গুলি করা হবে বলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এরা নাগালের বহু বাইরে থাকতেই তাদের দলের এক্স-মিলিটারীগণ গুলি ছুড়ে বসে। এর ফলে এরা নিরাপদ অবস্থানে থেকে পাল্টা গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগুতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারা অনর্থক কোন গুলি নষ্ট করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এক্স-মিলিটারী সহযোদ্ধাগণ অবিরত গুলিবর্ষণ করে যাচ্ছিল। তাদের একটা অহংভাব ছিলো যে, এরা সেনাবাহিনীতে দীর্ঘকাল চাকুরী করেছে, অতএব যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তাদের প্রতি আস্থাও ছিলো প্রগাঢ়। কিন্তু ঐ ঘটনার পর মুক্তিযোদ্ধাদের ধারনা পাল্টে যায়।

এক সময় হানাদারদের সাথে সারকারখানার একটি গ্রুপ এসে যোগ দেয়। দলে বর্ধিত হয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসে। এভাবেই বিকেল গড়িয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী যখন নাগালের মধ্যে উপস্থিত তখন দেখা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের এক্স-মিলিটারী দল তাদের পাশে নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের ডান পাশে ছিল তাদের অবস্থান। কখন যে তারা পিছু হঁটে যায় তা মুক্তিযোদ্ধারা পায়নি। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাগণও পিছু হটে যায়।

তিনি আর গফুর তখনও লড়ে যাচ্ছিলেন। শত্রুরা এগিয়ে আসছিল। এমন সময় বালিয়া গ্রামের রফিজ উদ্দিন এবং সাফিজ উদ্দিন পেছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে কাছাকাছি এসে চিৎকার করে সবার পিছু হটে যাওয়ার কথা জানান। কিন্তু তারা পিছিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন না। এই অবস্থায় পিছিয়ে গেলে তারা জনপথটি পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। কিন্তু দু'জনে ওদের মোকাবিলা করাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তারা দু'জন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে অবস্থান বা পজিশন বদলিয়ে বদলিয়ে গুলি ছুড়তে লাগলেন; যাতে শত্রুরা তাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে ধারনা করতে না পারে। তাদের দুজনের অবস্থানটি ছিল সুবিধাজনক। আর সেভাবে যখন তারা ঘুরে

Dhaka University Institutional Repository

গুলীবর্ষণ করতে লাগলেন তখন তা ঠিকই যাদুর মতো কাজ দেয়। শত্রুসেনারা আর এগুতে সাহস পায়নি।

শত্রুরা পিছিয়ে যাওয়ার পর দুজনে মিলে দলের খোঁজ করেন। জানা যায় তারা দলের কমান্ডার কাদির সহ প্রায় একমাইল পেছনে বালিয়া স্কুলে রয়েছেন। গফুর স্কুলের দিকে যায়। তিনি অন্য পথে স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবেন। সিরাজ সাথীর পুরাতন বাড়ির সমজিদে তখন আসরের আযান দিচ্ছিলেন। আজান শেষে সিরাজের চাচা মাহিজ পূর্ব দিকে চেয়ে দেখেন গ্রামের ভেতর কাঁচা রাস্তার উপর অস্ত্র হাতে খাকি পোষাকের কিছু লোক। তিনি ভাবেন, এরা তাদেরই দলের এক্স-মিলিটারী গ্রুপ। তিনি তাদের ডাকতে ডাকতে এগুতে থাকেন। কিন্তু কিছুদূর যেতেই তার ভুল ভেঙ্গে যায়। তিনি তখন জোরে উল্টোমুখী দৌঁড় দেন; আর পাক সেনারা গুলি ছুড়তে থাকে। তিনি কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যান। এদিকে সিরাজ উদ্দিন সাথী গুলির আওয়াজ শুনে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ঘটনা জানতে পারেন। মাহি তখন রীতিমত হাফাচ্ছিলেন। তিনি ধারনা করেন যে পাকিস্তানী সেনাদের এই দলটি হয় সার কারখানা কিংবা ওয়াপদা থেকে ফের হয়ে এসে পেছন থেকে তাদের ঘেরাও করার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে। এরা যে গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করে চোরাগোপ্তা পথে এভাবে এগিয়ে আসবে তা ধারনা করা যায়নি। যাই হোক, মুক্তিযোদ্ধারা বালিয়া স্কুলে জমায়েত হয়েছিল তা পাকিস্তানী বাহিনী জানতো না। এ অবস্থায় ওরা যদি ঐ দিকে গ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায় তাহলে তাদের সমূহ বিপদ তাই তাদের এখানে বাঁধা দেয়া দরকার। অতএব ঘুরে ঘুরে পজিশন বদলিয়ে গুলিবর্ষণ করা শুরু করলেন। তারা বুঝে নিল সামনে তাদের শত্রু প্রতিরোধ। অতএব রাস্তা থেকে নিচে পড়ে তারা ছুটে পালায়।

সিরাজ উদ্দিন সাথী যখন বালিয়া স্কুলে ফিরলেন তার পূর্বেই এলাকার উৎসাহী জনগণ সকল ঘটনার বিবরণ কাদিরকে বলেছে। জনগণের কাছে তখন তিনি একজন সাহসী ফেউ। অনেকেই এভাবে এদের না ফিরালে পুড়া মাটি নীতিতে এরা বাঙ্গালীদের সব কিছু জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে ছারখার করে দিতো। সকলের মুখেই এই কথা। তিনি যখন ওখানে পৌঁছেন তখন কাদির তাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেন। তিনি এরকম কৌশল অবলম্বন না করলে তাদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো।

Dhaka University Institutional Repository

অপারেশন বড়ৈবাড়ী

মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পনানুযায়ী পরবর্তী আক্রমণ চালানো হয় রাঘবনের কাছে বড়ৈবাড়ি রেলসেতু সংলগ্ন শত্রুসেনার অবস্থানে। এই এলাকাটি হিন্দু প্রধান। পাকিস্তানী সেনা এবং তাদের সহযোগীরা এই অবস্থানে থেকে আশে পাশে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধরা রুখে দাড়াবার সিদ্ধান্ত নেয়। চারিদিকে মাঠ ভর্তি পানি থাকায় আক্রমণের উপযুক্ত পজিশন খুঁজে নিতে সময় লাগে। এরই মধ্যে, প্রথমে পানিতে নৌকা ভাসিয়ে ধানের জমিতে ঢুকে নিকটবর্তী অবস্থান থেকে আক্রমণ চালানোর উদ্দ্যেগ নেয়া হয়। পরবর্তীতে শত্রুর প্রচন্ড গোলাগুলির মুখে ওখানে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছিলনা। এর ফলে পিছিয়ে এসে নিকটবর্তী টিলায় অবস্থান নিয়ে আক্রমণ অব্যাহত রাখা হয়। রাতের অন্ধকারে প্রায় দুইঘন্টা ব্যাপী এই আক্রমণকালে হানাদারদের ঘোড়াশাল ও জিনারদী অবস্থান থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি একযোগে পাল্টা আক্রমণ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের এক রাউন্ড গুলীবর্ষণের জবাবে শত্রুরা শত রাউন্ড গুলি ছুড়ছিল। এই যুদ্ধে তিনজন হানাদার নিহত হয় বলে জানা যায়।

কুখ্যাত মোহাম্মদ আলী

ঘোড়াশাল ষ্টেশনের উত্তর পার্শ্বের বাড়ির মোহাম্মদ আলী হানাদারদের সহযোগী হিসাবে এই এলাকায় অজস্র অপকর্মের নায়ক ছিল। সে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের ত্রাসে পরিণত হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে প্রকাশ্যে ঠিক হানাদারদের নাকের ডগায় হত্যা করে। তাকে হত্যার ফলে ঘোড়াশালে হানাদারদের দক্ষিণ হস্ত যেন ভেংগে পড়ে। তার মাধ্যমে নরপশুরা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কীয় এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের নানা খবরাখবর লাভ করতো ও নিরীহ জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো। তার একটি স্থানীয় বাহিনী ছিল, যার মাধ্যমে এই কাজগুলো পরিচালিত হতো। মোহাম্মদ আলীর হত্যার পরে জল্লাদদের সকল দোসররা বুঝে নেয় তাদের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। এর ফলে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এলাকায়। কিন্তু প্রতিশোধ পরায়ন হানাদাররা নির্বিচারে অত্যাচার চালায় আশে পাশে।

ঘোড়াশাল ব্রীজ

এরপরই পলাশ-কালিগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা ঘোড়াশাল রেলসেতুটি উড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই সেতুটি পাক সেনাদের সামরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এর মাধ্যমে ঢাকার সাথে পূর্বাঞ্চলের রেলপথে সংযোগ অব্যাহত ছিল। তাই এটি ধ্বসিয়ে দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের এ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এটি খুব সহজ কাজ ছিলো না। বিরাট আকারের এ সেতুটি তখন ভরা নদীর খরস্রোতে। সেতুর দুই প্রান্তে শক্তিশালী সার্চলাইট দিয়ে নিবিড় পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে হানাদারদের শক্তিশালী অবস্থান। এই অবস্থার মাঝেও উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার এক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গেলে কমান্ডার কাদির সিদ্ধান্ত নেন যে, সেতু উড়ানোর চেয়ে ঘোড়াশাল ক্যাম্পটি আক্রমণ করা এবং তাদের হটিয়ে শত্রুমুক্ত করাই যথাযথ হবে। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে এই শক্তিশালী ঘাটিটি শত্রুমুক্ত করার প্রয়োজনীয় শক্তি ও অস্ত্রবলের বিষয় এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়নি। যাই হোক পরিশেষে আক্রমণ চালানো হয়। মুক্তিযোদ্ধারা মরিয়া হয়ে প্রায় ৬ ঘন্টা যুদ্ধ করেন। এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে দা, কুড়াল, লাঠি হাতে হাজার হাজার সাহসী মানুষ অনুপ্রাণিত করছে। তাঁদের বিশ্বাস মুক্তিযোদ্ধারা জয়ী হবেই। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও মুক্তিযোদ্ধা ও জনতা শত্রুকে তাদের অবস্থান থেকে সরাতে ব্যর্থ হন। এর মূল কারণ গুলো হলো:

১. হানাদারদের অবস্থান ছিল রেল ষ্টেশনে অনেক উঁচুতে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে। অপর পক্ষে, ছিলো অনেক নীচু অবস্থানে।
২. হানাদারদের এই ঘাটির সমান্তরাল বামে জিন্নারদীতে এবং সামনে পলাশের মিলগুলিতে তাদের সহযোদ্ধাদের শক্তিশালী ঘাটি ছিল। আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই এ সমস্ত ঘাটি থেকে ওদের সাপোর্ট দেয়া শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে মুক্তিবাহিনী অনেকটা ওদের অবস্থানের মাঝখানে পড়ে যায়।
৩. রেল লাইনের দক্ষিণ পার্শ্বদিয়ে শত্রুর উপর সাঁড়াশি আক্রমণের বিষয়টি তাঁরা বিবেচনায় আনেন নি।
৪. মুক্তিবাহিনীর তেমন কোন দূরপাল্লার ও ভারী অস্ত্র ছিলনা, পক্ষান্তরে শত্রুর নিকট এর কমতি ছিলোনা।

এমতাবস্থায়, কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার না করে শত্রুর উপর পরিচালিত এই মরণ কামড় মুক্তিবাহিনী অভিযান পরিচালনা করেন। উপর্যুপরি এই ঝটিকা আক্রমণ পরিচালনার ফলাফল ছিলো নিম্নরূপ:

১. শত্রুরা এতদিন যথেচ্ছ যে কর্মকান্ড চালাচ্ছিল তা সংকুচিত হয়ে আসে। এরা বুঝে নেয়, মুক্তিবাহিনী আশে পাশেই রয়েছে এবং এরা সক্রিয়।
২. এই নরঘাতকদের দালালী করতে যারা প্রবৃত্ত হয়েছিল তারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি ও সক্রিয়তায় বিপদ টের পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

অপকর্মের মাত্রা কমিয়ে আনে। কেউ কেউ ভাল মানুষ সাজতে চায়। ফলশ্রুতিতে জনগণ তাদের থেকে অনেকটা নিরাপদ হয়।

৩. শত্রুর নৈতিক মনোবলের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়।

৪. স্বাধীনতা পাগল জনগণের মনোবল আকাশচুম্বী হয়ে যায়।

অপারেশন শিল্পাঞ্চল

মুক্তিযোদ্ধা সিরাজউদ্দিন সাথী তার সাক্ষাৎকারে বলেন যে, শিল্পাঞ্চল আক্রমণের দিন অতি প্রত্যুষে তারা সমগ্র শিল্পাঞ্চল তথা ফৌজি টটকল থেকে ওয়াপদা, কো-অপারেটিভ অবধি ঘেরাও করেন। তিনি এবং অন্যান্য কতিপয় যোদ্ধা সার কারখানার সামনের অংশে থাকেন। একযোগে সকল পয়েন্টে আক্রমণ শুরু হয়। হানাদাররা প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়। তারা প্রচন্ড গোলাগুলির মাধ্যমে জবাব দিতে থাকে। মক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে তাদের প্রলুব্ধ করে বের করে আনা। কিন্তু তারা তা করেনি। অতএব মুক্তিযোদ্ধারা সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের ট্রেঞ্চে নির্দিষ্টভাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তারা ক্রমশ এগিয়ে গিয়ে শত্রুর নিকটবর্তী স্থানে যায়। কিন্তু তাদের ট্রেঞ্চের সামনে বিস্তীর্ণ জায়গাটি সমান থাকায় গ্রেনেড নিক্ষেপের মতো কাছাকাছি পৌছাতে পারছিলেন না। তবে, তারা কৃতসংকল্প, শত্রুর উচ্ছেদ না করে যাবেন না। এভাবে প্রায় সারাদিন কেটে যায়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, তাদের সীমাবদ্ধতা, অদক্ষতা এসব কিছু ছিলো সর্বত্র; কিন্তু নিরস্ত্র সাহসী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রতিটি রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের ঠিক পেছনে থেকে যেভাবে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছে, তা ছিলো অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। বিশেষত এই আক্রমণের দিনও আশে পাশের গ্রামের সকল বয়সের জনগণের সহায়তা, উৎসাহ দান ছিলো অবিস্মরণীয়। মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে যাচ্ছিল, আর জনগণের উল্লাস বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ রকম বহুভীড়ের মধ্যে সেদিনের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। বিকেল অবধি প্রখর রোদে লড়াই করে তাদের অনেকেই তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত। আর এই অবস্থায় জনগণ যে যা পারছে নিয়ে আসছে তাদের প্রিয় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। এর মধ্যে এক বৃদ্ধা মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রুটি আর গুড় নিয়ে আসেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের বাবা বলে সম্বোধন করে রুটিগুলো খেতে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারাদিনের মরণপন লড়াইয়ের পর পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে যখন আর তেষ্টানো সম্ভব হচ্ছিল না তখন সাঁঝের আবছা অন্ধকারে কোনক্রমে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে গুরুতর আহত সহযোগীদের নিয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করে নদীর পাড় দিয়ে ঘোড়াশাল অভিমুখে পলায়ন করে। শত্রুর পলায়নের বিষয় মুক্তিযোদ্ধারা তখনো না জানার কারণে ও গোলাগুলির সাড়া না পেয়ে হানাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকে। কারণ শত্রুর গুলি এসে আঘাত করতে পারে এমনটি আশাংকা ছিল। ট্রেঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে তারা গ্রেনেড ছুড়ে মারেন। বেয়নেট উঁচিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো চৌড়িয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু শত্রুদের না পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা হতাশ হন।

হানাদাররা পলায়ন করেছে এই খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে অজস্র জনতা বিজয় উল্লাসে কারখানায় প্রবেশ করে। বিজয়ের উচ্ছ্বাস ও আনন্দে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই অনাবিল সুখকর পরিবেশে একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনাও ঘটে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন সম্ভাব্য সকল কর্ণারে শত্রু এবং শত্রুর সহচরদের খোঁজ করছেন, তখন জনসাধারণের মধ্যে কেউ কেউ কারখানার মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করতে শুরু করে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা তখন পাশের কারখানা ওয়াপদায় চলে গেছে। সেখানে ছিল মাত্র কয়েকজন যোদ্ধা। এই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাই লুট বন্ধের জন্য চেষ্টা চালান এবং লুটতরাজ বন্ধ হয়ে যায়।

পুরো শিল্পাঞ্চল মুক্ত হয়ে পড়ে। হানাদাররা প্রত্যেক শিল্প ইউনিট থেকে পালিয়ে যায় নদীর পাড় দিয়ে কিংবা নদীপথে ঘোড়াশাল অভিমুখে। সমস্ত পলাশ এভাবে মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়।

কালিগঞ্জ-পলাশে অন্যান্য যারা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি ছিলেন তারা হলেন আলী হোসেন তালুকদারের নেতৃত্বে বি এল এফ (কাদির ও তার দলের এক অংশের কমান্ডার), সুলতানপুরের ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে এফ এফের একটি দল, বাইরায় আবদুল বাতেনের নেতৃত্বে এফ এফের অপর একটি গ্রুপ। মুক্তিযুদ্ধে এই তিনটি গ্রুপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছিলেন। তাঁরা এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত সেকশনগুলো মূলতঃ সমগ্র থানায় ছড়িয় থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। সেকশন কমান্ডারদের মধ্যে নাবিব উদ্দিন মাষ্টার, আখতার (পলাশ), মোজাম্মেল (মালিতা) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ফরহাদের গ্রুপে ক'জন

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত যোদ্ধা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে বিশেষ পরিবর্তিত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন: আবদুল বাতেন মিলন (ঝালিয়া), ফজলুল হক বাদশা, বাবুল, আনোয়ার হোসেন, ফাইজুর রহমান, ফরহাদ (চয়সিন্দুর) প্রমুখ।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নভেম্বর-ডিসেম্বর ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসেন জামালপুরের রহিম নেওয়াজ, তারাগঞ্জের হাফিজ উদ্দিন (আরমান তার দলের অন্তর্ভুক্ত), জামালপুরে আবদুল আজিজ মাঝি ও পাক জুটমিলের হামিদ প্রমুখ। এদের মধ্যে একটি গ্রুপের সেকশন কমান্ডার ছিলেন গজারিয়ার লাল মিয়া। এই গ্রুপগুলো ছিল শ্রমিক লীগের 'শ্রমিক লীগ বাহিনী' নামে খ্যাত। সর্বোপরি থানা কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে আসেন আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া।

উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন নামে নিম্নলিখিত বাহিনী ডিসেম্বর নাগাদ এই অঞ্চলে আবির্ভূত হয়:

ভিন্তি ফৌজ
এফ এফ (ফ্রিডম ফাইটার)
স্থানীয় ভাবে গড়ে উঠা মুক্তিফৌজ
বিএলএফ (মুজিব বাহিনী, মূলতঃ ছাত্রলীগ প্রাধান্যে)
শ্রমিক লীগ বাহিনী
নিয়মিত বাহিনী (মূলতঃ কাপাসিয়া অঞ্চলে বেনুর নেতৃত্বে)।

রায়পুরা এলাকা

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রায়পুরা এলাকাতে তেমন যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি, কারণ উক্ত এলাকা থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আফতাব উদ্দিন ভূইয়া, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ উভয়েই যুদ্ধের শুরুতে প্রবাসী সরকারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ভারতে গমন করায় প্রধানত আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ চরম হতাশায় ছিলেন। মে মাসের দিকে তৎকালীন স্থানীয় আওয়ামী লীগ সভাপতি রায়পুরা থানার হাটুভাঙ্গা নিবাসী কৃষক পরিবারের সন্তান জনাব গয়েছ আলী মাষ্টারের নেতৃত্বে একটি দল ভারতে ট্রেনিং করার জন্য যায় এবং সেপ্টেম্বরের দিকে তারা ট্রেনিং শেষে দেশে আসে এবং বেশ কয়েকটি অপারেশনে অংশ নেয়। জনাব গয়েছ আলী মাষ্টার ৩ নম্বর সেক্টর কমান্ডার জেনারেল শফিউল্লাহর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গয়েছ আলী মাষ্টারের অধীনে বিভিন্ন গ্রুপের যোদ্ধাগণ যে সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

অপারেশনে অংশ নেন সেগুলোর মধ্যে ষাঙালী নগরের যুদ্ধ, হাটুভাঙ্গার যুদ্ধ, রামনগরের যুদ্ধ, নারায়ণপুরের যুদ্ধ ও মেথিকান্দার যুদ্ধ অন্যতম।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে জনাব মান্নান ভূঁইয়ার কমান্ডে রায়পুরা থানার রাধাগঞ্জ, যোশর, মরজাল এবং আমিরগঞ্জ এলাকার জন্য গ্রুপ কমান্ডার দুঃসাহসিক মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আলী মৃধা ও নুরুল ইসলাম কাঞ্চনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তৎকালীন ন্যাপ মোজাফফর নেতা রায়জুরার সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ ফজলুল হক খন্দকার বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতে পাঠিয়ে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন। তারা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধে খন্দকারের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অন্যান্য অপারেশন

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের নেয়াদে শিবপুর অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের আরো অসংখ্য কীর্তিময় ঘটনা-দুর্ঘটনা রয়েছে। এদের মধ্যে দুলালপুরের যুদ্ধ, ইটনা সর্দার বাড়ির ক্যাম্প আক্রান্ত হওয়া, আমিরগঞ্জ রেল সেতু আক্রমণ, জিনারদী ক্যাম্প আক্রমণ, পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক যোশর বাজার আক্রমণ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা

জুলাই মাসে জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র সংঘ ও মুসলিম লীগারদের উদ্যোগে শিবপুর থানা উন্নয়ন কেন্দ্রে পাকিস্তানী বাহিনীর লম্ফ জম্ফ করা হয় এবং কতিপয় মুক্তিযোদ্ধাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এই সভায় বাড়িগাঁও নিবাসী জামাত নেতা মোসলেহ উদ্দিন নোমানী এবং অন্যান্যদের মধ্যে আহিদ পাঠান, শহীদ পাঠান ও আবদুল ফকির প্রমুখ বক্তৃতা করে। এর কিছুদিন পর এই দালাল বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানী বাহিনী মজনু মৃধা, ঝিনুক খান, আবদুর রব খান (চক্রধা), মোজাম্মেল হক (খড়িয়া) সহ অনেকের বাড়িতে চড়াও হয় এবং ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

নরসিংদী মুক্তকরণ

নভেম্বরের শেষ নাগাদ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বিভিন্ন ঘাটি ছেড়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা হতে থাকে। এ সময় তারা নরসিংদী শহরে তাদের শক্তিশালী ঘাটি ঠিক রাখার প্রচেষ্টা করছিল। ফলে আশে-পাশের ক্যাম্প যা

Dhaka University Institutional Repository

আস্তানা গুটিয়ে ফেলে নরসিংদী শহরে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের এই কৌশলের পাশাপাশি শিবপুর ও নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিত ভাবে ক্রমাগত এই শহরে শত্রুর অবস্থানে চূড়ান্ত আঘাত হানতে থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এ আক্রমণ তুঙ্গে উঠে। ন্যাভাল সিরাজ আর মজনু মৃধার নেতৃত্বে নরসিংদী-শিবপুরের গেরিলা বাহিনীর ভয়ংকর আক্রমণে পাকিস্তানী বাহিনী পাগলপ্রায় হয়ে উঠে। এর ফলে ১৩ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী নরসিংদী শহরে পৌছার আগেই এ শহরটিকে মুক্ত করে ফেলে। আর এক্ষেত্রে শহরটির উত্তরাঞ্চল মূলত আব্দুল মান্নান ভুইয়ার নেতৃত্বাধীন শিবপুর বাহিনীর দখলে থাকে।

নরসিংদী মুক্তকরণ ও বিভিন্ন অপারেশন অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের একটি উপজেলা ভিত্তিক তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:[৩৫]

নরসিংদী সদর	-	২৭ জন
পলাশ	-	১১ জন
শিবপুর	-	১৩ জন
রায়পুরা	-	৩৭ জন
মনোহরদী	-	১২ জন
বেলাবো	-	১৬ জন
		১১৬ জন

বিজয় অভিযান: নরসিংদী থেকে ঢাকার পথে

ভারতীয় চতুর্থ গার্ড রেজিমেন্ট হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নরসিংদী অবতরণ করে। পরবর্তী সময়ে দশম বিহার রেজিমেন্ট, আঠারতম রাজপুত রেজিমেন্ট এবং দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ 'এস' ফোর্স এবং তিন নম্বর সেক্টরের সৈন্যদল এর সাথে যুক্ত হয়।

১২ ডিসেম্বর দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট রায়পুরা পৌছে। 'এস' ফোর্সের সদর দফতর এই ব্যাটালিয়নের সাথে থাকে। পরের দিন বিকেল অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর নরসিংদী পৌছলে ভারতীয় গার্ডস রেজিমেন্ট নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানায়। তারা আগেই প্রায় বিনাবাধায় ১১ ডিসেম্বর নরসিংদী শিল্প এলাকা দখল করে নেয়। নরসিংদীর যাবতীয় যানবাহন গার্ড রেজিমেন্ট নিজেদের দখলে নিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র নিয়মিত ব্যাটালিয়ন-২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নরসিংদী অবস্থানের জন্যে সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ড নির্দেশ দেয় এবং ভারতীয় তিনশত একত্রিশতম ব্রিগেডের ঢাকার দিকে মার্চ করে এগিয়ে চলা অব্যাহত থাকে।

ভারতীয় গার্ডস রেজিমেন্ট এর নেতৃত্বে ব্রিগেড ফলামটি নরসিংদী-ভেমরা-তারাব সড়কে ঢাকার দিকে রওনা হয়। 'এস' ফোর্সও সেক্টরের বাহিনীসহ নরসিংদী-ভুলতা-মুড়াপাড়ার পথ ধরে রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা পাড়ি দিয়ে পূর্বদিকে ঢাকা নগরীসহ ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হয়। ১৩ ডিসেম্বর রাতেই এস ফোর্স মুড়াপাড়ায় এবং সেদিই নরসিংদীর উপর দিয়ে রূপগঞ্জ উপজেলার অগ্রবর্তী সেনাদল শীতলক্ষ্যা ও বালু নদী অতিক্রম করে ঢাকার ৫-৬ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যায়।

দেখা যাচ্ছে যে, নরসিংদীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ অবধি সেখানকার মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। প্রথমদিকে জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া ও তার নেতৃত্বাধীন দলগুলো ভারতে গিয়ে ট্রেনিং শেষ করে নরসিংদীতে অবস্থান নেয়। পরে ঢাকা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ নরসিংদীতে গিয়ে আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে যুদ্ধ করে। নরসিংদীতে বাম রাজনীতির প্রভাবের কারণে এখানে কখনই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সুবিধামত অপারেশন চালাতে পারেনি। পূর্বেই সেখানকার আওয়ামী লীগের কর্তারা প্রবাসী সরকারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ভারতে যায়। তবে আওয়ামী লীগের থানা পর্যায়ের নেতারা দেশে ছিলেন। তাই নরসিংদীতে যুদ্ধ পরিচালিত হয় মোটামুটিভাবে বাম রাজনীতিকদের দ্বারা। সামরিক কৌশলগত কারণেও নরসিংদী ছিল বেশ উপযোগী। শিবপুরের অবস্থান নরসিংদী জেলার মধ্যবর্তী স্থানে। এছাড়া উত্তরে লাল মাটির পাহাড় ও জঙ্গলাময় থাকার কারণে মুক্তিযোদ্ধারা সহজেই স্থান পরিবর্তন করে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শেষ অবধি পর্যন্ত জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে যে সফল যুদ্ধ হয় তা সত্যিই এক অনবদ্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

১. কে.এম. রইচ উদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পৃষ্ঠা, ২২

২. রশিদ হায়দার, *মুক্তিসংগ্রামের বাংলাদেশ*, পৃষ্ঠা, ৩৭

৩. *The Daily Telegraph*. London. 30 March. 1971

Dhaka University Institutional Repository

৪. *New the Hearld Tribune*. 30. March. 1971
৫. রশিদ হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা, ৯৯
৬. *টাইমস*, ৫ এপ্রিল, ১৯৭১
৭. *স্যাটারডে রিভিউ*, ২২ মে, ১৯৭১
৮. *টাইমস*, ৩ মে, ১৯৭১
৯. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের জুনো রণাঙ্গন*, পৃ. ৬০
১০. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি (সম্পা.), *ঐ*, পৃ. ৬০
১১. *ঐ*, পৃ. ৬০
১২. *ঐ*, পৃ. ৬১
১৩. *ঐ*, পৃ. ৬১
১৪. সিরাজ উদ্দিন সাথী, *মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, পৃষ্ঠা ১০০
১৫. *ঐ*, পৃষ্ঠা, ৯৯-১০০
১৬. ন্যাভাল সিরাজ, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বীর প্রতীক উপাধি পান
১৭. তাজুল ইসলাম খান ঝিনুক ও আওলাদ হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার
১৮. হায়দার আনোয়ার খান জুনো, *একাত্তরের রণাঙ্গণ: শিবপুর*, পৃষ্ঠা ২৯-৩০
১৯. জুনো, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ২৪-২৫
২০. জুনো, *ঐ* পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫
২১. সিরাজ উদ্দিন সাথী, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ১০৮-১০৯
২২. সিরাজ, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ১১২
২৩. সিরাজ, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ১১২-১১৩
২৪. সিরাজ, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ১১৫-১১৬
২৫. জুনো, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা, ৪৯-৫২
২৬. সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা, ১৩০
২৭. সিরাজ, *ঐ*, পৃষ্ঠা ১৩২
২৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দশম খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, পৃষ্ঠা, ১৫৪
২৯. সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা, ১১৩
৩০. মেজর জেনারেল কে.এম. সফিউল্লাহ বীর উত্তম, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা, ১৬৯-৭০
৩১. সফিউল্লাহ, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ১৭০
৩২. সফিউল্লাহ, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ১৭৩
৩৩. সফিউল্লাহ, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ১৭৪
৩৪. সফিউল্লাহ, *ঐ*, পৃষ্ঠা, ১৭৪
৩৫. শফিকুল আসগর, *নরসিংদীর ইতিহাস*, নাসরীন আসগর ও পাপিয়া আসগর, নরসিংদী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা, ৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি

নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানী ঘটে। বহু মা-বোন তাদের ইজ্জত হারায়। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ হয়ে পড়ে একেবারে নিঃস্ব। বুদ্ধিভিত্তিক দিক থেকে দেখা দেয় শূণ্যতা। কারণ যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাদের হাতে এদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীগণ নিহত হন। এজন্যই লণ্ডন নিউ টাইমস-এর ভাষায় বলা যায় "রক্তই যদি কোন জাতির স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারের মূল্য বলে বিবেচিত হয় তবে বাংলাদেশ অনেক বেশী মূল্য দিয়েছে"।[১] বস্তুত: যুদ্ধের ফলে এদেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার পুর্ণাঙ্গ অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে কিছুটা তথ্য উৎঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ রিলিফ সংস্থা এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থা সমূহ সেক্টর ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির তথ্য উদঘাটন করার মাধ্যমে।[২] পরীক্ষামূলক প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বস্তুগত মূলধন ও বিষয় সামগ্রির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ২০ বছরে নিয়োজিত মূলধন থেকে শতকরা ৫ ভাগ হারে যে আয় হতো তার ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়িয়েছে ১২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। কৃষিখাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩৭৬ কোটি টাকা। এভাবে আমলা নিয়োগ বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার দরুণ পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্যে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। এভাবে এসব ক্ষয়ক্ষতি একত্রিত করলে দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এসব ক্ষয়ক্ষতির সাথে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুজনিত ক্ষতি, বেসরকারি ঘর-বাড়ি ও বিষয় সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংসলীলা, প্রাণভয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে আশ্রিত মানুষের মানসিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সংযুক্ত করা হয়নি। এক কথায় সব মিলে বাংলাদেশের যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল তা কল্পনা করাও কষ্টকর।

কৃষি ব্যতিত বেসরকারি খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯০৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অর্থ আয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি প্রায় ৬১০ কোটি টাকা। এই ক্ষতির সাথে নির্দিষ্ট কালের আয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি সংযুক্ত করলে নির্দিষ্ট সময়ের আয়ের ক্ষেত্রে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২১০ কোটি টাকা। বস্তুত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২৪৯ কোটি টাকা। নিম্নে

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত ১ নম্বর তালিকায় বস্তুগত মূলধন ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রির যে শতকরা হার প্রদান করা হয়েছে তাতে সরকারি খাতে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে। নিম্নে এসব ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তুলে ধরা হলো:

১নম্বর তালিকা

বেসরকারি খাতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব

(পুনর্গঠন মূল্যের ভিত্তিতে)

১.	পরিবহন	৩৮.২
২.	বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৭.০
৩.	শিল্প	৪.২
৪.	সমাজ কল্যাণ ও শ্রম	৬.৯
৫.	হাউজিং এণ্ড সেটেলমেন্ট	৩.৩
৬.	জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং	৩.৪
৭.	পানি	২.৩
৮.	কৃষি	২৬.২
৯.	স্বাস্থ্য	২.১
১০	শিক্ষা	৪.৭
		৯৮.৩

২নম্বর তালিকা

সরকারী খাতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দশ লক্ষ টাকায়

১.	পরিবহন	১২২২.৫৮
২.	বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২২৬.২৯
৩.	শিল্প	১৩৪.৭০
৪.	যোগাযোগ	৫০.৮৫
৫.	সমাজ কল্যাণ	২২০.৯০
৬.	হাউজিং ও সেটেলমেন্ট	১০৭.৬২
৭.	জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিয়ারিং	১০৮.২৬
৮.	পানি	৭২.৬৬
৯.	কৃষি	৮৪১.৯০
১০.	স্বাস্থ্য	৬৮.৪৩
১১.	শিক্ষা	১৪০.০০
	মোট=	**৩২০৮.১৯**

বেসরকারী খাতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব

১।	কৃষি	২৫০.০০
২।	গৃহ নির্মাণ	৮২৫০.০০
৩।	হাট বাজার	৩৫.০০
৪।	কারিগর ব্যবসায়ী	৭৫০.০০
	মোট =	**৯২৮৫.০০**

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ক্ষয়ক্ষতির যে প্রাথমিক বিবরণ তুলে ধরা হলো তা থেকে যেকোন মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা সমকালীন নয় মাসের ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা অনুমান করা সম্ভব।[৩]

নয় মাসের যুদ্ধে নরসিংদী জেলাও কম মূল্য দেয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নরসিংদী জেলা হারিয়েছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। অনেকে হয়েছে সর্বশান্ত, ঘরবাড়ি, ধন-সম্পত্তি ছাড়াও হারিয়েছে পরিবারের সবাইকে। অনেক পরিবার দেশ ত্যাগের পর আর কোন দিন ফিরেনি। নরসিংদী জেলার হাজার হাজার লোক প্রাণ ভয়ে ভারতে আশ্রয় নেয় এবং নিজের ধন-সম্পত্তি রেখে ভারতের আশ্রয় শিবিরে দীর্ঘ নয়মাস মানবেতর জীবন যাপন করে।

পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নরসিংদী জেলায়। সড়ক পথে এবং রেলপথে পাকিস্তানী বাহিনীর চলাচল ও সরবরাহ বন্ধ করার জন্য মুক্তিবাহিনী ছোট-বড় অসংখ্য সেতু ধ্বংস করে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। কারণ হানাদার বাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাকা দালানগুলো তাদের ঘাঁটি হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ফলে নরসিংদীর বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল পাক বাহিনীর ঘাঁটি। হাইস্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই ছিল বেশির ভাগ শত্রু ঘাঁটি। যে কারণে যুদ্ধকালীন আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে গোলার আঘাতে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়াও দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয় পড়াশোনায়। জাতি পিছিয়ে পড়ে অনেক বছর। উৎপাদন বন্ধ থাকার কারণে বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেখা দেয় ব্যাপক খাদ্যাভাব এবং যার ফলে দুর্ভিক্ষ হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী।

নরসিংদীতে অসংখ্য বীর সন্তান সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এই সমস্ত বীর শহীদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আজো পেয় করা সম্ভব না হলেও যতটুকু পাওয়া গেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যতম আত্মত্যাগী পুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বাবা আব্দুল হামিদ ছিলেন ঢাকা কালেক্টর অফিসের একজন কর্মকর্তা। আব্দুল হামিদ ঢাকার আসাদ গেটে নিজের বাড়িতে থাকতেন। এই

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাড়িতেই ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর মতিউর জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তানের সারগুদার পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৬০ সালে ডিসটিংসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। অত:পর ১৯৬১ সনে তিনি পাকিস্তানের পি. এ. এফ কলেজে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৩ সালের ২৩ জুন কমিশন লাভ করেন। এর পর করাচির মৌরিপুরে জেড ফলভায়শন কোর্স সমাপ্ত করেন। ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মতিউর রহমান ফ্লায়িং অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বিমান চালনায় বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টি-৬, জি টি-৩৩, এফ-৮৬, এফ. ইউ. এস. আই. জি- ১৫, এম. আই. জি. টি-৩৭ প্রভৃতি চালনা। ১৯৬৭ সালের ২১ জুলাই মিগ-১৯ চালানোর সময় উর্ধ্বাকাশে বিকল হলে তিনি অক্ষত অবস্থায় পেরাসুটের মাধ্যমে মাটিতে অবতরণ করতে সক্ষম হন। এজন্য ৪ অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার "সিতারায়হরণ" খেতাবে ভূষিত করেন। ডগ ফ্লাইট বিমান চালনার সময় তার বিমান পুড়ে যায়, কিন্তু তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।

403529

মুক্তিযুদ্ধের সময় মতিউর রহমান ফ্লাইট লেফটেনেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই বিমান বাহিনীতে তাঁর চাকরী ভাল লাগছিলনা। কারণ সেখানে উর্দুতে কথা বলতে হতো এবং বাঙ্গালী অফিসারদেরকে হেয় চোখে দেখা হত। অধিকন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য মূলক আচরণ তাঁর মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করছিল। অথচ চোখ বন্ধ করে সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ সূচনাকালে মতিউর রহমান রায়পুরায় অবস্থান করতে ছিলেন। ২৫ মার্চের রাত ও ২৬ মার্চের ঘটনাবলী তাঁর মনকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দেয়। এজন্যই তিনি ২৮ মার্চ রায়পুরায় রামনগরে স্থানীয় ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য দেন এবং জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর গোপন প্রচেষ্টায় পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের ১৮ জন দক্ষ পাইলট, প্রায় ৫০ জন দক্ষ টেকনিশিয়ান ও একজন ক্রু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে রাজী হন। ১২ মে মতিউর করাচী চলে যান এবং কাজে যোগ দেন। পাকিস্তান পৌছার পর তাঁর ব্যাপক মানসিক পরিবর্তন ঘটে। বিষণ্ন মনে বসে বসে বাংলাদেশের মানচিত্র দেখেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি পালিয়ে চলে আসবেন। তাঁর অবশ্য সুযোগও ছিল কারণ পাকিস্তান সরকার সকল বাঙ্গালী অফিসারদের গ্রাউণ্ডেট

Dhaka University Institutional Repository

করে রাখতেন ও মতিউরকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতো। বিমানের কাছাকাছি যাতায়াতে তার জন্য কোন নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে মতিউর পলায়ন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মনস্থির করেন। অবশেষে ২০ আগষ্ট তাঁর এক ছাত্র মিনহাজকে নিয়ে ব্লু বার্ড -১৬৬ নিয়ে আকাশে উড়ে যান ভারতে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। মিনহাজকে পরাস্ত করে তিনি বিমানটি হাইজ্যাক করতে সক্ষম হলেও ২০ ফুট উঁচু দিয়ে যাওয়া বিমানটি ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ৩২ মাইল দূরে থাট্রো নামক স্থানে বিধ্বস্ত হয় এবং সেখান থেকেই পরদিন মতিউর ও মিনহাজের লাশ উদ্ধার করা হয়।[৪] বিশ্বব্যাপী সংবাদ পত্রে শিরোনাম আসে মতিউর রহমানকে নিয়ে। তাঁর এই বিমান হাইজ্যাকের ঘটনাটি পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেও মূলতঃ মতিউর বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যই প্রাণ দেন। তাঁর এই আত্মদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আজও নরসিংদীবাসী এই বীরশ্রেষ্ঠকে নিয়ে গর্ববোধ করে।

সরোজ কুমার নাথ অধিকারী

১৯৩৮ সনের ১ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার পলাশ থানার মূলপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র তাঁতী পরিবারে সরোজ কুমার নাথ অধিকারী জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পরিবারে অভাব অনটন বিরাজ করলেও ছোট বেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। নানা প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েই তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং ১৯৮৩ সালে গয়েসপুর পি. এল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবং ১৯৫৭ সনে নরসিংদী মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে নরসিংদী মহাবিদ্যালয়টি একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) হতে যথাক্রমে এস. এস. সি এবং এইচ. এস. সি পাশ করেন। পারিবারিক দুরবস্থার কারণে এইচ. এস. সি পাশ করার পরই তাঁকে তার নিজস্ব স্কুল গয়েসপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরীতে যোগ দিতে হয়। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈশ শাখায় বি. কম. পড়তে থাকেন এবং ১৯৬০ সনে বি. কম. পাশ করেন। এবার তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু গয়েসপুর স্কুলে চাকরির পাশাপাশি তা অসম্ভব বলে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকার কাছাকাছি গাজীপুর জেলার ভাদুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যান। ১৯৬৩ সনে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে চাকুরি নেন। কিন্তু এক বছর পরে তিনি চলে আসেন নরসিংদী

Dhaka University Institutional Repository

মহাবিদ্যালয়ে। নরসিংদী কলেজে অধ্যাপনা কালেই তিনি হিসাব বিজ্ঞানে এম. কম. পাশ করেন। পারিবারিক অবস্থা ভাল হলে তিনি হয়তো আরো ভাল করতে পারতেন। কারণ তিনি যেমন ছিলেন পরিশ্রমী ও তেমনি নিষ্ঠাবান। বি. কম. ও এল. এল. বি. শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি "প্রশ্নোত্তরে বাণিজ্যিক আইন" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মি. অধিকারী স্কুল-কলেজের স্বার্থের প্রতি বেশ সজাগ ছিলেন। রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন বাম রাজনীতির সমর্থক। এর অবশ্য কারণও ছিল। সে সময় বাংলাদেশে বাম রাজনীতি ছিল বেশ শক্তিশালী। দেশপ্রেমিক সমাজ সচেতন প্রতিভাবান লোকেরাই বাম রাজনীতির নেতৃত্ব দিতেন। এজন্য দেখা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে চরম বিপদের মুখেও তিনি দেশ ছেড়ে পালাননি। ২৮ আগষ্ট তিনি কলেজ ক্যাম্পাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। জানা যায় নরসিংদীর অদূরে পাঁচদোনা লোহার পুলের নিচে তাঁর সহকর্মী রাধাগোবিন্দসহ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। নরসিংদী কলেজ ও অন্য কোথাও তাঁর স্মৃতি না থাকলেও ইতিহাসে তিনি অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন।

মো: ফজলুর রহমান

ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান ১৯৩৮ সনের ২৮ জুন নরসিংদী সদর থানার কাজীর কান্দি গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সনে ছলিমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় হতে মেট্রিক পাশ করে তিনি ঢাকার আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনা শেষ করে তিনি গৃহ সংস্থান পরিদপ্তর উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন এবং চাকুরীর সুবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। স্বাধীনতাযুদ্ধকালে তিনি সৈয়দপুরে সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হয়েছিল সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট। একজন ইঞ্জিনিয়ার হলেও তিনি যেমন ছিলেন একজন সংস্কৃতিমনা তেমনি ছিলেন ধর্মপরায়ন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনীর একটি দল তাঁকে বাসা থেকে ধরে একটি কূপের সামনে নিয়ে যায়। এই কুপটি ছিল মুক্তিসেনাদের গলিত লাশে ভর্তি। সেদিন পাকিস্তানীসেনারা তাঁকে রেহাই দিলেও সেই ভীতিকর দৃশ্য তাঁকে সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত করে। সারাক্ষণ দেশের কথা চিন্তা করতে থাকেন। ২৮ মার্চ সৈয়দপুরে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। ৩১ মার্চ পাকিস্তানীসেনারা তল্লাসী শুরু করলে মি: রহমান পরিবার পরিজনদের নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বাসার সামনে তৈরী ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেন। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে পরদিন বের হয়ে বাসায় চলে আসেন। কিন্তু ঐদিন বিকেলেই পাকিস্তানীসেনারা গুলি করতে করতে জনাব রহমানের বাসায় ঢুকে পড়ে। এসময় তিনি পবিত্র কুরান শরীফ পাঠ করছিলেন এবং বাসায় ছিল শিশু কন্যা রুমা। কিন্তু নিষ্ঠুর পাক সেনারা মেয়ের সামনে থেকে তাঁকে ও তাঁর বাবাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পরেই পথিমধ্যে তারা তাঁকে হত্যা করে। ব্যক্তিজীবনে ফজলুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী। তাঁর হত্যাকান্ড এখনও পরিবারের লোকজন তথা নরসিংদীর লোকজন ভুলতে পারে নি।

মো: শামসুজ্জামান

মো: শামসুজ্জামান ১৯২৬ সালের প্রথম দিকে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার মধ্যনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা জেলা স্কুল, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে লেখাপড়া করে কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটিতে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ সালে প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল পোর্ট বন্দরকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত করা। ইঞ্জিনিয়ার হলেও সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। বলতে গেলে তাঁর বাসাটি ছিল গান-বাজনা, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষুদ্র পাঠশালা। দেশের প্রতি ছিল তাঁর পরম টান। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের ক্যাসেট তিনি চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রচার করতেন। ২৩ মার্চে পাকিস্তানী জাহাজ হতে অস্ত্র নামানোর ব্যাপারে যেসব বাঙ্গালি কর্মচারী ও কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঁধা দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী নৌবাহিনী ২১ মে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তিনি ঐদিনই পাকিস্তানীসেনাদের হাতে শহীদ হন।

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ১৯৩৬ সালের ১৯ মার্চ বর্তমান নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার বেলাব গ্রামে এক শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সেন্ট গ্রেগরি স্কুল ও ১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

সালে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরি কলেজ হতে যথাক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। অত:পর তিনি ১৯৫৫ ও ১৯৫৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইতিহাসের প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। অত:পর তিনি ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৭ সনে সিনিয়র লেকচারার হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। ঐ বৎসরই তিনি কমনওয়েলথ্ বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস্ হতে বি. এস. সি ডিগ্রি লাভ করেন। লণ্ডনে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক ইতিহাসের উপর পড়াশুনা করেন। ১৯৬৭ সালে দেশে ফিরে গিয়াসউদ্দিন আহমেদ পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শিক্ষক হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিল। ১৯৬২ হতে ১৯৬৪ পর্যন্ত সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সন হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মহসিন হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সচেতন ও প্রগতিশীল শিক্ষক হিসেবে গিয়াসউদ্দিন আহমেদ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর এ মনোভাব ক্লাস, সেমিনার ও আলাপ আলোচনায় ফুটে উঠেছিল। ৭১-এর ২৫ মার্চ নিরীহ বাঙ্গালীদের উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ তাঁকে সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত করে। ঐ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন সে সব কর্মচারীদের অসহায় পরিবার পরিজনদের সহযোগিতা করতে তিনি এগিয়ে আসেন। যুদ্ধের গতি যখন তীব্র হয়ে উঠে, তখন তিনি নিজেও মুক্তিযুদ্ধের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য ও চিকিৎসার জন্য নিরবে অর্থ ও শ্রম দিতে থাকেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি গড়ে তোলেন এক গোপন ক্লিনিক। মুক্তিযুদ্ধের প্রথমদিকে নারায়নগঞ্জ এলাকায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানী সেনাদের দ্বারা আহত হলে, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ নিওরো সার্জন রশিদ উদ্দিনের সহায়তায় তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে কয়েকদিন পরেই আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি পাকিস্তানীসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। ফলে ঘটনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর ভাই রশিদ উদ্দিন কে আগরতলা পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ঢাকা থেকে যান। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই গিয়াসউদ্দিন আহমদকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনী যখন চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখোমুখি ঠিক সেই সময়ে ১৪ ডিসেম্বর আল বদর বাহিনীর লোকেরা তাঁকে মহসীন হল থেকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এর পর তিনি আর ফিরে আসেননি। ১৯৭২ সনের ৪ জানুয়ারি মিরপুরের বধ্য ভূমিতে তাঁর ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ- প্রতঙ্গ ও কাপড়-চোপড় পাওয়া যায়।[৫] ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অকৃতদার। এই শিক্ষাবিদ কোন উত্তরসূরী রেখে না গেলেও তাঁর কর্ম ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশের জনগণ বিশেষত নয়সিংদীবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ড. সাদত আলী

ড. সাদত আলী নয়সিংদী জেলার সদর থানার করিমপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে ১৯৪২ সনের ২৮ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসুলপুর জুনিয়র হাইস্কুল (বর্তমান হাইস্কুল) থেকে পড়াশুনা শেষ করে গাজীপুর জেলার প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাছা উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৮ সনে গাছা উচ্চবিদ্যালয় হতে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। অত:পর তিনি ভর্তি হন নয়সিংদী মহাবিদ্যালয়ে। ১৯৬০ সনে নয়সিংদী মহাবিদ্যালয় হতে আই. কম পাশ করে বৃহত্তর জীবনে এগিয়ে যান।

তিনি ১৯৬০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬২ সনের ৫ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর নিবাসী ব্যবসায়ী ইদ্রিস আলী সাহেবের মেয়ে আজিজুন নাহার রাশনার সাথে সাদত আলীর বিয়ে সম্পন্ন হয়। যথারীতি ১৯৬৩ সনে তিনি সম্মানসহ বি. কম. এবং পরের বৎসর এম. কম. পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে তিনি প্রভাষক হিসেবে নয়সিংদী মহাবিদ্যালয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু এই মহাবিদ্যালয় তাঁকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি। উন্নত জীবনের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে। এখানে কিছু দিন কাজ করার পর তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কলোরাডো ষ্টেট কলেজ হতে তিনি ১৯৬৯ সনে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ সনের ৩১ মে তিনি সিনিয়র লেকচারার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭০ সনের ৮ জুন ড. সাদত আলী শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হন। একই সাথে তিনি তৎকালীন জিন্নাহ হলের (বর্তমান সূর্যসেন হল) হাউজ টিউটরের

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ১৯৭১ সনে অর্থনীতিতে এম. এ. পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার জন্য বিদেশে যাবার ইচ্ছায় তিনি অর্থনীতিতে এম. এ. পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার পরই আসে সেই একাত্তর। সারা দেশের স্কুল- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থবির হয়ে যায়। কিছু দিনের জন্য চলে আসেন নিজ গ্রামে। ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকা আসেন ড. সাদত আলী এবং উঠেন তাঁর কোয়ার্টারে। কিছুক্ষণ পরই ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে বেরিয়ে পড়েন। রেভিন্ট্রার অফিসের ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যাওয়ার পথে পাকিস্তানীবাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তারপর আর তিনি ফিরে আসেননি। যুদ্ধ শুরু হবার পরপরই তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি বেঁচে থাকলে স্বাধীনতাযুদ্ধের সহায়ক অনেক কাজ করতেন সেই শত্রু সেনারা প্রাথমিক দিকেই তাঁকে হত্যা করেন। ড. সাদত আলী নরসিংদী বাসীর মনে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার বদরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আবদুল হামিদ ছিলেন শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি, একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোরওয়ার্দীর সমসাময়িক রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্ব। বস্তুতঃ রাজনীতির সাথে আব্দুল হামিদ জড়িত ছিলেন বলেই ছোট বেলা থেকে শহিদুল্লাহ রাজনীতির সাথে পরিচয়ের সুযোগ পায়। গ্রামের স্কুল শেষ করে তিনি নরসিংদী শহরের তৎকালীন খ্যাতনামা বিদ্যালয় সাটিরপাড়া কালিকুমার উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সে সময় একদিকে ইউরোপে চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে ভারতবর্ষে তীব্র বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু সুরেশ চন্দ্র দাস, দিনেশ চন্দ্র দত্ত প্রমুখের সাথে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগ দেন। সে সময় সাটিরপাড়া কে. কে. ইন্সটিটিউটে বালক সমিতি নামে যে ছাত্র সংগঠন ছিল শহিদুল্লাহ ছিলেন তার সেক্রেটারী। এই ছাত্র সংগঠন ছাড়াও শহীদুল্লাহ তাঁর নিজ গ্রামে উৎসাহী কিশোরদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন প্রভাতী সমিতি। পরে তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন পল্লী পাবন সমিতি। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তরুণ শহীদ গোয়েন্দা বিভাগের নজরে পড়লে আত্মরক্ষার স্বার্থে গাজীপুর চলে আসেন। ১৯৪৬ সনে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস. এস. সি পাশ করে শহিদুল্লাহ ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

শুরু হলে পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে শহিদুল্লাহ এ আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে তিনি সরকারের নির্দেশে ঢাকা কলেজ হতে বহিষ্কৃত হন। যাই হোক, এরপর তিনি সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলেও পরে অর্থনীতি বিভাগে চলে আসেন এবং ১৯৫৩ সালে অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় শহিদুল্লাহ সলিমুল্লাহ হলের যে রুমটিতে থাকতেন সেটা ছিল গোপন বৈঠকের এক আস্তানা। এই কক্ষে প্রায়ই গোপন বৈঠক বসতো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ও সামসুল হক সহ আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতা এসব বৈঠকে উপস্থিত হতেন। এমনকি শেখ মুজিবর রহমানও মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন অতিথি হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টের পেয়ে তা বিরত রাখার চেষ্টা করলেও তিনি আন্দোলন থেকে দমেননি। তাঁর কণ্ঠ সোচ্চারিত হতে থাকে মিছিল মিটিং এবং কবিতায়। ভাষা আন্দোলনের উপর তাঁর রচিত বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলে তিনি ভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম কর্মী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৩ ডিসেম্বর আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁকে দশ/বার দিনের জন্য পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়।
অর্থনীতিতে পড়াশুনা করলেও শহিদুল্লাহ সমাজ কল্যাণের উপর ডিগ্রী নিয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগেই চাকুরি করেন। সমাজ কল্যাণের উপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করলে সেখানে তিনি তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডির সাথে সাক্ষাৎ করেন। কেনেডি তাঁকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত সনদপত্র প্রদান করেছিলেন (পরিশিষ্ট- ১৭)। ১৯৬৫ সনে তিনি সমাজ কল্যাণ বিভাগ ত্যাগ করে শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভাগে যোগদান করেন। বস্তুত: এসময় থেকেই শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন। এ আন্দোলনে শহীদুল্লাহ গোপনে বিভিন্নভাবে অংশ গ্রহণ করেন। উত্তর বঙ্গের সুগার মিলে কর্মচারিদের নিয়ে গড়ে তোলেন দূর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ৫ মে শহীদুল্লাহ সুগার মিলের কর্মচারিদের সাথে পাকিস্তানীসেনাদের হাতে নিহত হন।

দেশ প্রেমিক এই আত্মত্যাগী বীর পুরুষ ছোটবেলা থেকেই দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম করে আসছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ ডা. লে. ক. জিয়াউর রহমান

১৯২৬ সনের ২ ফেব্রুয়ারী নরসিংদীর পলাশ থানায় চরণগরদীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে আড়াই হাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করে কলকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। কলকাতা কেন্দ্রীয় মুসলিম ছাত্র সংগঠনের নেতা হিসেবে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রথমে এল.এম.এফ. ও পরে এম.বি.বি.এস সমাপ্ত করে ১৯৪৯ সনে তিনি পাকিস্তান আর্মি মেডিকেল কোর-এ যোগদান করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হন। চাকুরী সূত্রে তিনি পরিচিত হন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম.এ.জি. ওসমানীর সাথে। জনাব ওসমানীর স্নেহভাজন কর্ণেল জিয়া ১৯৬৮ সনে সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৬] সিলেট মেডিকেল কলেজের কর্ণেল জিয়াউর রহমান ছাত্রাবাস তার স্মৃতি বহন করছে।

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ উত্তাল সময়ে ডা. জিয়াকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে পাকিস্তান সরকার। সেদিন থেকে বাইরের পৃথিবীর সাথে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা এতটা অমানবিক ছিলো যে লোকজন পত্র-পত্রিকা দূরে থাক নিতান্ত দৈনন্দিন বাজার পর্যন্ত বাসায় পৌছিয়ে দিতে পারতোনাঃ দেওয়া হতো না। ফলে বহুদিন আল্পাহার এমনকি অনাহারেও কাটাতে হয়েছে মাসুম বাচ্চাদের নিয়ে।

একাত্তরের চৌদ্দই এপ্রিল সকালে একটি সামরিক জীপ থেকে লেফটেন্যান্ট পদ পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন অফিসার ও একটি সামরিক ট্রাক এসে বাসার সামনে থামে। ডাইনিং টেবিল থেকে ছেলে মেয়েদের সামনে একরকম জোর করে সামরিক জীপে করে নিয়ে যায় ডা. জিয়াকে। আর ফিরে আসেননি সত্যনিষ্ঠ সাহসী চিকিৎসক কর্ণেল এ.এফ.এম. জিয়াউর রহমান। স্ত্রী কেরদৌসি চৌধুরী প্রাণপন চেষ্টা করেও মৃতদেহ কিংবা মৃত্যুর খবরটিও নিতে পারেননি।

এভাবেই একজন মানবতাবাদী দেশ প্রেমিকের কর্মময় জীবন চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। সাহসী পুরুষ কর্ণেল জিয়া ইতিহাসের এক করুন অধ্যায়। নরসিংদী বাসী তাকে চিরদিন স্মরণ রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মার্চ, ১৯৭১-এর মধ্যরাতের অপারেশন সার্চ লাইটের পর পরই ঢাকার বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী ঢাকাতে টিকতে না পেরে ঢাকার আশেপাশের এলাকার দিকে চলে যায়। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে তাঁরা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন প্রতিরোধ আন্দোলন। এ খবর বেশিক্ষণ চাপা থাকেনি। বিভিন্নভাবে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী জানতে পারে। আর তাই এপ্রিলের প্রথম থেকেই পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর দিকে চলে চলে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ ও ৫ এপ্রিলে নরসিংদীতে বোমা ফেলা হয়। তাই যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় ঢাকার। এর পরই ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তাই নরসিংদীতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া পূর্ব হতেই নরসিংদীর একটি নাম আছে বিদ্রোহী হিসেবে। শহীদ আসাদসহ অনেক নেতা-নেতৃত্ব গড়ে ওঠেছিল নরসংদীতে। ন্যাভাল সিরাজসহ জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার মত বেশ কয়েকজন বর্তমানের নেতা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথমেই খ্যাতি লাভ করেছিল। তাই পাকিস্তানী বাহিনীর টার্গেটে পরিণত নয় নরসিংদী। যদিও দুর্বেদ্য প্রতিরোধের কারণে খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি তবুও সার্বিক হিসেবে নরসিংদীর ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত নরসিংদীর অনেক কৃতিসন্তান শহীদ হন। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় নরসিংদী জেলাকে দিতে হয় বড় রকমের মূল্য।

তথ্যনির্দেশ

১. *London Times*, 16 April, 1971.

২. মোঃ জামির, *পূর্বাভাস বাংলাদেশ*, প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২) তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৯৪

৩. ঐ, পৃ. ৯৩-৯৪।

৪. সরকার আবুল কালাম, *নরসিংদীর শহীদ বুদ্ধিজীবী*, পৃ. ৯৩-৯৪

৫. সরকার আবুল কালাম, ঐ, পৃ. ২৯-৩২

৬. সরকার আবুল কালাম, *কিংবদন্তীর নরসিংদী*, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

১৯৭১ সনের নয় মাসব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। সামাজিক কাঠামো (infrustructure) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শুরু হয় জাতির জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম। সে সংগ্রাম বেঁচে থাকার জন্য ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টির সংগ্রাম। এই দুরূহ সংগ্রামে উত্তরণের অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ধ্বংসলীলা জনজীবনে যে সাধ্যাতীত সমস্যার সৃষ্টি করে সে সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য গোটা বাংলাদেশকে একটি সংঘবদ্ধ ইউনিট হিসাবে সুসমন্বিত করতে হয়।

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশকে যে সব অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাগত এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন তার মধ্যে অন্যতম। ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে বন্যার উদ্দাম স্রোতের মতো স্বদেশ প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী রেশন এবং গন্তব্যস্থল পর্যন্ত যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের মধ্যে যারা রুগ্ন এবং চলাফেরায় অক্ষম তাদের জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষার এবং শিশুদের জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। দ্রুত গতিতে আমদানীর মাধ্যমে লুণ্ঠিত নিঃশেষিত শস্যভাণ্ডার পূরণ করতে হয় এবং লোক চলাচল ও মাল পরিবহনের উদ্দেশ্যে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা যথা সম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। মাঠে, ময়দানে এবং কলকারখানায় উৎপাদন যন্ত্রগুলো হানাদার বাহিনী কর্তৃক বিকল করে দেওয়া হয়েছিল, মেরামতের মাধ্যমে সেগুলো সচল করে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। উৎপাদনে গতিবেগ সঞ্চারের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে আমদানী করা হয় কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ। এছাড়া জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র সমস্যার সমাধান কল্পে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ও কাপড়-চোপড় আমদানী করতে হয়। কারণ কোন দ্রব্য সামগ্রীই কম প্রয়োজনীয় বা জরুরী ছিল না।[১]

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য ১০৭ কোটি টাকার একটি স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং এতে দুই কোটি স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন ও অন্ন সংস্থানের বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। নিম্নোক্ত লক্ষ্য সমূহ অর্জন করাই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক. ভারতের শরণার্থী শিবির থেকে লোকজনের প্রত্যাগমনের পথ সুগম করা।

খ. গৃহহীন জনসাধারণের অস্থায়ী গৃহসংস্থান।

গ. শরণার্থী এবং সর্বহারা মানুষদের নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সাময়িকভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেওয়া।

ঘ. চাষী, সহায়-সম্বল হারা, কামার, কুমার তাঁতী, মিস্ত্রি ও কারিগরদের অর্থনৈতিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ঙ. অর্থ সংকটের দরুন শিক্ষা ও শিক্ষকতা পুণরারম্ভ করতে অসমর্থ ছাত্র-শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সাহায্য দান।

চ. মহকুমা সদর দপ্তরে এতিম ও অভিভাবকহীনা মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য এতিমখানা ও আশ্রয় শিবির স্থাপন।

ছ. ঢলাফেরায় অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ঢাকায় একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

জ. শিল্প উৎপাদন সাবেক স্বাভাবিক হারের শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগে উন্নয়ন।

ঝ. ১৯৬৭-৭০ সালের তুলনায় বিদ্যুৎ শক্তির মাসিক কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

ঞ. পণ্য সামগ্রীর স্বাভাবিক চলাচল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুণরুদ্ধার।

ট. খাদ্যোৎপাদন সর্বোচ্চ পরিমাণে নিশ্চিত করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

ঠ. মহামারী রোধ করার জন্য শহরাঞ্চলে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১০৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা নিম্নোক্ত হারে[২] বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন:

১।	সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়	৮৬.০০ কোটি টাকা
	ক) টেষ্ট রিলিফ	২৬.০০ কোটি টাকা
	খ) গৃহ নির্মাণ	৩০.০০ কোটি টাকা
	গ) অন্যান্য	৩০.০০ কোটি টাকা

Dhaka University Institutional Repository

২।	পূর্ত পরিকল্পনা	০৮.৩৮ কোটি টাকা
৩।	শিক্ষা (শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ টাকা ছাড়াও সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় থেকে অতিরিক্ত ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা লাভ করে)	০৩.২১ কোটি টাকা
৪।	স্বাস্থ্য (যাত্তহারা লোকদের চিকিৎসা ব্যয়সহ)	০০.৫৫ কোটি টাকা
৫।	এতিম এবং সর্বহারা মহিলাদের পুনর্বাসন	০০.৫০ কোটি টাকা
৬।	পরিবহণ	০৪.৫৭ কোটি টাকা
৭।	শিল্প	০২.২৫ কোটি টাকা
৮।	তার ও ডাক যোগাযোগ	০০.৪৫ কোটি টাকা
৯।	পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ	০০.৭০ কোটি টাকা
১০।	সেচ	০০.২০ কোটি টাকা
১১।	বিদ্যুৎ	০০.৫০ কোটি টাকা
	মোট=	১০৭.৩১কোটি টাকা

বোধগম্য কারণেই সূচনাতে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সংস্থান এবং খাদ্য সরবরাহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য ব্যবস্থাবলীর পাশাপাশি মূখ্যতঃ যে সব কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তন্মেধ্যে টেষ্ট রিলিফ পূর্ত কর্মসূচী ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্প অন্যতম। টেষ্ট রিলিফ এবং গৃহনির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণের অন্তর্নিহিত প্রয়াস ছিল সমাজের সমস্ত নারী-পুরুষদের স্ব-স্ব পরিচিত পরিবেশে কর্মসংস্থান এবং অন্ন-বস্ত্রের সুযোগ সৃষ্টি করা। সাহায্য ও পুনর্বাসন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়।[৩]

প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় টেষ্ট রিলিফের ১৭ কোটি টাকায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ২৫.৭৫ লক্ষ একর জমি উপকৃত হয়েছে। এছাড়া সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ৭১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যা প্রভূত পরিমাণে সমাধান করতে সক্ষম হয়।

এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ দেশবাসীর জন্য ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৮৫ মণ খাদ্যশস্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ গুঁড়োদুধ, শিশু খাদ্য, তাঁবু, ত্রিপল ও শাড়ী বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে জাতীয় পুনর্বাসন বোর্ড হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিতা হাজার হাজার মহিলার পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এ জন্য চারটি বৃত্তিমূলক ট্রেনিং কেন্দ্র এবং সাতটি সেলাই ও হস্ত শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ ছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের রিলিফ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা সংস্থার ন্যায় স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহকে মাসিক মঞ্জুরী বরাদ্দ করেন। সহায় সম্বলহারা মহিলা ও শিশুদের পরিচর্যা এবং নিরাপত্তার জন্য মহকুমা পর্যায়ে ৬২টি কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রাথমিকভাবে জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নরসিংদীতে পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। নরসিংদী থেকে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল শরণার্থী নরসিংদীতে প্রত্যাগমন শুরু করে। বিশেষ করে আগরতলা ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে থাকে। এ সকল শরণার্থীদের নিজ গৃহে ফেরার জন্য গন্তব্যস্থলের দূরত্ব অনুযায়ী কিছু নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। শরণার্থীরা যাতে নিজ নিজ গৃহে নিরাপদে পৌঁছতে পারে তার জন্য কিছু পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে এসকল শরণার্থীদের সাময়িকভাবে দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।[৪]

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছিল। বিশেষ করে থানাগুলোর অবস্থা ছিল খুবই করুণ। স্থানীয় প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় প্রাথমিকভাবে থানাগুলো চালু করা হয়। কারণ এসময় এক শ্রেণীর স্বার্থপর ও সুবিধাভোগী শ্রেণী আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। ফলে আইন শৃংখলা রক্ষা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য প্রথমে থানা গুলোকে পুর্নগঠন করতে হয়।[৫]

তৃতীয়ত, নয়মাস যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুসৈন্য হাজার হাজার বাড়ি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। আশ্রয়হীন এসকল নিঃস্ব মানুষের সাহায্য-সহযোগিতা খুব জরুরী হয়ে পড়ে। নরসিংদী জেলায় এসমস্ত আশ্রয়হীন মানুষের জন্য সাময়িকভাবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিকভাবে যাদের বাড়িঘর পুড়েছে তাদের তালিকা প্রণয়ন করে প্রত্যেক পরিবারকে দুই বাণ্ডিল ঢেউ টিন রিলিফ হিসাবে বন্টন করা হয়।[৬]

চতুর্থত, নির্যাতিত মহিলা ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় বিশেষ করে নির্যাতিত মহিলাদের সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে পুনর্বাসন করা হয়। নরসিংদীর সমাজ ও পরিবারগুলো মানমর্যাদার কথা চিন্তা করে

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতিত মহিলাদের কোন আশ্রয় কেন্দ্রে না পাঠিয়ে পারিবারিক আন্তরিক পরিবেশে তাদের পুনর্বাসন করে।

পঞ্চমত, নরসিংদী জেলার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদরদের অস্থায়ী ক্যাম্প। যুদ্ধকালীন এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করা হয়।

ষষ্ঠত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাবারের ব্যবস্থা করেন। গম সিদ্ধ, গুড়ো দুধ, বিস্কুট, ছাতু প্রভৃতি শিশুদের বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সপ্তমত, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শত্রু বাহিনীর দ্রুত চলাচল ও সরবরাহ বিঘ্নিত করার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। বিভিন্ন সেতু ও কালবার্ট বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। নরসিংদী জেলাতে এরকম সেতু ও কালবার্টের সংখ্যা ছিল ছোট বড় মিলিয়ে শতাধিক। যেমন আমীরগঞ্জ, পুরানপাড়া, রেলব্রীজ, রামসাগর ভৈরব সেতু। পুটিয়া ব্রীজ, ভেলানগর কারারচর ব্রীজ ইত্যাদি শত্রুমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক চলাচল ও পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা হয়।[৭]

এছাড়াও কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প ও অন্যান্য খাতে জরুরী ভিত্তিতে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সময়মত সে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এলাকার মানুষ ধীরে ধীরে প্রাথমিক বিপর্যয় সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে: ১৯৭২ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ সরকার পুনর্বাসন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে হাত দেন। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার যে সব প্রকল্প গ্রহণ করেন তাতে গ্রামাঞ্চলের গৃহ সমস্যার সমাধান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী, ক্ষতিগ্রস্থ মহিলা, এতিম শিশু ও যুদ্ধের ফলে সর্বহারাদের পুনর্বাসনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পল্লী এলাকায় গৃহ-নির্মাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ থানাগুলোসহ গ্রামাঞ্চলে মোট ১ লক্ষ ৬৬ হাজার গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৭২-৭৩ সালের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য বরাদ্ধকৃত ৬৬ কোটি[৮] টাকা মোটামুটি নিম্নোক্তভাবে ব্যয় করা হয়:

১.	গৃহ নির্মাণ	৪৫ কোটি টাকা
২.	পুনর্বাসন	১০ কোটি টাকা
৩.	জরুরী রিলিফ	৮ কোটি টাকা
৪.	অন্যান্য	৩ কোটি টাকা
	মোট =	৬৬ কোটি টাকা

পুনর্গঠন কর্মসূচী: বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতিপূরণ করাই এই কর্মসূচীর মৌল উদ্দেশ্য। এই কাঠামোর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক তৎপরতার হার ১৯৬৯-৭০ সালের স্বাভাবিক ক্ষমতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভিত্তি ভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। মুক্তিসংগ্রামকালে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবহণ, কৃষি এবং বিদ্যুৎ ও শিল্প ব্যবস্থা যথা শীঘ্র স্বাভাবিক করে তোলার কাজ সামগ্রিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার পায়।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে পুনর্গঠন কাজের জন্য নিম্নোক্তভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল:[৯]

	খাত	বাজেট বরাদ্দ (দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)	শতকরা হার
১।	পরিবহণ ও যোগাযোগ		
	(ক) সড়ক	৫১৯.১৮	৪৮.৬৭
	(খ) রেল	৩৮.৮০	৩.৬৪
২।	বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৯৪.৯০	৮.৯০
৩।	কৃষি, বন, মৎস, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন	১৪৭.৮০	১৩.৮৬
৪।	শিল্প	৬৫.৭৭	৩.১৭
৫।	শিক্ষা	৫১.০০	৪.৭৮
৬।	গৃহ নির্মাণ	৪৭.৮০	৪.৪৮
৭।	স্বাস্থ্য	৪০.৩০	৩.৭৮
৮।	সমাজ কল্যাণ ও শ্রম	৩২.৪০	৩.০০
৯।	পানি	২০.২০	১.৮৯
১০।	জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং	৮.৬০	০.৮১
		মোট ১,০৬৬.৭৫	

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন কালে সর্বাধিক পরিমাণে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার উপরোক্ত কর্মসূচীর মৌল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সরকার দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

পরিবহনঃ মুক্তি সংগ্রামের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা পঙ্গু এবং বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি প্রায় অচলাবস্থার পর্যায়ে পৌঁছে। এর ফলে খাদ্যশস্য, শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, কৃষিজাত দ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের আমদানী ও বিতরণ প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। পরিবহন ক্ষেত্রে যে নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, নীচের তালিকা[১০] থেকে তা উপলব্ধি করা যাবেঃ

	সেক্টর	দশ লক্ষ টাকার হিসাবে
১.	বন্দরঃ	
	(ক) চট্টগ্রাম	৯০.০৬
	(খ) চালনা	৫৮.৮০
২.	সড়কঃ	
	(ক) সেতু, কালভার্ট	৮০.৩০
	(খ) গ্রামের রাস্তাঘাট	১৮.২৫
	(গ) সড়ক নির্মান সরঞ্জাম	১৭.৭৩
৩.	সড়ক পরিবহনঃ	
	(ক) ট্রাক	২২৩.০০
	(খ) বাস	১২৮.০০
	(গ) বি,আর,টি,সি	১০.৮০
	(ঘ) খুচরা যন্ত্রপাতি	০০.১৯
৪.	রেলওয়ে	৩০৩.০০
৫.	শিপিং কর্পোরেশন	৮০.০৫
৬.	(ক) নৌ-পরিবহণ সংস্থা	২৬.৩৪
	(খ) আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ	১৩.৯৪
৭.	বাংলাদেশ বিমান	৮৭.১৫
৮.	সিভিল এভিয়েশন	৮৫.৪৪
	মোট	**১,২২৬.৫৮**

Dhaka University Institutional Repository

এই পর্যায়ের পুনর্গঠন কাজে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে বন্দরের সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা বিধান, নৌ-পরিবহণ উন্নয়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। নরসিংদী জেলায় বন্দর সমূহে এবং পলাশ, রায়পুরা ও শিবপুরের সাথে ঢাকার সরাসরি নৌ-যোগাযোগের উন্নয়ন ও পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়। এতে নরসিংদী জেলার সাথে নারায়ণগঞ্জ ও ভৈরববাজারের যোগাযোগ সহজেই চালু হয়।

বেসামরিক বিমান চলাচলের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ করা হয়। এই অর্থ থেকে ৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বন্দরের জন্য, ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা জল পথের জন্য, ১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা সড়ক ও হাইওয়ের জন্য ৩০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা রেলওয়ের জন্য এবং ২০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়।

এক্ষেত্রে মাত্র এক বছরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ৬৩ মাইল মিটার গজ এবং ১৬ মাইল ব্রডগজ রেলপথের মধ্যে ৪৩ মাইল মিটার গ্রেজ এবং ১৬ মাইল ব্রডগ্রেজ রেলপথ পুনরুদ্ধার করা হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের প্রায় ২/৩ মাইল রেলপথ পুনরুদ্ধার করা হয়। সারাদেশে ১৯৫টি রেলওয়ে ব্রীজের মধ্যে ৮২ টি স্থায়ীভাবে ১৯৮ টি অস্থায়ীভাবে পুণনির্মান করা হয়েছে। নরসিংদী জেলাতে ঢাকা-সিলেট রেল লাইনে বড় সেতু ঘোড়াশাল ব্রীজ, আমীরগঞ্জ সেতু মেরামত করে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ পুণস্থাপন করা হয়েছে।

রেলওয়ে সেতু নির্মানের ন্যায় সড়ক সেতু নির্মানের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি লক্ষ্য করার মত। ২৭৪ টি বিধ্বস্ত সড়ক সেতুর মধ্যে ৫৫টি স্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়েছে এবং ৯৬টি সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এছাড়া সাতটি স্থানে ফেরী সার্ভিস ও ষোলটি স্থানে ডাইভারশন রোড নির্মান করা হয়েছে। পুটিয়া ব্রীজ ও শিবপুর ব্রীজ সাময়িক ভাবে চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়। এছাড়া স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় অসংখ্য কাঠের সেতু নির্মান করে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয়।

বন্দরে মালপত্র উঠানো ও নামানোর ব্যবস্থাও প্রায় স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে যেখানে মাল হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার টন, সেক্ষেত্রে একই বছরের মে মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার টনে। এখানে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী আমলে উপরোক্ত দুটি বন্দরে মালপত্র হ্যান্ডলিংয়ের মাসিক সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন। বন্দর সমূহকে দ্রুত সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বন্দর পরিস্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করায় ফলেই এতোটা তাড়াতাড়ি বন্দর গুলোর অবস্থা এরকম উন্নত করা সম্ভব হয়।

জলপথের পরিবহণ ক্ষেত্রেও একই রকম পুনর্গঠন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-পরিবহনের স্বাভাবিকতা রক্ষায় গুরুত্ব বিশদ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের যে সব নৌযহয় ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা পূরণ করার কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এ জন্য ক্ষতিগ্রস্থ নৌযান সমূহ মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়াও বিদেশ থেকে বার্জ, নৌকা, টাগ প্রভৃতি আমদানির এবং অবতরণ ক্ষেত্রে ও ওয়ার্কশপ তৈরীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বহুস্থানে উৎপাদন, বিতরন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়। উৎপাদনে মোট ক্ষতির পরিমাণ তিন কোটি টাকার উপর। পক্ষান্তরে বিতরণ ব্যবস্থায় ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকা। ট্রান্সমিশন এবং লাইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এর ফলে ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা রীতিমত উৎসাহ ব্যাঞ্জক। উক্ত অর্থ বছরে ৬১ টি লাইন মেরামত করা ছাড়া ও ২৪ টি নতুন লাইন নির্মাণ হয় এবং ১৬ টি ক্ষতিগ্রস্থ লাইনকে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জ উলন লাইন ৩৩ কে. ভি. এর স্থলে ১৩২ কে. ভি.তে উন্নীত করা হয়। মেরামতের কাজ কর্ম ছাড়াও ঈশ্বরদী উলন ও খিলগাঁও এর সাব ষ্টেশন, রূপগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন, দিনাজপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং মেহেরপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গ্রীড লাইন এবং ডিষ্টিবিউশন লাইনের পুনরুদ্ধার কাজের প্রতিও পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়।

কৃষিঃ মোট আভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগ যে ক্ষেত্র থেকে আসে সেই কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির ইনফ্রাষ্ট্রাকচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শরণার্থী হিসাবে এক কোটি মানুষের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ এবং অপর দুই কোটি জীবন প্রবাহের এ ক্ষেত্রটিও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে এ খাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩৭৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে বস্তুগত যে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিমাণ আনুমানিক ৮৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা।[১১] নিম্নের তালিকার মাধ্যমে ব্যাপারটি পরিস্কার হবে।

	খাত সমূহ	(কোটি টাকার হিসাবে)
ক.	কৃষি (মৎস্য সম্পদ ছাড়া)	৭.৫৬
খ.	চা	২০.৭৬
গ.	পল্লী উন্নয়ন ও অন্যান্য	১.৭৬
ঘ.	খাদ্য	৩.৭৩
ঙ.	মৎস্য	১২.২৪
চ.	সমবায়	৩.৫৮
ছ.	গবাদি পশু	১.৭৬
জ.	বি.এ.ডি.সি	৪.৫৮
ঝ.	ড্রাফট পাওয়ার	২৫.০০
ঞ.	মৎস্য শিল্প সংস্থান	৩.৩৩
		মোট ৮৪.১৯

খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে এ ক্ষেত্রে সরকার কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭১ সালের মার্চ পূর্ব পর্যায়ে উন্নীত করার এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে নতুন যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্য স্থির করে। এজন্য সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রায় বরাদ্দ করা হয় ৬২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।[১২] নিম্নোক্ত জিনিস সমূহ ক্রয় বাবদ এ অর্থ বরাদ্দ করা হয়:

	দ্রব্য	পরিমান দশ লক্ষ টাকার হিসাব
১.	খুচরা যন্ত্রপাতিসহ পাওয়ার পাম্প ৪০০০	৪৬.০০
২.	ওয়ার্কশপ টুলস্ ও সাজসরঞ্জাম	৬.৫০
৩.	খুচরা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম	২.০০
৪.	ঘিমান ও ঘিমান থেকে স্টোর উপযোগী জিনিসপত্র	৫.৬০
৫.	পরিবহন যান	২.৮০
		মোট ৬২.৯০

কীট-পতঙ্গ নিরোধক ঔষধপত্র এবং অধিকতর পরিমাণে সার ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার দেশার অভ্যন্তরে ইউরিয়া সার, টি.এস.পি. এবং পটাশ উৎপাদনের উপর জোর দেয়। কীট নাশক ঔষধ এবং উন্নত মানের বীজ সরবরাহের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদিও এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এই কর্মসূচীর অধীনে সরকার ইরি- ২০ জাতীয় ধানের ছয় লক্ষ মন বীজ এবং ইরি-৮ জাতীয় ধানের দুই লক্ষ মন বীজ সরবরাহ করে। এ ছাড়া শীতকালীন শস্য উৎপাদনের সুবিধার্থে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয় লো-লিফট্ পাম্প এবং গভীর নলকূপ ব্যবহারের উন্নতি বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই ব্যাপক পুনর্গঠন কাজের সর্বশেষ ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

নরসিংদী জেলাতে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পুনর্বাসন হয়েছিল, অনাবাদী, ঘাসজমি দরিদ্র কৃষক ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট বিতরণের মাধ্যমে বেশীর ভাগ অনাবাদী জমি আবাদী জমিতে রূপান্তরিত করা হয়। এছাড়া স্থানীয় জোতদার ও লাঠিয়াল বাহিনীর দখলে প্রচুর পরিমাণ খাস জমি ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ কিছু পরিবারকে মাথা পিছু সামান্য জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। এসকল অনাবাদী ও বেদখলী জমিতে আবাদ করে ফসল উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলোকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে সরকার এ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এতে করে চরাঞ্চলে কৃষি খাতে উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

শিল্পঃ আনয়ডের জরিপ অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ধ্বংসলীলায় শিল্প ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অর্থাৎ ৫ কোটি ২২ লক্ষ ১৫ হাজার মার্কিন ডলারের সমান। কাঁচামাল, যন্ত্রগত ইনফ্রাষ্ট্রাকচার এবং যন্ত্রপাতি এই ধ্বংসলীলার শিকারে পরিণত হয়। সরকারি খাতের অন্তর্গত পাট শিল্প, শিপইয়ার্ড এবং ডিজেল প্ল্যান্ট প্রভৃতির পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া বেসরকারি খাতের হাজার হাজার ক্ষুদ্র শিল্প বিধ্বস্ত হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতির যোগান দানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে শিল্প উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয় ৫৭৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক. ফ্যাক্টরী, গুদাম, মেশিন পত্র প্রভৃতি মেরামতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান।

খ. মূলধন বিনিয়োগে ইক্যুইটি, সহযোগিতা।

গ. কাঁচামাল ক্রয় এবং কারখানা চালু রাখার ব্যয় সংকুলানের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল বাবদ স্বল্প মেয়াদী ঋণ দান।

ঘ. আমদানীকৃত ও স্থানীয় কাঁচামাল নিয়মিত ভাবে সরবরাহ।

ঙ. এছাড়াও সরকার সেক্টর ভিত্তিক সংস্থা সমূহকে সেগুলোর অধীনস্থ কলকারখানা ও উৎপাদন যন্ত্রগুলো সক্রিয় করে তোলা ও রাখার জন্য নিম্নোক্ত হারে অর্থ বরাদ্দ করে:[১৩]

	খাত সমূহ	(দশ লক্ষ টাকার হিসাবে)
১.	বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	১৩০.৫০
২.	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা	৪.১৩
৩.	বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সাহায্য সংস্থা	০.০২
৪.	চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা	০.০২
৫.	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা	১৭.৫০
	মোট	১৫২.১৭

উপরোক্ত ক্ষেত্র সমূহের পুনর্গঠন কাজ থেকে সুফল লাভ কিছুটা সময় সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। তবে এরই মাঝে এর শুভ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতে শুরু করে। এতে আশা করা যায় মূলধনের যথাযথ বিনিয়োগ এবং একনিষ্ঠভাবে কাজ কর্মের ভেতর দিয়ে শীঘ্রই বাংলাদেশ তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

শিক্ষা: ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী যে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ছিল তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে মুক্তি সংগ্রামীরা আশ্রয় নিতেন, সেজন্যই এগুলো প্রবল আক্রোশের কবলে পতিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবয়বগত ক্ষতি ছাড়াও লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ সমুহ ধ্বংসলীলার ভেতর দিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ তাদের উপায় উপকরণ সমূহ হারিয়ে ফেলে। এক হিসাবে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ধ্বংসযজ্ঞে প্রায় ২১ হাজার ৮ শত ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তন্মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে ৮০০০, ৩৪৮০ ও ২৯০। এছাড়াও ৩০টি প্রাথমিক শিক্ষা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ও ৩০টি সরকারী অফিস বিনষ্ট হয়। বলাবাহুল্য ফিল্ড অফিসার, সংশ্লিষ্ট স্কুল সমূহের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সূত্র হতে এই ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপিত হয়েছে। এই ধ্বংসের বুকে সৃষ্টির ব্যাপক প্রচেষ্টা হিসেবে সরকার প্রায় ২৯ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। শিক্ষা ডাইরেকটরেট ডিগ্রী পর্যায়ের বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যন্ত পুনর্গঠন কাজ তদারক করে। শিক্ষা ডাইরেকটরেট এজন্য যে অর্থ ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত পেয়েছেন তার পরিমাণ হল ২৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এছাড়া পাকিস্তান আমলে ক্ষতিগ্রস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বই পুস্তক ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বলা অনাবশ্যক যে, এ বরাদ্দের ব্যাপারে সরকারি প্রচেষ্টায় বিরাম ঘটেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকে।[১৪]

নরসিংদী জেলাতে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশেষ করে হাইস্কুলগুলো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ থানা পর্যায়ের বেশীর ভাগ হাইস্কুল ছিল পাকিস্তানী বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের ক্যাম্প। সমগ্র নরসিংদীতে প্রায় ২৫ টি হাইস্কুল ও ৪টি মাদ্রাসা, ১টি প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, ১টি টেকনিক্যাল হাইস্কুল ও ৪টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর বই পুস্তক, বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি ভাঙ্গচুর, জ্বালিয়ে দেয়া বা চুরির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল ক্ষয়ক্ষতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য সরকারিভাবে অপর্যাপ্ত অর্থ মঞ্জুর করা হয়। আসবাব পত্র তৈরী, দেয়াল মেরামত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব হলেও উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইব্রেরী পুনর্গঠন ছিল প্রায় অসাধ্য। কারণ লাইব্রেরীতে যে সকল পুরনো বই পত্র, স্মারক গ্রন্থ, গবেষণা পত্র ও দুষ্প্রাপ্য বই ছিল সেগুলোর অনেকাংশই আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ক্ষতি ছিল অপূরণীয়।[১৫]

গৃহ নির্মাণঃ অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সরকারি ও বেসরকারি আবাস এবং সম্পত্তিরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বিল্ডিং ডাইরেকটরেটের বহু বাড়িঘর বিনষ্ট হয়ে যায়। পুনর্গঠন ব্যয়ের হিসেবে এক্ষেত্রে সরকারি খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দশ কোটি টাকারও বেশী। তবে এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতেই ক্ষয়ক্ষতি হয় ব্যাপক যার পরিমাণ প্রায় ৮২৫ কোটি টাকা। পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের পানি সরবরাহ এবং পয়:প্রণালী ব্যবস্থারও মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

গৃহ সমস্যা সমাধানের সুবিধার্থে এক্ষেত্রে পুনর্গঠন কাজকে দশটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এবং প্রত্যেক সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হয়। গৃহ নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত ও সুষ্ঠুতর করার জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থ যে দশটি সাব সেক্টরের মধ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে তা হলো, বিল্ডিং ডাইরেকটরেট, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পূর্ত বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ডাইরেকটরেট, পুলিশ ডাইরেকটরেট, পর্যটন সংস্থা এবং বাংলাদেশ রাইফেলস এর সার্ভে বিভাগ।

তবে নরসিংদী জেলাতে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত পুনর্বাসন হয়নি। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা গ্রামগঞ্জ এলাকায় প্রচুর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। হাট বাজারও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু সরকারি ভাবে এসবের তেমন কিছুই পুনর্বাসন করা হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় শুধুমাত্র মাথাপিছু দুই বান্ডিল করে ঢেউ টিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, যা দিয়ে যেন রকমে মাথা গোজার ঠাই করে নিয়েছিল আশ্রয়হীন পরিবারগুলো। এছাড়া একটি ঘর তৈরী করতে অন্যান্য যে সকল উপকরণ দরকার যেমন- বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতির কিছুই দেয়নি। এছাড়া ঘর তৈরীতে প্রয়োজনীয় নির্মাণ ব্যয় অনেকের কাছে না থাকায় তারা এসকল ঢেউ টিন খোলা বাজারে বিক্রি করে দিয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করেছে এবং স্ত্রী, সন্তান নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেছে।

এছাড়াও সরকার মাথাপিছু একখন্ড করে কম্বল দিয়েছে, তাও সঠিক ভাবে বিলি বন্টন হয়নি। টেষ্ট রিলিফ হিসাবে গম দিয়েও পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নরসিংদীর অনেক পরিবারই নিজস্ব প্রচেষ্টা ও আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্য সহযোগিতায় পুনর্বাসিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

একথা ঠিক যে, মুক্তিযোদ্ধাদের দলে সমাজের গরীব মানুষগুলোরই সমাহার হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কাজেই তাদের স্বপ্ন পূরণের শ্রেণীগত প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু আশাহত হতে সময় বেশী লাগেনি। যেন আশা ভংগের সব প্রক্রিয়া, যোগার যন্ত্রের আগে থেকেই করা ছিলো। যা কিছু দেখা গেল যা কিছু পেতে থাকলো সব কিছুই যেন চিন্তা চেতনার বাইরে। আর ফলশ্রুতিতে আশাহতের বেদনায় দিন দিন, প্রতিদিন নীল থেকে নীলাভ হতে থাকলো দেশবাসী। এর দু'একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মুক্তিযুদ্ধের বিশালত্বের যে দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল, যুদ্ধ শেষে তা যেন হারিয়ে যেতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন মত ও পথের অজস্র মানুষের যে সম্মিলন হয় বিজয়ের পর তাতে ভাংগন দেখা দেয়।

মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ একে প্রকৃতপক্ষেই গণমানুষের যুদ্ধে পরিণত করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের এই চরিত্রটি উপলব্ধি না করে বরাবরই একে একটি সামরিক অভিযান সম যুদ্ধ হিসাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। উপরন্তু, পাকিস্তানীদের পরাস্ত ও বিতাড়ণ এই যুদ্ধের আপাতঃ লক্ষ্য হলেও যুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের আশা আকাঙ্খার যে স্ফুরণ হয়েছিল তা বিবেচনায় আনা হয়নি। পাকিস্তানী বাইশ পরিবারের শোষণের বিপক্ষে সমগ্র জাতিকে যে ভাবে উজ্জীবিত করা হয়েছিল যুদ্ধ জয়ের পর সেই স্পীরিট অক্ষুন্ন থাকেনি। বরং বহু বাইশ পরিবার সৃষ্টির প্রক্রিয়াই যেন অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র প্রকটতর হয়, মৌলিক চাহিদা পুরণের বিষয় সুদূর পরাহত হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে বিরল সৎ ও ত্যাগী চারিত্রিক উত্তরণ ঘটেছিল আমাদের জাতির- তা পরবর্তী বৈশাদৃশ্য ও বিপরীত ক্রিয়া প্রক্রিয়ায়, সুবিধাভোগী শ্রেণীর ব্যাপক ব্যভিচার, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রে মলিন হতে থাকে। আর এভাবে নিজেরই সৃষ্ট রাষ্ট্রে বৈরী রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বন্দী হয়ে নিগৃহীত হতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষতঃ মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণকারী শ্রেণীকে। এই চিত্র সারা দেশের মত নরসিংদীতেও দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে যারা নানাভাবে স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের নিপীড়ন নির্যাতন করেছে, জনগণের সম্পত্তি লুট করেছে; তারা প্রথমে আত্মগোপন করে এবং পরে সব বোল পাল্টে ক্ষমতাসীনদের কৃপা প্রার্থী হয়; রাতারাতি রূপ বদলিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সদস্য দরজা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস ভারতে অবস্থানকারী নেতৃত্ব, যারা রণক্ষেত্র থেকে তাদের দাপট দেখেনি তারাই এ কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। জয়দেবপুরের সেই ঘৃণিত মানব ল্যাংড়া আউয়াল রাজনৈতিক ভাবে পুনর্বাসিত হয়। জামাত নেতা কালীগঞ্জের প্রফেসর ইউসুফ আলী এবং স্বঘোষিত দালালদের কোন বিচার হয়নি। বিষয়টি আমাদের রক্তাক্ত করে, ক্ষতবিক্ষত করে ভীষণভাবে। বিচার হয় না, শাস্তি হয়না কোন দানব শক্তির, আলবদর, আলশামস্ আর রাজাকার বাবাদের হোতাদের। বিচার হয় শুধু অসহায় গরীব রিক্সাচালক আর সাধারণ মানুষের।

যে সব অকুতোভয় মুক্তিসেনা জীবন বিলিয়ে দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার সোপান রচনা করে গেলো, তাঁদের অনেকের জীবন উৎসর্গের মূল্যায়ন হল না রাষ্ট্রশক্তি থেকে। এমনকি তাদের যথাযথ তালিকাও প্রণীত হল না। তাঁদের পরিবারগুলোর প্রতিও অবহেলা প্রদর্শিত হল। এলাকার মানুষ, সহযোদ্ধারা তাঁদের হৃদয়ে লালন করলেও রাষ্ট্রযন্ত্র, শাসকদল এ নিয়ে মাথা ঘামালোনা। শিবপুর, নরসিংদীতে যে ক'জন শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের বিধায় তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলেন। তাদের আত্মত্যাগের সুমহান গাঁথা অকথিতই রয়ে গেল। শুধু তাই নয়, কালীগঞ্জ থানা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক শামসুদ্দিন হত্যার বিষয়টি তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রভাবশালী নেতাদের গোচারীভূত করার পরও এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামালেন না। তাদের পরিবারও কোন সদয় আচরণ পেলোনা সরকারের পক্ষ থেকে।

চরম ত্যাগী, স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রশক্তি কাঙ্খিত মর্যাদা দেয়নি। তাদের সামাজিক মূল্যায়নও হয়নি। জাতীয় পর্যায়ে অনেককে উপাধি দেয়া হল। কিন্তু স্থানীয় ভাবে রাজনৈতিক গুরুত্ববিহীন অথচ মুক্তিযুদ্ধে যারা কৃতিপুরুষ, কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হয়েছিলেন জনগণের কাছে; তাঁদের অনেকেরই স্বীকৃতি মেলেনি। অমিত বীর্যের অধিকারী ন্যাভাল

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজ যার বীরত্ব কথা লোকের মুখে মুখে ছিলো- সেই অযুতোভয় মুক্তিসেনানীর ভাগ্যে জুটেনি কোন প্রশংসার বাণী। তেমনটি ঘটেছে মজনু মৃধা, মান্নান ভূঁইয়াসহ অন্যদের ক্ষেত্রেও। এসবই হয়েছে দলীয় সংকীর্ণতার চোরাগলিতে অন্তরীণ।

শুধু তাই নয়, ন্যাভাল সিরাজ পরবর্তীতে বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও ভাসানী ন্যাপে যোগ দেয়ায় এই সংগঠন দু'টি দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। এতে শাসক দল শংকিত হয়। আর তার ফলশ্রুতিতে এক গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে হত্যার নীল নক্শা আঁকা হয়। প্রথমে নরসিংদীর শ্রমিক এলাকায় একবার তাঁকে ছুরিকাহত করা হয়, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। পরে ১৯৭২ সালে পুরিন্দা বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে একই সংগঠনের সশস্ত্র ব্যক্তিরা পুলিশের নাকের ডগায় তাঁকে এবং তার সহযোগী আরেক মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকতকে অবিরাম গুলী করে হত্যা করে। তার হত্যাকান্ড আপামর জনসাধারণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের শোকাহত, বেদনাবিধুর ও স্তম্ভিত করে। ন্যাভাল সিরাজের মানসপুত্র মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে পাঁচদোনার মোড়ে হাইস্কুল মাঠে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল হয়। তেমনি সভা হয় ঘোড়াশাল হাইস্কুল মাঠে এবং পাঁচদোনা স্যার কেজি গুপ্ত হাইস্কুল ময়দানে তাঁর কবরের সামনে। শেষের জনসভায় অশীতিপর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী যোগ দেন। তিনি এই হত্যাকান্ডের নিন্দা করেন। অপরদিকে মান্নান ভূঁইয়াকে শিকার হতে হয় রক্ষীবাহিনী সহ সরকারের নানা রকম বাহিনীর হুমকি আর নির্যাতনের। এই অঞ্চলের এই দুই নির্ভীক পুরুষের পুরস্কার এভাবেই দেওয়া হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ন্যাভাল সিরাজ, মান্নান ভূঁইয়া প্রমুখের নেতৃত্বে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্র জমা দেয়া হয়। শুধুমাত্র শিবপুর থেকেই মান্নান ভূঁইয়া দশ ট্রাক বোঝাই অস্ত্র, গোলাবারুদ জমা দেয়। ন্যাভাল সিরাজসহ অন্যরাও অনুরূপভাবে অস্ত্র জমা দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা পরবর্তীতে সরকারের বিভিন্ন বাহিনী অস্ত্র উদ্ধারের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অকথ্য নিপীড়ন চালায়। রক্ষীবাহিনীকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়। এই রক্ষীবাহিনী শিবপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ঝিনুক খানকে ধরে নিয়ে অবর্ণনীয় দৈহিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের ভয়ে ভীত হয়ে আরেক কমান্ডার আওলাদ হোসেন বিএসসি দেশ

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে বিদেশে চলে যান। যার রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদেরই যেন সে সময়কার প্রধান প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করে এক অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ, স্বাধীনতা বিরোধী ঘৃনিত শক্তি আলবদর-রাজাকারগণ এই সুযোগে তখন পুনর্বাসিত হতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সনদের বিষয়টি অনেক মুক্তিযোদ্ধার নিকটই গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাতো সব সেক্টরেই ছিলো। আর জনগণই তো জানে কারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কাজেই তারাই তো প্রকৃত সার্টিফিকেট। কিন্তু পরে সনদ বিতরণ শুরু হয় সে সনদ আবার ব্ল্যাংক বা খালি সনদ। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনী ওসমানীর দস্তখতকৃত সনদ চারিদিকে যথেচ্ছ বিতরণ শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধা, অমুক্তিযোদ্ধা নির্বিশেষে আপনজনদের মাঝে। যার যার ইচ্ছে মতো নাম, পিতার নামটি লিখে নিলেই চলতো! আর মুক্তিযুদ্ধের কষ্টকর ভূমিকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা চিহ্নিত নেতৃত্ব তা বিতরণ করে চরম স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমার অযোগ্য ঘৃণার কাজটি করলেন। এই সব সার্টিফিকেটের বলে অনেক অমুক্তিযোদ্ধা অনেক কিছু বাগিয়েছে। অনেকে উচ্চ সরকারী পদে আসীন হয়েছে। অমুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধা সনদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেয়াই শুধু নয়, রাজাকার কিংবা মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ শক্তিকেও এই সনদ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বানানো হয়। এই অবস্থায়, নরসিংদী মূল দলের অধিনায়ক শিবপুর থানা কমান্ডার আবদুল মান্নান খানকে 'সনদ পত্রের' এই ব্যবচ্ছেদের কথাগুলো জানানো হয়। তিনি বললেন যে, এই থানার সকল সনদ আওয়ামী লীগ নেতা ফটিক মাষ্টার নিয়ে এসেছেন। মুক্তিযোদ্ধা দলের সদস্যদের সনদপত্র চাওয়া হয়েছিল, তিনি তা দেন নি। তাদের পছন্দ মতো আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে এসব বিতরণ করেছেন। বিষয়টি ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে মেজর) হায়দারকে জানানো হলে তিনি সকল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদাভাবে সনদপত্রের ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়কার যুদ্ধের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে তা অনেকটা বিঘ্নিত হয়। স্বজনপ্রীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করাতে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্থ লোকগুলো আশাহত হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমেও একই অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। তবে একথাও সত্য যে, শিশু রাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা সীমিত আকারেই এ সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুলতার কারণে পুরোপুরি পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন সম্ভব হয়নি।

তথ্য নির্দেশ

১. মোঃ জামির, *পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন*, বাংলাদেশ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭২, পৃ. ৯৩-৯৪

২. মোঃ জামির, *ঐ*, পৃ. ৯৬-৯৭

৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭

৪. সাক্ষাতকার, নূরুল হক মিয়া

৫. সাক্ষাতকার, এবিএম তালেব আলী

৬. সাক্ষাতকার, ফজলুল করিম, মুক্তিযোদ্ধা

৭. সাক্ষাতকার, কামাল উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকণ্ঠ

৮. মোঃ জামির, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮

৯. *ঐ*, পৃ. ৯৮

১০. *ঐ*, পৃ. ৯৯

১১. *ঐ*, পৃ. ১০০

১২. *ঐ*, পৃ. ১০২

১৩. *ঐ*, পৃ. ১০১

১৪. *ঐ*, পৃ. ১০২

১৫. সাক্ষাতকার, শেখ মোঃ আব্দুল হাই

১৬. *The Second Five year plan 1980-85*. Ministry of Finance and Planning. 29 V. 1983. p. 1.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি আর শোষণ অত্যাচারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যে চেতনার জন্ম দেয় তারই প্রতিফলন হলো ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। এক কথায় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অনেকটা বাধ্য করে এদেশের মানুষকে যুদ্ধের জন্য। পূর্ব হতেই নরসিংদীর জনগণ দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত ছিল যার প্রমাণ বহুবার দিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু করে বহুবার নরসিংদীর সচেতন মানুষ বিভিন্ন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মাওলানা ভাসানী কয়েকবার নরসিংদী এসেছেন। শেখ মুজিবুর রহমানও নরসিংদী সফর করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নরসিংদীর ছাত্রসমাজ ব্যাপক সাড়া দেয়। সারা দেশের মত নরসিংদীতে হরতাল পালিত হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে নরসিংদীবাসী ব্যাপক সাড়া দেয়। নরসিংদীতে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। মহিলরাও লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেয়। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনেও এখানকার জনগণের অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারী হলে তার বিরুদ্ধে নরসিংদীবাসী যুগপৎ আন্দোলন করে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে যে গণঅভ্যুত্থান হয় তাতেও নরসিংদীবাসীর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ আসাদ শেষ পর্যন্ত নিজের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও কুণ্ঠিত হননি। আসাদের শাহাদত বরণ নরসিংদীর জনগণকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে।

এ ঘটনার পর নরসিংদীর আন্দোলন আরো বেগতর হয়। আসাদের শাহাদত বরণের পর তৎকালীন নেতা জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার উদ্যোগে নরসিংদীর শিবপুরে ১৯৭০ সালে শহীদ আসাদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই শিবপুরের প্রথম কলেজ। বর্তমানে কলেজটি শহীদ আসাদ সরকারী কলেজ নামে পরিচিত। ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও নরসিংদীর জনগণ ৬ দফার পক্ষে রায় দেন। ব্যাপকভাবে কাজ করে। সবশেষে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকার পরই নরসিংদীর অবদান রয়েছে। কারণ ২৫ মার্চের ক্রাকডাউনের পরই নরসিংদীর বামপন্থী নেতারা ঢাকা ছেড়ে নরসিংদীতে চলে যান এবং সেখানে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। ৪ ও ৫ এপ্রিলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

নরসিংদীতে বোমা বর্ষণ করলে নরসিংদীর বামপন্থী নেতা ও মুক্তিযোদ্ধারা এর উপযুক্ত জবাব দেয়। এমনও দেখা গেছে যে, মাত্র ১০/১২ জন যোদ্ধা মিলে সাধারণ অস্ত্র নিয়ে ৩/৪ ট্রাক পাকিস্তানী সৈন্যের মোকাবিলা করেছে। এজন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শেষ অবধি পর্যন্ত নরসিংদী অনেকটা মুক্ত থাকে। মাঝে মাঝে আক্রমণ হলেও পাল্টা আক্রমণের দ্বারা তা প্রতিহত করা হয়। ভৌগোলিক কারণে নরসিংদী যেমন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নজরে আসে তেমনি আবার উত্তরাংশে পাহাড়, লালমাটি ও জঙ্গলের কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে শিবপুরের অবস্থানগত গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। শিবপুরের অবস্থান নরসিংদী জেলার মধ্যবর্তী স্থানে। শিবপুরের উত্তরে মনোহরদী, পূর্বে বেলাব্যো, দক্ষিণে রায়পুরা ও পশ্চিমে নরসিংদী সদর। তাই মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমেই শিবপুরে শক্ত ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলে। তাছাড়া শিবপুরেই তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মান্নান ভুইয়ার বাড়ি। যুদ্ধের শুরুতেই জনাব মান্নান ভুঁইয়া শিবপুরে চলে আসেন এবং পরবর্তীতে ষাটের দশকের নামকরা ছাত্রনেতা কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জামাল হায়দার, হায়দার আকবর খান রনো ও হায়দার আনোয়ার খান জুনো, সাদেক হোসেন খোকা, প্রভৃতি নেতারা নরসিংদী এসে মান্নান ভুঁইয়ার সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে স্বল্প মেয়াদী ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তারা পরিকল্পনামত গোটা নরসিংদী ও ফালিগঞ্জ পর্যন্ত অবস্থান নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই নরসিংদীর আওয়ামী পন্থী নেতারা প্রবাসী সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ভারতে চলে যান। পরে তারা খুব বেশী কিছু করতে পারেনি এজন্য যে এরই মধ্যে আবদুল মান্নান ভুঁইয়াসহ অন্যান্যরা মোটামুটি নিজ নিজ অবস্থান গুছিয়ে নিয়েছেন। জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার দলভুক্ত প্রায় সবাই ছিলেন বামরাজনীতিতে বিশ্বাসী। কারণ নরসিংদীতে স্বাধীনতাযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়েই বাম রাজনীতি ব্যাপক দানা বেঁধে ওঠে। মাওলানা ভাসানীর আদর্শে উজ্জীবিত হয় অনেক নেতাকর্মী। মান্নান ভুঁইয়া যুদ্ধের জন্য যে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন তা ছিল শিবপুরের বিলশরন গ্রামে। তবে বিভিন্ন সময়ে কৌশলগত কারণে পাহাড়ী এলাকার বিভিন্ন স্থানে হেডকোয়ার্টার পরিবর্তন করে যুদ্ধ করতেন। পাহাড়ী এলাকা হিসেবে জয়নগর, যশোর, বাঘাবো ইউনিয়ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে একটি কথা উল্লেখ্য যে, বামপন্থী এসকল যোদ্ধাদের ভারতে ট্রেনিং এর ব্যাপারে অনেকটা অসুবিধায় পড়তে হতো। ভারতে

Dhaka University Institutional Repository

তখন নকশাল আন্দোলন চলছিল। তাই ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীদের সন্দেহের চোখে দেখতো। তবে অনেক বামপন্থী গেরিলাকে মেজর খালেদ মোশারফ ও ক্যাপ্টেন হায়দার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। যাঁরা ট্রেনিং দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নেভাল সিরাজ বীর প্রতীক, মজনু মৃধা ও হাবিলদার ইয়াসিন মিয়া অন্যতম। নরসিংদী তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাদের বেশীর ভাগই হলো মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল কৃষক পরিবারের শিক্ষিত সন্তান। তবে যোদ্ধা যাঁরা ছাড়া ছিলেন তাঁদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশী। এতে অংশ নিয়েছিল কৃষক, ছাত্র, রাজনীতিক, শিক্ষকসহ বহু পেশার মানুষ। সুতরাং নরসিংদীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পূর্বাপর নরসিংদীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত নরসিংদীর জনগণ স্বজাতিবোধ ও আঞ্চলিকতায় অন্যদের চাইতে অনেক এগিয়ে ছিল। এ জেলা বরাবরই তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে স্বতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়। প্রগতিশীল চিন্তাধারার মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা স্বোচ্ছার। এসময় নরসিংদীর নেতাকর্মীরা বিভিন্ন মতের হলেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন দেশকে মুক্ত করার জন্য। তারা গেরিলা বাহিনী গঠন করে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময়ে মুসলিমলীগ জামাতপন্থী কিছু লোক পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও নরসিংদীতে তারা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। নরসিংদীতে যেসব জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে শিবপুরের বাক্কারিয়ায় যুদ্ধ, পুটিয়ার যুদ্ধ, ফটিয়াদির যুদ্ধ, ভরতের কান্দির যুদ্ধ, চন্দনদিয়ায় যুদ্ধ, জিনারদী ক্যাম্প আক্রমণ, ব্রাহ্মনদীর যুদ্ধ, বেলাবো অপারেশন, হাটুভাঙ্গার যুদ্ধ, মনোহরদীর যুদ্ধ, অপারেশন ফৌজি চটকল, অপারেশন বড়ৈবাড়ি, ঘোড়াশাল ব্রিজে অপারেশন, শিল্পাঞ্চল অভিযান ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো ছোট ছোট অনেক খন্ড যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। নরসিংদী সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয় ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই। এ অভিসন্দর্ভে প্রাণহানী, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, প্রভৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। অবকাঠামো বিনির্মাণে সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ এবং স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হয়েছে। নরসিংদী জেলায়

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠিত গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চিত্র তুলে ধরে নরসিংদীসহ সারা বাংলার ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। আর এভাবে একদিন মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত নির্বাচিত ইশতেহারের ২১ দফা ছিল নিম্নরূপ:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা হবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায় কয়বায় স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। উচচ হায়ের খাজনা ন্যায় সঙ্গত ভাবে হ্রাস হইবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পুর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

৫. পূর্ব বঙ্গকে লবন শিল্পে স্বয়ংসম্পর্ণ করিবার জন্যে সমুদ্র উপকুলে কুটির শিল্প ও বৃহৎশিল্পের লবন তৈরীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম মন্ত্রী সভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা ও তাহাদের পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ব বঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্ত র্জাতিক শ্রম সংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায় সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা করা হইবে ।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর ও কেবল মাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতন ভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতন ভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসামাঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. "নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনেন্স" প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করিয়া বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা সমিতি করিবার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাইসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ হইবে এবং তাহাদের পরিবার বর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বঙ্গকে পূর্ণস্বায়ত্ত শাসিত ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের হেড বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনছার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবেনা। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রীসভা

Dhaka University Institutional Repository

পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

পরিশিষ্ট ২: ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবীগুলো ছিল নিম্নরূপ:*

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র গঠনা করত: পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভা সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান অবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

১. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এর যেকোন একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়:

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই অবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবেনা, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেশন রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

গ. সকল প্রকার ট্যাক্স- খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যাল জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামুলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এমনিভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়:

ক. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

ক. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

খ. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশীক মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার মতে আদায় হইবে।

গ. দেশীজাত দ্রব্যাদি বিনামূল্যে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে।

ঘ. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড সম্পর্ক সম্পাদের এই আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

ঙ. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানের মিলিশিয়া ব প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

পরিশিষ্ট ৩: ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৬৯ সনের ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদের যে ১১ দফা দাবী পেশ করেন তা নিম্নরূপ:

১. ক. স্বতন্ত্র কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইতিমধ্যে যে সব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হইয়াছে সেগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ ক্লাসে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে। কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবী মানিতে হইবে। ছাত্রবেতন কমাইতে হইবে। নারী শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে।

খ. কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পর্ক বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিতে হইবে।

(গ) শাসক গোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্যাদির "জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট" ও "হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট" বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত ঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স ও বৃহৎশিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা, ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও

Dhaka University Institutional Repository

তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে । পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ ও আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হইবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্থিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট ৪: ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ছাত্র নেতা আসাদের মৃত্যু সংবাদ তাঁর পিতার কাছে প্রথম যেভাবে পৌঁছে তা নিম্নরূপ:

"বিশে জানুয়ারী সোমবার। আমি ও আমার ছেলে আসাদের অনুজ মনিরুজ্জামান দেশের বাড়িতে ছিলাম। আর সব ঢাকার বাসায়। সেদিন মসজিদে ঈশার নামাজের জামায়াত হলো একটু সকাল সকাল। আমার শরীর ছিল একটু কাহিল। তাই সুরুদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমায়ে পড়লাম রাত্রি নয়টার মধ্যে। রাত্র এগারটায় সময় একটা দু:স্বপ্ন দেখে চিৎকার দিয়ে উঠি। সে মুহূর্তে শুনতে পাই আমার ছেলে আসাদের অগ্রজ রশীদুজ্জামানের শব্দ। সেই বহির্বাটিতে নিদ্রিত মনুকে ডাকছে। আমার কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো তার ডাকটা। ক্ষণিক পরেই আমার ঘরে ঢুকলো। বাতিটার আলো বাড়িয়ে দিলাম। সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রহিলো। কথা বলতে পারে না। চোখে মুখে কি যেন আতঙ্কের ভাব। নিজকে সামলিয়ে কতক্ষণ পরে বললো, বাবা একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে- আসাদ আহত হয়েছে। অদ্য দিনের বেলায় সে ছাত্র মিছিলে যোগ দেয়, সেই মিছিলেই সে গুলির আঘাত পেয়েছে। রশীদ সংবাদটি একটু ঘুরায়ে ফিরায়ে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু বেশীক্ষণ সে আর পারল না, আমার নিকট ধরা পড়ে গেলো। আমি বললাম, না রে আসাদ বেঁচে নেই। সে আর নিজকে সামলাতে পারল না, কেঁদে উঠলো, বললো- "বাবা ইন্না লিল্লাহে পড়ুন, আপনার আসাদ শহীদ হয়েছে।"

পরিশিষ্ট ৫: ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ছাত্র নেতা আসাদের হস্তলিখিত ঠিকানা ও তাঁর মায়ের চিঠি:

আসাদের হস্তলিখিত ঠিকানা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৬: **স্বাধীনতার ইশতেহার:**

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে: ৫৪৫০৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগলিক এলাকায় ৭ কোটি মানুষের আবাসিক ভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। (ক) পৃথিবীর বুকে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা (খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক রাজ, শ্রমিক রাজ কায়েম করা (গ) বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম।

২. বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে: ক. প্রতিটি অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন খ. জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা গ. মুক্তিবাহিনী গঠন ঘ. সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার ঙ. লুঠতরাজ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করা।

৩. স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা হবে: ক. বর্তমান সরকারকে বিদেশী সরকার গণ্য করে এর সকল আইনকে বেআইনী ঘোষণা খ. অবাঙালী সেনা বাহিনীকে শত্রুসৈন্য হিসাবে গণ্য এবং খতমকরা গ. এদের সকল প্রকার খাজনা, ট্যাক্স, দেয়া বন্ধ করা ঘ. আক্রমণরত শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ ঙ. বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী সৃষ্টি নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা চ. স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" ব্যবহৃত হবে। ছ. স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক।

পরিশিষ্ট ৭: ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা নিম্নরূপ:

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় আজ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম ? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুন আর্তনাদ - এ দেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ -দফা আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব খার পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো এমনকি এ পর্যন্ত ও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টোসাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমার আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সাথে আমরা আলোচনা করলাম- আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো -সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যানে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল, দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষের দোষ দেওয়া হল আমাকে । দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আমার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমার জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যা গুরু - আমরা যাতাণীয়া যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা।

২৫ তারিখে এসমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-'ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারিনা।

আমি প্রধান মন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিতে চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত জিনিষ গুলি আছে, সেগুলি হরতাল কাল থেকে চলবেনা। রিক্সা, গরুর গাড়ী, রেল-চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্ণমেন্ট দপ্তর ওয়াপদা কোন কিছু চলবেনা। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন । এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল । তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবেনা। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবানা। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবানা।

Dhaka University Institutional Repository

আর যে সমস্তলোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে - প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল - কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু ঢিহনে ঢুকছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে। লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু - মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী - অবাঙালী - তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবে না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে - বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে , তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

পরিশিষ্ট ৮: ১৪ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য জনতার প্রতি আহবান জানান এবং বঙ্গবন্ধু এ দিন ৩৫ দফা নির্দেশ নামা জারি করেন। এতে বলা হয়:

১. সকল সরকারি বিভাগসমূহ সচিবালয়, হাইকোর্ট, আধা স্বায়ত্তশাসিত শাসিত সংস্থা সমুহ পূর্বের মতই বন্ধ থাকবে।
২. বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৩. জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসকগণ অফিস না খুলে আওয়ামী লীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। পুলিশ বিভাগ, আনসার বিভাগও অনুরূপ কাজ করবে।
৪. বন্দর (অভ্যন্তরীণ বন্দর সহ) কতৃপক্ষ সৈন্য ও সমরাস্ত্র ব্যতীত সকল খাদ্যবাহী জাহাজের মাল খালাস ত্বরান্বিত করবেন ও শুল্ক আদায় করবেন।
৫. আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাস্টমস কালেকটরগণ আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইষ্টার্ণ

Dhaka University Institutional Repository

মার্চেন্টাইল ব্যাংক লিমিটিডের বিশেষ একাউন্টে জমা করবেন। কোন শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬. সৈন্য ও সমরাস্ত্র পরিবহন ব্যতীত অন্যান্য পণ্য পরিবহনের জন্য রেল চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

৭. সারা বাংলাদেশে ইপি আর টিসি চালু থাকবে।

৮. আভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর কাজ চালু থাকবে।

৯. বাংলাদেশের মধ্যে শুধুমাত্র চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার পৌছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করবে। পোষ্টাল সেভিংস, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী কার্যরত থাকবে।

১০. বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। সংরক্ষণ ও মেরামত বিভাগ কাজ করবে।

১১. বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদ পত্র চালু থাকবে। তবে গণআন্দোলনের সংবাদ প্রচার না করলে কর্মচারীরা সহযোগিতা করবে না।

১২. সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ক্লিনিক যথারীতি কাজ করে যাবে।

১৩. বিদ্যুত সরবরাহ কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজ চালু থাকবে।

১৪. গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৫. ত্রিকফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য করলা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬. খাদ্য শস্যের চলাচল জরুরী ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে।

১৭. বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ও কৃষি সরঞ্জাম ক্রয় চলাচল, বন্টন অব্যাহত থাকবে।

১৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ কাজ করে যাবে।

১৯. বৈদেশিক সাহায্যে তৈরী রাস্তা ও পুল সহ সকল প্রকার সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে।

২০. ঘূর্ণিদুগত এলাকায় বাঁধ তৈরী ও উন্নয়ন মূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য পুনর্বাসন ও পূণনির্মাণ কাজ চলবে এবং ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হবে।

২১. ইপি আই ডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদুর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

২২. সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন দেয়া হবে।

২৩. সামরিক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪. বেতন ও পেনশন প্রদানের জন্য এজি ও ট্রেজারীর সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫. বাংলাদেশের বাহিরে টাকা পাঠানো ব্যতীত ব্যাংকের সকল প্রকার লেনদেন চালু থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. সেন্ট ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের মত চালু থাকবে।

২৭. বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি - রপ্তানী কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিত ভাবে চলবে।

২৮. সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

২৯. বাংলাদেশে সকল অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩০. পৌর সভায় ময়লাবাহী ট্রাক্ষ রাস্তায় বাতি জ্বালানো সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১. কোন খাজনা,কর, শুল্ক, আদায় করা যাবেনা।

৩২. সকল বীমা কোম্পানী কাজ করবে।

৩৩. সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকান-পাট নিয়মিত ভাবে চলবে।

৩৪. সকল বাড়ীর শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে। এবং

৩৫. সংগ্রাম পরিষদ গুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযতভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

পরিশিষ্ট ৯: ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের রাত আনুমানিক ১১:৩০ মিনিটে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সৈনিকদের খেলার মাঠে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার প্রথম যে ভাষণ দেন তা নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহি

প্রিয় সহযোদ্ধা ভায়েরা,

আমি মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রভিশন্যাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চী হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে দেশছাড়া করতে হবে।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

পরিশিষ্ট ১০: কালুরঘাট স্বাধীন বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে ঘোষণা দেন তা নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী

আমি মেজর জিয়া বলছি, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি, আপনারা দুশমনদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রহিত করুন। দলে দলে এসে যোগ দিন স্বাধীনতা যুদ্ধে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনসহ বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশের উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায় যুদ্ধের সমর্থন দিন এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের অবধারিত।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

পরিশিষ্ট ১১: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার তৃতীয় যে ঘোষণা দেন তা নিম্নরূপ: (উল্লেখ্য একই ভাষণ বিভিন্ন প্রয়োজনে ঈষৎ পরিবর্তন করে তিনবার তিনি ঘোষণা দেন।

I Major Zia. Provisional Commander-in-chief of the Bengal Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sk. Mujibur Rahman the independence of Bangaldesh.

I slao declare we have already formed a sovereign legal Government under Sk. Mujibur Rahman which pleadges to function as per law and teh constitution.

The new Democratic Government is committed to a policty of non alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace.

I appeal to all Governments to mobilise public opinion in their respective countries against the burtal genocide in Bangaldesh.

The Government undr Sk. Mujibur Rahman is sovereign legal Government to Bangaldesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the wrold.

পরিশিষ্ট ১২: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সামরিক কৌশল হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টর বা রনাঙ্গণে ভাগ করা হয় প্রতি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার (অধিনায়ক) নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য প্রতিটি সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সাব-সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত হন। নরসিংদী জেলা ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল।

১ নং সেক্টর: চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালি জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল হরিনাতে। সেক্টর প্রধান ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান এবং পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর (ও তাঁদের কমান্ডারদের) হচ্ছে:
ঋষিমুখ (ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম): শ্রীনগর (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); মনঘাট (ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); তমলাছড়ি (সুবেদার আলী হোসেন) এবং ডিমাগিরী (জনৈক সুবেদার)। এই সেক্টরে ই.পি.আর, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

দুই হাজার এবং গণবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার। এই বাহিনীর গেরিলাদের ১৩৭টি গ্রুপে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়।

২ নং সেক্টর: ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং পরে মেজর এ.টি.এম হায়দার। এই সেক্টরের অধীনে প্রায় ৩৫ হাজারের মতো গেরিলা যুদ্ধ করেছে। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ হাজার। এই সেক্টরের ছয়টি সাব সেক্টর ও সেগুলির কমান্ডারদের নাম হচ্ছে: গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা (মাহবুব এবং পরে লেফটেন্যান্ট ফারুক ও লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবীর); মন্দভাব (ক্যাপ্টেন গাফফার); শালদানদী (আবদুল সাত্তার চৌধুরী); মহিনগর (লেফটেন্যান্ট জিয়াউল আলম); নির্ভয়পুর (ক্যাপ্টেন আকবর এবং পরে লেফটেন্যান্ট মাহবুব) এবং রাজনগর (ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং পরে ক্যাপ্টেন শহীদ ও লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান)।

৩নং সেক্টর: উত্তরে সিলেটের হুড়ামনকাঠি (শ্রীমঙ্গলের নিকট) এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিঙ্গারবিল পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ এবং পরে মেজর এ.এন.এম নুরুজ্জামান। এই সেক্টরের অধীনে ১৯টি গেরিলা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। নভেম্বর মাস পর্যন্ত গেরিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজারের মতো। এই সেক্টরের অধীনে সাব-সেক্টর (ও সেগুলির কমান্ডারদের নাম) হচ্ছে: আশ্রমবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); বাঘাইবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজি এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); হাতফাটা (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান); সিমলা (ক্যাপ্টেন মতিন); পঞ্চঘটা (ক্যাপ্টেন নাসিম); মনতলা (ক্যাপ্টেন এম.এস.এ ভুঁইয়া) বিজয়নগর (এম.এস.এ ভুঁইয়া); কালাছড়া (লেফটেন্যান্ট মজুমদার); কলকলিয়া (লেফটেন্যান্ট গোলাম হেলাল মোরশেদ); এবং বামুটিয়া (লেফটেন্যান্ট সালেক)।

৪নং সেক্টর: উত্তরে সিলেট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত ১০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং পরে ক্যাপ্টেন এ রব। হেডকোয়ার্টার ছিল প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে মাসিমপুরে। সেক্টরে গেরিলার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ হাজার এবং নিয়মিত বাহিনী ছিল প্রায় ৪ হাজার। এই সেক্টরের দুটি সাব-সেক্টর (ও সেগুলির কমান্ডারদের নাম) হচ্ছে: জালালপুর (মাসুদুর রব শাদী); নড়পুঞ্জী (ক্যাপ্টেন এ. রব); আমলাসিদ (লেফটেন্যান্ট জাহির); কুকিতল (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের এবং পরে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক); কৈলাশ শহর (লেফটেন্যান্ট তয়াকিউজ্জামান); এবং কমলপুর (ক্যাপ্টেন এনাম)।

Dhaka University Institutional Repository

৫ নং সেক্টরঃ সিলেট জেলার দুর্গাপুর থেকে ডাউকি (তামাবিল) এবং এর পূর্বসীমা পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। হেড কোয়ার্টার ছিল বাঁশতলাতে। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর (ও সেগুলির কমান্ডারদের নাম) হচ্ছেঃ মুক্তাপুর (সুবেদার নজীর হোসেন এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড এফ.এফ. ফারুক); ডাউকি (সুবেদার মেজর বি.আর চৌধুরী); শেলা (ক্যাপ্টেন হেলাল; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মাহবুবুর রহমান এবং লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ); ভোলাগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট তাহের উদ্দিন আখঞ্জী; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট এস.এম. খালেদ); বালাট (সার্জেন্ট গনি এবং পরে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও এফএফ এনামুল হক চৌধুরী) এবং বড়ছড়া (ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিন)।

৬নং সেক্টরঃ রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার। সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের নিকট বুড়ীমারিতে। জুন মাসে সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০০ এরমধ্যে এদের প্রায় সবাই ছিল ই.পি.আর বাহিনীর সদস্য। ডিসেম্বর পর্যন্ত সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১১ হাজার। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর (ও সেগুলির কমান্ডারদের নাম) হচ্ছেঃ ভজনপুর (ক্যাপ্টেন নজরুল এবং পরে স্কোয়াড্রন লীডার সদরউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার)' পাটগ্রাম (প্রথমে কয়েকজন ই.পি.আর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারগণ কমান্ড করেন। পরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এই সাব-সেক্টরের দায়িত্ব নেন, সাহেবগঞ্জ (ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিন); মোগলহাট (ক্যাপ্টেন দেলওয়ার) এবং চিলাহাটি (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল)।

৭ নং সেক্টরঃ রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর প্রধান ছিলেন মেজর নাজমুল হক এবং পরে সুবেদার মেজর এ.রব ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল তরঙ্গপুর। প্রায় ১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এই সেক্টরে যুদ্ধ করে। নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০ এবং ১২,৫০০ ছিল গণবাহিনীর সদস্য। এই সেক্টরের আটটি সাব-সেক্টর (ও সেগুলির কমান্ডারদের নাম) হচ্ছেঃ মালন (ই.পি.আর জে.সি.ও-গণ এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর); তপন (মেজর নজমুল হক এবং পরে কয়েকজন ই.পি.আর জে.সি.ও); মেহেদীপুর (সুবেদার ইলিয়াস এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর); হামজাপুর (ক্যাপ্টেন ইদ্রিস); আঙ্গিনাবাদ (একজন গণবাহিনীর সদস্য); শেখপাড়া (ক্যাপ্টেন রশীদ); ঠোকরাবাড়ি (সুবেদার মোয়াজ্জেম) এবং লালগোলা (ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী)।

৮ নং সেক্টরঃ এপ্রিল মাসে এই সেক্টরের অপারেশনাল এলাকা ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, কুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলা। মে মাসের শেষে অপারেশন এলাকা সঙ্কুচিত করে কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, খুলনা জেলাসদর, সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ নিয়ে এই সেক্টর পুনর্গঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এই সেক্টরের প্রধান ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম.এ. মঞ্জুর। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার বেনাপোলে থাকলেও কার্যত হেডকোয়ার্টারের একটা বিরাট অংশ ছিল ভারতের কল্যাণী শহরে। সেক্টরের সৈন্যদের মধ্যে ২ হাজারের মতো ছিল নিয়মিত বাহিনী এবং ৮ হাজার ছিল গণবাহিনী। এই সেক্টরের সাতটি সাব-সেক্টর (ও সেগুলির কমান্ডারদের নাম) হচ্ছে: বয়রা (ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা); হাকিমপুর (ক্যাপ্টেন শফিক উল্লাহ); জোমরা (ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন এবং পরে ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দীন); লঅলন্যাজায় (ক্যাপ্টেন এ.আর আযম চৌধুরী); বানপুর (ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান); বেনাপোল (ক্যাপ্টেন আবদুল হালিফ এবং পরে ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী); শিকারপুর (ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী এবং পরে লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর)।

৯নং সেক্টর: বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ জলিল এবং পরে মেজর এম.এ. মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও মেজর জয়নাল আবেদীন। এই সেক্টরকে টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ ও শমসেরনগর তিনটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১০নং সেক্টর: নৌ-কমান্ডো বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। এই বাহিনী গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর আট জন বাঙালি নৌ-কর্মকর্তা। এঁরা ছিলেন চীফ পেটি অফিসার গাজী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, পেটি অফিসার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, পেটি অফিসার আমিন উল্লাহ শেখ, এম.ই-১ আহসান উল্লাহ, আর.ও-১ এ.ডব্লিউ. চৌধুরী, এম.ই-১ বাসিউল আলম, ই.এন-১ এ.আর. মিয়া, এবং স্টুয়ার্ড-১ আবেদুর রহমান। এই আটজন বাঙালি নাবিককে ভারতীয় নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় দিল্লির পার্শ্ববর্তী যমুনা নদীতে বিশেষ নৌ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট এস.কে. দাস। পরে ভারতীয় কমান্ডার এম.এস. সুমন্ত নেতৃত্ব দেন।

১১ নং সেক্টর: ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের। মেজর তাহের যুদ্ধে গুরুতর আহত হলে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহকে সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহেন্দ্রগঞ্জ ছিল সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। এই সেক্টরে প্রায় ২৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে। এই সেক্টরের আটটি সাব-সেক্টর (ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম) হচ্ছে:

মানকারচর (স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ); মহেন্দ্রগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট মান্নান); পুরাখাসিয়া (লেফটেন্যান্ট হাশেম); ঢালু (লেফটেন্যান্ট তাহের এবং পরে লেফটেন্যান্ট কামাল); রংরা (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান); শিববাড়ি (কয়েকজন ই.পি.আর জে.সি.ও); বাগমারা (কয়েকজন ই.পি.আর জে.সি.ও) এবং মহেশখোলা (জনৈক ই.পি.আর সদস্য)।

পরিশিষ্ট ১৩: বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান সম্পর্কে পত্রপত্রিকার কাটিং-এর অংশ বিশেষ ও ছোট ভাইকে উদ্দেশ্য করে স্বহস্তে লেখা চিঠি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৪: গিয়াসউদ্দিন আহমদের টাইপ করা দরখাস্ত:

(2)

8. List of any Research work written or published, mentioning the name of Journals which published. (One copy of each may be returned) — NO

9. Languages with which ... and standard of proficiency ... and Speak

10. Teaching experience (a) Present ...

14. Experience and ability to do ... activities of the ...

UNIVERSITY OF DACCA

APPLICATION FOR THE POST OF READER IN HISTORY

(in block letters)	GHYASUDDIN AHMAD
Father's name (profession & address)	LATE MR. ABDUL GHAFUR, RETIRED SUB DEPUTY MAGISTRATE P.O. DEPUTY BARI (VIA GHORASAL), District - DACCA
Date of birth (according to the Matriculation certificate)	19th MARCH, 1936.
(a) Place of birth -	Village - BELABO, District - DACCA.
(b) Permanent home address	Village - BELABO, Post Office - DEPUTY BARI (VIA GHORASAL), District - DACCA.
Present address	DEPARTMENT OF HISTORY, DACCA UNIVERSITY
(c) Married or unmarried	UNMARRIED
(a) State and Province to which the applicant belongs	PAKISTAN, EAST PAKISTAN
(b) Nationality	PAKISTANI
Religion	ISLAM

Academic Career
(From Matriculation upto the highest Degree)

Name of School/College/University	Years attended From	To	Name of the Examinations	Division/Class & place obtained	Year of obtaining Certificate or degree
ST. GREGORY'S HIGH SCHOOL, DACCA under EAST BENGAL SECONDARY EDUCATION BOARD, DACCA.	1945	1950	HIGH SCHOOL EXAMINATION	FIRST DIV. 8th; Distinction in Mathematics & Additional Maths.	1950
ST. GREGORY'S (now renamed NOTRE DAME) COLLEGE, DACCA under Dacca University	1950	1952	I.A.	FIRST DIV. 10th.	1952
SALIMULLAH MUSLIM HALL, DACCA UNIVERSITY	1952	1957	B.A. HONOURS IN HISTORY	SECOND CLASS, FIRST	1955
			M.A. IN HISTORY	SECOND CLASS FIRST	1957
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, UNIVERSITY OF LONDON	1964	1967	B.SC. ECON. with INTERNATIONAL HISTORY as Special Subject	SECOND CLASS UPPER DIVISION	1967

...ver... 1967. ... in ... SCHOOL OF ... LONDON W.C.2. ... of S.M. Hall ... tain of the ... tions of the ... as a House Tutor 1964. ... 1966 ... Tutor

Date 26 April 1970.

Full postal address to which communication should be sent

Signature of applicant
Department of History
Dacca University
Dacca-2.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৫: ১৯৭১ সালে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে কর্মরত অবস্থায় অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে নিহত শহীদ শহীদুল্লাহ ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ কল্যাণে অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রবাসী ছাত্র প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কর্তৃক প্রদানকৃত সার্টিফিকেট।

The Cleveland International Program for Youth Leaders and Social Workers

This is to certify that

Mohammad Shahid Ullah of Pakistan

has participated in the Cleveland International Program for Youth Leaders and Social Workers from

April 22 to August 29, 1963

and has successfully completed

- a special seminar at the School of Applied Social Sciences of Western Reserve University;
- the lecture series and observations on major aspects of life in the U. S. A.;
- a summer field work assignment of devoted social service;

and has earned our gratitude for making a significant contribution toward understanding between all peoples.

Cleveland, Ohio

August 29, 1963

PRESIDENT — DIRECTOR

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৬: শহীদ মোঃ শহীদুল্লাহ দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তার লেখা একটি বিদায়গীতি:

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৭: স্ত্রীর কাছে লেখা ড. সালত হোসেনের চিঠির নমুনা:

1-1-62

My Sweet Darling,

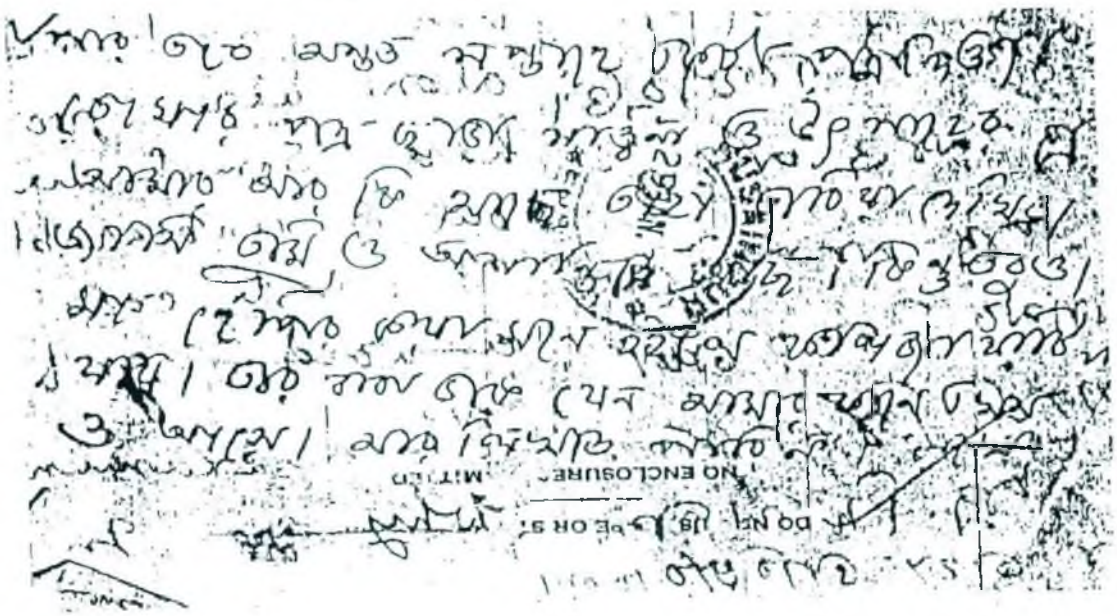

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৮: ৪ ও ৫ এপ্রিল ১৯৭১ সালে নরসিংদীতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বোমা বর্ষণের অবস্থা চিত্র সম্পর্কে সরোজ কুমার আদিকারীর লেখা ডায়েরীরর অংশ বিশেষ।

৪/৪/৭১ ইং

[illegible]

৫/৪/৭১ ইং

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৯: উপজেলা ভিত্তিক নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা:

নরসিংদী সদর

ক্রোড নং	নাম	পিতার নাম
০১০৫০১০০০১	মোঃ ইসমাইল চৌধুরী	মফিজদ্দিন চৌধুরী
০১০৫০১০০০২	মোঃ ছাসিম উদ্দীন	মৃত আক্কেল মাষ্টার
০১০৫০১০০০৩	মোঃ লতিফ মিয়া	মৃত মোঃ শুকুর আলী
০১০৫০১০০০৪	শ্রী নিতাই চান সাহা	মৃত যোগেশ চন্দ্র সাহা
০১০৫০১০০০৫	মোঃ ছাদেকুর রহমান	মৃত আক্রান উদ্দীন
০১০৫০১০০০৬	মধু সুদন ধর	মৃত হরেন্দ্র চন্দ্র ধর
০১০৫০১০০০৮	হাছান আলী	রমজান আলী
০১০৫০১০০০৯	মোঃ ওমর আলী	মোঃ আব্দুস সাত্তার
০১০৫০১০০১০	মোঃ আঃ হামিদ	মোঃ আশ্রাব আলী
০১০৫০১০০১১	মোঃ মনসুর আলম	মৃত মোঃ ওয়াজিব মুন্সী
০১০৫০১০০১২	মোঃ শাহাদৎ হোসেন	মৃত মোঃ হমিজ উদ্দীন
০১০৫০১০০১৩	আহম্মদ হাসান	মৃত মৌঃ সিরাজ উদ্দীন আহমেদ
০১০৫০১০০১৪	ফফিল উদ্দিন	ছমির উদ্দীন
০১০৫০১০০১৫	মোঃ এশানুল হক চৌধুরী	মৃত মোঃ রমিজ উদ্দীন
০১০৫০১০০১৬	মোঃ শাহজাহান	মৃত মৌঃ শাহজাউদ্দিন
০১০৫০১০০১৭	মোঃ আবু তায়াব চৌধুরী	মৃত আঃ ওহাব
০১০৫০১০০১৮	বি. এ. রশীদ	মৃত আফতাব উদ্দীন ভুঞা
০১০৫০১০০১৯	মৃত শ্রী বাসুদেব সাহা	শ্রী শ্রীনীব শাহা
০১০৫০১০০২০	মোঃ রোস্তম আলী	জিন্নত আলী
০১০৫০১০০২১	মোঃ সামসু দেওয়ান	মোঃ ফাজিমুদ্দীন
০১০৫০১০০২২	মৃত মোঃ সুরুজ মিয়া	আইন উদ্দীন মিয়া
০১০৫০১০০২৩	আব্দুল বাতেন মিয়া	হাজী আলী আকবর
০১০৫০১০০২৫	মৃত মুফলেছুর রহমান	গয়েজ আলী
০১০৫০১০০২৬	মোঃ সদয় উদ্দীন	আমির উদ্দীন
০১০৫০১০০৩০	মোঃ এছায়েল উল্যাহ	মৃত মোঃ হানিফ
০১০৫০১০০৩২	মোহাম্মদ আলী	ক্বারী মোঃ আফাজ উদ্দিন
০১০৫০১০০৩৪	মোঃ জামাল উদ্দিন	মৃত আয়েত আলী ভুয়া
০১০৫০১০০৩৫	মোঃ চান মিয়া	মোঃ রহিম বক্স
০১০৫০১০০৩৬	হাতেম আলী	সুবেদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০০৩৭	মোঃ খিল্লাল হোসেন	মোঃ মফিজউদ্দিন
০১০৫০১০০৩৯	মোঃ আঃ ছালাম মিয়া	মৃত মোঃ রমিজ উদ্দিন
০১০৫০১০০৪০	মোঃ মেছের উদ্দিন মিয়া	মোঃ সুলতান উদ্দিন
০১০৫০১০০৪২	মোঃ ফানু মিয়া	মৃত হাছন আলী
০১০৫০১০০৪৩	জহির উদ্দিন আহম্মেদ	মোঃ জামাল উদ্দিন
০১০৫০১০০৪৪	মৃত নাসির উদ্দিন খান	আবু তাহের মিয়া
০১০৫০১০০৪৫	কাজী তজিম উদ্দিন খান	মৃত কাজী সফদার আলী
০১০৫০১০০৪৬	আবু তাহের	মৃত ফায়েজ উদ্দিন
০১০৫০১০০৪৭	মৃত এ. কে. এম. রাশিদুল হক	মৃত হাছান আলী
০১০৫০১০০৪৮	মোঃ ফজলুল করিম	মৃত জমিরুদ্দিন মিয়া
০১০৫০১০০৪৯	হারান চৌধুরী	বিধুভূষন চৌধুরী
০১০৫০১০০৫০	মোঃ আসাদ উল্লাহ্ ভুঞা	হাজী চান মিয়া সরকার
০১০৫০১০০৫১	আঃ হাই সরকার	জোনাবলী মাষ্টার
০১০৫০১০০৫২	এম. বশির আহম্মদ	নিয়াজ আহাম্মদ
০১০৫০১০০৫৩	মৃত ফটিক মিয়া	মৃত আব্দুল আলী
০১০৫০১০০৫৪	মোঃ ইদ্রিছ মোল্লা	মৃত গিয়াস উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০১০০৫৫	আঃ কুদ্দুছ	মৃত মোহাম্মদ আলী
০১০৫০১০০৫৬	আবু ছিদ্দিকুর রহমান	মৃত আঃ মজিদ
০১০৫০১০০৫৭	আঃ করিম ভুইয়া	মৃত কালু ভুইয়া
০১০৫০১০০৫৯	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	মৃত হামিদুল্লাহ্ প্রধান
০১০৫০১০০৬০	মোঃ জসিম উদ্দিন	মৃত আক্কেল আলী মাষ্টার
০১০৫০১০০৬২	মোঃ আমিন উদ্দিন	মোঃ গফুর মাহমুদ
০১০৫০১০০৬৩	মোঃ মিরাজ উদ্দিন	মৃত করিম বক্স
০১০৫০১০০৬৪	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মৃত করিম বক্স
০১০৫০১০০৬৫	মোঃ আইয়ুব আলী	মৃত তমিজদ্দিন
০১০৫০১০০৬৬	মোঃ কেরামত আলী	মোঃ সৈয়দ আলী
০১০৫০১০০৬৭	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০১০০৬৯	মোঃ সফিউদ্দীন	মোঃ বন্দর আলী বেপারী
০১০৫০১০০৭০	মনিরুদ্দিন আহাম্মদ	মৃত আক্কাছ আলী
০১০৫০১০০৭১	আঃ হাই মিঞা	মৃত আনিছুর রহমান
০১০৫০১০০৭২	মোঃ সুবেদ আলী	মৃত আঃ কুদ্দুছ মিয়া
০১০৫০১০০৭৩	মোঃ বারী	মৃত হোরত আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০০৭৪	আঃ মান্নান মিয়া	মৃত আলমাছ মিয়া
০১০৫০১০০৭৫	মোঃ জামাল উদ্দিন	মৃত আঃ ছামাদ
০১০৫০১০০৭৬	মোঃ কবির হোসেন	হাজী জনাব আলী
০১০৫০১০০৭৭	মোঃ হাসান	মৃত মাতবর আলী
০১০৫০১০০৭৮	মোঃ মোসলে উদ্দিন	মৃত আঃ বারেক
০১০৫০১০০৭৯	মোঃ চান মিয়া	মৃত রজব আলী
০১০৫০১০০৮১	মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন ভুঞা	মোঃ নছর উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০১০০৮৩	আঃ হাফেজ	মৃত কারী মোঃ আবু ছাইদ
০১০৫০১০০৮৪	বিনোদ বিহারী দেবনাথ	মৃত মহানন্দ দেবনাথ
০১০৫০১০০৮৫	মোঃ চান মিয়া	মইজ উদ্দিন
০১০৫০১০০৮৬	মোঃ ফখর উদ্দিন	আবু ছিদ্দিক ভুঞা
০১০৫০১০০৮৭	শাহজাহান ভুইয়া	মৃত মিয়াচান ভুইয়া
০১০৫০১০০৮৮	মৃত ওয়াজ উদ্দিন	মৃত হাছেন আলী
০১০৫০১০০৮৯	আব্দুল মোতালেব পাঠান	মৃত মুন্সী আব্দুর রাজ্জাক
০১০৫০১০০৯০	মোজাম্মেল হক	মৃত আঃ খালেক
০১০৫০১০০৯১	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সাঈদ মোক্তার
০১০৫০১০০৯২	ওমর আলী মিঞা	মৃত তাইজ উদ্দিন
০১০৫০১০০৯৩	মোঃ হাতেম আলী	মৃত মুকসেদ আলী
০১০৫০১০০৯৪	মোঃ আঃ গাফফার	আঃ করিম
০১০৫০১০০৯৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ আঃ হামিদ মিয়া
০১০৫০১০০৯৬	মৃত মোঃ আহাব উদ্দীন	মোঃ জব্বার হাজী
০১০৫০১০০৯৭	আব্দুল হাই	মৃত ওহাব আলী মুন্সী
০১০৫০১০০৯৮	মৃত আঃ রহিম মিয়া	মৃত মোঃ জোহর আলী
০১০৫০১০০৯৯	মৃত আঃ ছাত্তার	মৃত হাছেন প্রধান
০১০৫০১০১০০	মোঃ মজিবর রহমান	আঃ ফুদ্দুছ
০১০৫০১০১০১	মোঃ ওয়াজেদ	মৃত আঃ খালেক
০১০৫০১০১০২	শ্রী রথীন্দ্র চন্দ্র সাহা	নোগেশ চন্দ্র সাহা
০১০৫০১০১০৩	মোঃ আঃ হেফিম মিঞা	মৃত আবেদ আলী বেপারী
০১০৫০১০১০৪	মোঃ ছাবেদ আলী	মৃত মোঃ রজব আলী
০১০৫০১০১০৫	মোঃ রেজাউল করিম	মোঃ জিল্লাত আলী
০১০৫০১০১০৬	মৃত মোঃ আফাজউদ্দিন	মোঃ বদর আলী ব্যাপারী
০১০৫০১০১০৭	কাজী রেজাউল মোস্তফা	কাজী হাফিজ উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০১০৮	মোঃ আঃ ঘাতেন	মৃত সুবেদ আলী মুন্সী
০১০৫০১০১০৯	খোরশিদ আলম	আজগর আলী সরকার
০১০৫০১০১১০	মোঃ নুর ইসলাম	আঃ রাজ্জাক মিয়া
০১০৫০১০১১১	মৃত সামছুল হক	মৃত ইনা ব্যাপারী
০১০৫০১০১১২	মোঃ আলা উদ্দিন	মৃত আঃ ছালাম
০১০৫০১০১১৩	আতিকুর রহমান ভূঞা	মোঃ মতিউর রহমান ভূঞা
০১০৫০১০১১৪	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মোঃ রোশন আলী প্রধান
০১০৫০১০১১৫	ফজলুজ্জামান ভূঞা	মৃত বারমনেওয়াজ
০১০৫০১০১১৬	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মোঃ হযরত আলী
০১০৫০১০১১০৭	লায়েক সুবেদার আরফ আমিন	মৃত আব্দুল ঘায়েক সিকদার
০১০৫০১০১১৯	মোঃ ফজলুল রহমান	আব্দুল আউয়াল
০১০৫০১০১২০	মোঃ লোকমান হোসেন	মৃত মোঃ চায়েল আলী
০১০৫০১০১২১	আবুল কাশেম	মৃত সুখাই প্রধান
০১০৫০১০১২২	মোঃ আরমান	মোঃ ছদর মিঞা
০১০৫০১০১২৩	মোঃ আবুল হোসেন পাঠান	আঃ গফুর পাঠান
০১০৫০১০১২৪	মতিউর রহমান ভুইয়া	নুরুল হক ভুইয়া
০১০৫০১০১২৫	মোঃ সামসু মিঞা	মৃত আশরাফ আলী
০১০৫০১০১২৬	মোঃ আলী আকবর	মৃত আলী আজগর
০১০৫০১০১২৭	মোঃ রুস্তম আলী	মৃত আছমত আলী
০১০৫০১০১২৮	মোঃ জামাল মিয়া	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০১০১২৯	হারুন মিয়া	মৃত ইব্রাহীম মিয়া
০১০৫০১০১৩০	ফয়িব আহম্মদ	মৃত আঃ ওয়াদুদ
০১০৫০১০১৩১	মৃত মোজাম্মেল হক	মৃত মফিজ উদ্দিন
০১০৫০১০১৩২	মোঃ ঝন্নু মিয়া	মোঃ সাফুর মিঞা
০১০৫০১০১৩৩	আজাহারুল হক	মোক্তার হোসেন
০১০৫০১০১৩৪	মোঃ ইমাম উদ্দিন	মোঃ রহমত আলী
০১০৫০১০১৩৫	আবুল হাসেম	মোঃ মহর উদ্দীন
০১০৫০১০১৩৬	আঃ রশিদ	আঃ গফুর
০১০৫০১০১৩৮	মৃত তপন চন্দ্র শীল	মৃত হারান চন্দ্র শীল
০১০৫০১০১৩৯	মোঃ আঃ ঘাতেন	আঃ আজিজ
০১০৫০১০১৪১	আব্দুল হাফিম	মৃত মুনসুর আলী
০১০৫০১০১৪২	মোঃ আব্দুল ছালাম	ছমির উদ্দীন সরকার

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০১৪৪	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	মোঃ সিরাজ মিয়া
০১০৫০১০১৪৫	জীবন কুমার চন্দ্র	জীতেন্দ্র মোহন
০১০৫০১০১৪৬	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ আবেদ আলী
০১০৫০১০১৪৭	মোঃ বিল্লাল হোসেন	মৃত মোঃ সখায় আলী
০১০৫০১০১৪৮	মোঃ শফিউদ্দীন	মৃত মোঃ মফিজ উদ্দীন
০১০৫০১০১৪৯	মোঃ রুশন আলী	মৃত আব্দুল জব্বার আলী
০১০৫০১০১৫০	মোঃ শাহজাহান মিয়া	মৃত মোঃ শরাফৎ আলী
০১০৫০১০১৫১	মৃত মোঃ ইব্রাহীম	মৃত মোকসেদ আলী
০১০৫০১০১৫২	মৃত মোঃ মতিউর রহমান	মৃত মোঃ ইউনুছ আলী
০১০৫০১০১৫৩	মোঃ ওয়ালী উল্লাহ	মোঃ সোনামিয়া
০১০৫০১০১৫৪	মৃত মোঃ মোজাফফর আলী	মোঃ মফর উদ্দীন
০১০৫০১০১৫৫	মোঃ ফজলুল হক মিয়া	মৃত সুবেদ আলী মিয়া
০১০৫০১০১৫৭	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত হাজী আমীর উদ্দিন
০১০৫০১০১৫৮	মৃত মোঃ নাসির উদ্দীন	মৃত মোঃ চান্দু মিয়া
০১০৫০১০১৫৯	আঃ সাত্তার মিয়া	হাজী মোঃ ছাবেদ আলী
০১০৫০১০১৬০	মৃত আব্দুল সোবহান	মৃত বান্দু মিয়া
০১০৫০১০১৬১	মোঃ সাহাজদ্দীন	মৃত মোঃ হাবিজ উদ্দীন মিঞা
০১০৫০১০১৬২	মোঃ সেরাজ উদ্দীন	মৃত মোঃ ইছব আলী
০১০৫০১০১৬৩	গিয়াস উদ্দীন আহমেদ	মোঃ কুদরত আলী প্রধান
০১০৫০১০১৬৪	মোঃ তাইজুদ্দীন	মৃত মোঃ জাফর আলী
০১০৫০১০১৬৫	মোঃ মহর উদ্দীন	মৃত জনাব আলী
০১০৫০১০১৬৬	মোঃ হযরত আলী	মৃত মোঃ আগুন আলী
০১০৫০১০১৬৭	মোঃ মোতালিব আলী	মোঃ রমিজ আলী
০১০৫০১০১৬৮	আহম্মদ আলী	মোঃ সাহেব আলী
০১০৫০১০১৬৯	মোঃ জামাল উদ্দীন	মজম আলী মুন্সী
০১০৫০১০১৭০	মোঃ সুন্দর আলী	ডাঃ আঃ গনি মিয়া
০১০৫০১০১৭২	মোঃ হানিফ	মৃত গাজী
০১০৫০১০১৭৩	রিজাউল ফরিম চৌঃ	আব্দুর মান্নান চৌধুরী
০১০৫০১০১৭৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী	মৃত আঃ মান্নান চৌধুরী
০১০৫০১০১৭৫	মোঃ আবু হানিফ	মৃত কেরামত আলী
০১০৫০১০১৭৬	এ, কে এম দাউদ	মৃত মোঃ চান মিয়া
০১০৫০১০১৭৭	মোঃ আবু তাহের	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০১৭৮	মোঃ ফজলুল হক	হাজী দেওয়ান আলী
০১০৫০১০১৭৯	মৃত আঃ হান্নান সরফদার	আঃ হামিদ
০১০৫০১০১৮০	আঃ হাকিম	মৃত আঃ রহিম
০১০৫০১০১৮১	আঃ ফাদির	দেওয়ান আলী মোল্লা
০১০৫০১০১৮২	আব্দুর রউফ	মৃত মোঃ ওয়াছ আলী ফকির
০১০৫০১০১৮৩	মোঃ হারিসুল হক	মোঃ চান মিয়া
০১০৫০১০১৮৪	মোঃ মোজাম্মেল হক	মোঃ সুন্দর আলী খন্দকার
০১০৫০১০১৮৫	সুধীর ঘোস	হরেন্দ্র চন্দ্র ঘোস
০১০৫০১০১৮৬	মোঃ সোলেমান মিয়া	জাফর উদ্দীন
০১০৫০১০১৮৭	মো আয়তামাসুল ইসলাম	মৃত মোঃ সিরাজ মিয়া
০১০৫০১০১৮৮	হারাধন চন্দ্র সাহা	মৃত ভুবন মোহন সাহা
০১০৫০১০১৮৯	মোঃ মজারুল ইসলাম	মৃত মোঃ হাসান আলী খন্দকার
০১০৫০১০১৯০	বাদল কুমার সাহা	রাখাল চন্দ্র সাহা
০১০৫০১০১৯১	নারায়ন চন্দ্র ঘোষ	নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোস
০১০৫০১০১৯২	মোঃ শাহজাহান	মোঃ হাবিব উল্লাহ
০১০৫০১০১৯৩	শহীদ সাত্তার ভুইয়া	আঃ হেকিম ভুইয়া
০১০৫০১০১৯৪	মোঃ হাবিবুল আলম	এ, এম মাহবুবুর রহমান
০১০৫০১০১৯৬	মোঃ তাহির উদ্দীন	জিন্নত আলী
০১০৫০১০১৯৭	মোঃ ছানাউল্লাহ	মৃত মালেক মোল্লা
০১০৫০১০১৯৮	মোঃ শাহজাহান	মোঃ হাবিব উল্লাহ
০১০৫০১০১৯৯	শহীদ মোতালিব মিয়া	কলাই ভুইয়া
০১০৫০১০২০০	মোঃ সুলতান মোল্যা	সুরজত আলী
০১০৫০১০২০১	মোঃ কাশেম	মোঃ জিন্নাত আলী
০১০৫০১০২০২	মোঃ সিরাজ মিয়া	মোঃ মোস্তফা
০১০৫০১০২০৩	মোঃ হুমর উদ্দীন	মোঃ আমির উদ্দিন
০১০৫০১০২০৬	মোঃ সিয়াজুল ইসলাম	হাবিবুর রহমান
০১০৫০১০২০৭	মোঃ ছাদেকুর রহমান	মৃত মোঃ ছাফর উদ্দিন
০১০৫০১০২০৮	আঃ গাফফার মিয়া	মোঃ হলিম উদ্দিন
০১০৫০১০২০৯	মোঃ মাসুদুর মিয়া	হাজী আঃ জব্বার মিয়া
০১০৫০১০২১০	মোঃ সামসুল হক ভুইয়া	মোঃ নেওয়াজ আলী
০১০৫০১০২১১	মোঃ জহিরুল হক	মোঃ আঃ আউয়াল
০১০৫০১০২১২	আবুল হাসেম	মোঃ উছব আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০২১৩	মোঃ সিয়াজুল ইসলাম	আঃ আউয়াল
০১০৫০১০২১৫	মোঃ আফাজ উদ্দিন	মৃত মোঃ শাহেব আলী
০১০৫০১০২১৬	আবুল হাশেম	মোঃ জীবন মিয়া
০১০৫০১০২১৭	শহীদ মফিজ উদ্দিন	মৃত মোঃ শাহেব আলী
০১০৫০১০২১৮	নজরুল ইসলাম	মোঃ ছোরত আলী
০১০৫০১০২১৯	মোঃ জিল্লাতুল ইসলাম	মৃত মোঃ মালেক্মদ
০১০৫০১০২২০	মোঃ শাহজাহান	মৃত মোঃ সুলতান মিয়া
০১০৫০১০২২১	আব্দুল ছোবহান	মোঃ হোসেন আলী
০১০৫০১০২২২	মোঃ মিছির আলী	মৃত মোঃ জাহেদ আলী
০১০৫০১০২২৩	মুজিবুর রহমান	মৃত আঃ ছালাম
০১০৫০১০২২৪	মৃত মোঃ আমজাদ হোসেন	মোঃ জামেদ আলী
০১০৫০১০২২৫	মৃত মোঃ আরমান মিয়া	মৃত ইসমাইল মিয়া
০১০৫০১০২২৬	মোঃ নাজিম উদ্দিন	মোঃ জামাল উদ্দিন
০১০৫০১০২২৭	মৃত মোঃ শুকুর আলী	মৃত মোঃ রেফাজ উদ্দিন
০১০৫০১০২২৮	মোঃ ফাউজা উদ্দিন	মৃত মোঃ কলম আলী
০১০৫০১০২২৯	মোঃ সোয়াব আলী	মোঃ আফাজ উদ্দিন
০১০৫০১০২৩০	মোয়াজ্জেম হোসেন	মোঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০১০২৩১	মোঃ ফরমালী	মোঃ হামদ উল্লাহ বেপারী
০১০৫০১০২৩২	শহীদ মোঃ আনোয়ার হোসেন	হাজী মোঃ মিজানুর রহমান
০১০৫০১০২৩৩	মুনসুর আহমেদ	মৃত মোঃ ছালত আলী
০১০৫০১০২৩৫	মোঃ সদর উদ্দিন	মৃত মোঃ আমির উদ্দিন
০১০৫০১০২৩৬	শহীদ বাবুল মাষ্টার	হাজী মোজাম্মেল হক খন্দকার
০১০৫০১০২৩৭	মৃত জুলমত আলী	মোঃ রেয়াজ উদ্দিন
০১০৫০১০২৩৮	এস এম সিয়াজুল হক	আব্দুর রাজ্জাক
০১০৫০১০২৩৯	মোঃ শাহজাহান	মালেক ভুইয়া
০১০৫০১০২৪০	তাহের আলী	কালু মিয়া
০১০৫০১০২৪১	জয়নাল আবেদীন	মৃত ফৈজ উদ্দিন
০১০৫০১০২৪২	মোঃ আঃ হান্নান মিয়া	মোঃ হলিম উদ্দিন
০১০৫০১০২৪৩	মনিন্দ্র চন্দ্র শিল	যোগেশ চন্দ্র শিল
০১০৫০১০২৪৪	মোঃ আজাহারুল হক	মৃত মুন্সী ওয়াহেদ
০১০৫০১০২৪৫	মোঃ আজগর আলী	আবু তাহের
০১০৫০১০২৪৬	মোঃ রফিক মিয়া	মৃত মোঃ আমবর আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০২৪৭	মোঃ মহিউদ্দিন খন্দকার	মৃত লাল মিঞা খন্দকার
০১০৫০১০২৪৯	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত মুন্সী সুবুজ মিয়া
০১০৫০১০২৫০	মোঃ শহিদুল আলম	মৃত মোঃ সুবুজ আলী
০১০৫০১০২৫১	মোঃ আক্রাম আলী মিয়া	মৃত নেয়ামত আলী
০১০৫০১০২৫২	এম এ ওয়াহিদ	মৃত মোঃ আব্দুল মজিদ মুন্সী
০১০৫০১০২৫৩	মোঃ শামসুজ্জামান	সৈয়দ আলী
০১০৫০১০২৫৪	ছাদু মিয়া	আব্দুল ছামাদ
০১০৫০১০২৫৫	আঃ ছাত্তার	মৃত মোঃ মনসুর আলী
০১০৫০১০২৫৬	আব্দুল আজিজ	মৃত মোঃ কমরুদ্দিন
০১০৫০১০২৫৭	মধু মিয়া	মৃত মোঃ কদম আলী
০১০৫০১০২৫৮	মোঃ রফিক মিয়া	মৃত মোঃ মনছুদ্দীন মাষ্টার
০১০৫০১০২৫৯	ছালাম মিয়া সরকার	মৃত চান মিয়া সরকার
০১০৫০১০২৬০	আবুল হোসেন	মৃত মাতবর আলী প্রধান
০১০৫০১০২৬১	মোঃ ছানাউল্যা	মৃত আঃ মালেক মিয়া
০১০৫০১০২৬২	আব্দুল ছালাম	মৃত মোঃ সুখী মিয়া
০১০৫০১০২৬৩	মোঃ সাহিদ উল্যাহ	মৃত মোঃ নায়েব আলী
০১০৫০১০২৬৪	মোঃ আজাহার আলী	মৃত আয়েত আলী
০১০৫০১০২৬৬	মোঃ আলী আহাম্মদ	মৃত মোঃ রৌশন আলী
০১০৫০১০২৬৭	আঃ ওহাব	আবু আহাম্মদ
০১০৫০১০২৬৮	শফি উদ্দিন আহমেদ	আমিন উদ্দিন আহমেদ
০১০৫০১০২৬৯	আঃ মালেক	মৃত কেরামত আলী
০১০৫০১০২৭০	মোঃ সুন্দর আলী	মোঃ ছোমেদ আলী
০১০৫০১০২৭২	মোঃ যাহাউদ্দিন	আহাম্মদ আলী মাষ্টার
০১০৫০১০২৭৩	আবদুল আউয়াল	মৃত মোঃ কমর উদ্দিন
০১০৫০১০২৭৫	আবুল কাশেম	জিন্নত আলী
০১০৫০১০২৭৬	শ্রী ক্ষিতীষ চন্দ্র ঘোষ	হরেন্দ্র ঘোষ
০১০৫০১০২৭৭	মোঃ সামসুজ্জামান	আব্দুল হেকিম
০১০৫০১০২৭৮	মোঃ ইসমাইল	মৃত মোঃ সাইদুজ্জামান
০১০৫০১০২৭৯	ফকির আবুল কামাল আজাদ	মৃত আবদুর রাজ্জাক
০১০৫০১০২৮০	আব্দুর রউফ (সেনাবাহিনী)	মৃত কেরামত আলী
০১০৫০১০২৮১	মোঃ শাহজাহান মিয়া (সেনাবাহিনী)	মৃত মোঃ আনছর আলী
০১০৫০১০২৮২	মোঃ নুরুল আমিন (আনসার)	মৃত মোঃ আঃ মালেক

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০২৮৩	মোঃ ওয়ারেস উদ্দীন ভুইয়া	মোঃ গিয়াস উদ্দীন ভুইয়া
০১০৫০১০২৮৪	মোঃ গিয়াস উদ্দিন (সেনাবাহিনী)	মৃত মোঃ রহিম উদ্দীন
০১০৫০১০২৮৮	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত আহাদ আলী
০১০৫০১০২৮৯	শহীদ আওলাদ হোসেন	আসাদুজ্জামান ভুইয়া
০১০৫০১০২৯১	শহীদ মারফত আলী	মৃত মোঃ রহমত আলী
০১০৫০১০২৯৩	মোঃ আতাউর রহমান	মোঃ আফসার উদ্দীন
০১০৫০১০২৯৪	মোঃ সোনা মিয়া	আমির উদ্দীন
০১০৫০১০২৯৫	মোঃ ইমাম আলী	মৃত সুন্দর আলী
০১০৫০১০২৯৯	শহীদ মোঃ তাইজ উদ্দিন পাঠান	মৃত মোঃ হাফিজ উদ্দীন পাঠান
০১০৫০১০৩০০	শহীদ মোহাম্মদ আলী	মৃত আলতাফ হোসেন
০১০৫০১০৩০৩	মৃত মোঃ তারুমিয়া	মৃত সমন বেপারী
০১০৫০১০৩০৪	মোঃ সামসুদ্দিন ফকির	মোঃ হাছান আলী
০১০৫০১০৩০৫	মোহাম্মদ আলী	মোঃ নায়েব আলী
০১০৫০১০৩০৬	মোঃ লোকমান	নন্দুর বেপারী
০১০৫০১০৩০৭	মোঃ আঃ মন্নান	মৃত সুরুজ মিঞা
০১০৫০১০৩০৮	মোঃ ফজর আলী	মৃত ফালু মিয়া
০১০৫০১০৩০৯	মোঃ রমিজ উদ্দিন	মৃত নছর উদ্দিন
০১০৫০১০৩১০	আব্দুল লতিফ	মৃত সেকান্দার আলী
০১০৫০১০৩১২	মোঃ ফজলুর রহমান	তাজউদ্দিন আহম্মেদ
০১০৫০১০৩১৬	সুনীলচন্দ্র দাস	মৃত সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস
০১০৫০১০৩১৭	মৃত মোঃ আঃ বারেক মিয়া	আঃ রৈজাক মিয়া
০১০৫০১০৩১৮	মোঃ আবু সিদ্দিক	হাজী আব্দুল কাদির
০১০৫০১০৩৩১	মোঃ আঃ হাই	হাজী মোবারক আলী
০১০৫০১০৩৩৯	শহীদ আনজত আলী	মৃত মোঃ হোসেন আলী
০১০৫০১০৩৪১	জয়ন্ত কুমার দাস	মনমোহন দাস
০১০৫০১০৩৪২	মোঃ অহিবুর রহমান	মৃত মোঃ মফিজুদ্দীন
০১০৫০১০৩৪৭	মোঃ জামির আলী	মোঃ আদম আলী
০১০৫০১০৩৪৮	মোঃ আব্দুল বাছেদ	মৃত মোঃ সোনা মিয়া
০১০৫০১০৩৪৯	মোঃ সুলতান মিয়া	মোঃ সোনাই মিয়া
০১০৫০১০৩৫১	নুরু মিয়া ভুইয়া	মৃত নইম উদ্দীন ভুইয়া
০১০৫০১০৩৫২	হারুন রশিদ	মোঃ মোতাজ উদ্দীন
০১০৫০১০৩৫৩	আব্দুর রশিদ	মৃত গোবেদ আলী
০১০৫০১০৩৫৪	মোঃ ইসমাইল মিয়া	মৃত মোঃ সুবেদ আলী মিঞা

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০১০৩৫৫	মোঃ আব্দুল হালিম মিয়া	মৃত মনির উদ্দীন আহাম্মদ
০১০৫০১০৩৫৬	মোঃ জিলন মিয়া	আঃ মালেক
০১০৫০১০৩৫৭	মোঃ শওকত আলী	মৃত মোঃ মোতালিব
০১০৫০১০৩৫৮	মোঃ ইফতেখার উদ্দীন ভুয়া	ওসিউদ্দীন ভুয়া
০১০৫০১০৩৫৯	মোঃ নজমুল ইসলাম	মৃত আঃ হাই
০১০৫০১০৩৬০	মৃত কমান্ডার আলী আকবর সরকার	
০১০৫০১০৩৬১	মেদন মিয়া	মৃত মনির উদ্দীন ভুঞা
০১০৫০১০৩৬৩	আলাউদ্দীন	মৃত মনসুর আলী
০১০৫০১০৩৬৪	মোঃ তাইজ উদ্দীন	মোঃ নায়েব আলী
০১০৫০১০৩৬৭	ডাঃ মোঃ নুরে আলম	ওয়াজ উদ্দিন
০১০৫০১০৩৬৮	আঃ রশিদ ভুইয়া	মৃত সিরাজ ভুইয়া
০১০৫০১০৩৬৯	মোঃ ফজুল হক	মৃত দেনাতুল্যা
০১০৫০১০৩৭০	মোঃ নুর ইসলাম	মৃত আবদুল আলী
০১০৫০১০৩৭১	মোঃ হাছেন আলী	মৃত মোঃ তাহের আলী মিঞা
০১০৫০১০৩৭২	হারুনুর রশীদ	জামাল মাষ্টার
০১০৫০১০৩৭৪	মোঃ মীর কাশেম	মৃত হাজী কিতাব আলী
০১০৫০১০৩৭৫	মোঃ ফিরোজ মিয়া	মৃত মোঃ মামুদ আলী
০১০৫০১০৩৭৬	মোঃ ওয়াজ উদ্দিন	মৃত মোঃ জব্বার মিয়া
০১০৫০১০৩৭৭	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত মোঃ আলেক নবী
০১০৫০১০৩৭৮	আব্দুর হান্নান	মোঃ সুন্দর আলী
০১০৫০১০৩৭৯	শাহজাদ্দিন	আলীমদ্দিন বেপারী
০১০৫০১০৩৮০	মোঃ আব্দুল খালেক	মোঃ ছাবেদ আলী
০১০৫০১০৩৮১	মৃত মোহাম্মদ আলী	মৃত পাইয়া গাজী
০১০৫০১০৩৮৪	মোঃ মোছলেম	মৃত ফজর আলী
০১০৫০১০৩৮৬	মোঃ আমির আলী	মৃত মোঃ আশ্রাব আলী
০১০৫০১০৩৯২	মোঃ জুয়েল মিয়া	মৃত শফর আলী
০১০৫০১০৪০২	ছবুর মিয়া	মোঃ সুনর উদ্দীন
০১০৫০১০৪০৩	মোঃ শহিদ উল্লাহ	মানিক বক্স
০১০৫০১০৪০৭	খন্দকার সহিদ উদ্দিন	মৃত লাল মিয়া খন্দকার
০১০৫০১০৪০৮	মোঃ এবায়েদ উল্ল্যাহ	মৃত মোঃ আব্দু হানিফ
০১০৫০১০৪০৯	মোঃ আলী হোসেন	মৃত আঃ মালেক মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

পলাশ থানা

কোড নং	নাম	পিতার নাম
০১০৫০৬০০০১	মোঃ শাহজাহান মোল্লা	মৃত মৌঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০৬০০০২	মোঃ মহিবুর রহমান	মৃত মৌঃ রুস্তম আলী
০১০৫০৬০০০৩	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মোঃ মফিজ উদ্দিন খান
০১০৫০৬০০০৪	মোঃ বাছির উদ্দিন	মৃত আহত আলী
০১০৫০৬০০০৫	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত মোঃ মমতাজ উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০০০৬	মোঃ জালাল উদ্দিন আহম্মদ	মৃত মোঃ আব্দুল মালেক
০১০৫০৬০০০৭	মোঃ ইকবাল হোসেন	ফজলুর রব হোসেন ভুঞা
০১০৫০৬০০০৮	আঃ রহিম মিয়া	আঃ বারেক মিয়া
০১০৫০৬০০০৯	মোঃ তোরাব আলী ভুইয়া	মোঃ আলী নেওয়াজ
০১০৫০৬০০১০	মোঃ আবু সাইদ ভুঞা	মোঃ জিন্নত আলী ভুঞা
০১০৫০৬০০১১	মোঃ বিল্লাল মিয়া	মৃত সুরত আলী
০১০৫০৬০০১২	নুরুল ইসলাম	মৃত রমিজ উদ্দিন
০১০৫০৬০০১৩	মৃত আবু ছিদ্দিক	আব্দুল ছামাদ
০১০৫০৬০০১৪	মোঃ আচন্থু মিয়া	মৃত হাবিজ উদ্দিন
০১০৫০৬০০১৫	মোঃ সামছুল আলম সরকার	মৃত আঃ মোতালিব সরকার
০১০৫০৬০০১৬	আমানত উল্লাহ	রফিজ উদ্দিন কাজী
০১০৫০৬০০১৭	আঃ ছোবাহান মিয়া	মৃত আনছার আলী মিয়া
০১০৫০৬০০১৮	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মৃত শফি উদ্দীন মুন্সী
০১০৫০৬০০১৯	মোঃ আঃ গফুর কাজী	মৃত মঞ্জুর কাজী
০১০৫০৬০০২০	মোঃ হারুণ অর রশিদ	মৃত আহমত আলী প্রধান
০১০৫০৬০০২১	আহাম্মদ আলী সরকার	মোঃ রমজান আলী সরকার
০১০৫০৬০০২২	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত দানেশ পন্ডিত
০১০৫০৬০০২৩	মোঃ নাছির উদ্দিন	মৃত আয়েছ আলী
০১০৫০৬০০২৪	মোঃ বজলু মিয়া	মৃত দানিছ মিয়া
০১০৫০৬০০২৫	শহীদ মোঃ আব্দুল সাত্তার	মৃত আঃ মোতালিব মিয়া
০১০৫০৬০০২৬	চান মিয়া	মোঃ নিয়ত আলী
০১০৫০৬০০২৭	আব্দুল ছালাম	মৃত আহম্মদ আলী
০১০৫০৬০০২৮	আঃ সামাদ	মোঃ মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৬০০২৯	মোঃ ফজলুল হক	মোঃ মনসুর আলী
০১০৫০৬০০৩০	মোঃ কেরামত আলী	মৃত রহমত আলী মুন্সী
০১০৫০৬০০৩১	মোঃ ইউসুফ আলী সরকার	মৃত আঃ জব্বার সরকার
০১০৫০৬০০৩২	মোঃ ফজলুর রহমান	মৃত আঃ ছোবহান
০১০৫০৬০০৩৩	মোঃ শাহজাহান মিঞা	মৃত কাশেম আলী মিয়া
০১০৫০৬০০৩৪	মোঃ সুরুজ মিঞা	মৃত ইদ্রিছ আলী
০১০৫০৬০০৩৫	মোঃ আঃ মোমেন মিঞা	আঃ ছামাদ মিঞা
০১০৫০৬০০৩৬	মোঃ মহর আলী	মৃত মফিজ উদ্দিন মিঞা

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৬০০০৩৭	মোঃ সোলায়মান পাঠান	কবির পাঠান
০১০৫০৬০০০৩৮	মোঃ শাহজাহান মিঞা	মৃত সুন্দর আলী ভুঞা
০১০৫০৬০০০৩৯	মোঃ গনি মিঞা	মোঃ আরব আলী
০১০৫০৬০০০৪০	মোঃ মাইন উদ্দিন সিকদার	মোঃ জালাল উদ্দিন
০১০৫০৬০০০৪১	মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোঃ ছাবেদ আলী
০১০৫০৬০০০৪২	মোঃ হাবিবুর রহমান	অঃ মালেক মুন্সী
০১০৫০৬০০০৪৩	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ মিয়া চান ভুঞা
০১০৫০৬০০০৪৪	মোঃ আরমান মিয়া	মৃত মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়া
০১০৫০৬০০০৪৫	শ্রী নিমাইচান বিশ্বাস	মৃত চান মোহন বিশ্বাস
০১০৫০৬০০০৪৬	মোঃ শাহ্ আলম	মোঃ আরজু সিকদার
০১০৫০৬০০০৪৭	আমজাদ হোসেন	মোঃ হাওয়াজ উদ্দিন
০১০৫০৬০০০৪৮	আঃ রশিদ মিয়া	মৃত মোঃ জয়নাল আবেদীন
০১০৫০৬০০০৪৯	মাসুদুল হাসান খান	মৃত আঃ মান্নান খান
০১০৫০৬০০০৫০	মানক চন্দ্র সেন	মৃত নবীন চন্দ্র সেন
০১০৫০৬০০০৫১	মোঃ মাইন উদ্দিন পাঠান	মৃত হারিছ পাঠান
০১০৫০৬০০০৫২	মোঃ শামছুল ইসলাম	মৃত আঃ মুন্দুছ ভুঞা
০১০৫০৬০০০৫৩	মোফাজ্জল হোসেন ভুঞা	মৃত আঃ ওয়াহেদ ভুঞা
০১০৫০৬০০০৫৪	মোঃ আলী হোসেন	মজিবুর রহমান
০১০৫০৬০০০৫৫	মোঃ মুজাম্মেল হক	মৃত আঃ খালেক
০১০৫০৬০০০৫৬	মোঃ কুদ্দুস	মৃত ছালত আলী
০১০৫০৬০০০৫৭	আবুল কামাল	মৃত আক্তার জামাল
০১০৫০৬০০০৫৮	ফজলুর রহামন	মৃত ছালত আলী
০১০৫০৬০০০৫৯	মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ	মৃত রিয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ
০১০৫০৬০০০৬০	মোঃ হামিদ উল্লাহ	মৃত আয়েত আলী
০১০৫০৬০০০৬১	মোঃ আনোয়ার	মৃত আঃ রশিদ ভুইয়া
০১০৫০৬০০০৬২	মোঃ নোয়াব আলী	মৃত আক্রাম আলী মিয়া
০১০৫০৬০০০৬৩	আবুল হাসেম	মোঃ আফতাব উদ্দিন
০১০৫০৬০০০৬৪	মোঃ সোবেদ আলী	মৃত নায়েব আলী
০১০৫০৬০০০৬৫	গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ	মৃত জাহাঙ্গ আলী প্রধান
০১০৫০৬০০০৬৬	মোঃ শহীদুল্লা পাঠান	মৃত আলহাজ্ব আব্দুর রহমান পাঠান
০১০৫০৬০০০৬৭	মোঃ হাবিব উল্লাহ	মোঃ আব্দুল হেকিম
০১০৫০৬০০০৬৮	মোঃ শাহজাহান মোল্লা	মৃত মৌঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০৬০০০৬৯	মোঃ জামাল উদ্দিন ভুঞা	মৃত ডাঃ আলীম উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০০০৭০	আঃ কাশেম	আব্দুর তাসেম মিঞা
০১০৫০৬০০০৭১	মোঃ আলম খান	গায়েছ আলী খান
০১০৫০৬০০০৭২	মোঃ মোনতাজ উদ্দিন	গায়েছ আলী খান
০১০৫০৬০০০৭৩	মোঃ নাজিম উদ্দিন	মৃত জামসের আলী
০১০৫০৬০০০৭৪	আবুল কাশেম	মোঃ সেকেন্দার আলী
০১০৫০৬০০০৭৫	মৃত মোঃ জহিরুল হক ভুঞা	মৃত আঃ মজিদ ভুঞা

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৬০০৭৬	বদরুল আলম	মোঃ কেরামত আলী
০১০৫০৬০০৭৭	আবু হাসান	মজিদ মিঞা
০১০৫০৬০০৭৮	মোঃ সামাদ ভুঞা	আঃ বারেক ভুঞা
০১০৫০৬০০৭৯	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মৃত মোঃ হেলাল উদ্দিন
০১০৫০৬০০৮০	মোঃ হারিছ মিয়া	মৃত সুবেদ আলী
০১০৫০৬০০৮১	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত আব্দুল হাশিম মাষ্টার
০১০৫০৬০০৮২	মোঃ ছাদেক ভুইয়া	মৃত মোঁঃ আঃ খালেক ভুইয়া
০১০৫০৬০০৮৩	ইমামুল হক	নজির উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০০৮৪	মোঃ মিলন মিয়া	নুরু মিয়া
০১০৫০৬০০৮৫	মোঃ হামিদ ভুঞা	মোঃ এমদাদ আলী ভুঞা
০১০৫০৬০০৮৬	মোঃ ইউছুফ আলী	মৃত শহর আলী
০১০৫০৬০০৮৭	মোৎ রফিক ভুঞা	মৃত শহর আলী
০১০৫০৬০০৮৮	মোঃ আঃ সহিদ	মৃত এমদাদ আলী ভুইয়া
০১০৫০৬০০৮৯	মোঃ কফিল উদ্দিন	মৃত ফায়াজ উদ্দিন
০১০৫০৬০০৯০	মোঃ জালাল উদ্দিন	মোঃ এবাদত আলী
০১০৫০৬০০৯১	আঃ কাদির শিকদার	মৃত আঃ ছাত্তার শিকদার
০১০৫০৬০০৯২	শামছু উদ্দিন ভুইয়া	মৃত রমিজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৬০০৯৩	মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত মোঃ আবু তাহের
০১০৫০৬০০৯৪	মোঃ আবদুল হেকিম	মোঃ আবদুল বাছেদ
০১০৫০৬০০৯৫	মোঃ ফজলুল হক	মৃত জাহান আলী
০১০৫০৬০০৯৬	ইদ্রিস আলী	মৃত আব্দুর রহমান
০১০৫০৬০০৯৭	মোঃ আরমান ভুইয়া	মৃত মোঃ আলী নেওয়াজ ভুইয়া
০১০৫০৬০০৯৮	মোঃ বসির উদ্দিন ভুঞা	মোঃ আক্তার আলী ভুঞা
০১০৫০৬০০৯৯	মোঃ নুরুল ইসলাম ভুইয়া	মৃত জনাব আলী ভুইয়া
০১০৫০৬০১০০	মোঃ লোকমান হোসেন	মৃত কমর উদ্দিন
০১০৫০৬০১০১	শ্রী অশ্বিনি কুমার দাস	কৃষ্ণ চরন দাস
০১০৫০৬০১০২	মোঃ হেলাল উদ্দিন ভুইয়া	ডাঃ আলীম উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৬০১০৩	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত উমর উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৬০১০৪	মোঃ খোরশেদ মিয়া	মৃত মোঃ সামস উদ্দিন মিয়া
০১০৫০৬০১০৫	মোঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ মফিজ উদ্দিন
০১০৫০৬০১০৬	মোঃ শহীদুল্লাহ	মৃত মোঃ আমিন উল্লাহ
০১০৫০৬০১০৭	মোঃ খালেকুজ্জামান	মৃত মোঃ আলতাফ মাষ্টার
০১০৫০৬০১০৮	মোঃ সফি উদ্দিন	মৃত মোঃ আমির উদ্দিন
০১০৫০৬০১০৯	আঃ বাতেন মিয়া	মৃত ইদ্রিছ আলী মোল্লা
০১০৫০৬০১১০	মৃত মোঃ আরমান মিয়া	মৃত ফজর আলী
০১০৫০৬০১১১	নাসির উদ্দিন আহমদ	আঃ আহাদ
০১০৫০৬০১১২	মোঃ সামসুল হক	মৃত হাছেন আলী মোল্লা
০১০৫০৬০১১৩	মোঃ আঃ মোতালিব	মোঃ সাফর উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৬০১১৪	আঃ বারেক	মৃত রহমত আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৬০১১৫	ফখির উদ্দিন আহম্মেদ	মৃত আঃ মালেক
০১০৫০৬০১১৬	খান মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মোঃ আবু বকর খান
০১০৫০৬০১১৭	মোঃ ইসমাইল খান	হাফিজ উদ্দিন
০১০৫০৬০১১৮	মোঃ ছালেক	মোঃ সিরাজ উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০৬০১১৯	বি এম বেলায়েত হোসেন (সাজু)	মৃত শামছুল হক ভুঞা
০১০৫০৬০১২০	মোঃ ফজলুর রশিদ	মৃত মোতালীব
০১০৫০৬০১২১	মোঃ জামাল উদ্দিন সরকার	আবু ছাইদ সরকার
০১০৫০৬০১২২	নুরুজ্জামান পাঠান	মৃত ছালেহ উদ্দিন পাঠান
০১০৫০৬০১২৩	মোঃ মিছির আলী মিঞা	মৃত সফর আলী
০১০৫০৬০১২৪	মোঃ আরজু মিঞা	মোঃ আলফাজ উদ্দিন মিঞা
০১০৫০৬০১২৫	মোঃ দেওয়াল আলী	আলী নেওয়াজ
০১০৫০৬০১২৬	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আঃ কাদির মিঞা
০১০৫০৬০১২৭	শ্রী পবিত্র চন্দ্র দাস	মৃত যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস
০১০৫০৬০১২৮	মোঃ রহিম উদ্দিন	আব্দুল আজিজ কারী
০১০৫০৬০১২৯	মোঃ ফাইজুল মোল্লা	মৃত ওয়াজ উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০৬০১৩০	মোঃ বাসির উদ্দিন খন্দকার	মিঞা বকস খন্দকার
০১০৫০৬০১৩১	মোঃ কফিল উদ্দিন	আঃ সেলিম মোল্লা
০১০৫০৬০১৩২	মৃত আব্দুল কাশেম সিকদার	মৃত আলাউদ্দিন সিকদার
০১০৫০৬০১৩৩	মোঃ মোজাম্মেল হক	রওশন আলী ভুইয়া
০১০৫০৬০১৩৪	মোঃ বাচ্চু মিয়া	মৃত খালেক মিয়া
০১০৫০৬০১৩৫	লাবির উদ্দিন	মৃত আব্দুল মালেক মিয়া
০১০৫০৬০১৩৬	মোঃ নফিজ উদ্দিন	আঃ রাজ্জাক
০১০৫০৬০১৩৭	মোঃ আঃ ছাত্তার মিয়া	মৃত মোঃ হাসিব মিয়া
০১০৫০৬০১৩৮	আবু ছাইদ মিয়া	মৃত মোঃ মোছলেম মিয়া
০১০৫০৬০১৩৯	মোঃ শাহজাহান মিয়া	মোঃ আবদুল আওয়াল মিয়া
০১০৫০৬০১৪০	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত মোঃ আজম আলী ভুইয়া
০১০৫০৬০১৪১	মৃত মোঃ চান মিয়া	আবেদ আলী
০১০৫০৬০১৪২	মোঃ আঃ রাজ্জাক মিয়া	মোঃ আঃ লতিফ মিয়া
০১০৫০৬০১৪৩	মোঃ মুরাদ হোসেন চৌধুরী	মৃত মোঃ তোফাজ্জাল হোসেন
০১০৫০৬০১৪৪	আঃ কাদির মিয়া	মৃত মোঃ আলী নেয়োজ মুন্সী
০১০৫০৬০১৪৫	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত মোঃ সজুদের রহমান
০১০৫০৬০১৪৬	মোঃ আঃ মতিন মিয়া	মৃত আরজু মিয়া
০১০৫০৬০১৪৭	মোঃ আবদুল আউয়াল	মৃত মোঃ আশ্রাফ আলী
০১০৫০৬০১৪৮	মোহাম্মদ আলী	মৃত রহমালী মুন্সী
০১০৫০৬০১৪৯	মোঃ ফিরুজ মিঞা	মৃত দিলার বক্স বেপারী
০১০৫০৬০১৫১	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোঃ আফছার উদ্দিন
০১০৫০৬০১৫২	মোঃ কাদির মিয়া	মোঃ ইয়াকুব আলী
০১০৫০৬০১৫৩	মোঃ সামসুজ্জামান	মৃত ডাঃ সিরাজুল ইসলাম
০১০৫০৬০১৫৪	মোঃ সুরুজ মিয়া	মৃত মোঃ মিয়া চান

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৬০১৫৫	সিরাজ মিঞা	মৃত জোয়াদ আলী
০১০৫০৬০১৫৬	মোঃ জাহিদুল হক	মৃত আঃ গফুর মিয়া
০১০৫০৬০১৫৭	মোঃ লতিফ মিয়া	মৃত আঃ রহমান
০১০৫০৬০১৫৮	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মোঃ সামছ উদ্দিন
০১০৫০৬০১৫৯	মোঃ নারেফ চান মিয়া	মৃত আঃ গনি মিয়া
০১০৫০৬০১৬০	আব্দুল বাতেন	আঃ কুদ্দুছ
০১০৫০৬০১৬১	মনির হোসেন	মোঃ আপ্তাব উদ্দিন
০১০৫০৬০১৬২	মোঃ শাজাহান	মোঃ সাহাবুদ্দিন
০১০৫০৬০১৬৩	আব্দুল কাসেম	মৃত তমিজ উদ্দিন
০১০৫০৬০১৬৪	মোঃ মিরন মিয়া	মোঃ মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৬০১৬৫	কামাল উদ্দিন	মৃত সৈয়দ আলী
০১০৫০৬০১৬৬	মোঃ আবদুর রব মিঞা	মৃত মোঃ মফিজ উদ্দিন মিঞা
০১০৫০৬০১৬৭	মোঃ চান মিঞা	মৃত নজর আলী
০১০৫০৬০১৬৮	আঃ ছাত্তার মিঞা	মৃত নজয় আলী
০১০৫০৬০১৬৯	মোঃ ফজলুল হক মোল্লা	মৃত আঃ হায়েছ মোল্লা
০১০৫০৬০১৭০	মোঃ ফজলুল হক মোল্লা	মৃত ইদ্রিছ আলী মোল্লা
০১০৫০৬০১৭১	মোঃ আলেক চান খান	মৃত মোঃ রুস্তোম আলী খান
০১০৫০৬০১৭২	মোঃ বাকির ভুইয়া	মৃত মোঃ মফিজ উদ্দিন সরকার
০১০৫০৬০১৭৩	মোঃ ময়তুজ আলী	মৃত এলাহী বক্স
০১০৫০৬০১৭৪	মোঃ সিরাজ মিঞা	মৃত আছমত আলী
০১০৫০৬০১৭৫	মোঃ সামছুল হক	মৃত আবদুল হামিদ
০১০৫০৬০১৭৬	এ কে এম সাহাদাৎ হোসেন খান	মৃত আবুল কালাম খান
০১০৫০৬০১৭৭	নিমর আলী	মৃত নাছির উদ্দিন
০১০৫০৬০১৭৮	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মোঃ আবদুস ছালাম খান
০১০৫০৬০১৭৯	মজিবুর রহমান	মৌঃ মোঃ ইজ্জত আলী
০১০৫০৬০১৮০	মোঃ মনছুর হোসেন	মোঃ শমসের উদ্দিন
০১০৫০৬০১৮১	মোঃ ফারুক পাঠান	মৃত হাজী আবদুর রহমান পাঠান
০১০৫০৬০১৮২	মোঃ হারিছুল হক	মৃত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ
০১০৫০৬০১৮৩	মোঃ মোছলে উদ্দিন মৃধা	মৃত আঃ গফুর মৃধা
০১০৫০৬০১৮৪	মোঃ আলী আসকর মিঞা	মৃত মোঃ আঃ ছামাদ মিঞা
০১০৫০৬০১৮৫	মোঃ আজিজুর রহমান সরকার	মৃত আলিমদ্দিন সরকার
০১০৫০৬০১৮৬	মোঃ মফি উল্লাহ্ মিঞা	আঃ কাদির
০১০৫০৬০১৮৭	মোঃ আলী আকবর খান	মৃত মোঃ দালিছ খান
০১০৫০৬০১৮৮	মোঃ কফিল উদ্দিন মোল্লা	আঃ হেলিম মোল্লা
০১০৫০৬০১৮৯	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত মোঃ মোছলেহ উদ্দিন
০১০৫০৬০১৯০	সোলেমান পাঠান	মোঃ কাদির পাঠান
০১০৫০৬০১৯১	আঃ বাতেন মিয়া	আঃ রশিদ
০১০৫০৬০১৯২	খোরশেদ আলম ভুইয়া	মৃত আবু তাহের ভুইয়া
০১০৫০৬০১৯৩	মোঃ মতিউর রহমান চৌধুরী	মোঃ আফতাব উদ্দিন আহম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৬০১৯৪	মোঃ ইমরান হোসেন	মৃত মোঃ সুরুজা মিয়া
০১০৫০৬০১৯৫	সোনা মিয়া	জাহের আলী
০১০৫০৬০১৯৬	মোঃ আতাউর রহমান ভুইয়া	মৃত জিন্নত আলী ভুইয়া
০১০৫০৬০১৯৭	মোঃ ফিরোজ মিয়া	মোঃ রফিজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৬০১৯৮	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোঃ জমির বক্স
০১০৫০৬০১৯৯	মোঃ লাল মিয়া	যাহের আলী
০১০৫০৬০২০০	মোঃ নাজিম উদ্দিন মিঞা	মোঃ কমর আলী মিঞা
০১০৫০৬০২০১	মোঃ মোশারফ হোসেন ভুঞা	মোঃ মমতাজ উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০২০২	মোঃ হারুন মিয়া	মৃত আব্দুল সামাদ শিকদার
০১০৫০৬০২০৩	মোঃ আলফাজ উদ্দিন	মৃত মোঃ মফিজ উদ্দিন
০১০৫০৬০২০৪	আবদুল হামিদ	মৃত ওমর আলী মুন্সী
০১০৫০৬০২০৬	মোঃ আবুল কালাম	জমসের আলী
০১০৫০৬০২০৭	মোঃ মনির হোসেন	মোঃ তাহের আলী
০১০৫০৬০২০৮	মোঃ জিন্নত আলী মিয়া	মৃত মোঃ জাহিদ বক্স
০১০৫০৬০২০৯	আঃ হাসিম মৃধা	মোঃ সফি উদ্দিন মৃধা
০১০৫০৬০২১০	মোঃ মোজাম্মেল হক	মোঃ হাবিল মিয়া
০১০৫০৬০২১১	এ হান্নান ভুঞা	মৃত ইউছুফ আলী ভুঞা
০১০৫০৬০২১২	মোঃ মোমেন ভুঞা	মৃত মোঃ রফিজ উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০২১৩	মনু মিয়া	মৃত আব্দুল লতিফ মিয়া
০১০৫০৬০২১৪	মোঃ মস্তফা	মৃত মোঃ জনাব আলী
০১০৫০৬০২১৫	মোঃ হামিদ উল্লাহ	মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৬০২১৬	মোঃ সাহাব উদ্দিন	মৃত মোঃ আয়েত আলী
০১০৫০৬০২১৭	মৃত জাহিরুল হক ভুইয়া	মৃত আঃ মজিদ ভুইয়া
০১০৫০৬০২১৮	মোঃ বজলুল হক ভুঞা	মোঃ জালাল উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০২১৯	মোঃ রইছুল হক কাজী	মোঃ সামসুল হক কাজী
০১০৫০৬০২২০	মোঃ আফজালুল হক ভুঞা	মৃত মোঃ আলাল উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০২২১	মোঃ আঃ আজিজ	মৃত মোঃ আহমত আলী
০১০৫০৬০২২২	মোঃ কবির হোসেন	মৃত মোঃ জমত আলী
০১০৫০৬০২২৩	মোঃ সাফিকুল ইসলাম	আলহাজ নিজাম উদ্দিন
০১০৫০৬০২২৪	আব্দুর রব মিঞা	মৃত মোঃ সেলিম উদ্দিন
০১০৫০৬০২২৫	মোঃ মিজানুর রহমান	মৃত মোঃ রুস্তম আলী
০১০৫০৬০২২৬	মোঃ রমজান খালাসী	মৃত আইন উদ্দিন
০১০৫০৬০২২৭	সফিউদ্দিন আহাম্মদ	মৃত মোঃ জামাল উদ্দিন আহাম্মদ
০১০৫০৬০২২৮	মোঃ মহর আলী (আনসার)	মৃত অলী মাহমুদ
০১০৫০৬০২২৯	মোঃ মোছলিম (আনসার)	মৃত ফিছমত আলী
০১০৫০৬০২৩০	শহীদ মোঃ আলী আকবর (আনসার)	মৃত মোঃ রহম আলী মুন্সী
০১০৫০৬০২৩১	মোঃ ওমেদ আলী (সেনাবাহিনী)	মোঃ আমিন উদ্দিন সরকার
০১০৫০৬০২৩২	মোঃ আলী (আনসার)	আঃ আউয়াল
০১০৫০৬০২৩৩	মোঃ আবদুল বারেক	মৃত মোঃ হামির উদ্দিন প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৬০২৩৪	মোঃ বছির উদ্দিন	মৃত ইয়াকুব আলী
০১০৫০৬০২৩৫	মোঃ আবু সাইদ	মৃত মোঃ আজমত আলী
০১০৫০৬০২৩৬	আবুল হাসেম	মৃত গফুর আলী
০১০৫০৬০২৩৭	আঃ গফুর মিঞা	মৃত ফজর আলী
০১০৫০৬০২৩৮	মোঃ ইসমাইল ভুঞা	মৃত মোঃ সাফি উদ্দিন ভুঞা
০১০৫০৬০২৩৯	মোছলে উদ্দিন	মৃত তেজুর আলী
০১০৫০৬০২৪০	মৃত সালেফুর রহমান চৌধুরী	মৃত আঃ মালেক চৌধুরী
০১০৫০৬০২৪১	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	মৃত রহম আলী
০১০৫০৬০২৪২	মৃত মোঃ জয়নাল	মৃত মোঃ হাছান আলী
০১০৫০৬০২৪৩	মোঃ বিল্লাল	মোঃ মজম আলী
০১০৫০৬০২৪৪	ফারু মিয়া	মৃত সোণী মিয়া
০১০৫০৬০২৪৫	মোঃ রৌশন আলী	মোঃ ছায়েদ আলী
০১০৫০৬০২৪৬	মোঃ শারাফত আলী	মৃত মোঃ ওয়াজ উদ্দিন
০১০৫০৬০২৪৭	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ য়োফসেল আলী
০১০৫০৬০২৪৮	প্রাণ গোপাল ঘোষ	মরণ চন্দ্র ঘোষ
০১০৫০৬০২৪৯	শহীদ মোঃ আঃ করিম	নঈম উদ্দিন
০১০৫০৬০২৫০	মোঃ রফিজ উদ্দিন	মোঃ ওমর আলী
০১০৫০৬০২৫১	মোঃ ফখির মিয়া	মৃত মেহের আলী
০১০৫০৬০২৫২	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত সামছুদ্দিন
০১০৫০৬০২৫৩	মোঃ নাছির উদ্দিন	ইনা ব্যাপারী
০১০৫০৬০২৫৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোঃ আলী
০১০৫০৬০২৫৬	মোঃ আঃ হালিম	মৃত আলহাজ্জ মোঃ হাফিজদ্দিন
০১০৫০৬০২৫৭	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৌঃ হেলাল উদ্দিন
০১০৫০৬০২৫৮	মোঃ আরমান মিয়া	মৃত মোঃ আয়েব আলী
০১০৫০৬০২৫৯	মোঃ আমজাদ হোসেন	গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
০১০৫০৬০২৬০	মোঃ মোস্তফা হোসেন	মৃত মোঃ মনসুর আলী
০১০৫০৬০২৬১	আব্দুস সালাম	মৃত মোঃ কদম আলী
০১০৫০৬০২৬২	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৬০২৬৩	মোঃ আমজাদ হোসেন পাঠান	মৃত মোঃ আখিল পাঠান
০১০৫০৬০২৬৪	মোঃ আঃ হালিম মিঞা	মৃত আঃ রশিদ

রায়পুরা থানা

ক্রোড নং	নাম	পিতার নাম
০১০৫০৪০০০১	মৃত সিদ্দিকুর রহমান	মৃত মফিজ উদ্দিন
০১০৫০৪০০০২	মৃত আবুল কাশেম	মৃত মইদর আলী মুন্সী
০১০৫০৪০০০৩	মৃত মোঃ রমজান আলী	মৃত মোঃ সুরুজ ভুইয়া
০১০৫০৪০০০৪	মৃত মোঃ জগলুল ভুইয়া	মৃত সাফাজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০০০৫	মৃত আঃ মালেক	মৃত আশ্রাব আলী
০১০৫০৪০০০৬	এ কে এম কামরুজ্জামান	মৃত মোঃ সানা উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০০০৭	মোঃ আলী আফজর	মৃত মোঃ তমিজ উদ্দিন আহাম্মদ
০১০৫০৪০০০৮	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত মুন্সী বজলুর রহমান
০১০৫০৪০০০৯	মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী	আঃ করিম চৌধুরী
০১০৫০৪০০১০	মোঃ আব্দুল আজিজ	মৃত জাবেদ আলী প্রধান
০১০৫০৪০০১১	লোকমান ফরাজী	মৃত মজনু ফরাজী
০১০৫০৪০০১২	মোঃ হযরত আলী	আবু তাহের
০১০৫০৪০০১৩	মোহন মিয়া	মৃত লাল মিয়া
০১০৫০৪০০১৪	মোঃ আলী	মৃত রূপচান মিয়া
০১০৫০৪০০১৫	মোঃ হাছান আলী	মৃত ফজিম উদ্দিন আহম্মদ
০১০৫০৪০০১৭	বোরহান উদ্দিন খান	মৃত হাজী আঃ রহিম খান
০১০৫০৪০০১৮	মোঃ ফজলুল হক	ফয়েজ উদ্দিন আহামেদ
০১০৫০৪০০১৯	মোঃ শহীদ উল্লাহ ভুইয়া	মোঃ আব্দুল আলী
০১০৫০৪০০২০	সুবেদার মিজানুর রহমান	মৃত রহিনুদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০০২১	মোঃ মোছলেম উদ্দিন	উছমান গনি
০১০৫০৪০০২২	আঃ বারিক	আঃ মন্নাফ
০১০৫০৪০০২৩	মোঃ আকরাম হোসেন	আলী আকবর মাষ্টার
০১০৫০৪০০২৪	আবদুল আজিম	মোঃ জনাব আলী
০১০৫০৪০০২৫	মোঃ আমজাদ হোসেন	মোঃ বাদশাহ মিয়া
০১০৫০৪০০২৬	মোঃ ইউনুছ চৌধুরী	মোঃ নজির উদ্দিন চৌধুরী
০১০৫০৪০০২৭	মজিবর রহমান	মৃত আঃ আলী সরকার
০১০৫০৪০০২৮	মোঃ মিজানুর রহমান	নিয়াজ প্রধান
০১০৫০৪০০২৯	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	মৃত নিয়াজ আলী
০১০৫০৪০০৩০	মোহাম্মদ আলী	শাজয় আলী
০১০৫০৪০০৩১	মোঃ হাবিবুর রহমান সরকার	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান সরকার
০১০৫০৪০০৩২	শহীদ হাছেন আলী	মৃত সেকান্দার আলী
০১০৫০৪০০৩৩	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মোঃ সামসুদ্দিন মিয়া
০১০৫০৪০০৩৪	আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	মৃত মোহাম্মদ আলী চৌধুরী
০১০৫০৪০০৩৫	আবদুর রহমান	সিরাজুল ইসলাম
০১০৫০৪০০৩৬	মোঃ রাজি উদ্দিন খান	মৃত জালাল উদ্দিন খান
০১০৫০৪০০৩৭	কাজী ফায়জুল আলম	কাজী জালাল উদ্দিন
০১০৫০৪০০৩৮	আমিনুল ইসলাম খন্দকার	তাজুল ইসলাম খন্দকার
০১০৫০৪০০৩৯	আব্দুল ওহাব	মৃত তমিজ উদ্দিন
০১০৫০৪০০৪০	মোঃ যলাজুর রহমান	আবদুল হাফিজ
০১০৫০৪০০৪১	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০০৪২	মোঃ আদালত খান	মোঃ মোমতেজ খান
০১০৫০৪০০৪৩	মোঃ নুরুল হক মিয়া	মৃত আবু তাহের মিয়া
০১০৫০৪০০৪৪	আনোয়ার হোসেন	মৃত ফুন্দুস মিয়া
০১০৫০৪০০৪৫	জয়নাল আবেদীন	অলি আহম্মদ
০১০৫০৪০০৪৬	মোঃ সামছুজ্জামান খান	মৃত মজিবর রহমান খান

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০০৪৭	আঃ কুদ্দুস	মৃত হাফেজ মেহের আলী
০১০৫০৪০০৪৮	সাফি উদ্দিন ভুইয়া	বাহাউদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০০৪৯	মৃত সিরাজ মিয়া	মৃত উজির মিয়া
০১০৫০৪০০৫০	মোঃ বুরজু মিয়া	মৃত লাল মিয়া
০১০৫০৪০০৫২	মোঃ মোছলেহ উদ্দিন	মৃত আবুল হোসেন সরকার
০১০৫০৪০০৫৩	মোঃ ওমর ফারুক খান	আঃ জব্বার খান
০১০৫০৪০০৫৪	মোঃ রশির উদ্দিন	মোঃ বাহাউদ্দিন
০১০৫০৪০০৫৫	মোঃ শহীদুল হক	মোঃ নুরুল হক
০১০৫০৪০০৫৬	মালু মিয়া	তালেব হোসেন
০১০৫০৪০০৫৭	মোঃ গোলাম ফারুক	মোহাম্মদ গোলাপ
০১০৫০৪০০৫৮	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মৃত আব্দুল হেকিম
০১০৫০৪০০৫৯	আফতাবুজ্জামান	মোঃ আবুল হাশেম
০১০৫০৪০০৬০	মোঃ জিতু মিয়া	মৃত আঃ জব্বার
০১০৫০৪০০৬১	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত সফিউদ্দিন
০১০৫০৪০০৬২	মোহাম্মদ আলী খন্দকার	মোঃ ইসমাইল খন্দকার
০১০৫০৪০০৬৩	মোঃ আব্বাস উদ্দিন	মোঃ মোকসুদ আলী
০১০৫০৪০০৬৪	মৃত মোঃ চান মিয়া	মৃত বলাই
০১০৫০৪০০৬৫	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	মৃত আনছার আলী
০১০৫০৪০০৬৬	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত আনছার আলী
০১০৫০৪০০৬৭	নুর মোহাম্মদ মোল্লা	মোঃ সামছুল হুদা
০১০৫০৪০০৬৮	আঃ কাদির মিয়া	মৃত আফজর আলী মিয়া
০১০৫০৪০০৬৯	মোঃ আঃ আজিজ মিয়া	মৃত আঃ ছামাদ মিয়া
০১০৫০৪০০৭০	মোঃ আমজাদ হোসেন	হাজী আঃ রাজ্জাক
০১০৫০৪০০৭১	মোঃ জহিরুল হক	মৃত আফছার উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০০৭২	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত খোয়াজ আলী
০১০৫০৪০০৭৩	মোহন মিয়া	মৃত লাল মিয়া
০১০৫০৪০০৭৪	ডাঃ এন এম শফিকুল আলম	মৃত নুরুল ইসলাম
০১০৫০৪০০৭৫	জলি উল্লাহ	আঃ হক
০১০৫০৪০০৭৬	ইউসুফ আলী	জুলমত আলী
০১০৫০৪০০৭৭	যোগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস	মৃত বিশাম্বর চন্দ্র বিশ্বাস
০১০৫০৪০০৭৮	মোঃ গোলাপ মিয়া	মৃত আঃ হাফিজ
০১০৫০৪০০৭৯	মোঃ আলকাছ আলী	সৈয়দ আলী
০১০৫০৪০০৮০	শহীদ আক্তার হোসেন	মৃত আঃ হক ভুইয়া
০১০৫০৪০০৮১	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আব্দুল ছামাদ
০১০৫০৪০০৮২	মোঃ আজাদ মিয়া	মোঃ আব্দুল আলী
০১০৫০৪০০৮৩	সাহাজ উদ্দিন	মোঃ সদর উদ্দিন
০১০৫০৪০০৮৪	এ কে এম ফজলুল হক	মৃত আকবর আলী
০১০৫০৪০০৮৫	মোঃ আবুল কাশেম	মোঃ সুলতান মিয়া
০১০৫০৪০০৮৬	মোঃ মোবারক হোসেন	মোঃ ইউনুছ মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০০৮৭	মোঃ আঃ লতিফ	মোঃ চান মিয়া
০১০৫০৪০০৮৮	মোসলেহ উদ্দিন	মোঃ হাসান আলী
০১০৫০৪০০৮৯	শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস	শ্রী শ্যামাচরণ দাস
০১০৫০৪০০৯০	হাবিবুর রহমান	আঃ গফুর প্রধান
০১০৫০৪০০৯১	মোঃ আব্দুল হোসেন	মৃত মোঃ ফাগুন মিয়া
০১০৫০৪০০৯২	আশরাফউজ্জামান	মোঃ সালত আলী
০১০৫০৪০০৯৩	মোঃ শহীদুল আলম	মৃত আফছার উদ্দিন
০১০৫০৪০০৯৪	আব্দুল ফালিয়	মৃত করম আলী
০১০৫০৪০০৯৫	মোঃ আলী হোসেন	মোঃ মাহমুদ হোসেন
০১০৫০৪০০৯৬	জালাল উদ্দিন	আঃ হান্নান মিয়া
০১০৫০৪০০৯৭	আব্দুল মোতালিব	মৃত হামির উদ্দিন
০১০৫০৪০০৯৮	মোঃ সাহাব উদ্দিন সরকার	মৃত নাজির উদ্দিন সরকার
০১০৫০৪০০৯৯	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত মোঃ জাফর ভুইয়া
০১০৫০৪০১০০	মোঃ আব্দুল কাশেম	মৃত আঃ ছালাম ভুইয়া
০১০৫০৪০১০১	মোঃ সেলিম ভুইয়া	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন ভুইয়া
০১০৫০৪০১০২	খন্দকার আবদুল মালেক	খন্দকার মাহাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০১০৩	মোঃ তাজুল ইসলাম	মৃত এলাহী বক্স
০১০৫০৪০১০৪	মোঃ গোলাম বর	সুলতান উদ্দিন আহমদ
০১০৫০৪০১০৫	মৃত মোঃ সেফাল্দার আলী মিয়া	আবু তাহের সিফদার
০১০৫০৪০১০৬	মোঃ লিয়াকত হোসেন	মৃত আবদুল আজিজ প্রধান
০১০৫০৪০১০৭	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মৃত মৌঃ আঃ হামিদ পন্ডিত
০১০৫০৪০১০৮	মোঃ ছালামত	মৃত মোঃ আলী
০১০৫০৪০১০৯	আঃ সামাদ	আলসার আলী
০১০৫০৪০১১০	সৈয়দ আলী আজগর	সৈয়দ আঃ কালেম
০১০৫০৪০১১১	মোঃ লোকমান মিয়া	মৃত তোরাব আলী
০১০৫০৪০১১২	মৃত মোঃ দানেছ মিয়া	মৃত আঃ হাকিম
০১০৫০৪০১১৩	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	মৃত মোঃ আনোয়ার হোসেন
০১০৫০৪০১১৪	মোঃ আলাউদ্দিন	মোঃ আঃ কাদের মিয়া
০১০৫০৪০১১৫	আঃ রউফ মিয়া	অঃঃ রহিম মিয়া
০১০৫০৪০১১৬	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত আঃ খালেক মুন্সী
০১০৫০৪০১১৭	মোঃ আঃ মান্নান	মোঃ কানাই প্রধান
০১০৫০৪০১১৮	মোঃ কাবিল মিয়া	মৃত মঞ্জুর আলী
০১০৫০৪০১১৯	মোঃ বজলুর রহমান	মৃত আফনয় আলী
০১০৫০৪০১২০	আব্দুর রহমান	মৃত হাসান আলী
০১০৫০৪০১২১	যাহাউদ্দিন	মৃত মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০১২২	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত চান মিয়া
০১০৫০৪০১২৩	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	মৃত সাহাবুদ্দিন
০১০৫০৪০১২৪	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	মোঃ চান মিয়া
০১০৫০৪০১২৫	আঃ রাজ্জাক	মৃত আঃ গফুর

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০১২৬	মোঃ বাছেদ	মৃত ছালত আলী
০১০৫০৪০১২৮	আমিনুল ইসলাম	মৃত হাছেন আলী
০১০৫০৪০১২৯	মোঃ মোস্তাফিজুল হক	মৃত তাছাদ্দুক হোসেন
০১০৫০৪০১৩০	ডঃ মোঃ মোষায়ফ হোসেন	মৃত সাহাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০১৩১	মোঃ আলাল উদ্দিন	মৃত জোহর আলী
০১০৫০৪০১৩২	মোঃ নুরুল ইসলাম	আঃ রহিম পাঠান
০১০৫০৪০১৩৩	মোঃ মোস্তাজ মিয়া	মৃত বাহর আলী
০১০৫০৪০১৩৪	আসাদ মিয়া	মৃত আলম খান
০১০৫০৪০১৩৫	মোঃ ইউনুছ মিয়া	মৃত ইব্রাহিম
০১০৫০৪০১৩৬	মোঃ কালু মিয়া	মৃত আলীম উদ্দিন সরকার
০১০৫০৪০১৩৭	জহিরুল হক (সাগর)	মোঃ হানিফ
০১০৫০৪০১৩৮	শওকত আলী	মৃত মজুর আলী
০১০৫০৪০১৩৯	মোঃ ছিদ্দিক মিয়া	মৃত টুকু মিয়া
০১০৫০৪০১৪০	মনু মিয়া	মৃত কালু মিয়া
০১০৫০৪০১৪১	মোঃ নাজিম উদ্দিন সিকদার	মৃত রজব আলী সিকদার
০১০৫০৪০১৪২	আঃ লতিফ	আঃ বারীক
০১০৫০৪০১৪৩	মোঃ জসিম উদ্দিন	আঃ হাসিম সরকার
০১০৫০৪০১৪৪	মোঃ দুলু মিয়া	মৃত হাজী আয়েত আলী
০১০৫০৪০১৪৫	আঃ হাসিম	মৃত আয়েব আলী
০১০৫০৪০১৪৬	মোহাম্মদ আলী সরকার	মৃত আক্রম আলী
০১০৫০৪০১৪৭	মোঃ সাহাজ উদ্দিন	মৃত জালাল উদ্দিন
০১০৫০৪০১৪৮	প্রীতিরঞ্জন সাহা	বাবু নৃপেন্দ্র কুমার সাহা
০১০৫০৪০১৪৯	মোঃ নান্নু মিয়া	মোঃ শব্দর আলী
০১০৫০৪০১৫০	মোঃ জয়নাল আবেদিন	মৃত নাসির উদ্দিন
০১০৫০৪০১৫১	মোঃ গোলাম ফারুক	মোঃ হাকিম ভুইয়া
০১০৫০৪০১৫২	মোঃ রমজান আলী ভুইয়া	মৃত হাজী আলীম উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০১৫৩	হারুন মিয়া	মৃত হাসেন আলী
০১০৫০৪০১৫৪	আবদুল গনি ভুইয়া	মৃত আবদুর রশিদ ভুইয়া
০১০৫০৪০১৫৫	আঃ মান্নান মুন্সী	মৃত হাজী আঃ গফুর আলী
০১০৫০৪০১৫৬	শহীদ মিয়া	মোঃ হামিদ মিয়া
০১০৫০৪০১৫৭	মোঃ শহীদ উল্লাহ	আঃ বারী
০১০৫০৪০১৫৮	আবুল হোসেন	রুপচান প্রধান
০১০৫০৪০১৫৯	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত আবদুল বাহার মুন্সী
০১০৫০৪০১৬০	আব্দুল আলী	মোঃ বাদশা মিয়া
০১০৫০৪০১৬১	ডাঃ মোঃ বাচ্চু মিয়া	মোঃ সাহেদ আলী
০১০৫০৪০১৬২	আবদুল হামিদ	মোঃ ফজর আলী সরকার
০১০৫০৪০১৬৩	মোঃ মতিউর রহমান	মোঃ হাছেন আলী
০১০৫০৪০১৬৪	আব্দুল হাসিম	গিয়াস উদ্দিন
০১০৫০৪০১৬৬	গোলাম রহিম	আঃ কাদির ভুইয়া

০১০৫০৪০১৬৭	মুসলেম মিয়া	মৃত কাঞ্চন মিয়া
০১০৫০৪০১৬৮	মোঃ আঃ রউফ	মৌঃ আঃ মালেক
০১০৫০৪০১৬৯	মোঃ রেজাউল	মোঃ আলফত আলী মেম্বর
০১০৫০৪০১৭০	হাবিবুর রহমান ভুইয়া	হাজী আাঃ রশিদ ভুইয়া
০১০৫০৪০১৭১	রফিব মিয়া	চান মিয়া
০১০৫০৪০১৭২	ইদ্রিছ মিয়া	মৃত চান মিয়া
০১০৫০৪০১৭৩	আঃ হামিদ	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০৪০১৭৪	মোঃ আবদুল খায়ী	মোঃ লাল মিয়া
০১০৫০৪০১৭৫	মোঃ লায়েছ মিয়া	মৃত জাহের মিয়া
০১০৫০৪০১৭৬	মোঃ আছান উল্লাহ	মৃত হাজী বজলুর রহমান খন্দকার
০১০৫০৪০১৭৭	মোঃ শাহজাহান	আলী
০১০৫০৪০১৭৮	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত মোঃ আলতাব আলী
০১০৫০৪০১৭৯	শাওকত আলী ভুইয়া	আব্দুল গনি ভুইয়া
০১০৫০৪০১৮০	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত আলীম উদ্দিন
০১০৫০৪০১৮১	তাজুল ইসলাম	সুরুজ আলী
০১০৫০৪০১৮২	মজিবর রহমান	চারমউদ্দিন
০১০৫০৪০১৮৩	মোঃ জাহিরুল হক	আলহাজ মজিবর রহমান
০১০৫০৪০১৮৪	মোঃ হযরত আলী	মোঃ আসাদ (বাদশা মিয়া)
০১০৫০৪০১৮৫	লুৎফর রহমান	মোঃ মুর্তুজ আলী
০১০৫০৪০১৮৬	জীবন দেবনাথ	রমনী মোহন দেবনাথ
০১০৫০৪০১৮৭	মোঃ মোশাররফ হোসেন	মৃত মৌঃ মলফত আলী
০১০৫০৪০১৮৮	এম এম জজ মিয়া	মোমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০১৮৯	মোঃ আশরাফুল করিম	মোঃ মোস্তফা
০১০৫০৪০১৯০	মোঃ ফাইসুল আলম	মৃত মৌলবী মোঃ তোতা মিয়া
০১০৫০৪০১৯১	মোঃ সিরাজ মিয়া	মৃত আঃ ছামিদ
০১০৫০৪০১৯২	আঃ জাহের	আঃ মজিদ
০১০৫০৪০১৯৩	মোঃ ইদ্রিছ আলী	আঃ ছামিদ মিয়া
০১০৫০৪০১৯৪	মোঃ ফুল মিয়া	মোঃ জিন্নত আলী
০১০৫০৪০১৯৫	আঃ ওহাদ মিয়া	মোঃ লাঃল মিয়া
০১০৫০৪০১৯৬	বধুজা মিয়া	বাহর আলী
০১০৫০৪০১৯৭	আঃ গফুর	মোমতাজ উদ্দিন আহম্মদ
০১০৫০৪০১৯৮	আঃ হাকিম	মাহমুদ
০১০৫০৪০১৯৯	সিরাজ উদ্দিন আহম্মদ	যহির উদ্দিন আহম্মদ
০১০৫০৪০২০০	মোঃ হেলাল উদ্দিন	জাহী দুলা মিয়া
০১০৫০৪০২০১	মোঃ আজমল আলী	আবু নছর ওয়াহিদ ভুইয়া
০১০৫০৪০২০২	মোঃ শাহজাহান	মৃত আঃ মালেক
০১০৫০৪০২০৩	আনোয়ার হোসেন	মোঃ সুরুজ মিয়া
০১০৫০৪০২০৪	মোঃ মত মিয়া	মৃত দুধু মিয়া
০১০৫০৪০২০৫	আবদুল মিয়া	সোনা মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০২০৬	এ. এম ধন মিয়া	লাল মিয়া
০১০৫০৪০২০৭	কাজী জায়দুল আলম	মৃত কাজী জালাল উদ্দিন
০১০৫০৪০২০৮	মোঃ শহীদুল্লাহ	মৃত আলী নেওয়াজ
০১০৫০৪০২০৯	মোঃ সৌলত হোসেন (হাবিলদার)	মোঃ সুরুজ মিয়া
০১০৫০৪০২১০	মোঃ ইউনুছ আলী	মোঃ জবর আলী
০১০৫০৪০২১১	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	মোঃ তাভব আলী
০১০৫০৪০২১২	মোঃ শহীদ মিয়া	আঃ হাসিব
০১০৫০৪০২১৩	মোহাম্মদ আলী	ইউসুব আলী সরকার
০১০৫০৪০২১৪	ফজলুল হক	হযরত আলী
০১০৫০৪০২১৫	মৃত নুরুল ইসলাম	মোঃ হানিফ উদ্দিন
০১০৫০৪০২১৬	মোঃ শাহজাহান মিয়া	আঃ হাফিজ
০১০৫০৪০২১৭	মোঃ সাহিদ মিয়া	আঃ রশিদ
০১০৫০৪০২১৮	মোঃ ফুল মিয়া	আনছার আলী
০১০৫০৪০২১৯	মোঃ জয়ধর আলী	আতাব উদ্দিন
০১০৫০৪০২২০	মোঃ আঃ জলিল	হাফিজ
০১০৫০৪০২২১	মোঃ নজরুল ইসলাম	সিন্নত আলী
০১০৫০৪০২২২	আকলাছ মিয়া	আমির হোসেন
০১০৫০৪০২২৩	মোঃ ফজলুল হক	হাজী মোঃ মইনে উদ্দিন তালুকদার
০১০৫০৪০২২৪	মোঃ চাঁন মিয়া	সাদত আলী
০১০৫০৪০২২৫	দুধ মিয়া	দুলাল উদ্দিন
০১০৫০৪০২২৬	নজরুল ইসলাম	আব্দুল লতিফ মাষ্টার
০১০৫০৪০২২৭	আঃ ছালাম	মোঃ আলাফত আলী
০১০৫০৪০২২৮	মোঃ জয়নুল আবেদিন	মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০২২৯	আমিনুল হক	মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৪০২৩০	জয়দর আলী	আপ্তাব উদ্দিন
০১০৫০৪০২৩১	আতর আলী	জুলমত আলী
০১০৫০৪০২৩২	মোঃ আবুল হক সরকার	আব্দুল হোসেন মুন্সী
০১০৫০৪০২৩৩	জালাল উদ্দিন	অলফত আলী
০১০৫০৪০২৩৪	মতিউর রহমান	হাসেম মিয়া
০১০৫০৪০২৩৫	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আঃ গফুর মুন্সী
০১০৫০৪০২৩৬	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ভুইয়া	মৃত মোঃ মেহের আলী ভুইয়া
০১০৫০৪০২৩৭	মোঃ জহিরুল ইসলাম মাষ্টার	উছমান গনি
০১০৫০৪০২৩৯	শহীদ সাহাব উদ্দিন (বীর বিক্রম)	কামাল উদ্দিন আহম্মদ
০১০৫০৪০২৪০	মোঃ সামছুল হক	মুন্সী আমান উল্লাহ
০১০৫০৪০২৪১	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত আঃ রহিম মুন্সী
০১০৫০৪০২৪২	মমতাজ উদ্দিন	আঃ মালেক
০১০৫০৪০২৪৩	শেখ আঃ হাই	শেখ আঃ হেকিম
০১০৫০৪০২৪৪	বোরহান উদ্দিন খান	আঃ রহিম মাষ্টার
০১০৫০৪০২৪৫	মোঃ সফিউল্লাহ	মৃত তালেব হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০২৪৬	মোঃ শহীদ মিয়া	মৃত মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৪০২৪৭	মিজানুর রহমান হাজারী	মৌঃ মিন্নত আলী হাজারী
০১০৫০৪০২৪৮	ভিকচাম	মৃত নোয়াব আলী
০১০৫০৪০২৪৯	দেলোয়ার হোসেন	গোলাপ মিয়া
০১০৫০৪০২৫০	গাজীউর রহমান	মৃত রহমত আলী
০১০৫০৪০২৫১	মোঃ সিরাজুল হক	মৃত হাজী আঃ বারী ভুইয়া
০১০৫০৪০২৫২	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত মোঃ রফিউল্লাহ প্রধান
০১০৫০৪০২৫৩	আলাউদ্দিন খান	আঃ রহিম মাষ্টার
০১০৫০৪০২৫৪	সিদ্দিকুর রহমান	হাছান উদ্দিন
০১০৫০৪০২৫৫	এম. এ. রহমান	মৃত আতশ আলী
০১০৫০৪০২৫৬	তায়েজ উদ্দিন	মৃত রমজান আলী
০১০৫০৪০২৫৭	মোঃ বেনজীর আহম্মেদ	রূপচান আহম্মেদ
০১০৫০৪০২৫৮	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	কেরামত আলী
০১০৫০৪০২৫৯	আলী আকবর	মৃত সমশের আলী
০১০৫০৪০২৬০	মোঃ কুদ্দুছ মিয়া	মোঃ রু``তম আলী
০১০৫০৪০২৬১	মোঃ আক্কাছ মিয়া	মৃত আছমত আলী
০১০৫০৪০২৬২	মোঃ শাহজাহান	মোঃ আলী আকবর মোল্লা
০১০৫০৪০২৬৩	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	মৃত আঃ গনি
০১০৫০৪০২৬৪	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মৃত হোসেন আলী
০১০৫০৪০২৬৫	আবু ছায়েদ মিয়া	হাজী আব্দুল আলী
০১০৫০৪০২৬৬	আঃ খালেক	মুফসেদ আলী
০১০৫০৪০২৬৭	মোঃ মাষ্টার আলী	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৪০২৬৮	শেখ আতাউল্লাহ	শেখ আব্দুছ ছোবহান চৌধুরী
০১০৫০৪০২৬৯	মৃত মোঃ আঃ হক সরকার	মোঃ মিয়া বিকচান
০১০৫০৪০২৭০	মোঃ নুলা মিয়া	মৃত আঃ ছামাদ
০১০৫০৪০২৭১	আঃ হক	মৃত আঃ ছামাদ
০১০৫০৪০২৭২	আঃ রহিম	মৃত মোঃ ছাদত আলী
০১০৫০৪০২৭৩	আহম্মদ আলী	মৃত মোঃ সুমদর আলী
০১০৫০৪০২৭৪	হাবিব মিয়া	মৃত মোঃ কাঞ্চন মিয়া
০১০৫০৪০২৭৫	জীবন মিয়া	মৃত মোঃ কালু মিয়া
০১০৫০৪০২৭৬	সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস	মৃত চন্দ্র কা``ত বিশ্বাস
০১০৫০৪০২৭৭	মোঃ হারুন অর রশিদ	মৃত মুন্সী মোঃ গোলাম হোসেন
০১০৫০৪০২৭৮	মৃত আঃ হক মিয়া	মৃত কুদ্দুছ মিয়া
০১০৫০৪০২৭৯	আব্দুল হালিম	মৃত নাজির উদ্দিন আহম্মদ
০১০৫০৪০২৮০	ছালামত খান	মৃত মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৪০২৮১	মোঃ মতিউর রহমান	মৃত সিরাজ মিয়া
০১০৫০৪০২৮২	মোঃ জিয়া উদ্দিন	মৃত মোঃ সেকান্দার আলী
০১০৫০৪০২৮৩	মোঃ নান্নু মিয়া	মৃত গণি মিয়া
০১০৫০৪০২৮৪	মোঃ মহিউদ্দিন	মৃত মোঃ ছিফাত উল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০২৮৫	মোঃ আলমগীর নুরী	আজিজ উদ্দিন নুরী
০১০৫০৪০২৮৬	সুরবালী বিশ্বাস	মহেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস
০১০৫০৪০২৮৭	মইন উদ্দিন চৌধুরী	মৃত হাজী কফিল উদ্দিন চৌধুরী
০১০৫০৪০২৮৮	শওকত আলী	হাজী সফর আলী
০১০৫০৪০২৮৯	মজিবুর রহমান	মোঃ জিলানী
০১০৫০৪০২৯০	আঃ আজিজ	মোঃ জনাব আলী
০১০৫০৪০২৯১	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মোঃ আবুল হোসেন
০১০৫০৪০২৯২	মোঃ মান্নান মিয়া	আঃ হাকিম
০১০৫০৪০২৯৩	মোঃ কালা চান মিয়া	মোঃ আফছার আলী মোল্লা
০১০৫০৪০২৯৪	গোলাম মোস্তফা	মৃত তিফচান মিয়া
০১০৫০৪০২৯৫	মোঃ হযরত আলী মোল্লা	হেলাল উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০৪০২৯৬	মোঃ মনিরুজ্জামান	মৃত শাহাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০২৯৭	মোঃ ইসমাইল মিয়া	মৃত মোঃ উছমান মিয়া
০১০৫০৪০২৯৮	মোঃ আফছার উদ্দিন	আঃ গনি মিয়া
০১০৫০৪০২৯৯	আবু সাঈদ খান	মৃত আলী আকবর খান
০১০৫০৪০৩০০	মোঃ চান মিয়া	মোঃ সেকান্দার আলী
০১০৫০৪০৩০১	মৃত মোঃ নিজাম উদ্দিন ভুইয়া	ডাঃ জয়নাল আবেদীন ভুইয়া
০১০৫০৪০৩০২	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ সালত আলী
০১০৫০৪০৩০৩	আঃ খালেক	আঃ হাসিম
০১০৫০৪০৩০৪	শহীদ মিয়া	মৃত বাদশা মিয়া
০১০৫০৪০৩০৫	মোঃ ফিরুজ মিয়া	মৃত আহম্মদ আলী মাস্টার
০১০৫০৪০৩০৬	রফিকুল ইসলাম	মৃত ছোলেমান
০১০৫০৪০৩০৭	মোঃ আয়নল মিয়া	মৃত চান মিয়া
০১০৫০৪০৩০৮	প্রকৌঃ মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত হাজী আঃ হামিদ
০১০৫০৪০৩০৯	ছিদ্দিকুর রহমান	মোঃ আঃ বারী মিয়া
০১০৫০৪০৩১০	মৃত মোঃ শহীদ উল্লাহ	আঃ হাফেজ
০১০৫০৪০৩১১	আঃ ছাত্তার	আঃ হাফেজ
০১০৫০৪০৩১২	মোঃ শাহজাহান ভুইয়া	মৃত বসির উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০৩১৩	সিরাজুল ইসলাম ভুইয়া	মৃত কাঞ্চন ভুইয়া
০১০৫০৪০৩১৪	মোঃ ফজলুর রহমান	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৪০৩১৫	আঃ আউয়াল	মৃত জিন্নত আলী
০১০৫০৪০৩১৬	মাঈন উদ্দিন	আম্বেদ আলী মিয়া
০১০৫০৪০৩১৭	আব্দুর রউফ মিয়া	আঃ ফালের মিয়া
০১০৫০৪০৩১৮	মোঃ কাইউম সিরাজ	লিয়াকত আলী (মিস্ত্রি)
০১০৫০৪০৩১৯	আঃ মন্নাফ	মৃত মোঃ হানিফ
০১০৫০৪০৩২০	সিদ্দিকুর রহমান	মৃত সুরুজ মিয়া
০১০৫০৪০৩২১	মোঃ সহিদ উল্লাহ	মৃত আশেক এলাহী
০১০৫০৪০৩২২	নাজিম উদ্দিন	মৃত সফর উদ্দিন আহমদ
০১০৫০৪০৩২৩	কামরুজ্জামান	আমির উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৩২৪	মগল মিয়া	মুরতুজা আলী
০১০৫০৪০৩২৫	মানিক মিয়া	ইমান আলী
০১০৫০৪০৩২৬	শহীদ ফজলুর রহমান	মৃত কালা গাজী
০১০৫০৪০৩২৭	আঃ করিম	মৃত দাদু মিয়া
০১০৫০৪০৩২৮	মোঃ নাজুল ইসলাম	গোলাম হোসেন
০১০৫০৪০৩২৯	মোঃ মোগল মিয়া	মৃত কেরামত আলী প্রধান
০১০৫০৪০৩৩০	মোঃ শহীদ উল্লাহ	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০৪০৩৩১	মোঃ দানিছ মিয়া	মোঃ দুদু মিয়া
০১০৫০৪০৩৩২	ফয়াজুর রহমান	মৃত হাজী আঃ ছাত্তার
০১০৫০৪০৩৩৩	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোজাফ্ফর আলী
০১০৫০৪০৩৩৪	মোঃ শামছুল হক	হাজী আয়যুর রহমান
০১০৫০৪০৩৩৫	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত আব্দুল কাদির
০১০৫০৪০৩৩৬	সুবেদার মিজানুর রহমান	মৃত রহিমুদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০৩৩৭	মোঃ হাবিবুল্লাহ সরকার	মৃত মোঃ মওকত আলী সরকার
০১০৫০৪০৩৩৮	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোঃ বাদশাহ মিয়া
০১০৫০৪০৩৩৯	জসিম উদ্দিন আহমেদ	মৃত মোঃ হাবিবুর রহমান
০১০৫০৪০৩৪০	হাজী মোঃ গায়েছ আলী	মৃত আঃ হামিদ
০১০৫০৪০৩৪১	মোঃ বাচ্চু মিয়া	মৃত মোঃ ইব্রাহিম
০১০৫০৪০৩৪২	মোঃ আঃ বাছেদ	মৃত ফিতাব আলী
০১০৫০৪০৩৪৩	মোঃ জাবেদ আলী	মৃত মোঃ হাছান আলী
০১০৫০৪০৩৪৪	মোহাম্মদ আলী	আব্দুর রাজ্জাক
০১০৫০৪০৩৪৫	মোঃ মেজাউল করিম	আঃ হাসিম
০১০৫০৪০৩৪৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ মোছলেম আলী
০১০৫০৪০৩৪৭	মৃত আঃ ছাত্তার	সুরুজ মিয়া
০১০৫০৪০৩৪৮	মৃত রেখমত আলী	মোঃ চান মিয়া
০১০৫০৪০৩৪৯	যুদ্ধাহত মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত মোঃ চান মিয়া প্রধান
০১০৫০৪০৩৫০	মোঃ বোরহান উদ্দিন	মোঃ চান মিয়া
০১০৫০৪০৩৫১	মোঃ বাছেদ মিয়া	মৃত জমত আলী মিস্ত্রী
০১০৫০৪০৩৫২	মোঃ হুমায়ুন কবির	মৃত জিন্নাত আলী
০১০৫০৪০৩৫৩	খন্দকার সদর উদ্দিন আহমদ	মৃত হাছেন আলী খন্দকার
০১০৫০৪০৩৫৪	মোঃ মতি মিয়া	আব্বর আলী
০১০৫০৪০৩৫৫	মোঃ ইব্রাহিম	মৃত আদম আলী মুন্সী
০১০৫০৪০৩৫৬	মোঃ নুরুল ইসলাম	জাব্বার আলী
০১০৫০৪০৩৫৭	মোঃ আতাউর রহমান	হামাদ ভুইয়া
০১০৫০৪০৩৫৮	সামসুল হক	মোঃ মজিবুর রহমান
০১০৫০৪০৩৫৯	মোঃ ফয়েজ মিয়া	রজব আলী
০১০৫০৪০৩৬০	আদম আলী	আঃ আলী
০১০৫০৪০৩৬১	মোঃ সিরাজুল হক	আঃ আলী মুন্সী
০১০৫০৪০৩৬২	মৃত আবু ছায়েদ	রফিউল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৩৬৩	আঃ খালেদ ভুইয়া	হাজী মোঃ হাফিজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০৩৬৪	আবুল হাসিম	মৃত আবু তাহের খলিফা
০১০৫০৪০৩৬৫	আঃ রেজ্জাক ভুইয়া	মোহাম্মদ আলী ভুইয়া
০১০৫০৪০৩৬৬	আঃ খালেক	আঃ হাসিম ভুইয়া
০১০৫০৪০৩৬৭	আঃ খালেদ ভুইয়া	মৃত আঃ বারিক ভুইয়া
০১০৫০৪০৩৬৮	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত আঃ খালেক
০১০৫০৪০৩৬৯	আবুল কামাল খান	মৃত মোখলেছুর রহমান খান
০১০৫০৪০৩৭০	মোঃ ফেলায়েত হোসেন	মৃত সাহাদত আলী মোল্লা
০১০৫০৪০৩৭১	শহীদ মোঃ আমান খান	মৃত খলিলুর রহমান খান
০১০৫০৪০৩৭২	মোঃ নাসির উদ্দিন ভুইয়া	আলি নেওয়াজ ভুইয়া
০১০৫০৪০৩৭৩	বাচ্চু মিয়া	মনির উদ্দিন
০১০৫০৪০৩৭৪	মৃত আয়েব আলী	মৃত লাইজু মিয়া
০১০৫০৪০৩৭৫	মোঃ তারা মিয়া	মৃত মোঃ নান্নু মিয়া
০১০৫০৪০৩৭৬	আঃ খালেদ	ইছাক মিয়া
০১০৫০৪০৩৭৭	মোঃ মোকুল উদ্দিন	মোঃ হাতেম আলী
০১০৫০৪০৩৭৮	মোঃ হাসান আলী	মোঃ তাহের মিয়া
০১০৫০৪০৩৭৯	মোঃ ছামছুল হক	মৃত আবু তাহের
০১০৫০৪০৩৮০	মোঃ আবু হানিফ সরকার	নিজাম উদ্দিন মুন্সী
০১০৫০৪০৩৮১	মোঃ সামসুদ্দিন চৌধুরী	সদর উদ্দিন চৌধুরী
০১০৫০৪০৩৮২	হাফেজ আহম্মদ খান	মোঃ ওমর খান
০১০৫০৪০৩৮৩	আঃ রশিদ	সুবুজ মিয়া
০১০৫০৪০৩৮৪	আঃ রশিদ	মোঃ সুবুজ মিয়া
০১০৫০৪০৩৮৫	সেকান্দার আলী	মৃত কালা মিয়া
০১০৫০৪০৩৮৬	মৃত মোঃ সামছু মিয়া	চান মিয়া
০১০৫০৪০৩৮৭	আব্দুল কাদির	মৃত আলী নেওয়াজ
০১০৫০৪০৩৮৮	মোঃ জাফির হোসেন	মৃত ছন্দু মিয়া
০১০৫০৪০৩৮৯	মোঃ শহীদুল্লাহ (এম এফ)	মৃত সবুজ মিয়া
০১০৫০৪০৩৯০	মোঃ হাবিজুল হক	আঃ হাকিম ফকির
০১০৫০৪০৩৯১	মোঃ শাহজাহান	মৃত আব্দুল হাফিজ মিয়া
০১০৫০৪০৩৯২	একে ফজলুল হক	মৃত আলহাজ শব্দর আলী
০১০৫০৪০৩৯৩	মৃত মোঃ হাবিবুর রহমান ভুইয়া	মৃত আফতাব উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০৩৯৪	আঃ কুদ্দুছ	সুবুজ মিয়া
০১০৫০৪০৩৯৫	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত আলতাব আলী
০১০৫০৪০৩৯৬	মোঃ আজাগর আলী	আব্দুর রহমান
০১০৫০৪০৩৯৭	মোঃ মজল মিয়া	মৃত মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৩৯৮	মোঃ আহসান উল্লাহ	মোঃ জজ মিয়া
০১০৫০৪০৩৯৯	মোঃ ধন মিয়া	মৃত ছামির উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০৪০০	মোঃ এনায়েত উল্লাহ	মৃত কারী আব্দুল ফাদের
০১০৫০৪০৪০১	মোঃ মালিক মিয়া	আফছার উদ্দিন মীর

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৪০২	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	লতিব উল্লাহ
০১০৫০৪০৪০৩	মোঃ মগল মিয়া	মৃত আব্দুল আজিজ
০১০৫০৪০৪০৪	মোঃ আফসার উদ্দিন	মৃত লোকমান
০১০৫০৪০৪০৫	ছানোয়ার হোসেন ভুইয়া	আঃ লতিফ ভুইয়া
০১০৫০৪০৪০৬	মোঃ শাহজাহান ভুইয়া	মৃত আব্দুল মজিদ ভুইয়া
০১০৫০৪০৪০৭	মাজু মিয়া	আহম্মদ মিয়া
০১০৫০৪০৪০৮	মোঃ আনিছুজ্জামান	মতিউর রহমান
০১০৫০৪০৪০৯	আব্দুস ছালাম	আবুল হাসিম
০১০৫০৪০৪১০	মোঃ আব্দুছ ছালাম	মৃত আব্দুছ ছোবান
০১০৫০৪০৪১১	মোঃ আক্কাছ আলী	মৃত রবিউল্লাহ
০১০৫০৪০৪১২	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত মোঃ কালা গাজী
০১০৫০৪০৪১৩	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত সোন্দা মিয়া
০১০৫০৪০৪১৪	মোঃ গোপাল মিয়া	কুদ্দু মিয়া
০১০৫০৪০৪১৫	মোহাম্মদ আলী	আমজাদ আলী
০১০৫০৪০৪১৬	মোঃ মাইন উদ্দিন	মৃত নবী নেয়াজ মৃধা
০১০৫০৪০৪১৭	মোঃ আঃ খালেক	মৃত মনছুর আলী ফকির
০১০৫০৪০৪১৮	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মৃত আক্রব আলী
০১০৫০৪০৪১৯	আঃ খালেক	মৃত মোঃ ধান্নু মিয়া
০১০৫০৪০৪২০	মোঃ হযরত আলী মোল্লা	মোঃ হেলাল উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০৪০৪২১	মোবারক হোসেন	মৃত আবুল শহীদ
০১০৫০৪০৪২২	আব্দুল ওয়াহাব	আব্দুল শহীদ
০১০৫০৪০৪২৩	আনোয়ার হোসেন	মুন্সী আরব আলী
০১০৫০৪০৪২৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত রয়েজ চান্দ ভুঞা
০১০৫০৪০৪২৫	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মোঃ ফুন্দুছ আলী
০১০৫০৪০৪২৬	মোঃ রুহুল আমিন	মৃত ছায়েদ আলী
০১০৫০৪০৪২৭	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত মোঃ আফছার উদ্দিন
০১০৫০৪০৪২৮	মোঃ আবু উসমান	মৃত রাহেত আলী মুন্সী
০১০৫০৪০৪২৯	আঃ ছাত্তার	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০৪০৪৩০	মোঃ আনোয়ার হোসেন	কেরামত আলী
০১০৫০৪০৪৩১	আক্কাছ আলী	মৃত মাতাব্বর আলী
০১০৫০৪০৪৩২	মজনুল হক	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৪০৪৩৩	মৃত আঃ মালেক	আশ্রাব আলী
০১০৫০৪০৪৩৪	মোঃ আঃ আজিজ	মৃত সুবেদ আলী
০১০৫০৪০৪৩৫	মোঃ ইউসুফ আলী	মোঃ ভোতা মিয়া
০১০৫০৪০৪৩৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ জালাল উদ্দিন
০১০৫০৪০৪৩৮	মোঃ শাহজাহান ভুইয়া	বছির উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০৪৩৯	মৃত অসেফ এলাহী	মৃত সুবেদ আলী
০১০৫০৪০৪৪০	নুরুল ইসলাম	মোঃ আজগর আলী
০১০৫০৪০৪৪১	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত আশফাত আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৪৪২	আব্দুল খালেক	মৃত সুন্দর আলী
০১০৫০৪০৪৪৩	আঃ হামিদ	আমির উদ্দিন
০১০৫০৪০৪৪৪	আমজাদ হোসেন	মোঃ জয়নাল আবেদীন
০১০৫০৪০৪৪৫	মৃত ডাঃ এবিএম মহসীন সরকার	মৃত আব্দুল আলী সরকার
০১০৫০৪০৪৪৬	মৃত মোঃ আল আমিন সরকার	মৃত আব্দুল আলী সরকার
০১০৫০৪০৪৪৭	মৃত সরাফত আলী	মোঃ ফজার আলী
০১০৫০৪০৪৪৮	রফিউদ্দিন মিয়া	মুজাফর আলী
০১০৫০৪০৪৪৯	নুরু মিয়া	মৃত আমির উদ্দিন
০১০৫০৪০৪৫০	মোঃ আবুল খায়ের	মৃত আঃ হামিদ মুন্সী
০১০৫০৪০৪৫১	মোঃ আতউর রহমান	মোঃ আমান উল্লাহ
০১০৫০৪০৪৫২	মোঃ রফিক আহাম্মদ	মোঃ মজিবুর রহমান
০১০৫০৪০৪৫৩	আঃ জব্বার মিয়া	মৃত আঃ রশিদ মুন্সী
০১০৫০৪০৪৫৪	মোঃ জমশেদ মিয়া	আব্দুল ছোবান
০১০৫০৪০৪৫৫	মোঃ রইছ উদ্দিন	মৃত সমদর আলী
০১০৫০৪০৪৫৬	খাচু মিয়া	মৃত হাফিজ মিয়া
০১০৫০৪০৪৫৭	মোঃ মানিক মিয়া	ওয়াছিল উদ্দিন মাষ্টার
০১০৫০৪০৪৫৮	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত ওসমান গণি
০১০৫০৪০৪৫৯	মৃত শাহজাহান ভুইয়া	আঃ করিম ভুইয়া
০১০৫০৪০৪৬০	জসিম উদ্দিন আহমেদ	মৃত জামাল উদ্দিন আহমেদ
০১০৫০৪০৪৬১	মোঃ ফুল মিয়া	মৃত হাজী হামেদ
০১০৫০৪০৪৬২	মোঃ ইদ্রিছ মিয়া	সমসের আলী
০১০৫০৪০৪৬৩	দেলোয়ার হোসেন	মোঃ রজব আলী
০১০৫০৪০৪৬৪	নুরুল ইসলাম	রোজমত আলী
০১০৫০৪০৪৬৫	মোঃ ইদ্রিছ আলী সরকার	মোহাম্মদ আলী সরকার
০১০৫০৪০৪৬৬	আঃ বারিক	মৃত সাবেদ আলী
০১০৫০৪০৪৬৭	মোঃ ইসমাইল মিয়া	মৃত মুন্সী আলম আলী
০১০৫০৪০৪৬৮	মোহাম্মদ আলী	মৃত আঃ করিম সরদার
০১০৫০৪০৪৬৯	মোঃ মজলুর রহমান	মৃত আঃ হাসিম
০১০৫০৪০৪৭০	মৃত মোঃ ইব্রাহীম	মোঃ জনাব আলী প্রধান
০১০৫০৪০৪৭১	আঃ খালেক মিয়া	মোঃ লাল মিয়া
০১০৫০৪০৪৭২	মোঃ আকরাম হোসেন খান	মৃত আব্দুল লতিফ খান
০১০৫০৪০৪৭৩	মোঃ শাহজাহান	শহীদ আব্বাস উদ্দিন
০১০৫০৪০৪৭৪	মোঃ সামসুদ্দিন	মৃত আফছার উদ্দিন
০১০৫০৪০৪৭৫	মোঃ শাহজাহান	মৃত আব্দুর রেজ্জাক
০১০৫০৪০৪৭৬	মোঃ ইউনুছ চৌধুরী	মৃত মোঃ নাজির উদ্দিন চৌধুরী
০১০৫০৪০৪৭৭	মোঃ হুমায়ুন কবির	মৃত সোনা মিয়া
০১০৫০৪০৪৭৮	আব্দুল ছাত্তার	আঃ জাহের
০১০৫০৪০৪৭৯	মোহাম্মদ আলী	শব্দর আলী
০১০৫০৪০৪৮০	মোঃ হুমায়ুন কবির	মৃত সোনা মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৪৮১	মোঃ হানিফ খন্দকার	মোঃ আঃ লতিফ খন্দকার
০১০৫০৪০৪৮২	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত আঃ কাদির মিয়া
০১০৫০৪০৪৮৩	মোঃ সামছুল আলম	মৃত আব্দুল মান্নান চৌধুরী
০১০৫০৪০৪৮৪	একে নেছার উদ্দিন	মৃত মোঃ নায়েব আলী সরকার
০১০৫০৪০৪৮৫	এসএম নজরুল ইসলাম	হাজী দুলা মিয়া
০১০৫০৪০৪৮৬	মোঃ হাছান আহাম্মদ	মৃত মোঃ আবু ছায়েদ ভুইয়া
০১০৫০৪০৪৮৭	মোঃ আঃ রশিদ	আঃ হাকিম মুন্সী
০১০৫০৪০৪৮৮	মোঃ আঁহিদ মিয়া	আঃ আলী
০১০৫০৪০৪৮৯	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৪০৪৯০	গোলাম মোস্তফা	আঃ রাজ্জাক সরকার
০১০৫০৪০৪৯১	মোঃ আমিনুল হক	ডাঃ মোঃ কাঞ্চন মিয়া
০১০৫০৪০৪৯২	মোঃ সামছুদ্দিন আহাম্মদ	মোঃ সাদত আলী
০১০৫০৪০৪৯৩	মোঃ মহিউদ্দিন	মৃত সৈয়দ আলী মুন্সী
০১০৫০৪০৪৯৪	মোঃ আবু লায়েছ	মোঃ মন্নু সিকদার
০১০৫০৪০৪৯৫	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	হাফিজ মাষ্টার
০১০৫০৪০৪৯৬	মোঃ আক্কাছ মিয়া	মোঃ আফছার উদ্দিদন
০১০৫০৪০৪৯৭	এসএজেড আবদুল্লাহ	মৌঃ সামছুল হক
০১০৫০৪০৪৯৮	মোঃ ফজলুল রহমান	মৃত উছমান গণি
০১০৫০৪০৪৯৯	মোঃ আতাউর রহমান	মোঃ ময়দর আলী
০১০৫০৪০৫০০	মোঃ ফজলুল হক	মোঃ সিকদার আলী
০১০৫০৪০৫০১	আশরাফউজ্জামান	সাদত আলী
০১০৫০৪০৫০২	নজরুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল আহাদ
০১০৫০৪০৫০৩	মোঃ আবুল খায়ের ভুইয়া	মৃত আব্দুল করিম ভুইয়া
০১০৫০৪০৫০৪	মোঃ সাইদুল্লাহ ভুইয়া	মৃত আব্দুল জব্বার ভুইয়া
০১০৫০৪০৫০৫	কাজী ছাদরুল আলম	মৃত কাজী জালাল উদ্দিন
০১০৫০৪০৫০৬	আঃ আউয়াল	মৃত মোঃ সফদর আলী
০১০৫০৪০৫০৭	খোরশেদ আলম	মৃত জনাব আলী
০১০৫০৪০৫০৮	মোঃ সাহাদ মিয়া	মৃত হযরত আলী
০১০৫০৪০৫০৯	আং ওয়াহেদ	মৃত সাহেব আলী
০১০৫০৪০৫১০	আঃ ছালাম সিকদার	আঃ খালেক সিকদার
০১০৫০৪০৫১১	লোকমান মিয়া	মৃত তোরাপ আলী
০১০৫০৪০৫১২	মৃত মোঃ জারু মিয়া	মৃত বাদশা মিয়া
০১০৫০৪০৫১৩	শহীদ আজিজুল হক সিকদার	মৃত আলতাব আলী সিকদার
০১০৫০৪০৫১৪	ডা. এসএম সফিকুল আলম নোমান	মৃত নুরুল ইসলাম
০১০৫০৪০৫১৫	মোঃ আবুল কাশেম	মোঃ বজলুর রহমান
০১০৫০৪০৫১৬	মোঃ জালাল উদ্দিন	মোঃ আবু ছায়েদ
০১০৫০৪০৫১৭	মোঃ আবুল ইসরাম	আঃ মজিদ মাষ্টার
০১০৫০৪০৫১৮	সহিদুল্লাহ	হাজী হাছান উদ্দিন
০১০৫০৪০৫১৯	মোঃ সামছুল হক	মোঃ আঃ খালেক

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৫২০	মোঃ শহীদুল্লাহ	মৃত মজিব আলী
০১০৫০৪০৫২১	মোঃ হোসেন আলী	মৃত মোঃ আনছার আলী
০১০৫০৪০৫২২	মোছলেম উদ্দিন খান	হাজী মোমতাজ খান
০১০৫০৪০৫২৩	মোহাম্মদ আলী	মৃত আশ্রব আলী
০১০৫০৪০৫২৪	মোঃ আব্বাছ উদ্দিন	মৃত মোঃ সাদাত আলী
০১০৫০৪০৫২৫	মোঃ আবু উছমান	মৃত বিল্লতালী
০১০৫০৪০৫২৬	মোঃ শাহ আলম	মৃত মোঃ রেফমত আলী
০১০৫০৪০৫২৭	আঃ মোতালিব	আঃ মজিদ
০১০৫০৪০৫২৮	হারাধন বর্মন	প্যারী মোহন বর্মন
০১০৫০৪০৫২৯	মোঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত আলতাফ আলী
০১০৫০৪০৫৩০	ডাঃ আবুল কামাল	আন্তাব উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৩১	আবু আহম্মদ	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০৪০৫৩২	হবিবুল্লাহ	মৃত সফিউল্লাহ
০১০৫০৪০৫৩৩	মোঃ হামুন-অর রশিদ	মোঃ আফছার উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৩৪	মৃত একাব্বর আলী	হাফিজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৩৫	নোয়াব মিয়া	আবদুর রহিম
০১০৫০৪০৫৩৬	জুলহাস মিয়া	মৃত আবু তাহের
০১০৫০৪০৫৩৭	মোঃ নোশায়ফ হোসেন	মৃত হাজী আঃ রাজ্জাক
০১০৫০৪০৫৩৮	মতিউর রহমান	হাজী রমজান আলী
০১০৫০৪০৫৩৯	মোঃ কুতুব উদ্দিন	মৃত আঃ করিম
০১০৫০৪০৫৪০	আমুদল গফুর	চান্দ মিয়া
০১০৫০৪০৫৪১	আঃ আজিজ	হোসেমান প্রধান
০১০৫০৪০৫৪২	মোঃ আশরাফ উদ্দিন	মোঃ তয়ফ আলী
০১০৫০৪০৫৪৩	মগল মিয়া	মোঃজয়লদয় আলী
০১০৫০৪০৫৪৪	মোঃ রেকমান হেকিম	হাজী রমজান আলী
০১০৫০৪০৫৪৫	সামছুদ্দিন	মৃত আমুদ আলী
০১০৫০৪০৫৪৬	ফজলুর রহমান	মৃত মোঃ রনগাজী প্রধান
০১০৫০৪০৫৪৭	গোলাম আহমেদ	মৌলভী কুদ্রত আলী
০১০৫০৪০৫৪৮	শহীদ আবদুল হালাম কাওছার	মৃত আয়েত আলী কোরাশী
০১০৫০৪০৫৪৯	ফজলুল হক	মৃত আহম্মদ আলী
০১০৫০৪০৫৫০	মোঃ নজরুল ইসলাম (নোয়াব মিয়া)	মৃত আলাউদ্দিন আহম্মদ
০১০৫০৪০৫৫১	মোঃ বয়জু মিয়া	মৃত সোনা মিয়া
০১০৫০৪০৫৫২	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত হাজী সুন্দর আলী
০১০৫০৪০৫৫৩	মোঃ জহিরুল হক	মৃত হাজী আঃ আজিজ ভুইয়া
০১০৫০৪০৫৫৪	মোঃ মোমতাজ উদ্দিন	মৃত নুরুল ইসলাম
০১০৫০৪০৫৫৫	মোঃ মানিক মিয়া	মৃত বাহাউদ্দিন মিয়া
০১০৫০৪০৫৫৬	সামসুল হক	মৃত আঃ গনি
০১০৫০৪০৫৫৭	মোবারক হোসেন সিকদার	শাহজাদা সিকদার
০১০৫০৪০৫৫৮	মৃত আবু তাহের	মৃত ছোয়ত আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৫৫৯	মোঃ আফজাল হোসাইন	মৃত আশ্রব আলী সরফদার
০১০৫০৪০৫৬০	লায়েব আলী	মৃত করম আলী
০১০৫০৪০৫৬১	আবদুস সাদেক সরকার	মৃত মোঃ আহম্মদ আলী সরকার
০১০৫০৪০৫৬২	মনোহর বিশ্বাস	যোগেন্দ্র বিশ্বাস
০১০৫০৪০৫৬৩	শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস	জগবন্ধু বিশ্বাস
০১০৫০৪০৫৬৪	মনোরঞ্জন বিশ্বাস	তরণী কান্ত বিশ্বাস
০১০৫০৪০৫৬৫	ফায়ুক মিয়া	মৃত সুমন আলী
০১০৫০৪০৫৬৬	মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ	মোঃ হাছান উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৬৭	মৃত মোগল মিয়া	মৃত রূপচান মিয়া
০১০৫০৪০৫৬৮	আলী আক্কাছ	মৃত হাছান উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৬৯	মোঃ ছাত্তার মিয়া	মৃত লাল মিয়া
০১০৫০৪০৫৭০	ফজলুল রহমান	মৃত লাল মিয়া
০১০৫০৪০৫৭১	মৃত ধন মিয়া	মৃত গাজীউর রহমান
০১০৫০৪০৫৭২	এমদাদুল হক ফকির	মৃত আঃ হামিদ ফকির
০১০৫০৪০৫৭৩	মোঃ মেজাই মফাদ্দী সিকদার	মৃত আঃ গফুর সিকদার
০১০৫০৪০৫৭৪	মোঃ আবদুছ ছাদেক	মোঃ ফজলুল হক
০১০৫০৪০৫৭৫	মোঃ কায়কাউছুর রহমান	মৃত মোঃ ইসমাইল
০১০৫০৪০৫৭৬	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মৃত ডাঃ মুন্সেফ
০১০৫০৪০৫৭৭	আঃ জব্বার	আঃ গনি
০১০৫০৪০৫৭৮	হোসেন মিয়া	মৃত আজিজা মিয়া
০১০৫০৪০৫৭৯	মৃত লাল মিয়া	আনছার আলী
০১০৫০৪০৫৮০	গোলাম মোস্তফা খান	মোঃ মফিজ উদ্দিন খান
০১০৫০৪০৫৮১	মোঃ লাইছ মিয়া	মৃত মদির উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৮২	মৃত নান্টু খাঁ	মৃত মফিজ খাঁ
০১০৫০৪০৫৮৩	তোতা মিয়া	ঘলাগাজী
০১০৫০৪০৫৮৪	খোরশেদ আলম	মৃত মোঃ জমির উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৮৫	হাফিজুল হক	মুনসুন্দিন
০১০৫০৪০৫৮৬	বুল্লজ মিয়া	মৃত নাগর আলী
০১০৫০৪০৫৮৭	একেএম শামসুল আলম খন্দকার	মৃত নিজাম উদ্দিন খন্দকার
০১০৫০৪০৫৮৮	মোঃ নওয়াব মিয়া	মৃত মোঃ মহর আলী প্রধান
০১০৫০৪০৫৮৯	লিয়াকত আলী	মৃত আব্দুল আজিজ
০১০৫০৪০৫৯০	মোঃ আসকর আলী	আঃ রেজ্জাক
০১০৫০৪০৫৯১	মুহাম্মদ আলী	মোঃ কমুর উদ্দিন
০১০৫০৪০৫৯২	মৃত আবদুল বাতেন	মৃত আবদুল মালেক
০১০৫০৪০৫৯৩	আঃ মোতালেব	মোঃ ছালত আলী প্রধান
০১০৫০৪০৫৯৪	মহিউদ্দিন	মৃত সদাগর আলী
০১০৫০৪০৫৯৫	মোঃ আবদুল কাদির	মোঃ লাল মিয়া
০১০৫০৪০৫৯৬	আঃ রহমান	রূপচান
০১০৫০৪০৫৯৭	আঃ রহমান	মোঃ আঃ হাসিম মোল্লা

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৫৯৮	মোঃ হাসান আলী	মোঃ আঃ ছোবান ব্যাপারী
০১০৫০৪০৫৯৯	মোৎ চান মিয়া	আঃ হাসিম
০১০৫০৪০৬০০	মোঃ মোছলেম উদ্দিন	মৃত সফর আলী
০১০৫০৪০৬০১	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ আঃ ছামাদ
০১০৫০৪০৬০২	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত রমজান আলী
০১০৫০৪০৬০৩	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	মৃত ডাঃ মনোয়ার আলী
০১০৫০৪০৬০৪	মোঃ শহীদুল্লাহ	মোঃ আঃ আজিজ মাস্টার
০১০৫০৪০৬০৫	মৃত মোঃ জসিম উদ্দিন	মোঃ সুলতান
০১০৫০৪০৬০৬	মৃত মোঃ ছমির উদ্দিন সরকার	মোঃ বক্শী মোল্লা
০১০৫০৪০৬০৭	যুদ্ধাহত সিরাজুল ইসলাম	নছর উদ্দিন
০১০৫০৪০৬০৮	মোঃ এনায়েত উল্লাহ	ক্বারী আব্দুল কাদের
০১০৫০৪০৬০৯	সিরাজ মিয়া	মোঃ লাল মিয়া
০১০৫০৪০৬১০	মোঃ আলাপ মিয়া	আব্দুল আজিজ সরকার
০১০৫০৪০৬১১	আব্দুল কুদ্দুছ	মোঃ আব্দুল বাছেদ মিয়া
০১০৫০৪০৬১২	মিন্টু মিয়া	আব্দুল আলী
০১০৫০৪০৬১৩	মৃত চান মিয়া	বেপারী মিয়া
০১০৫০৪০৬১৪	কবির মিয়া	আব্দুল মান্নান মিয়া
০১০৫০৪০৬১৫	মতিউর রহমান	মৃত মোঃ মিয়া চান
০১০৫০৪০৬১৬	মোঃ হাবিব উল্লাহ	ক্বারী আঃ কাদির
০১০৫০৪০৬১৭	আঃ ছামাদ মিয়া	বশির উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০৪০৬১৮	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত হাজী ছালত আলী সরকার
০১০৫০৪০৬১৯	আবদুল হালিম	মৃত ছালত আলী সরকার
০১০৫০৪০৬২০	আঃ ছালাম	মৃত ছালত আলী সরকার
০১০৫০৪০৬২১	শহীদ জহিরুল হক	মৃত তালেব আলী ভুইয়া
০১০৫০৪০৬২২	রমিজ উদ্দিন মিয়া	মোজামার আলী
০১০৫০৪০৬২৩	রফি উদ্দিন ভুইয়া	মৃত মোঃ হাসান উদ্দিন
০১০৫০৪০৬২৪	গোলাম কাইউম খন্দকার	মৃত মাহে আলম খন্দকার
০১০৫০৪০৬২৫	মুনছুর আলী	মৃত মোঃ ইউনুছ আলী
০১০৫০৪০৬২৬	আঃ খালেক মিয়া	আঃ কাদির মিয়া
০১০৫০৪০৬২৭	আবদুর রউফ	মৃত রমিজ উদ্দিন মাষ্টার
০১০৫০৪০৬২৮	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত রমিজ উদ্দিন মাষ্টার
০১০৫০৪০৬২৯	মৃত আঃ রহমান	মোঃ মনসুর আলী
০১০৫০৪০৬৩০	আঃ ছালাম	মোঃ সাহাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৬৩১	আকবর আলী	মৃত কুদ্দুস আলী
০১০৫০৪০৬৩২	মোঃ আব্দুল বাতেন	মোঃ আঃ গফুর মাষ্টার
০১০৫০৪০৬৩৩	আব্দুল বাতেন	আঃ হেকিম
০১০৫০৪০৬৩৪	মোঃ মোস্তফা	আঃ মালেক
০১০৫০৪০৬৩৫	আঃ রহমান	মৃত মকসুদ আলী সরদার
০১০৫০৪০৬৩৬	সামসু উদ্দিন	সুরুজ মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৬৩৭	মোঃ যাদু মিয়া	মোঃ নোয়াব আলী
০১০৫০৪০৬৩৮	শুক্কুর আলী	আক্রাম উদ্দিন
০১০৫০৪০৬৩৯	মোঃ আলাউদ্দিন	মোঃ সিকান্দার আলী
০১০৫০৪০৬৪০	আলম আলী	আমোদ আলী প্রধান
০১০৫০৪০৬৪১	মৃত সিরাজুল ইসলাম	ছমির উদ্দিন
০১০৫০৪০৬৪২	মৃত আঃ জলিল	আঃ ওয়াহেদ
০১০৫০৪০৬৪৩	মোঃ আক্তার হোসেন	আঃ জলিল
০১০৫০৪০৬৪৪	মকবুল হোসেন	মৃত আব্বাস আলী
০১০৫০৪০৬৪৫	দেলোয়ার হোসেন	মৃত মোঃ খোয়াজা আলী
০১০৫০৪০৬৪৬	আনছার উদ্দিন	মৃত টেকমান
০১০৫০৪০৬৪৭	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মৃত মিন্নত আলী
০১০৫০৪০৬৪৮	হোরন আলী	তায়েব উদ্দিন
০১০৫০৪০৬৪৯	আব্দুল ওয়াদুদ মিয়া	আব্দুস ছালাম মাষ্টার
০১০৫০৪০৬৫০	মোঃ রোফন উদ্দিন আহমেদ	মৃত মফিজ উদ্দিন আহমদ
০১০৫০৪০৬৫১	আশরাফ উদ্দিন ভুইয়া	মৃত হাজী ইসমাইল ভুইয়া
০১০৫০৪০৬৫২	আঃ ঘুন্দুস	মৃত হাফিজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৬৫৩	মোহাম্মদ আলী	মৃত আব্দুর রহমান
০১০৫০৪০৬৫৪	এম এ নঈম	মৃত মোঃ সোনা মিয়া
০১০৫০৪০৬৫৫	মোঃ হাদুল মিয়া	মজলুর রহমান ভুইয়া
০১০৫০৪০৬৫৬	আলতাফ হোসেন ভুইয়া	মৃত মমতাজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০৬৫৭	ইদ্রিস মিয়া	মাহমুদ আলী
০১০৫০৪০৬৫৮	আব্দুল মতিন	মোঃ সোনা উল্লাহ
০১০৫০৪০৬৫৯	সিদ্দিক মিয়া	মৃত মিন্নত আলী
০১০৫০৪০৬৬০	জয়নাল আবেদীন	সেকান্দর আলী
০১০৫০৪০৬৬১	মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুইয়া	হাজী মোঃ ইসমাইল ভুইয়া
০১০৫০৪০৬৬২	আঃ হাই	মৃত সদাগর আলী
০১০৫০৪০৬৬৩	মোঃ আতর আলী	মৃত আবদুল করিম
০১০৫০৪০৬৬৪	রতন মিয়া	মৃত আবুল হোসেন
০১০৫০৪০৬৬৫	মফিজ মিয়া	মৃত আঃ মালেক
০১০৫০৪০৬৬৬	জয়নাল আবেদীন	মিন্নত আলী
০১০৫০৪০৬৬৭	আব্দুল খালিক	মৃত আব্দুল আলী
০১০৫০৪০৬৬৮	মমতাজ উদ্দিন	ইউনুছ প্রধান
০১০৫০৪০৬৬৯	ঈমান উদ্দিন	মৃত মেহের আলী
০১০৫০৪০৬৭০	মোঃ গোলা মিয়া	মৃত আঃ ছামেদ
০১০৫০৪০৬৭১	মোঃ লাদু মিয়া	মোঃ হোসেন আলী
০১০৫০৪০৬৭২	মোছলেম মিয়া	হাজী আনছার আলী
০১০৫০৪০৬৭৩	আঃ গফুর	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৪০৬৭৪	মোঃ আলফাজ উদ্দিন	মোঃ সুন্দর আলী
০১০৫০৪০৬৭৫	আঃ রশিদ	মৃত মোঃ ফাদু মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৬৭৬	লিয়াকত আলী	মৃত মোঃ নিয়ত আলী
০১০৫০৪০৬৭৭	আব্দুল কাশেম	মোঃ ভালা মিয়া
০১০৫০৪০৬৭৮	আব্দুল কালাম	আব্দু গনি
০১০৫০৪০৬৭৯	মোঃ নুরুল ইসলাম ভুইয়া	মৃত মোঃ আঃ খালেক
০১০৫০৪০৬৮০	ছানাউল্লাহ	আঃ রহমান
০১০৫০৪০৬৮১	মোঃ শাহজাহান	মোঃ শফিউল্লাহ
০১০৫০৪০৬৮২	মোঃ আলকাছ মিয়া	মৃত মাতবর আলী
০১০৫০৪০৬৮৩	আলতাফ হোসেন	আঃ হাই
০১০৫০৪০৬৮৪	মোঃ আবদুল সালাম	মোঃ সিয়াজ মিয়া
০১০৫০৪০৬৮৫	মোঃ মোস্তাক আহমেদ	মোঃ কিতাব আলী
০১০৫০৪০৬৮৬	মোঃ আবু তাহের	মোঃ কালা গাজী মিয়া
০১০৫০৪০৬৮৭	মোঃ আয়েত আলী	মোৎ নিয়ামাত আলী
০১০৫০৪০৬৮৮	মোঃ নজরুল ইসলাম	হাজী মজলুর রহমান
০১০৫০৪০৬৮৯	মোঃ দাদু মিয়া	মৃত শমলয় আলী
০১০৫০৪০৬৯০	মোঃ জাহিরুল হক	আব্দুল ফখিম
০১০৫০৪০৬৯১	আব্দুল কাশেম	মৃত সদর উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০৬৯২	আঃ ছাদেক	শমসের আলী
০১০৫০৪০৬৯৪	মোঃ হাবিবুল ফকির	মোঃ আব্দুল হাকিম ফকির
০১০৫০৪০৬৯৫	মোঃ ওসমান গিন	আব্দুল ছামাদ
০১০৫০৪০৬৯৬	মোঃ অহিউদ্দীন	মৃত আব্দুর রহিম
০১০৫০৪০৬৯৭	আবু তাহের	আঃ ইন্নত আলী
০১০৫০৪০৬৯৮	মোঃ আসাদ উল্লাহ ভুইয়া	আঃ ওহাব ভুইয়া
০১০৫০৪০৬৯৯	আব্দুল হালিম	হাফেজ মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৭০০	তাজুল ইসলাম	মিয়া চান মোল্লা
০১০৫০৪০৭০১	মোঃ আব্দুস সাদেক	মৃত মুন্সী মোঃ সমসের আলী
০১০৫০৪০৭০২	মিজানুর রহমান	মৃত মনজুর আলী
০১০৫০৪০৭০৩	লোকমান ভুইয়া	মৃত ফজলুল হক ভুইয়া
০১০৫০৪০৭০৪	মোক্তার হোসেন ভুইয়া	মমতাজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০৭০৫	মেজবাহ উদ্দিন	সুবুজ মিয়া
০১০৫০৪০৭০৬	মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	মোঃ ফখিল উদ্দিন মিয়া
০১০৫০৪০৭০৭	মোঃ খোরশেদ আলম	মৃত আঃ ছালাম খান
০১০৫০৪০৭০৮	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত আঃ বাছেদ খন্দকার
০১০৫০৪০৭০৯	মোঃ রজব আলী	আঃ হাফিজ মোল্লা
০১০৫০৪০৭১০	আঃ রশিদ	মৈয়ধর আলী
০১০৫০৪০৭১১	মোঃ নাজমুল হুদা	মৃত ফমিল উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০৭১২	ফজার আলী	মৃত ফুদরত আলী
০১০৫০৪০৭১৩	মিজানুর রহমান	আক্রব আলী মিয়া
০১০৫০৪০৭১৪	মোঃ হাবিবুর রহমান ভুইয়া	সুলতান উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৪০৭১৫	মোঃ ইছমাইল মিয়া	মৃত মুন্সী ছময় আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৭১৬	ফিরোজ মিয়া	শুক্কুর মাহমুদ
০১০৫০৪০৭১৭	আঃ হেকিম	মাসুদ আলী
০১০৫০৪০৭১৮	আব্দুল বারিক	মৃত আঃ মন্নাফ
০১০৫০৪০৭১৯	মোখলেছুর রহমান	মৃত মনির উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০৭২০	আঃ খালিক	মৃত আঃ মজিদ
০১০৫০৪০৭২১	শাহজাহান মিয়া	মৃত আয়াত আলী
০১০৫০৪০৭২২	হযরত আলী	মুকসুদ আলী
০১০৫০৪০৭২৩	ফজলু মিয়া	মৃত করম আলী
০১০৫০৪০৭২৪	মোঃ সেন্টু মিয়া	নিয়ত আলী
০১০৫০৪০৭২৫	মৃত মনিন্দ্র চন্দ্র পাল	মৃত বৈকুণ্ঠ পাল
০১০৫০৪০৭২৬	মোঃ নাছির মিয়া	মোঃ হেলাল উদ্দিন
০১০৫০৪০৭২৭	মোহাম্মদ বজলুর রহমান	মোঃ চাঁন মিয়া
০১০৫০৪০৭২৮	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত হাজী শুক্কুর মাহমুদ
০১০৫০৪০৭২৯	সাইজ উদ্দিন	মোঃ সাফিজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৭৩০	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মমোঃ ফফিল উদ্দিন মিয়া
০১০৫০৪০৭৩১	আঃ রহমান ফরাজী	মোঃ রহমালী
০১০৫০৪০৭৩২	মোঃ হারিছ মিয়া	মোঃ তোতা মিয়া
০১০৫০৪০৭৩৩	মোঃ নুরুজ্জামান	হাজী মোজাম্মেল হোসেন
০১০৫০৪০৭৩৪	সিরাজুল ইসলাম	মোমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৭৩৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সামসের আলী
০১০৫০৪০৭৩৬	হযরত আলী	মৃত আশ্রাব আলী
০১০৫০৪০৭৩৭	এবিএম নুরুল ইসরাম	মোঃ চেরাগ আলী প্রধান
০১০৫০৪০৭৩৮	মোঃ শুক্কুর আলী	মোঃ সুরুজ মিয়অ
০১০৫০৪০৭৩৯	মোঃ ইদ্রিস আলী	মৃত সুরুজ মিয়া
০১০৫০৪০৭৪০	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত জুলফিকার আলী
০১০৫০৪০৭৪১	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ রূপচান প্রধান
০১০৫০৪০৭৪২	মোঃ আবুল হাশেম	মৃত মোঃ জালাল উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০৭৪৩	মোঃ মজলুর রহমান	মৃত মোঃ ফিতাব আলী
০১০৫০৪০৭৪৪	মোঃ ইসমাইল মিয়া	মোঃ ছাব্বির উদ্দিন মিয়া
০১০৫০৪০৭৪৫	আঃ কুদ্দুছ	আবু তাহের
০১০৫০৪০৭৪৬	মোঃ জাহিদুল ইসলাম	মোঃ ইউনুছ আলী
০১০৫০৪০৭৪৭	আঃ কাইয়ুম	আইয়েত আলী
০১০৫০৪০৭৪৮	মতিউর রহমান	ৃত মোঃ হাজী সাহাবাজ মিয়া
০১০৫০৪০৭৪৯	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত মোঃ শব্দর আলী
০১০৫০৪০৭৫০	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস	মৃত হৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস
০১০৫০৪০৭৫১	মোঃ সুরুজ মিয়া	আঃ হাই মুন্সী
০১০৫০৪০৭৫২	মোঃ জহিরুল হক সরকার	মোঃ তোতা মিয়া
০১০৫০৪০৭৫৩	কাজী আজিজুল হক	মৃত কাজী ফালু মিয়া
০১০৫০৪০৭৫৪	মোঃ শহীদ উল্লাহ	মৃত আবুল হাশেম মাস্টার

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৭৫৫	মোঃ হোসেন	মমতাজ উদ্দিন সরকার
০১০৫০৪০৭৫৬	নুরুল আমিন খন্দকার	খন্দকার আফিজ উদ্দিন
০১০৫০৪০৭৫৭	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	আমজাত আলী
০১০৫০৪০৭৫৮	মোঃ লিয়াকত আলী	মৃত মোঃ লাল মিয়া
০১০৫০৪০৭৫৯	মোঃ ইব্রাহিম সিকদার	মৃত আঃ ছোবান সিকদার
০১০৫০৪০৭৬০	মোঃ শামসুল হক সিকদার	মৃত সোলায়মান সিকদার
০১০৫০৪০৭৬১	আবু তাহের সরকার	মৃত জনাব আলী সরকার
০১০৫০৪০৭৬২	মোঃ হারুনুর রশিদ	মোঃ চাঁন মিয়া
০১০৫০৪০৭৬৩	মোঃ সোনা মিয়া	মৃত মোঃ হাছান আলী মিয়া
০১০৫০৪০৭৬৪	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত সিরাজ উদ্দিন আবু ছৈয়দ
০১০৫০৪০৭৬৫	মোঃ আঃ কুদ্দুছ	মোঃ সেকান্দার আলী
০১০৫০৪০৭৬৬	মোঃ রাহাত আলী	মোঃ রসুল আলী
০১০৫০৪০৭৬৭	আবুল কাশেম	মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৪০৭৬৮	মোঃ মফিজুল ইসলাম	মোঃ দেলোয়ার আলী
০১০৫০৪০৭৬৯	আবু ছায়েদ	মৃত আঃ হাফিজ
০১০৫০৪০৭৭০	আক্কেল আলী	মৃত আলফত আলী
০১০৫০৪০৭৭১	আবুল খায়ের	মৃত মোঃ খজলুর রহমান
০১০৫০৪০৭৭২	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মোঃ কেয়ামত আলী
০১০৫০৪০৭৭৩	মোঃ বশিরুল হক	মোঃ খজলুল হক
০১০৫০৪০৭৭৪	মোঃ আবদুস সাত্তার	হাজী আবুল হাসেম
০১০৫০৪০৭৭৫	মোঃ শাহজাহান মিয়া	মৃত নাজির উদ্দিন আহমদ
০১০৫০৪০৭৭৬	আবুল কামেম	নগর আলী প্রধান
০১০৫০৪০৭৭৮	আবু আহম্মদ আনিসুজ্জামান	মৃত ডাঃ ইব্রাহিম মিয়া
০১০৫০৪০৭৭৯	মোঃ ইব্যাহিম আলী	মৃত মোঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০৪০৭৮০	মোঃ কবির আহম্মেদ	ইউনুছ মিয়া
০১০৫০৪০৭৮১	মাহবুবুর রহমান	মৃত মনির উদ্দিন আহাম্মদ
০১০৫০৪০৭৮২	আঃ জলিল ভুঞা	মৃত আঃ ছোবান ভুঞা
০১০৫০৪০৭৮৩	মোঃ ফজলুর রহমান	মৃত মোঃ উছমান গনি
০১০৫০৪০৭৮৪	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মোঃ ফজলুর রহমান
০১০৫০৪০৭৮৫	কে এম ইউনুছ চৌধুরী	মৃত মোঃ জয়নাল আবেদীন চৌধুরী
০১০৫০৪০৭৮৬	মোঃ ফারুক হোসেন	মৃত মুন্সী আঃ গনি
০১০৫০৪০৭৮৮	মোঃ হারুনুর রশীদ	আব্দুল মালেক
০১০৫০৪০৭৮৯	মোঃ আব্দুল হক	হাজী মোঃ আলী
০১০৫০৪০৭৯০	মোঃ সফিউদ্দিন	মৃত কয়ম নেওয়াজ প্রধান
০১০৫০৪০৭৯১	সামছুজ্জামান (সেনাবাহিনী)	মৃত আঃ জলিল ভুইয়া
০১০৫০৪০৭৯২	মহীদ দেলোয়ার হোসেন (ই.পি.আর)	মৃত মোঃ আঃ লতিফ
০১০৫০৪০৭৯৩	মোঃ আব্দুর রউফ (সেনাবাহিনী)	মৃত আব্দুল কায়ুম
০১০৫০৪০৭৯৪	আমুল হোসেন (সেনাবাহিনী)	মৃত ফজর আলী খন্দকার
০১০৫০৪০৭৯৫	মোঃ ফজলুল হক (সেনাবাহিনী)	মৃত হাজী আঃ গফুর মুন্সী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৭৯৬	আয়েত উল্লাহ (সেনাবাহিনী)	মোঃ ছামির উদ্দিন
০১০৫০৪০৭৯৭	মোঃ আঃ ছাত্তার (আনসার)	মৃত আব্দুল মালেক
০১০৫০৪০৭৯৮	আবুল কাশেম (সেনাবাহিনী)	মোহাম্মদ হোসেন ভূইয়া
০১০৫০৪০৭৯৯	মোঃ জয়নাল আলী ভুঞা (সেনা)	মৃত মোঃ রূপচান ভুঞা
০১০৫০৪০৮০০	গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (সেনাবাহিনী)	মৃত আঃ আজিজ মিয়া
০১০৫০৪০৮০১	মোঃ ফয়েজ উদ্দিন ভূইয়া (সেনা.)	মৃত আব্দুল লতিফ ভূইয়া
০১০৫০৪০৮০২	মোঃ লালোহ মিয়া সরকার (সেনা.)	মৃত রমজান আলী সরকার
০১০৫০৪০৮০৩	মোঃ অলফত আলী (সেনাবাহিনী)	মৃত জমির উদ্দিন
০১০৫০৪০৮০৪	মোঃ ইসমাইল (সেনাবাহিনী)	মৃত চান মিয়া
০১০৫০৪০৮০৫	মৃত রোস্তম আলী (সেনাবাহিনী)	মৃত মনর উদ্দিন
০১০৫০৪০৮০৭	মোঃ ফটিক মিয়া (সেনাবাহিনী)	আমির উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৪০৮০৮	শহীদ মোঃ সোহরাব হোসেন (সেনা.)	মৃত আঃ জব্বার
০১০৫০৪০৮০৯	কাজী হারুন-অর-রশীদ (সেনা.)	মৃত কাজী আঃ খালেক মৌঃ
০১০৫০৪০৮১০	আঃ ওয়াহেদ (সেনাবাহিনী)	মোঃ আনসার আলী
০১০৫০৪০৮১১	আহম্মদ আলী (সেনাবাহিনী)	মৃত রোস্তমত আলী
০১০৫০৪০৮১২	মোঃ আবু সিদ্দিক (সেনাবাহিনী)	মৃত মোঃ সুন্দর আলী
০১০৫০৪০৮১৩	খন্দকার শাহ আলীম	মৃত খন্দকার রহিম উদ্দিন
০১০৫০৪০৮১৪	মোঃ সহিদ উল্লাহ (সেনাবাহিনী)	মৃত আঃ করিম বাদশা মিয়া
০১০৫০৪০৮১৫	ইজ্জত আলী (সেনাবাহিনী)	মৃত আব্দুল গফুর বেপারি
০১০৫০৪০৮১৬	খন্দকার মজিবুর রহমান (ই.পি.আর)	খন্দকার সদর উদ্দিন আহমেদ
০১০৫০৪০৮১৭	মোঃ ইমাম উদ্দিন (ই.পি.আর)	মৃত রমজান আলী সরকার
০১০৫০৪০৮১৮	ডাঃ আঃ হালিম (সেনাবাহিনী)	মৃত ডাঃ আঃ আজিজ
০১০৫০৪০৮১৯	মোঃ হানিফ ভূইয়া (সেনাবাহিনী)	মৃত হাছেন আলী ভূইয়া
০১০৫০৪০৮২০	মেজর মোঃ রুস্তম আলী খান	মৃত ডাঃ মোঃ নবী নেওয়াজ খান
০১০৫০৪০৮২১	মোঃ হাবিবুর রহমান (সেনাবাহিনী)	মৃত জমশের আলী
০১০৫০৪০৮২২	মোঃ নুরুজ্জামান (সেনাবাহিনী)	মৃত মকবুল হোসেন
০১০৫০৪০৮২৩	মোঃ নজরুল ইসলাম (সেনাবাহিনী)	মৃত আব্দুল হেকিম
০১০৫০৪০৮২৪	মেজর নুর মোহাম্মদ (সেনাবাহিনী)	মৃত মনির উদ্দীন আহমেদ
০১০৫০৪০৮২৫	আঃ বাসেত সরকার	মৃত ইয়াকুব আলী সরকার
০১০৫০৪০৮২৬	মোঃ বাকুল মিয়া	মোঃ সদর উদ্দীন
০১০৫০৪০৮২৭	মোঃ নাসির উদ্দীন	আক্কাছ আলী
০১০৫০৪০৮২৮	মোঃ আঃ কাসেম	মৃত মতিউর রহমান
০১০৫০৪০৮২৯	মোঃ সিরাজুল হক	আবদুল মজিদ
০১০৫০৪০৮৩০	মোঃ মোতালিব	মৃত আহাম্মদ আলী
০১০৫০৪০৮৩১	মোহাম্মদ আলী	মৃত হাফিজ প্রধান
০১০৫০৪০৮৩২	মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	মৃত সেকান্দার আলী
০১০৫০৪০৮৩৪	আঃ ওহাব	রহিম উদ্দীন
০১০৫০৪০৮৩৫	নুরুল ইসলাম	আঃ জব্বার
০১০৫০৪০৮৩৬	শামসুল হুদা	খারু প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৮৩৭	মোঃ ইউনুচ মিয়া	আঃ খালেক
০১০৫০৪০৮৩৮	মোঃ নুরুল হক	মোঃ কিতাব আলী
০১০৫০৪০৮৩৯	হানিফ	আঃ বারীক সিকদার
০১০৫০৪০৮৪০	হিরণ মিয়া	রুস্তম আলী
০১০৫০৪০৮৪১	মৃত জয়নাল আবেদীন	মৃত তমিজ উদ্দিন ব্যাপারী
০১০৫০৪০৮৪২	মোঃ হুমায়ুন কবির সাধু	মৃত শামসুদ্দিন কমান্ডার
০১০৫০৪০৮৪৪	আবু তাহের	মোঃ ওমর আলী
০১০৫০৪০৮৪৫	সামসুল ইসলাম	মৃত রেখমত আলী
০১০৫০৪০৮৪৬	মোঃ হাফিজু রহমান	মৃত ফজলুল হক
০১০৫০৪০৮৪৭	রইছ উদ্দিন	মৃত সাবুদ আলী
০১০৫০৪০৮৪৮	সামছুল আলম	মৃত আঃ খালেক
০১০৫০৪০৮৪৯	হানিফ মিয়া	আঃ আলী
০১০৫০৪০৮৫০	মোঃ হানিফ	মোঃ সামসুদ্দিন
০১০৫০৪০৮৫১	এস. এম. আক্তার মিয়া	মোঃ আঃ রহিম
০১০৫০৪০৮৫২	এস. এম. লতিফ মিয়া	আঃ করিম মিয়া
০১০৫০৪০৮৫৪	তুলায়াণী	মিয়ার উদ্দিন
০১০৫০৪০৮৫৫	মোঃ হায়েদুর রহমান	মৃত মৌঃ ফখিল উদ্দিন
০১০৫০৪০৮৫৬	মোঃ ইসমাইল	য়জব আলী
০১০৫০৪০৮৫৭	মৃত আব্দুহু ছাত্তার	মৃত মেন্দু প্রধান
০১০৫০৪০৮৫৮	কিতাব আলী	মিন্নত আলী ব্যাপারী
০১০৫০৪০৮৫৯	মৃত আবুল ইসলাম	মনয়োজ আলী মোল্লা
০১০৫০৪০৮৬০	মৃত আব্দুল মতিন ভুঞা	মৃত আব্দুল মান্নান ভুঞা
০১০৫০৪০৮৬১	ডাঃ কনকভুষন অধীকারী	মৃত কমল রনুন অধীকারী
০১০৫০৪০৮৬২	শামসুল ইসলাম	মৃত রেখমত আলী
০১০৫০৪০৮৬৩	মোঃ আলী আজগর	মৃত আঃ রশিদ মিঞা
০১০৫০৪০৮৬৪	মোঃ হাফিজুর রহমান	মোঃ সেকান্দার আলী
০১০৫০৪০৮৬৫	এ. কে. ফজলুল হক	মৃত আঃ রহমান
০১০৫০৪০৮৬৬	ফজলুর রহমান	চায়ব উদ্দিন
০১০৫০৪০৮৬৭	শহীদ মোঃ মোসলেহ উদ্দীন খান	ডাঃ মোঃ নবী নেওয়াজ খান
০১০৫০৪০৮৬৮	মোঃ আঃ মান্নান	বাবর আলী মুন্সী
০১০৫০৪০৮৬৯	মোঃ কাদির মিয়া	মোঃ জাহাল আলী
০১০৫০৪০৮৭০	মোঃ ইসমাইল	আঃ রহিম মুন্সী
০১০৫০৪০৮৭১	মোঃ নুরুল হক	মোঃ কিতাব আলী
০১০৫০৪০৮৭২	পণ্ডিত মিয়া	আঃ কাদির
০১০৫০৪০৮৭৩	মোঃ সফর আলী	মোঃ রমণ্যাজী প্রধান
০১০৫০৪০৮৭৪	মোঃ আব্দুল কাদির	মোঃ হাফিজুদ্দীন
০১০৫০৪০৮৭৫	মোঃ ফজলুল হক	মৃত আমুল আলী
০১০৫০৪০৮৭৬	মোঃ আব্দুল হাই	সুরুজ আলী
০১০৫০৪০৮৭৮	আঃ রহমান	মোঃ আঃ কাদির

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৪০৮৭৯	শহীদ মজিবুর রহমান	মৃত আব্বাছ আলী মুন্সী
০১০৫০৪০৮৮০	আলিউল্লাহ খান	মৃত মোঃ আঃ জব্বার খান
০১০৫০৪০৮৮১	রশির আহমেদ	মোঃ লুলু মিয়া
০১০৫০৪০৮৮২	মোঃ শামসুল হক	মৃত মোঃ লাল মাসুদ প্রধান
০১০৫০৪০৮৮৩	মৃত নোতাজ উদ্দিন	মৃত কেয়ামত আলী
০১০৫০৪০৮৮৪	মৃত গয়েব আলী	মৃত কেয়ামত আলী
০১০৫০৪০৮৮৫	মৃত মোঃ দেওয়ান আলী ভুইয়া	মোঃ সৈয়দ আলী ভুইয়া
০১০৫০৪০৮৮৬	সিরাজুল হক ভুইয়া	আঃ ছালাম ভুইয়া
০১০৫০৪০৮৮৭	হান্নান মিঞা	মৃত ফাজেল মিঞা
০১০৫০৪০৮৮৮	আঃ হাসিম	মৃত শব্দর আলী
০১০৫০৪০৮৮৯	মোঃ মাহজাহান মিয়া	মৃত চান মিয়া
০১০৫০৪০৮৯০	মৃত মোঃ আসাদ মিয়া	মৃত বাবর আলী সরকার
০১০৫০৪০৮৯১	মৃত আসাদ উল্লাহ	মৃত মৌঃ আঃ আজিজ
০১০৫০৪০৮৯২	আনোয়ার হোসেন ভুইয়া	আঃ লতিফ ভুইয়া
০১০৫০৪০৮৯৩	মুসলিম উদ্দিন সরকার	মৃত সিয়াজ উদ্দিন সরকার
০১০৫০৪০৮৯৪	মোহাম্মদ আলী	রমিজদ্দিন
০১০৫০৪০৮৯৫	সৈয়দ আঃ রউফ	মঞ্জুর আলী
০১০৫০৪০৮৯৬	মোঃ নাজিমুদ্দিন ভুঞা	মৃত আব্দুল জব্বার ভুঞা

শিবপুর থানা

কোড নং	নাম	পিতার নাম
০১০৫০২০০০১	মোঃ আমিনুল হক	মৃত ইদ্রিছ আলী
০১০৫০২০০০২	মোঃ আব্দুল হাই	মৃত মোঃ ছালত আলী
০১০৫০২০০০৩	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মোঃ মাহতাব উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০২০০০৪	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মৃত আবেদ আলী প্রধান
০১০৫০২০০০৫	মোঃ শামসুল হক	আঃ খালেক
০১০৫০২০০০৬	মোঃ শাহাব উদ্দিন ভুইয়া	মৃত আব্দুল কদুস ভুইয়া
০১০৫০২০০০৭	আঃ ফাসেল	মোঃ তমিজ উদ্দিন আহম্মেদ
০১০৫০২০০০৮	মোঃ আব্দুল হাসেম	মৃত মোঃ ছালত আলী
০১০৫০২০০০৯	মোঃ রিয়াজুল হক ভুইয়া	মোঃ তোফাজ্জল হক ভুইয়া
০১০৫০২০০১০	আবু সাইদ	মৃত আব্দুহু সামাদ
০১০৫০২০০১১	মোঃ মোশারফ হোসেন খান	মৃত আঃ খালেক খান
০১০৫০২০০১২	মিয়ার উদ্দিন	মোঃ মনির উদ্দিন
০১০৫০২০০১৩	মোঃ নুরুজ্জামান ভুইয়া	মৃত মোঃ আব্দুস ছোবাহান ভুইয়া
০১০৫০২০০১৪	মোঃ আবু সাইদ	মোঃ আবু আশরাফ আলী
০১০৫০২০০১৫	মোঃ শাহজাহান খন্দকার	মৃত মোঃ ফসায় উদ্দিন খন্দকার
০১০৫০২০০১৬	এস এম দীন মোহাম্মদ	মৃত মোঃ আবু তাহের
০১০৫০২০০১৭	মোঃ চান মিয়া	মোঃ আয়েত আলী
০১০৫০২০০১৮	আঃ ছোবাহান ভুইয়া	মৃত মোঃ আঃ রউফ ভুইয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০০১৯	মোঃ মতিউর রহমান	মোঃ আয়েব আলী
০১০৫০২০০২০	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোঃ আব্দুল কদ্দুস আলী
০১০৫০২০০২১	আব্দুল খাতেন ভুইয়া	মৃত আলী আশ্রাব ভুইয়া
০১০৫০২০০২২	আব্দুল খালেক	মৃত ইদ্রিস আলী ভুইয়া
০১০৫০২০০২৩	মোঃ মোছলেম উদ্দিন	অঃ কালিন মুন্সী
০১০৫০২০০২৪	মোঃ সুলতান উদ্দিন	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন
০১০৫০২০০২৫	মোহাম্মদ আলী নাজির	মৃত আঃ আজিজ নাজির
০১০৫০২০০২৬	আলী নেওয়াজ	মৃত হাছেন আলী
০১০৫০২০০২৭	শেখ বেলায়েত হোসেন	শেখ মোজাফফর হোসেন
০১০৫০২০০২৮	আব্দুল আউয়াল	মোঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০২০০২৯	এম এ কালেম মিয়া	মোঃ জিন্নত আলী মিয়া
০১০৫০২০০৩০	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত আঃ রেজ্জাক মিয়া
০১০৫০২০০৩২	মোঃ নাজিম উদ্দিন	আঃ হামাদ
০১০৫০২০০৩৩	ফাজী আঃ হাসিম	মোঃ ফাজী আয়ব আলী
০১০৫০২০০৩৪	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	আঃ মালেক
০১০৫০২০০৩৫	মোঃ মোজাম্মেল হক	নোয়াব আলী ফকির
০১০৫০২০০৩৬	এম শফিকুর রহমান	মোঃ আব্দুর রইস ভুইয়া
০১০৫০২০০৩৭	মোঃ আশরাফ উদ্দিন খান	মোঃ আফাজ উদ্দিন খান
০১০৫০২০০৩৮	মোঃ জাহিদুল হক	মোঃ ওয়াজ উদ্দিন
০১০৫০২০০৩৯	শহীদ মোঃ আব্দুর কালাম	মোঃ ফাইজ উদ্দিন
০১০৫০২০০৪০	আঃ মোতালিব	মৃত ছয়েব আলী
০১০৫০২০০৪১	মোঃ জাহির বক্স	হাছেন আলী
০১০৫০২০০৪২	মোঃ শাহাব আলী	মোঃ আয়েব আলী
০১০৫০২০০৪৩	আব্দুল বারেক	মোঃ দানেছ মিয়া
০১০৫০২০০৪৪	মৃত মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মিয়ার উদ্দিন
০১০৫০২০০৪৫	মোঃ আঃ লতিফ মিয়া	মোঃ মোমতাজ উদ্দিন
০১০৫০২০০৪৬	শেখ বেলায়েত হোসেন	মোজাফর হোসেন
০১০৫০২০০৪৭	মোঃ আঃ হাই মৃধা	মৃত শাফি উদ্দিন মৃধা
০১০৫০২০০৪৮	মোঃ মোতহার হোসেন ভুইয়া	মোঃ মনির হোসেন ভুইয়া
০১০৫০২০০৪৯	আক্তারুজ্জামান	মোজাফফর আলী ভূইয়া
০১০৫০২০০৫১	মোঃ তাইজ উদ্দিন	মৃত নায়েব আলী খন্দকার
০১০৫০২০০৫২	মৃত আঃ আউয়াল মিয়া	মোঃ আম্বর আলী
০১০৫০২০০৫৩	আলাউদ্দিন	মৃত সুন্নুজ মিয়া
০১০৫০২০০৫৪	আহাম্মদ মোস্তফা	মৃত আঃ বারেক
০১০৫০২০০৫৫	মৃত মোঃ হানিফ ভুইয়া	মৃত কেরামত আলী ভূইয়া
০১০৫০২০০৫৬	মোঃ আব্দুল খাতেন	মৃত রাফজ উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০২০০৫৭	আঃ গনি	মৃত জমেদ আলী
০১০৫০২০০৫৮	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মৃত সুন্দর আলী
০১০৫০২০০৫৯	মোঃ আজাহারুল হক	মৃত আঃ হাই মোল্লা

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০০৬০	নজমুল ইসলাম ভুইয়া	মোঃ জব্বার আলী ভুইয়া
০১০৫০২০০৬১	মোঃ মনির উদ্দিন ভুইয়া	মৃত তমিজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০২০০৬২	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	আব্দুল মজিদ ভুইয়া
০১০৫০২০০৬৩	আহাম্মদ মোস্তফা	মৃত আঃ বারেক
০১০৫০২০০৬৪	মোঃ আবুল কাশেম	মোঃ একবর আলী
০১০৫০২০০৬৫	মোঃ বেলায়েত হোসেন	মৃত সবজে আলী ভুইয়া
০১০৫০২০০৬৬	মোঃ আশাদ মিয়া	মোঃ মোঃ আব্দুল হেকিম
০১০৫০২০০৬৭	মোঃ নুরুল ইসলাম	আব্দল রইছ মিয়া
০১০৫০২০০৬৮	মোঃ আছি উদ্দিন খান	জাহির উদ্দিন খান
০১০৫০২০০৬৯	মোঃ ফজলুর রহমান	মোঃ আলী হোসেন মুন্সী
০১০৫০২০০৭০	গিয়াস উদ্দিন সরকার	মৃত জাসিম উদ্দিন সরকার
০১০৫০২০০৭১	ডাঃ আব্দুল আজিজ	মৃত আব্দুল গফুর মুন্সী
০১০৫০২০০৭২	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মোঃ আঃ মজিদ ভুইয়া
০১০৫০২০০৭৩	মোঃ ফয়হানুজ্জামান	মৃত আঃ ফদ্দুস মিয়া
০১০৫০২০০৭৪	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মৃত আলিম উদ্দিন প্রধান
০১০৫০২০০৭৫	রতন কুমার দাস	মৃত রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস
০১০৫০২০০৭৬	আঃ মতিন খান	মোঃ মাধু খান
০১০৫০২০০৭৭	সৈয়দ জয়নাল আবেদীন	মৃত সৈয়দ আলাউদ্দিন
০১০৫০২০০৭৮	মোঃ মজলুর রহমান	মোঃ ফাইজ উদ্দিন খাঁ
০১০৫০২০০৭৯	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	হাঃ আঃ মালেক মিয়া
০১০৫০২০০৮০	মোঃ আমজাদ হোসেন খান	মোঃ ইদ্রিস আলী খান
০১০৫০২০০৮১	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মোঃ মলফত আলী খাঁ
০১০৫০২০০৮২	মৃত শেখ কবির হোসেন	শেখ মহিউদ্দিন
০১০৫০২০০৮৩	মোঃ শফিউদ্দিন	জাসিম উদ্দিন
০১০৫০২০০৮৪	মোঃ নুরুল হক	আঃ আজিজ
০১০৫০২০০৮৫	মৃত মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	আঃ মালেক
০১০৫০২০০৮৬	আঃ কাদির	জামাল উদ্দিন
০১০৫০২০০৮৭	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মোঃ আয়নব আলী
০১০৫০২০০৮৮	আঃ সাত্তার ভুইয়া	মৃত আজাহার আলী
০১০৫০২০০৮৯	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মোঃ হাসিম মৃধা
০১০৫০২০০৯০	মৃত ইমান আলী	আবু হাসিম
০১০৫০২০০৯১	আঃ রউফ মিয়া	মিন্নত আলী
০১০৫০২০০৯২	মৃত মোঃ ফজলুল হক	আঃ কাদির ভুইয়া
০১০৫০২০০৯৩	মোঃ সোনা মিয়া	মৃত আঃ করিম
০১০৫০২০০৯৪	মোঃ তারা মিয়া	মৃত রমিজ উদ্দিন
০১০৫০২০০৯৫	যেনজীর আহম্মেদ	মৃত আয়েজ আলী
০১০৫০২০০৯৬	মোঃ সিরাজুল ইসলাম (হিরু)	মোঃ খলিল চান
০১০৫০২০০৯৭	মোঃ তারা মিয়া	মৃত রমিজ উদ্দিন
০১০৫০২০০৯৯	মৃত মোঃ তফিউল হক	আলাউদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০১০০	মোঃ আক্তারুজ্জামান	অ জিজুল হক
০১০৫০২০১০১	ফজলুল হক	মৃত আঃ রাজ্জাক
০১০৫০২০১০৩	মোয়াজ্জেম হোসেন	রেকমত আলী
০১০৫০২০১০৪	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ সামসুদ্দিন
০১০৫০২০১০৫	মোঃ কলিম উদ্দিন	মোঃ মিয়াচান
০১০৫০২০১০৬	মোঃ আঃ খালেক	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০২০১০৭	আঃ খালেক	আনছার আলী
০১০৫০২০১০৮	মৃত মোঃ জিয়াউল হোসেন খান	মৃত আপতাবউদ্দিন খান
০১০৫০২০১০৯	মৃত রমিজ উদ্দিন	মৃত আফতাব উদ্দিন
০১০৫০২০১১০	মহরম আলী ভুইয়া	বাদশা ভুইয়া
০১০৫০২০১১১	এ, কে নাসিম আহম্মেদ (হিরা)	মৃত মোঃ তছর আলী সরকার
০১০৫০২০১১২	মনোরঞ্জন দাস	মৃত আকাশ চন্দ্র দাস
০১০৫০২০১১৩	মোঃ আঃ হালিম মিয়া	কোঃ আঃ জলিল মিয়া
০১০৫০২০১১৪	মোঃ আ হাই মিয়া	মৃত মোঃ কেবর আলী প্রধান
০১০৫০২০১১৫	মোঃ আবুল হোসেন খান	মৃত মোঃ আলম খান
০১০৫০২০১১৬	মোঃ মানিক চান মোল্লা	মৃত গফুর মোল্লা
০১০৫০২০১১৭	মৃত মোঃ আঃ বাতেন মিয়া	মৃত মোঃ আপতাব উদ্দিন
০১০৫০২০১১৮	মোঃ নাসির উদ্দিন	মোঃ আক্রম আলী
০১০৫০২০১১৯	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ ছায়েদ আলী
০১০৫০২০১২০	মোঃ আমির উদ্দিন খান	মৃত মোঃ আফাজ উদ্দিন খান
০১০৫০২০১২১	আঃ ওহাব মিয়া	মোঃ সাহাব উদ্দিন
০১০৫০২০১২২	মোঃ নাসির উদ্দিন	মোঃ আক্রম আলী
০১০৫০২০১২৩	মোঃ রমিজ উদ্দিন খান	মোঃ সদুর উদ্দিন খান
০১০৫০২০১২৪	মঙ্গল চন্দ্র পাল	গঙ্গচন্দ্র পাল
০১০৫০২০১২৫	মোঃ আতাউর রহমান	মোঃ আজিজ প্রধান
০১০৫০২০১২৬	মোঃ মতিউর রহমান	মোঃ উছব আলী
০১০৫০২০১২৭	মোঃ কফিল উদ্দিন	আমির উদ্দিন
০১০৫০২০১২৮	মোঃ সহিদুল ইসলাম	সিরাজুল ইসলাম
০১০৫০২০১৩০	মোঃ ছানাউল্লাহ ভুইয়া	মৃত আঃ গনি ভুইয়া
০১০৫০২০১৩১	মোঃ কলিম উদ্দিন	মোঃ হাতেম আলী
০১০৫০২০১৩২	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	মৃত আঃ খালেক
০১০৫০২০১৩৩	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	মোঃ আলেক চান
০১০৫০২০১৩৪	মৃত রূপচান মিয়া	মৃত সুবেদ আলী
০১০৫০২০১৩৫	মৃত মোহাম্মদ আলী	মৃত আঃ খালেক মিয়া
০১০৫০২০১৩৭	সালাহ্ উদ্দিন আহম্মেদ	ডাঃ আইন উদ্দিন আহম্মদ
০১০৫০২০১৩৮	হযরত আলী	মৃত পানাউল্লা
০১০৫০২০১৩৯	মৃত মোঃ মোহরাম আলী মিয়া	মৃত হাজী আঃ ফতেহ আলী প্রধান
০১০৫০২০১৪১	মোঃ নজমুল ইসলাম	মৃত মোঃ রৌশন আলী
০১০৫০২০১৪২	মোঃ আফছার উদ্দিন	মৃত মোঃ তমিজ উদ্দিন প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০১৪৩	মোঃ মজিবুর রহমান	সামসুল হুদা
০১০৫০২০১৪৪	মোঃ লৎফর রহমান	মৃত মোঃ তোরাব আলী
০১০৫০২০১৪৫	এম এস ইসকান্দার	মৃত মোঃ শফিউদ্দিন মোল্লা
০১০৫০২০১৪৬	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ মমতাজ উদ্দিন মাষ্টার
০১০৫০২০১৪৭	মৃত মোঃ নুর ইসলাম	মৃত আব্দুল ওয়াহেদ বক্স
০১০৫০২০১৪৮	মোঃ আব্দুল হাই ভুঞা	মোঃ আঃ ছোবাহান হাজী
০১০৫০২০১৪৯	আঃ হাকিম মিয়া	মৃত আঃ মোতলিব মিয়া
০১০৫০২০১৫০	মোঃ জিন্নত আলী	মৃত মোঃ ফুলরত আলী
০১০৫০২০১৫১	মোঃ আক্তার হোসেন	মৃত মোঃ করম আলী
০১০৫০২০১৫২	মোঃ আফানুর রহমান	মোঃ ছাবুর উদ্দিন
০১০৫০২০১৫৩	আঃ লতিফ মৃধা	মোঃ মোজাফ্ফর আলী
০১০৫০২০১৫৪	মোঃ হুলত আলী মিয়া	মোঃ আয়েছ আলী মিয়া
০১০৫০২০১৫৫	মোছলেহ উদ্দিন	আঃ হাকিম
০১০৫০২০১৫৬	আলী আহম্মদ	মৃত আঃ করিম
০১০৫০২০১৫৭	মোঃ ফজুর রহমান (ফটিক মাষ্টার)	মৃত সবজো আলী মুন্সী
০১০৫০২০১৫৮	হিমাংশু দাস	মৃত নলিনী কান্ত দাস
০১০৫০২০১৫৯	মোঃ আনোয়ার হোসেন	ইয়াছিন মোল্লা
০১০৫০২০১৬০	মোঃ মস্তফা মিয়া	মৃত মোঃ জাহির উদ্দিন মিয়া
০১০৫০২০১৬১	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মোঃ একবর আলী
০১০৫০২০১৬২	মোঃ রহমত উল্লাহ ভুইয়া	আহাম্মদ আলী ভুইয়া
০১০৫০২০১৬৩	মৃত আবদুর রহমান	মোঃ আয়েছ আলী
০১০৫০২০১৬৪	মোঃ আব্দুল বাতেন	লাল মাসুদ মুন্সী
০১০৫০২০১৬৫	মোঃ সফিকুল ইসলাম	মোঃ কফিল উদ্দিন
০১০৫০২০১৬৬	মোঃ আফসার উদ্দিন	মৃত মোঃ গয়েছ আলী
০১০৫০২০১৬৭	সৈয়দ আঃ লতিফ	সৈয়দ আঃ বারী
০১০৫০২০১৬৮	ইকবাল হোসেন	মৃত আঃ হাকিম
০১০৫০২০১৬৯	মোঃ তমিজ উদ্দিন	মৃত আজগর আলী
০১০৫০২০১৭০	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	মৃত মোঃ তছর আলী
০১০৫০২০১৭১	মোঃ ফজলুর রহমান	আব্দুল মালেক
০১০৫০২০১৭২	মোঃ আবুল ফয়েজ	মৃত আঃ রহিম
০১০৫০২০১৭৩	আইন উদ্দিন আহম্মদ	মৃত মোঃ সাহাদ আলী
০১০৫০২০১৭৪	মোঃ ইমাম উদ্দিন	মৃত আঃ মজিদ
০১০৫০২০১৭৫	মোঃ আবু তাহের মিয়া	মৃত মোঃ মিয়জালী
০১০৫০২০১৭৬	মোঃ রমজান আলী	মোঃ রওশন আলী
০১০৫০২০১৭৭	মোঃ আবু ছাইদ	মৃত আঃ মজিদ
০১০৫০২০১৭৮	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মোঃ আয়নব আলী
০১০৫০২০১৭৯	মোঃ মজলুর রহমান	মোঃ মফিজ উদ্দিন
০১০৫০২০১৮০	এ,বি, এম মতিউর রহমান	মৃত মহব্বত আলী
০১০৫০২০১৮১	এ,কে ,এম ফজলুর রহমান	হাজী সাহাব উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০১৮৩	মোঃ আফছার উদ্দিন	মৃত মমতাজ আলী
০১০৫০২০১৮৪	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	মোঃ জাহাদ আলী
০১০৫০২০১৮৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ আঃ হাই
০১০৫০২০১৮৭	মোঃ রেনুজাঁর রহমান	হাবিবুর রহমান খান
০১০৫০২০১৮৮	মোঃ কফিল	মৃত আহাম্মদ আলী
০১০৫০২০১৮৯	মোঃ আফছার আলী	মৃত জাফর আলী
০১০৫০২০১৯০	মোঃ আজিজুর রহমান সরকার	মৃত মোঃ আরাফাত আলী
০১০৫০২০১৯১	এ, কে, এম মনিরুজ্জামান	মোঃ আঃ লতিফ
০১০৫০২০১৯২	মৃত কলিম উদ্দিন	মৃত আহাম্মদ আলী
০১০৫০২০১৯৩	মোঃ হারিছ	মোঃ হাসান আলী
০১০৫০২০১৯৪	মোঃ মোজাম্মেল হক	আব্দুর রাজ্জাক প্রধান
০১০৫০২০১৯৫	আঃ মোতালীব	মৃত একমর আলী
০১০৫০২০১৯৬	মোঃ রফিক ভুইয়া	ইদ্রিস ভুইয়া
০১০৫০২০১৯৭	মোঃ আবুল হোসেন	মোঃ কালামিয়া
০১০৫০২০১৯৮	মোঃ করম আলী	আরব আলী
০১০৫০২০১৯৯	মোঃ চানমিয়া	মোঃ লতিফ মিয়া
০১০৫০২০২০০	মোঃ আইনদ আলী	হাজী মোঃ নন্দর আলী
০১০৫০২০২০১	আঃ মান্নান মিয়া	মিয়া বক্স
০১০৫০২০২০২	মোঃ মফিজ উদ্দিন মোল্লা	মসির উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০২০২০৩	মোঃ সোহরাব হুসেন	মোঃ দারোগালী
০১০৫০২০২০৪	মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	মৃত মোঃ হাফিজ উদ্দিন
০১০৫০২০২০৫	মোঃ ওসমান গনি	মৃত মোঃ আরব আলী
০১০৫০২০২০৬	আঃ বাতেন	োঃ জিন্নাত আলী
০১০৫০২০২০৭	আব্দুল আলী	মৃত আতর আলী
০১০৫০২০২০৮	মোঃ হারুন আর রশিদ	মৃত আলী আকবর সরকার
০১০৫০২০২০৯	মৃত মোঃ আঃ রহিম	মোঃ মফিজ উদ্দিন
০১০৫০২০২১০	মোঃ নাসির উদ্দিন	মৃত মোঃ মফিজ উদ্দিন
০১০৫০২০২১১	মোঃ রুস্তম আলী ভুইয়া	মোঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০২০২১৩	মোঃ হাবিবুর রহমান	কাজী আঃ মালেক
০১০৫০২০২১৪	মোঃ জসিম উদ্দিন	মৃত মোঃ আমিন উদ্দিন ভুএগ
০১০৫০২০২১৫	মোঃ সফিউদ্দিন	মৃত মোলঃ ইব্রাহীম ভএগ
০১০৫০২০২১৬	আঃ কাদির মিয়া	মোঃ ইজ্জত আলী
০১০৫০২০২১৭	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	হাফেজ আঃ হাকিম
০১০৫০২০২১৮	মৃত চান মিয়া	মৃত আঃ গনি
০১০৫০২০২১৯	নাজমুল কবির	মোঃ ছয়েব উদ্যা
০১০৫০২০২২০	মহিউদ্দিন মৃধা	মৃত মোঃ চেরাগ আলী
০১০৫০২০২২১	মোসলেহ উদ্দিন	আমিনউদ্দিন প্রধান
০১০৫০২০২২২	আঃ রশিদ ভুএগ	আঃ হেকিম ভুএগ
০১০৫০২০২২৩	আঃ বাসেদ মিয়া	আঃ মালেক মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০২৬৪	মোঃ এলিয়াস মিয়া	মোঃ আরফাত আলী
০১০৫০২০২৬৫	মোঃ দুলাল মিয়া	মোঃ ফাইজুদ্দিন মিয়া
০১০৫০২০২৬৬	আফাজ উদ্দিন	মৃত নাসের আলী
০১০৫০২০২৬৭	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মোঃ আঃ রহমান
০১০৫০২০২৬৮	মোঃ আহাম উদ্দিন মোল্লা	হাফিজ উদ্দীন মিঞা
০১০৫০২০২৬৯	মোঃ ফাইজ উদ্দীন	মৃত জালাল উদ্দীন
০১০৫০২০২৭০	মোহাম্মদ আলী	মোঃ তালেব আলী
০১০৫০২০২৭১	সিরাজ উদ্দীন	তারু মিয়া
০১০৫০২০২৭২	মোঃ মফিজ উদ্দীন	মৃত মোঃ রজব আলী
০১০৫০২০২৭৩	মোঃ আতাউর রহমান	মৃতকুতুব আলী
০১০৫০২০২৭৪	মোঃ শাহজাহান ভুঞা	মৃত মোঃ দানিছ ভুঞা
০১০৫০২০২৭৫	মোঃ আব্দুল হক	মৃত ফুল মাহমুদ মোল্লা
০১০৫০২০২৭৬	মোক্তার হোসেন	মৃতআঃ কাদির
০১০৫০২০২৭৮	শহীদ ইদ্রিস মিয়া	যাবুর আলী
০১০৫০২০২৭৯	মোঃ নুরুল ইসলাম	কালাই ভুঁইয়া
০১০৫০২০২৮০	হাসিম খাঁ	আঃ আজিজ খাঁ
০১০৫০২০২৮১	মোঃ আবুল হাসিম	সাহাবুদ্দিন
০১০৫০২০২৮২	আঃ হোথাহাদ	মৃত আঃ মালেক
০১০৫০২০২৮৩	মোঃ সাইজ উদ্দিন ভুঞা	মোঃ মফিজ উদ্দিন
০১০৫০২০২৮৪	মোঃ কামুরুজ্জামান	মৃত জামসের আলী
০১০৫০২০২৮৫	খাদিক মাষ্টার	মৃত জবেদ আলী
০১০৫০২০২৮৬	মোঃ সুন্দর আলী	মোঃ একবর আলী
০১০৫০২০২৮৭	মৃত মোঃ আবুল কাসেম	মৃত হাছেন আলী
০১০৫০২০২৮৮	মোঃ মফিজউদ্দীন	মরম আলী প্রধান
০১০৫০২০২৮৯	মোঃ আফাজ উদ্দীন	মৃত কেরামত আলী
০১০৫০২০২৯০	মোঃ ফজলু মিয়া	মৃত নুর আলী
০১০৫০২০২৯১	মৃত মোঃ চান মি.যা	মৃত আয়েছ আলী
০১০৫০২০২৯২	গিয়াস উদ্দীন আহম্মেদ	মৃত মনির উদ্দীন আহম্মদ
০১০৫০২০২৯৩	মোঃ খবির উদ্দীন	মৃত আহম্মদ আলী
০১০৫০২০২৯৪	আব্দুল মোত্তালিব	মৃত লাল মোহাম্মদ
০১০৫০২০২৯৫	জালাউদ্দিন মোল্লা	মোঃ হাতিম মোল্লা
০১০৫০২০২৯৬	মোঃ আব্দুল বাছেদ	আব্দুল আলী
০১০৫০২০২৯৭	মোঃ সামসুউদ্দিন	মোঃ হাছান আলী
০১০৫০২০২৯৮	আবুল কাসেম মৃধা	ভিকচান মৃধা
০১০৫০২০২৯৯	মৃত মোঃ আবুল কাশেস শেখ	মৃতআঃ গফুর শেখ
০১০৫০২০৩০০	সৈয়দ আব্দুল লতিফ	মৃত আঃ বারী
০১০৫০২০৩০১	মোঃ বেলায়েত হুসাইন ভুঞা	মোঃ সামসু জামান ভুঞা
০১০৫০২০৩০২	আঃ মোতালিব	মৃত মোঃ সমসের আলী
০১০৫০২০৩০৩	মোঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ জাবেদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০৩০৪	হাফিজউদ্দিন	মৃত দেওয়ান আলী
০১০৫০২০৩০৫	মোঃচান মিয়া	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০২০৩০৬	ফায়েজ উদ্দিন	মৃত হাজী সফজে আলী
০১০৫০২০৩০৭	মোঃ বাহাউদ্দিন গাজী	মৃত মজিবুর রহমান
০১০৫০২০৩০৮	চিত্ত রঞ্জন দাস	মৃত জয়দেব চন্দ্র দাস
০১০৫০২০৩০৯	নুরুল ইসলাম	মৃত আঃ করিম
০১০৫০২০৩১০	আজিজুল হক (আকবর)	ফজর আলী
০১০৫০২০৩১১	মোঃ ফয়েজ উদ্দিন	মোঃ শদেয় আলী
০১০৫০২০৩১২	আঃ মোতালিব	অবতাব আলী
০১০৫০২০৩১৩	মোঃ আমিনুল হক	মোঃ নুরুদ্দিন
০১০৫০২০৩১৪	মোঃ মিজানুল হক	আগুাব উদ্দিন
০১০৫০২০৩১৫	মোঃ আঃ রেজ্জাক	মৃতরহম আলী
০১০৫০২০৩১৬	মোঃ মমতাজ উদ্দিন	মৃত জাহান আলী
০১০৫০২০৩১৭	মোঃ আসফর আলী	মৃত হাসত আলী
০১০৫০২০৩১৮	মোঃ চান মিয়া	হাসম আলী
০১০৫০২০৩১৯	হাবিবুর রহমান	আকবর আলী
০১০৫০২০৩২০	জলিল মিয়া	সাফিউদ্দিন
০১০৫০২০৩২১	মোঃ হাবিবুল্লাহ	মৃত আঃ গনি
০১০৫০২০৩২২	মোঃ সুলতান উদ্দিন	মোঃ ইসমাইল হাজি
০১০৫০২০৩২৩	আবুল কালাম খান	আঃ আজিজ খান
০১০৫০২০৩২৪	আঃ মজিদ মিা	মৃত আবু তাহরে
০১০৫০২০৩২৫	মৃত আঃ আজিজ ভুএরা	মৃতদেওয়ান আলী
০১০৫০২০৩২৬	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মৃধা	আঃ খালেক মৃধা
০১০৫০২০৩২৭	মোঃ মতিউর রহমান	মৃত মোঃ সবজে আলী
০১০৫০২০৩২৮	এ, এ, মান্নান	মোঃ সাফিউদ্দিন
০১০৫০২০৩২৯	মোঃ জসিম উদ্দিন ফরিদ	মৃত মোঃ তাজুদ্দিন মীর
০১০৫০২০৩৩০	মোঃ নাসির উদ্দিন ভুএরা	মোঃ শমসের আলী ভুইয়া
০১০৫০২০৩৩১	মোয়দে আহমেদ	আলহাজ আলা উদ্দিন আহম্মেদ
০১০৫০২০৩৩২	আব্দুল আউয়াল	বেলায়েত আলী
০১০৫০২০৩৩৩	মোঃ আলীম	মৃত মোঃ মায়েত আলী
০১০৫০২০৩৩৪	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মৃত মোঃ আয়নব আলী
০১০৫০২০৩৩৫	আঃ রশিদ মোল্লা	মৃত আঃ সামাদ মোল্লা
০১০৫০২০৩৩৬	মাজু মিয়া	মৃত আলাউদ্দিন শেখ
০১০৫০২০৩৩৭	মোঃ হাবিবুল্লাহ বাহার ভুএরা	আঃ হামিদ ভুএরা
০১০৫০২০৩৩৮	রহমত আলী	মোঃ ছয়েব আলী
০১০৫০২০৩৩৯	জিয়া উল ইসলাম খন্দকার	মৌঃ মুর্তুজা আলী খন্দকার
০১০৫০২০৩৪০	মৃত আব্দুল লতিফ	মোজাফফর আহমেদ
০১০৫০২০৩৪১	মোঃরমিজ উদ্দিন	মৃত সাহাব উদ্দিন
০১০৫০২০৩৪২	অবঃ নায়েক এস, এম মোসলেহ উদ্দিন	এস, এম তমিজ উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০৩৪৩	আব্দুল বাতেন	সাজলআলী মুন্সী
০১০৫০২০৩৪৪	মোঃ মোহসীন নাজির	মৃত আঃ কাদির নাজির
০১০৫০২০৩৪৫	রিয়াজ উদ্দিন	মৃত নওয়াব আলী
০১০৫০২০৩৪৬	মোঃ আজিজুল হক	মোঃ ছেলাম আলী
০১০৫০২০৩৪৭	মোঃ শাহাদত হোসেন	আঃ মান্নান খান
০১০৫০২০৩৪৮	শহীদ মোঃ মিয়ার উদ্দিন	মৃত আবেদ আলী
০১০৫০২০৩৪৯	মোঃ আশ্রাব উদ্দিন নাজির	মত মফিজ উদ্দিন নাজির
০১০৫০২০৩৫০	মোঃ জসিম উদ্দিন ভুএগ	মৃত রমজান আলী
০১০৫০২০৩৫১	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	মৃত আবেদ আলী
০১০৫০২০৩৫২	মোঃ তহুরআলী	মৃত হয়েব আলী
০১০৫০২০৩৫৩	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মৃত সাহাবউদ্দিন
০১০৫০২০৩৫৪	মোঃ হাসিম নাজির উদ্দিন	মোঃ রমিজ উদ্দিন
০১০৫০২০৩৫৫	মোঃ মস্তফা ভুএগ	মৃত বিক চান
০১০৫০২০৩৫৬	মোঃ সিরাজুল হক	মৃত রমিজ উদ্দিন নাজির
০১০৫০২০৩৫৭	মৃত মোঃ সিরাজুল হক	আবু তাহের
০১০৫০২০৩৫৮	মোঃ ইব্রাহিম শেখ	মৃতআয়েব আলী
০১০৫০২০৩৫৯	আব্দুল হাই	মৃত হাফিজ উদ্দীন
০১০৫০২০৩৬০	মোঃ জালাল উদ্দীন	মৃত সত্তার আলী
০১০৫০২০৩৬১	মৃত আঃ বারেক	মৃত আশ্রাব আলী
০১০৫০২০৩৬২	মোঃ ফাইজ উদ্দিন	মৃত মোঃ আলী
০১০৫০২০৩৬৩	মোঃ তাজুল ইসলাম	মৃত আঃ আলফাত ভুইয়া
০১০৫০২০৩৬৪	মোঃ আঃ হানিফ মোল্লা	মৃত আঃ খালেক মোল্লা।
০১০৫০২০৩৬৫	মোঃ আঃ আয়নাল ভুইয়া	মৃত মোঃ মোতালেব ভুইয়া
০১০৫০২০৩৬৬	হাবিলদার আফাজ উদ্দীন	মৃত ইসমাইল খান
০১০৫০২০৩৬৭	এ,কে,এম রফিকুল ইসলাম	মৌঃ সিরাজুল ইসলাম
০১০৫০২০৩৬৮	মোঃ তোতামিয়া	মৃত আঃ গফুর ভুইয়া
০১০৫০২০৩৬৯	মৃত মোঃ তাজুল ইসলাম	মৃত আঃ খালেক
০১০৫০২০৩৭০	মৃত মোঃ আয়ছালী ভুইয়া	মৃত আহমত আলী
০১০৫০২০৩৭১	মোঃ মোক্তার হোসেন	মোঃ সিরাজ উদ্দীন
০১০৫০২০৩৭৪	মোঃ শাহজাহান ভুএগ	মোঃ সুন্দর আলী ভএগ
০১০৫০২০৩৭৬	মোঃ শাহ আলম ভুএগ	মোঃ দানিছ ভুএগ
০১০৫০২০৩৭৭	আঃ হামিদ পাঠান	আঃ কুদ্দুস পাঠান
০১০৫০২০৩৭৮	আঃ বাতেন ভুএগ	মোঃ তাহের ভুএগ
০১০৫০২০৩৭৯	মোঃ শহিদুল ইসলাম	সিরাজুল ইসলামা
০১০৫০২০৩৮০	মোঃ আশরাফ উদ্দিন	মৃত মোঃ আয়েব আলী মোল্লা
০১০৫০২০৩৮১	মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভুএগ	আঃ মজিদ ভুএগ
০১০৫০২০৩৮২	মোঃ আলাউদ্দিন ভুএগ	মোঃ আঃলতিফ ভুএগ
০১০৫০২০৩৮৩	তোছাদ্দেক হোসেন ভএগ	মৃত মোঃ মোশারফ আলী খজন
০১০৫০২০৩৮৪	মোঃ বেলায়েত হোসেন মোল্লা	মৃত মোঃ আঃ কাশেম

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০৩৮৫	মোঃ সাখাওয়াত	মৃত মোঃ আমজাত হোসেন খান
০১০৫০২০৩৮৬	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আঃ হেকিম
০১০৫০২০৩৮৭	মোঃ মহিউদ্দীন মোল্লা	মৃত ছাদত আলী মোল্লা
০১০৫০২০৩৮৮	মোঃ সাজু খান	মৃত মোঃ মকদম খান
০১০৫০২০৩৮৯	মোঃ সুলতান উদ্দিন খান	মৃত মোঃ রমিজ উদ্দিন
০১০৫০২০৩৯০	মৃত মোঃ সারেয়ার হোসেন	মোঃ আতাউর রহমান
০১০৫০২০৩৯১	মোঃ নুরুজ্জামান ভুঞা	মৃত তালেবুর মহমান ভূঞা
০১০৫০২০৩৯২	মোঃ আঃ করিম মিয়া	মৃত হাজী শের আলী
০১০৫০২০৩৯৩	আঃ হাকিম	মৃত মোঃ রস্তুম আলী
০১০৫০২০৩৯৪	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত আঃ লতিফ ভুঞা
০১০৫০২০৩৯৫	মোঃ মোতালিব মিয়া	মত মোঃ আদম আলী
০১০৫০২০৩৯৬	মোঃ নুরুল ইসলাম খন্দকার	মৃত মোঃ হাবিজ উদ্দীন খন্দকার
০১০৫০২০৩৯৭	মোঃ কাজা ল মিয়া	মৃত ডাঃ মোঃ ইউনুছ আলী
০১০৫০২০৩৯৮	মৃত মোঃ সাফজ উদ্দীন ভুঞা	মৃত মোঃ ছফদার আলী ভুঞা
০১০৫০২০৩৯৯	মোহাম্মদ আলী	মৃত মোঃ পেজুমিয়া
০১০৫০২০৪০০	মোঃ হান্নান মিয়া	আঃ কাদের মিয়া
০১০৫০২০৪০১	মোঃ মতিউর রহমান	মৃত আব্দুল আজিজ
০১০৫০২০৪০২	মৃত আহাদুজ্জামান	মৃত জবেদ আলীসিকদার
০১০৫০২০৪০৩	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	আঃ লতিফ বেপারী
০১০৫০২০৪০৪	মোঃ আফজাল হোসেন সিকদার	মৃত মোঃ মোতালেব সিকদার
০১০৫০২০৪০৫	শহীদ মোঃ সাদেকুর রহমান	মৃত মফিজ উদ্দীন
০১০৫০২০৪০৬	আঃ ফাদির ভুঞা	আঃ কুদ্দুছ ভুঞা
০১০৫০২০৪০৭	ফিরোজ খান	রমিজ উদ্দিন খান
০১০৫০২০৪০৮	মোঃ শাহাব উদ্দীন	মৃত মোঃ রজব আলী
০১০৫০২০৪০৯	মাঃ আমজাদ হোসেন খান	মৃত মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
০১০৫০২০৪১০	মোঃ হযরত আলী	মৃত মোঃ জংগো প্রধান
০১০৫০২০৪১১	মোঃ সফিজ উদ্দীন	মৃত মোৎ জহর উদ্দীন
০১০৫০২০৪১২	মোঃ শহীদুল্লাহ	মোঃ হোসেন আলী প্রধান
০১০৫০২০৪১৩	আলী আকবর	আঃ করিম
০১০৫০২০৪১৪	মোঃ আঃ রহমান ছিদ্দিক	মৃত মোঃ আলতাফ আলী মুন্সী
০১০৫০২০৪১৫	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোঃ আঃ আজীজ মিয়া
০১০৫০২০৪১৬	এম আবুল বাসার	মৃত মোঃ আঃ আজিজ মিয়া
০১০৫০২০৪১৭	মোঃ খোরশেদুল হক	মৃত ইব্রাহীম মিয়া
০১০৫০২০৪১৮	ফজলু আলী	লেকত আলী
০১০৫০২০৪১৯	মোঃ ফজলুর রহমান	মোঃ মুশকুত আলী
০১০৫০২০৪২০	আঃ কাশেম মিয়া	মোঃ আনছার আলী মিয়া
০১০৫০২০৪২১	মোঃ মালেক মিয়া	মোঃ আনছার আলী
০১০৫০২০৪২২	মোঃ শামসুল আলম	মোঃ আনচছার আলী
০১০৫০২০৪২৩	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ ছাদত আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০৪২৪	আঃ মান্নান মৃধা	মোঃ আজীমুদ্দিন মৃধা
০১০৫০২০৪২৫	আঃ রহিম মিয়া	আঃ রউফ মুন্সী
০১০৫০২০৪২৬	জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ	মোঃ কেরামত আলী
০১০৫০২০৪২৭	আঃ ফয়েজ	মোঃ আঃ হাই
০১০৫০২০৪২৮	মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা	হাজী আঃ ওহাব মোল্লা
০১০৫০২০৪২৯	আঃ বাসেদ মিয়া	মৃত আলহাজ্ব সাইদ মুন্সী
০১০৫০২০৪৩০	মৃত তোফাজ্জল হোসেন	মৃত আঃ হামিদ
০১০৫০২০৪৩১	সিরাজুল ইসলাম	আনছার আলী মোল্লা
০১০৫০২০৪৩২	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত মোঃ আকবর আলী
০১০৫০২০৪৩৩	আঃ সোবাহ মোঃ বাতেন শেখ	মোঃ আজাফর আলী শেখ
০১০৫০২০৪৩৪	এম, এ, সাইদ	আব্দুল মজিদ
০১০৫০২০৪৩৫	এ, কে, এম আরমান হোসেন	এ.কে.এম আলতামাস
০১০৫০২০৪৩৬	পরিমল চন্দ্র বর্মন	মৃত কামিনী কুমার বর্মন
০১০৫০২০৪৩৭	মোঃ আমির হোসেন	জনাব আলী
০১০৫০২০৪৩৮	মোঃ আফছার উদ্দিন	মৃত মোঃ মোমতাজ উদ্দিন
০১০৫০২০৪৩৯	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মৃত মোঃ আয়ুব আলী মিয়া
০১০৫০২০৪৪০	মৃত রফিজ উদ্দিন (সেনাবাহিনী)	মৃত দেওয়ান আলী
০১০৫০২০৪৪১	মোঃ হযরত আলী (আনসার)	মোঃ মিন্নত আলী
০১০৫০২০৪৪২	মোঃ মতিউর রহমান (সেনাবাহিনী)	মৃত নবী নেওয়াজ
০১০৫০২০৪৪৩	যুদ্ধাহত মোঃ আমিনুল হক (ই, পি,আর)	আবজেদ হোসেন ভুইয়া
০১০৫০২০৪৪৪	শহীদ শামসুল হক (ই, পি, আনসার)	মোঃ সিরাজ উদ্দিন
০১০৫০২০৪৪৫	ফেলাউদ্দিন (আনসার)	হাফিজ উদ্দীন
০১০৫০২০৪৪৬	মোঃ শফুরউদ্দীন (আনসার)	সুরুজ আলী
০১০৫০২০৪৪৭	আব্দুল লতিফ (ই,পি, আর)	মোঃ কামাল ভুইয়া
০১০৫০২০৪৪৮	মুরাদ হোসেন ভুইয়া (ই,পি,আর)	আবজেল হোসেন ভুইয়া
০১০৫০২০৪৪৯	মোঃ মোশাররফ হোসেন (সেনাবাহিনী)	মোঃ আয়েছ আলী সরকার
০১০৫০২০৪৫০	শহীদ শামসুল হক (সেনাবাহিনী)	মোঃ ইয়াছিন
০১০৫০২০৪৫১	আব্দুল লতিফ (সেনাবাহিনী)	মোঃ ছোয়ত আলী
০১০৫০২০৪৫২	মোঃ হাবিবুর রহমান (সেনাবাহিনী)	মোঃ জাবেদ আলী
০১০৫০২০৪৫৩	আব্দুর রশিদ মোল্লা (সেনাবাহিনী)	মৃত ছমির উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০২০৪৫৪	মৃত মোঃ মজনু মৃধা (সেনাবাহিনী)	মৃত মনির মৃধা
০১০৫০২০৪৫৫	আবু ছাইদ খান (সেনাবাহিনী)	আঃ হেফিম খান
০১০৫০২০৪৫৬	শহীদ আব্দুল খালেক ভুঞা (ই,পি,আর)	মৃত আব্দুল মাছির ভুঞা
০১০৫০২০৪৫৭	মোঃ তমিজ উদ্দিন সরকার (সেনাবাহিনী)	মৃতআয়েস আলী সরকার
০১০৫০২০৪৫৮	মোঃ ফয়েজ ভুঞা (সেনাবাহিনী)	হাজী আয়েস আলী ভুঞা
০১০৫০২০৪৫৯	মোঃ আঃ মান্নাফ মোল্লা	মৃত রফিজ উদ্দিন সরকার
০১০৫০২০৪৬০	মোঃ আমিনুল হক (সেনাবাহিনী)	মৃত কাশেম আলী মোল্লা
০১০৫০২০৪৬১	মোঃ সোলামিয়া (সেনাবাহিনী)	মৃত মোঃ লাজিম উদ্দিন
০১০৫০২০৪৬২	শহীদ লেঃ ফয়েজ উদ্দিন (ই, পি, আর)	হাফিজ উদ্দিন খাঁ

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০২০৪৬৩	মোঃ আতাউর রহমান (ই.পি. আর)	মৃত হাফিজ উদ্দিন খান
০১০৫০২০৪৬৪	মোঃ নাসির উদ্দিন (সেনাবাহিনী)	মোঃ আত্তার উদ্দিন
০১০৫০২০৪৬৫	মোঃ আঃ মোতালিব	আঃ মুসফুত আলী
০১০৫০২০৪৬৭	মোঃ আবু সিদ্দিক	মৃত আঃ অদুল মুন্সী
০১০৫০২০৪৬৮	গোপালচন্দ্র পাল	গোযেশ চন্দ্র পাল
০১০৫০২০৪৬৯	শহীদ আসাদুজ্জামান	মৃত আরশাদ আলী
০১০৫০২০৪৭০	দুলাল মিয়া	মোঃ ফাইজ উদ্দীন
০১০৫০২০৪৭১	মোঃ শহিদ উল্লাহ	আবুল বাসার
০১০৫০২০৪৭২	আঃ রউফ সরকার	আমীর উদ্দিন সরকা
০১০৫০২০৪৭৩	শিরীর আহাম্মেদ	ডাঃ আইন উদ্দিন
০১০৫০২০৪৭৪	মোঃ ফিরুজুল রহমান	সাবেজ আলী (মুন্সী)
০১০৫০২০৪৭৫	মোঃ আঃ হামিদ	মোঃ সামসু উদ্দিন
০১০৫০২০৪৭৬	খন্দকার গুলজার হোসেন	মৃত খন্দকার তোরাব
০১০৫০২০৪৭৮	আঃ মান্নান ফাকর	কালু ফকির
০১০৫০২০৪৮০	আঃ বাছেদ মির্জা	আঃ গফুর মির্জা
০১০৫০২০৪৮১	মোঃ জহিরুল হক	আব্দুল আলী প্রধান
০১০৫০২০৪৮২	এ,কে এম আরমান হোসেন	মোঃ সোনামিয়া
০১০৫০২০৪৮৩	মোঃ মতিউর রহমান	মোঃ সুজাত আলী মুন্সী
০১০৫০২০৪৮৬	মোঃ আবু তাহের	মৃত মোঃ আরফত আলী
০১০৫০২০৪৮৭	মোঃ ইসমাইল মোল্লা	মৃত মোঃ সুরুজ আলী
০১০৫০২০৪৮৮	শহীদ মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ ছালামত
০১০৫০২০৪৮৯	সিরাজুল ইসলাম	মৃত জনাব আলী মুন্সী
০১০৫০২০৪৯০	আঃ বাতেন	আঃ তাহের
০১০৫০২০৪৯১	মোঃ আলাউদ্দিন	মোঃ মমতাজ উদ্দীন
০১০৫০২০৪৯২	মফিজ উদ্দীন	মৃত সুন্দর উদ্দীন মোল্লা
০১০৫০২০৪৯৩	মোঃআতাউর রহমান	মোঃ সিরাজ উদ্দীন মোল্লা
০১০৫০২০৪৯৪	মোঃ হাফিজ উদ্দীন আহম্মেদ	মোঃ আঃ আলী
০১০৫০২০৪৯৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোঃ জব্দর আলী
০১০৫০২০৪৯৬	মোঃ আঃ কাদের	মোঃ হোসেন আলী
০১০৫০২০৪৯৭	মোঃ সামসুজ্জামান	জমসের আলী
০১০৫০২০৪৯৮	মোঃ মফিজ উদ্দীন	মোঃ আম্বর আলী প্রধান
০১০৫০২০৪৯৯	মৃত মোঃ মতিউর রহমান	এমঃ নায়েব আলী প্রধান
০১০৫০২০৫০০	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত আরব আলী
০১০৫০২০৫০১	কাজী নুরুল ইসলাম	আঃ রাজ্জাক আলী

বেলাবো থানা

কোড নং	নাম	পিতার নাম
০১০৫০৩০০০১	মোঃ জসিম উদ্দিন	মৃত ইয়াছিন মাষ্টার
০১০৫০৩০০০২	এম আবেদ আহম্মেদ	মৃত হোসেন মোল্লা

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৩০০০৩	আব্দুল ওয়াহেদ	মৃত হোসেন মোল্লা
০১০৫০৩০০০৪	মোঃ জাসিম উদ্দিন	মৃত মোঃ ইয়াছিন মাষ্টার
০১০৫০৩০০০৫	মোঃ আঃ রশিদ	মোঃ গোলামাহমুদ
০১০৫০৩০০০৬	আঃ লতিফ	মৃত আঃ হাসিম
০১০৫০৩০০০৭	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত মোঃ জিল্লাত আলী
০১০৫০৩০০০৮	মৃত আঃ সহিদ	মৃত আঃ হাসিম
০১০৫০৩০০০৯	মোঃ নাজিম উদ্দিন	মৃত মোঃ আঃ ছোবহান
০১০৫০৩০০১০	মোঃ নুরুল হক	মৃত আব্দুল ফালের মোল্লা
০১০৫০৩০০১১	মৃত মোঃ সফিউল্লাহ	মৃত মৌঃ সিরাজুল ইসলাম
০১০৫০৩০০১২	মোঃ শাখাওয়াত	মোঃ আবদুছ ছোবহান
০১০৫০৩০০১৩	আঃ হাসিম	মোঃ সরফত আলী
০১০৫০৩০০১৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আবদুল আজিজ
০১০৫০৩০০১৫	মনিরুজ্জামান	মোঃ নায়েব আলী
০১০৫০৩০০১৭	মোঃ মনজুরুল আলম	মৃত ফিতাব আলী মিয়া
০১০৫০৩০০১৮	মোঃ শহিদুল্লাহ সরকার	শামসুল হোদা সরকার
০১০৫০৩০০১৯	সামসুল আলম	মৃত মৌঃ আঃ খালেক
০১০৫০৩০০২১	মোঃ সিরাজুল হক	মোঃ ছাবেদ আলী
০১০৫০৩০০২২	মোঃ আবু তাহের	মৃত ডাঃ আলী নেওয়াজ
০১০৫০৩০০২৩	মোঃ সফিউল্লাহ	মৃত হাজীআব্বাছ আলী
০১০৫০৩০০২৪	আঃ বাতেন	আঃ মান্নান
০১০৫০৩০০২৬	মোঃ নুরু মিয়া	মৃত ছমেদ আলী
০১০৫০৩০০২৮	মোঃ সিরাজুল হক	মোঃ আফতাব উদ্দিন আহমদ
০১০৫০৩০০২৯	মোঃ জয়নাল আলী	মত আবদুল বারী
০১০৫০৩০০৩০	আব্দুল বারী	ফজলুর রহমান
০১০৫০৩০০৩১	ফজলুল হক	কাশেম আলী
০১০৫০৩০০৩২	আঃ বাতেন আফন্দ	মৃত রফিউল্লাহ আফন্দ
০১০৫০৩০০৩৩	মোঃ নুরুল আমিন	মৃত ফজলুর রহমান
০১০৫০৩০০৩৫	মোঃ আঃ ছালাম	মৃতহাজী শরাফত আলী
০১০৫০৩০০৩৬	নুরুল আমিন	মৃত কয়ম আলী মাষ্টার
০১০৫০৩০০৩৭	মোঃ শহীদুল্লাহ	মৃত আব্বর আলী প্রধান
০১০৫০৩০০৩৮	মোঃ মকবুল হোসেন	মোঃ গোলাপ মিয়া
০১০৫০৩০০৩৯	মোঃ শেয়আলী	মৃত আঃ মজিদ
০১০৫০৩০০৪০	সিরাজুল ইসলাম	মোঃ জজমিয়া
০১০৫০৩০০৪১	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	আঃ ঘায়ী
০১০৫০৩০০৪২	মোঃ হোসেন আলী	মৃত মোঃ কালু মিয়া
০১০৫০৩০০৪৩	আমিনুল হক	কৃত হাফিজ মুন্সী
০১০৫০৩০০৪৪	মোঃ আলাউদ্দিন	আলী মানুল
০১০৫০৩০০৪৫	আক্কাস উদ্দিন	মৃত আঃ রশিদ
০১০৫০৩০০৪৬	মোঃ নাসির উদ্দীন	মৃত হাসান আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৩০০৪৭	আঃ রশীদ	আঃ বারী
০১০৫০৩০০৪৮	মোঃ আবু তাহের	মোঃ আমজাদ হোসেন
০১০৫০৩০০৪৯	আলতাফ আলী	দুদু মিয়া
০১০৫০৩০০৫০	মোঃ হাসেম আলী	মৃত মনিরুদ্দীন
০১০৫০৩০০৫১	ডাঃ মোঃ দেওয়ান আলী	মোঃ সাদত আলী
০১০৫০৩০০৫২	মোঃ আশরাফ আলী	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৩০০৫৩	আবুল বাসেদ	মফিজ উদ্দীন আহমেদ
০১০৫০৩০০৫৪	হাবিবুর রহমান	মোঃ ছফির উদ্দীন
০১০৫০৩০০৫৫	আমজাদ আলী	মৃত সৈয়দ আলী
০১০৫০৩০০৫৬	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত হাজী মোঃ আয়াত উল্লাহ
০১০৫০৩০০৫৭	আঃ রশিদ	মোঃ জমির উদ্দীন
০১০৫০৩০০৫৮	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মোঃ আলাউদ্দীন
০১০৫০৩০০৫৯	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ জমির উদ্দিন
০১০৫০৩০০৬০	মো ঃ ফজলুল হক	মোঃ হাছেন আলী
০১০৫০৩০০৬১	মোঃ হযরত আলী	মোঃ মুরুজ আলী
০১০৫০৩০০৬২	সিরাজুল হক সাজু	মোঃ সাবেদালী
০১০৫০৩০০৬৩	ফজলুল হক	মৃত মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৩০০৬৪	মোঃ জিয়াউদ্দিন	মৃত হাঃ আঃ গফুর
০১০৫০৩০০৬৫	মফিজ উদ্দীন	মৃত আঃ মজিদ খন্দকার
০১০৫০৩০০৬৬	মোঃ বাবু মিঞা	মৃত মোঃ মহর আলী
০১০৫০৩০০৬৭	মৃত মোঃ গিয়াস উদ্দীন	মৃত বিল্লাল উদ্দীন
০১০৫০৩০০৬৮	মোঃ সামসুল আলম	মফিজ উদ্দীন মুন্সী
০১০৫০৩০০৬৯	মোঃ শফিউদ্দীন	কদম আলী
০১০৫০৩০০৭০	গোলাম মোস্তাফিজুর রহমান	মোঃ আমির উদ্দীন
০১০৫০৩০০৭১	মোঃ হাসমত উল্লাহ	মৃত মোঃ সফর আলী
০১০৫০৩০০৭২	মোঃ আতর আলী	মোঃ খোরশেদ মিয়া
০১০৫০৩০০৭৩	মোঃ জামাল আহম্মেদ সরকার	মোঃ হাছেন আলী সরকার
০১০৫০৩০০৭৪	মোঃ মহসিন আলম	মৃত মৌঃ মোঃ রিয়াজুল করিম
০১০৫০৩০০৭৫	মোঃ ফজলুল হক	মৌঃ ছৈয়দ আলী
০১০৫০৩০০৭৬	সিরাজুল ইসলাম	মৃত হাজী তালেব হোসেন
০১০৫০৩০০৭৭	মোঃ জসিম উদ্দীন	আহম্মদ আলী
০১০৫০৩০০৭৮	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মৌঃ নিয়ার উদ্দিন
০১০৫০৩০০৭৯	আব্দুর রাজ্জাক	মৃত আঃ মমিন
০১০৫০৩০০৮০	কলিম উদ্দীন	মৃত মুসকত আলী
০১০৫০৩০০৮১	শফিকুর রহমান খন্দকার	আলফাজ উদ্দিন খন্দকার
০১০৫০৩০০৮২	মাঃ আবু কাউছার	মৌঃ সিরাজুল হক
০১০৫০৩০০৮৩	নজরুল ইসলাম	মোমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৩০০৮৪	মোঃ খিল্লাল মিয়া	মোঃ সাদত আলী
০১০৫০৩০০৮৫	আঃ গফুর	তাহের ব্যাপারী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৩০০৮৬	গোলাম মস্তফা	মোঃ আসমত আলী
০১০৫০৩০০৮৭	মোঃ লিয়াকত আলী	নসা গাজী
০১০৫০৩০০৮৮	মোঃ শহীদুল্লাহ সরকার	মোঃ শামসুল হুদা সরকার
০১০৫০৩০০৮৯	মোঃ জাফর উল্লাহ	মোঃ সিরাজুল হক
০১০৫০৩০০৯০	মোঃ খোর্শেদ আলম	আব্দুল মজিদ
০১০৫০৩০০৯১	মোঃ সাধু মিয়া	মৃত বাছিল মোল্লা
০১০৫০৩০০৯২	আহাম্মদ হোসেন	মৃত মোঃ আলিমুউদ্দীন
০১০৫০৩০০৯৩	আঃ আওয়াল	হাজী সৈয়দ আলী
০১০৫০৩০০৯৪	হুমায়ুন কবির	মৃত মোঃ মতিউর রহমান
০১০৫০৩০০৯৫	মোঃ গোলাম মোস্তফা	আবু তাহের
০১০৫০৩০০৯৬	মোঃ আক্তার হোসেন	মোঃ আবু সাইদ
০১০৫০৩০০৯৭	মোঃ লিয়াকত আলী	নসা গাজী
০১০৫০৩০০৯৮	মোঃ সিরাজুল হক	মৃত মুন্সী কদ্রুত আলী
০১০৫০৩০০৯৯	মোঃ আঃ আজিজ	মৃত মোঃ ফজর আলী
০১০৫০৩০১০১	আবদুল লতিফ	মৃত হাসান আলী
০১০৫০৩০১০২	জয়নাল আবেদীন	মত্ হাফেজ আঃ মজিদ তালুকদার
০১০৫০৩০১০৩	মোঃ আলতাফ হোসেন	মোঃ জমাব আলী
০১০৫০৩০১০৪	মোঃ হাসমত উল্লাহ	মোঃ জয়নাল আবেদীন
০১০৫০৩০১০৫	মোঃ নাজিম উদ্দিন খান	মৃত শামসুদ্দিন খান
০১০৫০৩০১০৬	আমির হোসেন	মৃত শব্দর আলী
০১০৫০৩০১০৭	রবীন্দ্রচন্দ্র সূত্রধর	মৃত সুরেন্দ্র চন্দ্র সুত্রধর
০১০৫০৩০১০৮	নীহার রঞ্জন সরকার	হরিমোহন সরকার
০১০৫০৩০১০৯	আব্দুল বারী	সন্দর আলী
০১০৫০৩০১১০	মোঃ মোছলেউদ্দিন	কালু মুন্সী
০১০৫০৩০১১১	মোঃ আবু সায়েদ	জিন্নাত আলী
০১০৫০৩০১১২	মৃত মোঃ রতম আলী	মৃত মোঃ মন্দর আলী
০১০৫০৩০১১৩	মোঃ আক্তারুজ্জামান	মৃত আঃ রেজ্জাক
০১০৫০৩০১১৪	মোঃ হাসান উদ্দিন	মেঃ মনু হোসেন
০১০৫০৩০১১৫	আব্দুল হাফেজ	মোঃ ফজর আলী
০১০৫০৩০১১৬	মোঃ তাজুল ইসলাম	মোঃ বাবু মিয়া
০১০৫০৩০১১৭	আব্দুল বারী	মৃত মনুর উদ্দিন
০১০৫০৩০১১৮	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ গফুর আলী প্রধান
০১০৫০৩০১১৯	মৃত সিরাজউদ্দিন ভুঞা	মৃত আঃ হামিদ ভুঞা
০১০৫০৩০১২০	মোঃ হাফিজ উদ্দিন ভুইয়া	মোঃ আঃ হাই
০১০৫০৩০১২১	মোঃ ফজলুল রহমান	মোহাম্মদ আলী মুন্সী
০১০৫০৩০১২২	শেখ আব্দুল বাতেন	মৃত আঃ ছালাম
০১০৫০৩০১২৩	মোঃ শাহাব উদ্দিন	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৩০১২৪	মোঃ ছিদ্দিক হোসেন	মৌঃ আলাউদ্দিন
০১০৫০৩০১২৫	মোঃ তমিজ উদ্দিন	মৃত মোঃ জমির উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৩০১২৬	নুর মোহাম্মদ	মোঃ শামসের আলী
০১০৫০৩০১২৭	আব্দুল হালিম	মোঃ তৈয়ব আলী
০১০৫০৩০১২৮	মোঃ মাহফুজুর রহমান	মৃত মোঃ লাল মিয়া
০১০৫০৩০১২৯	মোঃ আতিকুর রহমান	মোঃ আঃ জব্বার
০১০৫০৩০১৩০	মোঃ আইয়ুব আলী	মৃত মোঃ কালা গাজী
০১০৫০৩০১৩১	শহীদুল হুদা	মৃত মোঃ চেরাগ আলী সরকার
০১০৫০৩০১৩২	মোঃ ওয়াসেক মিয়া	মৃত মোঃ আঃ হাই
০১০৫০৩০১৩৩	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত গোলাপ মিয়া
০১০৫০৩০১৩৪	মোঃ কালু মিয়া	মোঃ তাহের হাজী
০১০৫০৩০১৩৫	মোঃ ময়ধর আলী	একবর আলী
০১০৫০৩০১৩৬	মোঃ আক্কেল আলী	মৃত মোঃ ইব্রাহীম
০১০৫০৩০১৩৭	আশরাফ উদ্দিন খান	মৃত মাইন উদ্দিন খান
০১০৫০৩০১৩৮	মোঃ আঃ মান্নান	মতৃ ফরম আলী
০১০৫০৩০১৩৯	মোঃ মনিরুজ্জামান খান	মৃত মোঃ মোসলেহ উদ্দিন খান
০১০৫০৩০১৪০	আব্দুর রাজ্জাক	মৃত আব্দুল মান্নান
০১০৫০৩০১৪১	মোঃ শহীদুল্লাহ পাঠান	মৃত মোঃ আলী পাঠান
০১০৫০৩০১৪২	রহিম উদ্দিন	মৃত আফসার আলী
০১০৫০৩০১৪৩	আঃ আউয়াল	মৃত হাজী আকরাম উদ্দিন
০১০৫০৩০১৪৪	মোঃ নিজাম উদ্দিন	মোঃ সেকান্দার আলী প্রধান
০১০৫০৩০১৪৫	মোহাম্মদ আলী	সোলায়মান প্রধান
০১০৫০৩০১৪৬	মোহাম্মদ আবদুল হক	আব্দুর মজিদ প্রধান
০১০৫০৩০১৪৭	মোহাম্মদ সহিদ মিঞা	মোহাম্মদ সুরুজ মিয়া
০১০৫০৩০১৪৮	মোঃ শামসুল আলম	মৃত মোঃ আঃ খালেক
০১০৫০৩০১৪৯	আঃ মালেক মিঞা	মোঃ সামসুজ্জামান
০১০৫০৩০১৫০	মোহাম্মদ আলী	মৃত মিয়া বক্স
০১০৫০৩০১৫১	সুবল চন্দ্র পাল	মৃত অরবিন্দু পাল
০১০৫০৩০১৫২	মোহাম্মদ আলী	মৃত মিয়া বক্স
০১০৫০৩০১৫৩	মোহাম্মদ মোর্শেদ মিঞা	মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া
০১০৫০৩০১৫৪	মোঃ ইফতার উদ্দিন খান	মোঃ আমানত খান
০১০৫০৩০১৫৫	মোঃ মোরশেদ মিয়া	মৃত মোঃ সুরুজ আলী
০১০৫০৩০১৫৬	মোঃ সিরাজ মিয়া	খিদচান মিয়া
০১০৫০৩০১৫৭	মোহাম্মদ খসরু	এ,এম, এ কাদের
০১০৫০৩০১৫৮	আবদুল কাইয়ুম	মৃত আলহাজ মোঃ আমিনুল হক
০১০৫০৩০১৫৯	মোঃ মদিউহাসান	মোঃ লোকমান হোসেন
০১০৫০৩০১৬০	মৃত মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন	মোহাম্মদ মুনছর আলী
০১০৫০৩০১৬১	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মোঃ সুরুজ পাশা
০১০৫০৩০১৬২	মোঃ রেজানুর রহমান	ডাঃ মোঃ হারুন-অর-রশিদ
০১০৫০৩০১৬৩	মোঃ রহমতুল্লাহ পাঠান	মেঃ ছায়েদ আলী পাঠান
০১০৫০৩০১৬৪	মোঃ আমিন উল্লাহ পাঠান	মৃত হামিদ পাঠান

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৩০১৬৫	মোঃ রাজু মিয়া	মোঃ সংশের আলী
০১০৫০৩০১৬৬	মোহাম্মদ সাত্তার মিয়া	মোঃ সিরাজুল ইসলাম
০১০৫০৩০১৬৭	মৃত মোঃ গিয়াস উদ্দিন	মৃত বিল্লাল মিয়া
০১০৫০৩০১৬৮	মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত সুরুজ আলী
০১০৫০৩০১৬৯	মোঃ আঃ সাত্তার	আলতাফ উদ্দিন আহম্মেদ
০১০৫০৩০১৭০	মোঃ চানমিয়া	জহুর আলী
০১০৫০৩০১৭১	মৃত মোঃ নিসার উদ্দিন খান	মৃত মোঃ সাহাব উদ্দিন খান
০১০৫০৩০১৭২	ডাক্তার মোঃ আতাউর রহমান	মৃত কালাগাজী
০১০৫০৩০১৭৩	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত মোঃ করম আলী
০১০৫০৩০১৭৪	মোঃ হাসান আলী	আয়েশ আলী
০১০৫০৩০১৭৫	আঃ ওয়াহাব	মৃত আঃ হালিম প্রধান
০১০৫০৩০১৭৬	মোঃ মোশারফ হোসেন	মোঃ আয়ব আলী
০১০৫০৩০১৭৭	সিরাজুল হক আকন্দ	আহমেদ আলী আকন্দ
০১০৫০৩০১৭৮	মো ঃ নুরুল আমিন	মৃত ফজলুর রহমান ফকির
০১০৫০৩০১৭৯	সিরাজুল হক	গাজী উর রহমান
০১০৫০৩০১৮০	মোঃ মইনুল ইসলাম	মৃত নুর চান
০১০৫০৩০১৮১	আঃ হাসিম	সমুজালী
০১০৫০৩০১৮২	ডাঃ মজিবুর রহমান (সেনাবাহিনী)	মোঃ কিতাব আলী
০১০৫০৩০১৮৩	নায়েক মোস্তফা কামাল (সেনাবাহিনী)	মহিউদ্দীন আহাম্মদ
০১০৫০৩০১৮৪	মোঃ আলাউদ্দিন (সেনাবাহিনী)	মোঃ আঃ রশিদ
০১০৫০৩০১৮৫	মোঃ জাহুল ইসলাম (সেনাবাহিনী)	মৃত হাজী রমিজ উদ্দীন
০১০৫০৩০১৮৬	মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান	মোঃ মনির উদ্দিন খান
০১০৫০৩০১৮৭	শহীদ মোঃ নাজিম উদ্দিন	মৃত হাজী রমিজ উদ্দীন
০১০৫০৩০১৮৮	মোঃ শামসুল হক (সেনাবাহিনী)	মৃত মনির উদ্দিন পন্ডিত
০১০৫০৩০১৮৯	শহীদ মোঃ নাজিম উদ্দিন	মৃত হাজী রমিজ উদ্দীন
০১০৫০৩০১৯০	মোঃ মোহর আলী জহুরুল মিয়া	মৃত তেজু
০১০৫০৩০১৯১	মোঃ ইদ্রিস আলী (সেনাবাহিনী)	মো ঃ চিক্কেত আলী মাষ্টার
০১০৫০৩০১৯২	আবদুল হামাদ (সেনাবাহিনী)	ছোরত আলী
০১০৫০৩০১৯৩	শহীদ মোঃ ফজর আলী (আনছার)	মৃত নুর মোহাম্মদ
০১০৫০৩০১৯৪	আবদুস ছাত্তার (সেনাবাহিনী)	মৃত সন্দর আলী
০১০৫০৩০১৯৫	মোঃ আঃখালেক (আনছার)	মোঃ চান মিয়া
০১০৫০৩০১৯৬	মোঃ লাল মিয়া(নৌবাহিনী)	মৃত সুবেদ আলী প্রধান
০১০৫০৩০১৯৭	মোঃ হারুন -অর-রশিদ (সেনাবাহিনী)	মৃত আঃ মজিদ মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৩০১৯৮	মোঃ আব্দুল হালিশ	মৃত মুন্সী তায়েব আলী
০১০৫০৩০১৯৯	সৈয়দ মোমতাজ উদ্দিন	মোঃ সৈয়দ সদর উদ্দিন
০১০৫০৩০২০০	সৈয়দ মহিউদ্দিন	সৈয়দ আফসার উদ্দিন
০১০৫০৩০২০১	জজ মিয়া	মৃত সাদত আলী
০১০৫০৩০২০২	মোঃ আঃ মোতালিব	মোঃ মুনছুর
০১০৫০৩০২০৩	মো ঃ হাবিবুর রহমান	মোঃ শফির উদ্দিন
০১০৫০৩০২০৪	মোঃ আঃ মান্নান	মোঃ ইয়াছিন
০১০৫০৩০২০৫	শহীদ মোঃ আকলাছ মিয়া	মহব্বত আলী প্রধান
০১০৫০৩০২০৬	গোলাম রহমান	মৃত মৌঃ মোঃ রমজান আলী
০১০৫০৩০২০৭	মোঃ জহির উদ্দিন	মৃত মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৩০২০৮	মৃত নুরুল ইসলাম	মৃত সামেদ আলী
০১০৫০৩০২০৯	মোঃ ছিদ্দিক মিয়া	মৃত মোঃ সুন্দর আলী
০১০৫০৩০২১১	শহীদ নজিব উদ্দিন খান	মোঃ আলাউদ্দিন
০১০৫০৩০২১২	মৃত জয়নাল আবেদীন	মৃত আফতাব উদ্দিন
০১০৫০৩০২১৩	মোঃ লুলা মিয়া	কিতাব আলী
০১০৫০৩০২১৪	আবু মুছা	মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৩০২১৫	মোঃ নুরুল হক	মৃত মোহাম্মদ আলী সরকার
০১০৫০৩০২১৬	শহীদ মোঃ আতিকুর রহমান	মৃত মতিউর রহমান
০১০৫০৩০২১৭	মোঃ নুরুল হক	মৃত তাজ মাহমুদ
০১০৫০৩০২১৮	আব্দুল জব্বার আফন্দ	আব্দুল হোসেন আফন্দ
০১০৫০৩০২১৯	মোঃ মঈন উদ্দিন	মোঃ আশ্রাব আলী
০১০৫০৩০২২০	মৃত হাবিলদার জসিম উদ্দিন মিয়া	মৃত আঃ হালিম মিয়া
০১০৫০৩০২২১	মৃত মোঃ আব্দুল হোসেন	মৃত নায়েব আলী মুন্সী
০১০৫০৩০২২২	শহীদ মমতাজ উদ্দিন	হাজী আব্দুল গফুর
০১০৫০৩০২২৩	সিরাজুল ইসলাম	আঃ মজিদ
০১০৫০৩০২২৪	সুলতান উদ্দিন	জহির উদ্দিন
০১০৫০৩০২২৫	মোঃ আক্রাশ হোসেন ভুঞা	মোঃ আঃ রহিম ভুঞা
০১০৫০৩০২২৬	মোঃ শহীদুল ইসলাম	মোঃ আক্রাশ হোসেন
০১০৫০৩০২২৭	মোঃ জহিরুল হক	মোঃ আঃ করিম ভঞা
০১০৫০৩০২২৮	সৈয়দ আঃ বাতেন	সৈয়দ আরিফ
০১০৫০৩০২২৯	মোঃ মহব্বত খাঁ	মোঃ আজলত খাঁ
০১০৫০৩০২৩০	আব্দুল হেকিম	মৃত কান্দু ভুইয়া
০১০৫০৩০২৩১	মোঃ আঃ হালিম	মৃত মুন্সী তায়েব আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৩০২৩২	মোঃ আবু বাক্কেদ	শবদর আলী বেপারী
০১০৫০৩০২৩৩	মোঃ খলিল উল্লাহ	মোঃ হানিফ পাঠান
০১০৫০৩০২৩৪	নায়েক মোঃ সিরাজুল হক	মৃত আহমদ আলী আকন্দ
০১০৫০৩০২৩৫	মোঃ আবু তাহের	মৃত আঃ গফুর

মনোহরদী থানা

কোড নং	নাম	পিতার নাম
০১০৫০৫০০০১	আঃ খালেক	রহিম উদ্দিন
০১০৫০৫০০০২	আঃ আওয়াল	মৃত আঃ হাই
০১০৫০৫০০০৩	শেখ আঃ মান্নান	মৃত মোঃ রমজান আলী শেখ
০১০৫০৫০০০৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত জাফর আলী ফকির
০১০৫০৫০০০৫	মোঃ রহমত আলী	মৃত মোঃ ইউসুফ আলী
০১০৫০৫০০০৬	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মোঃ সুন্দর আলী
০১০৫০৫০০০৭	আঃ আউয়াল	মৃত মোঃ সুন্দর আলী
০১০৫০৫০০০৮	আব্দুল মজিদ	জাফর আলী খান
০১০৫০৫০০০৯	মোশাররফ হোসেন সরকার	সৈয়দ আলী সরকার
০১০৫০৫০১০	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত মোঃ ফকির উদ্দিন
০১০৫০৫০১১	মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আশ্রাব আলী
০১০৫০৫০১২	মোঃ সুরুজ আলী	মৃত আমছার আলী
০১০৫০৫০১৩	আবুল ফজল ভুইয়া	মৃত আক্কাছ আলী ভুইয়া
০১০৫০৫০১৪	মোঃ শাহজাহান আলী	মোঃ মতিউর রহমান
০১০৫০৫০১৫	মৃত মোঃ শুকুর আলী	মৃত মোঃ দুখাই মামুদ
০১০৫০৫০১৬	মোঃ রমিজ উদ্দিন মিয়া	মোঃ আঃ হেকিম
০১০৫০৫০১৭	মোঃ মিয়াজ উদ্দিন মিয়া	মৃত মোঃ আহসান আলী
০১০৫০৫০১৮	মোঃ সুরুজ মিয়া	মোঃ আলতাফ উদ্দিন
০১০৫০৫০১৯	আফিল আহমেদ	মৃত আস্তাব উদ্দিন সরকার
০১০৫০৫০২০	আবুল কাশেম	মৃত আমির উদ্দিন
০১০৫০৫০২১	মোঃ সুলতান উদ্দিন	আব্দুল মালেক
০১০৫০৫০২২	নজরুল ইসলাম	মৌঃ আঃ হাই
০১০৫০৫০২৩	মোঃ আঃ আউয়াল খান	মোঃ আফসার আলী খান
০১০৫০৫০২৪	এ কে এম ফজলুল কাদের	মোঃ হাফিজ উল্লাহ ভুইয়া
০১০৫০৫০২৫	মোঃ নাসির উদ্দিন	মৃত মোঃ চেরাগ আলী পন্ডিত
০১০৫০৫০২৬	মোঃ আঃ ছাত্তার	মৃত মোঃ জনাব আলী
০১০৫০৫০২৭	মৃত মোঃ আরব আলী	মৃত মোঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০৫০২৮	মোঃ নুরুল আমিন	মোঃ খোরশেদ হোসেন
০১০৫০৫০২৯	মোঃ জাহিরুল ইসলাম	মৃত বন্দে আলী
০১০৫০৫০৩০	মোঃনজরুল ইসলাম	আঃ আউয়াল
০১০৫০৫০৩১	মোঃ ইয়াকুব আলী	মোঃ আশ্রাব আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫০০৩২	সুলতান উদ্দিন আহাম্মেদ	মোঃ মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৫০০৩৩	মোঃ শামছুলহক খলিফা	মোঃ রজব আলী খলিফা
০১০৫০৫০০৩৪	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ আলী নেওয়াজ
০১০৫০৫০০৩৫	মৃত মোঃ কাবিল মিয়া	মৃত হাছেন আলী
০১০৫০৫০০৩৬	মোঃ আমিনুল ইসলাম	আঃ ওয়াদুদ
০১০৫০৫০০৩৭	মোঃ শহীদুল্লাহ	মৃত আব্দুল হাই
০১০৫০৫০০৩৮	মোঃ মোশাররফ হোসেন	মৃত ডাঃ মোজাফফর হোসেন
০১০৫০৫০০৩৯	আব্দুল আউয়াল	মোঃ রজব আলী
০১০৫০৫০০৪০	ডঃ মোঃ আঃ সিদ্দিক	মৃত মোঃ হেলাল উদ্দিন
০১০৫০৫০০৪১	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত মোঃআবদুল মজিদ
০১০৫০৫০০৪২	আঃ মোতালিব	মৃত মোঃ ইদ্রিস আলী
০১০৫০৫০০৪৩	মোঃ ছানা উল্লাহ সরকার	মৃত মোমতাজ উদ্দিন সরকার
০১০৫০৫০০৪৪	মোঃ সাহাব উদ্দিন	মৃত আনছার আলী
০১০৫০৫০০৪৫	আজাহারুল ইসলাম	মোঃ আফতাব উদ্দিন প্রধান
০১০৫০৫০০৪৬	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত মোজাফর আলী
০১০৫০৫০০৪৭	মোঃ ইদ্রিস আলী সরকার	মৃত সমসের উদ্দিন সরকার
০১০৫০৫০০৪৮	মোঃ বশির উদ্দিন	আমির বকস
০১০৫০৫০০৪৯	মোঃ রবিউল আউয়াল	মৃত মোঃ হাসেন উদ্দিন
০১০৫০৫০০৫০	মৃত এম এ বাতেন (মানিক)	এম এ মজিদ
০১০৫০৫০০৫১	মোঃ রমিজ উদ্দিন মোড়ল	মোঃ শামসুদ্দিন মোড়ল
০১০৫০৫০০৫২	মৃত মোঃ বকুল মিয়া	মোঃ রহম আলী বেপারী
০১০৫০৫০০৫৩	মোঃ সহিদুল্লাহ	আঃ হামাল বেপারী
০১০৫০৫০০৫৪	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	মোঃ বাবর আলী
০১০৫০৫০০৫৫	আবদুর রশিদ ভুইয়া	আব্দুর রাজ্জাক ভুইয়া
০১০৫০৫০০৫৬	মোঃ বজলুর রশিদ ভুইয়া	মৃত হাছেন উদ্দিন মাষ্টার
০১০৫০৫০০৫৭	মোঃ আজহারুল ইসলাম	মোঃ আনছার আলী মুন্সী
০১০৫০৫০০৫৮	মোঃ আসাদুজ্জামান ঝুনু	মৃত সুলতাজ্জামান
০১০৫০৫০০৫৯	মোঃ ইদ্রিস আলী	আঃ আউয়াল
০১০৫০৫০০৬০	আঃ হান্নান	মৃত তমুর উদ্দিন
০১০৫০৫০০৬১	মোঃহাবিবুর রহমান	হাফেজ আশরাফ আলী
০১০৫০৫০০৬২	চিত্তরঞ্জন দাস	মৃত উপেন্দ্র দাস
০১০৫০৫০০৬৩	মোঃ শাফিউদ্দিন	মৃত চেরাগ আলী
০১০৫০৫০০৬৪	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মৃত ইয়াকুব আলী
০১০৫০৫০০৬৫	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	মৃত সিরাজ উদ্দিন
০১০৫০৫০০৬৬	আঃ রশিদ আকন্দ	মৃত ইসহাক আকন্দ
০১০৫০৫০০৬৭	গোলাম আজগর ফারুক	মৃত আনছার আলী
০১০৫০৫০০৬৮	মোঃ আঃ মান্নান	আঃ গফুর
০১০৫০৫০০৬৯	শ্রী সুভাষ চন্দ্র মিত্র	গয়ানাথ মিত্র
০১০৫০৫০০৭০	মোঃ আতাউর রহমান (তারা মিয়া)	মৃত আঃ খালেক খান

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫০৭১	মোঃ মতিউর রহমান	মৃত আঃ ছাত্তার
০১০৫০৫০৭২	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	মৃত সুফুজ আলী
০১০৫০৫০৭৩	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত আজিম উদ্দিন
০১০৫০৫০৭৪	মৃত আব্দুর রশিদ	মৃত আছমত আলী খান
০১০৫০৫০৭৫	মোঃ আছিম উদ্দিন খান	মোঃ সয়াফত আলী খান
০১০৫০৫০৭৬	মোঃ নিজাম উদ্দিন	মোঃ মনির উদ্দিন
০১০৫০৫০৭৭	আ ঃ মতিন	নায়েব আলী
০১০৫০৫০৭৮	মোঃ হাসেন আলী	জাফর আলী
০১০৫০৫০৭৯	শ্রী মতিলাল রাজভর	শ্রী মঙ্গল রাজভর
০১০৫০৫০৮০	আঃ রশিদ	এলাহী বক্স
০১০৫০৫০৮১	রহমত আলী	অম্বর আলী
০১০৫০৫০৮২	আব্দুর রশিদ	মোঃফরম আলী
০১০৫০৫০৮৩	মোঃশামসুল হক	মোঃ আমিন উদ্দিন
০১০৫০৫০৮৪	মৃতআঃ খালেক	মৃত কউত আলী
০১০৫০৫০৮৫	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মাইন উদ্দিন
০১০৫০৫০৮৬	আঃ মোতালিব	আব্বাস আলী
০১০৫০৫০৮৭	মোঃ মনিরুজ্জামান	মোঃ রহম আলী
০১০৫০৫০৮৮	মোঃ নুরুল হক	মৃত আনছর আলী
০১০৫০৫০৮৯	আবদুল জলিল	মৃত আক্তার উদ্দিন
০১০৫০৫০৯০	মৃত মোঃ মোমতাজ উদ্দিন	আজিজুল হক মৃধা
০১০৫০৫০৯১	মোঃ আজিজুল হক	মৃত অছিম উদ্দিন
০১০৫০৫০৯২	মোঃ হাবিবুর রহমান	আবদুল খালির
০১০৫০৫০৯৩	শহীদ মোঃ হাবিছ উদ্দিন	আঃ খালির
০১০৫০৫০৯৪	মোঃশফিকুল ইসলাম	মোঃ ছোমেদ আলী
০১০৫০৫০৯৫	মোঃ ফফিল উদ্দিন	আবদুল কাদের
০১০৫০৫০৯৬	মৃত মোঃ ফজলুল হক	মৃত আঃ রশিদ
০১০৫০৫০৯৭	গৌরাঙ্গ আর্চায্য	মৃত যোগেন্দ্র আর্চায্য
০১০৫০৫০৯৮	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত মফিজ উদ্দিন
০১০৫০৫০৯৯	মোঃ ফজলুল হক	মৃত আবদুর রশিদ
০১০৫০৫১০০	আবদুর রাজ্জাক	মৃত গয়েছ আলী
০১০৫০৫১০১	মৃত মনজুর মোমশেদ	মৃত মফিজ উদ্দিন
০১০৫০৫১০২	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোঃ হাছেন উদ্দিন মুন্সী
০১০৫০৫১০৩	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত আঃ ছাত্তার
০১০৫০৫১০৪	মোঃ হারিছ মিয়া	মোঃ মানে উল্যাহ
০১০৫০৫১০৫	শেখ জালাল	মৌঃ তাহের উদ্দিন
০১০৫০৫১০৬	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	মো ঃ আলীম উদ্দিন মুন্সী
০১০৫০৫১০৮	আঃ রশিদ	মৃত আঃ ওহাব
০১০৫০৫১০৯	আঃ আজিজ	মোঃ মোজাফফর আলী
০১০৫০৫১১০	মোঃ মোতাহার হোসেন	মৃত মোজাফফর আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫১১১	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মোঃ আবুল কাশেম মাস্টার
০১০৫০৫১১২	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত সাহেব আলী
০১০৫০৫১১৩	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	আঃ কাদির
০১০৫০৫১১৪	মোঃ মফিজ উদ্দিন	মৃত দানিজ হাজী
০১০৫০৫১১৫	মৃত আবুল হাসেম	মৃত আবদুল হামিদ বেপারী
০১০৫০৫১১৬	আঃ হাই তালুকদার	আঃ বারিক তালুকদার
০১০৫০৫১১৭	আবদুল বারিক	মোঃ চান মিয়া
০১০৫০৫১১৮	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	আঃ রশিদ
০১০৫০৫১১৯	আঃ মান্নান মৃধা	মোঃ আয়েত আলী মুন্সী
০১০৫০৫১২০	মোঃআঃ আউয়াল	মৃত হাবিজ উদ্দিন খান
০১০৫০৫১২১	মোঃ ফখিল উদ্দিন	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৫১২২	মোঃআঃ হাই সরকার	মোঃ শামছুর রহমান
০১০৫০৫১২৩	মোঃমানিক মিয়া	মৃত মোঃআনছার আলী পন্ডিত
০১০৫০৫১২৪	আঃ আজিজ মৃধা	মৃত নাসির উদ্দিন মৃধা
০১০৫০৫১২৫	আব্দুল খাতেন	আব্দল গফুর প্রধান
০১০৫০৫১২৬	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	আয়েছ আলী
০১০৫০৫১২৭	মৃত শামসুল হক	হাছেন আলী
০১০৫০৫১২৮	মোঃ নুরুল ইসলাম	মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৫১২৯	আলাউদ্দিন পাঠান	অহেদ আলী পাঠান
০১০৫০৫১৩০	মোঃ সিরাজুল ইসলাম (মালেক)	মফিউ উদ্দিন
০১০৫০৫১৩১	মোঃ আব্দুস ছোবাহান	মহয় আলী
০১০৫০৫১৩২	মোঃআলীম উদ্দিন	ফিতাব আলী
০১০৫০৫১৩৩	মোঃ সামসুদ্দিন	মনছুর আলী
০১০৫০৫১৩৪	মৃত আঃ ছুবহান	মৃত আঃ ছালাম প্রধান
০১০৫০৫১৩৫	মৃত আমজাদ হোসেন	মৃত ফালাচান ভুইয়া
০১০৫০৫১৩৬	মোঃ সামসুল হক	হাজী মোঃ হাছেন আলী
০১০৫০৫১৩৭	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	লুখাই
০১০৫০৫১৩৮	মোঃ রাজি উল্লাহ	মোঃ আজগর আলী
০১০৫০৫১৩৯	আঃ খালেক	মৃত আঃ কদ্দুস মিয়া
০১০৫০৫১৪০	মৃত মোঃ ফিরোজ খান	মোঃ সয়াফত আলী খান
০১০৫০৫১৪১	মোঃআঃ খাতেন	মৃত ছুন্নত আলী
০১০৫০৫১৪২	মোঃদেলোয়ার হোসেন	তমুর উদ্দিন
০১০৫০৫১৪৩	মোঃ সামসুল হক	সালত আলী
০১০৫০৫১৪৪	মোঃ আলফাজ উদ্দিন	জিয়া উদ্দিন
০১০৫০৫১৪৫	আস্তাব উদ্দিন মৃধা	জফায় আলী মৃধা
০১০৫০৫১৪৬	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	মৃত আঃ মান্নান
০১০৫০৫১৪৭	মোঃ সিরাজুল হক	সামসু উদ্দিন আহমেদ
০১০৫০৫১৪৮	মোঃ মতিউল আলম ভুইয়া	সিরাজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৫১৪৯	আবেদ উদ্দিন আহম্মেদ	মৃত আঃ জফায় মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫১৫০	মোকাজ্জল হোসেন	মফিউ উদ্দিন সরকার
০১০৫০৫১৫১	কামাল উদ্দিন	আমির উদ্দিন
০১০৫০৫১৫২	মোঃ মজিবুর রহমান	তোকাজ্জল হোসেন
০১০৫০৫১৫৩	মোঃ তোতা মিয়া	আলীম উদ্দিন
০১০৫০৫১৫৪	মোঃনুরুল ইসলাম	মোঃ ইছুব আলী কারী
০১০৫০৫১৫৫	মৃত হুমায়ুন কবির	মজিবুর রহমান
০১০৫০৫১৫৬	মোঃ য়াজি উদ্দি ন আকন্দ	আবুল আয়েস আকন্দ
০১০৫০৫১৫৭	মোঃ আমির হোসেন	ফজর আলী মৃধা
০১০৫০৫১৫৮	মোঃ মনির উদ্দিন	মৃত করিম নেওয়াজ
০১০৫০৫১৫৯	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	সিরাজুল ইসলাম
০১০৫০৫১৬০	মৃত সিয়াজ উদ্দিন	মৃত মোমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৫১৬১	মোঃ আজিজুর রহমান	মৃত হাছেন উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৫১৬২	মৃত নিজাম উদ্দিন	অজ্ঞাত
০১০৫০৫১৬৩	মৃত শুকুর আলী	অজ্ঞাত
০১০৫০৫১৬৪	আব্দুস সালাম	আমান উল্লাহ
০১০৫০৫১৬৫	মোঃ আনোয়ার কবির	আলফাজ উদ্দিন আহমদ
০১০৫০৫১৬৬	মোঃ আফছার আলী	মোজাফর আলী
০১০৫০৫১৬৭	মোঃ সাহাব উদ্দিন	মোঃ মোজাফর আলী
০১০৫০৫১৬৮	মোঃ সামসুদ্দিন	আমজাত আলী
০১০৫০৫১৬৯	কাজী আঃ মালেক	মৃত কাজী আঃ খালেক
০১০৫০৫১৭০	মোঃ ফাইজ উদ্দিন	আহাম্মদ আলী
০১০৫০৫১৭১	মোঃ ওয়াইজ উদ্দিন আকন্দ	মৃত আঃ নবী আকন্দ
০১০৫০৫১৭২	মফিজ উদ্দিন	হাজী মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৫১৭৩	মোঃ গিয়াসুদ্দিন	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৫১৭৪	রইছ উদ্দিন	মৃত আঃ মন্নাছ
০১০৫০৫১৭৫	মোঃ হায়দার ইসলাম খান	তৈয়ব আলী খান
০১০৫০৫১৭৬	নাছির উদ্দিন	মৃত আঃ মন্নাছ
০১০৫০৫১৭৭	ফজলুর রহমান	মৃত মিয়া চান ফকির
০১০৫০৫১৭৮	আঃ ছোবান	মৃত নজাম উদ্দিন
০১০৫০৫১৭৯	মোঃ আঃ মান্নান	মৃত জালাল উদ্দিন
০১০৫০৫১৮০	দাইন উদ্দিন	মৃত আঃ কাদির
০১০৫০৫১৮১	শহীদ মোঃ কেরামত আলী	মৃত মিয়া হোসেন
০১০৫০৫১৮২	মোঃ ফয়েজ উদ্দিন	মৃত আয়েছ আলী
০১০৫০৫১৮৩	মোঃ মজিবুর রহমান	মৃত আঃ ছোবান
০১০৫০৫১৮৪	মোঃ রমিজ উদ্দিন	মৃত আঃ মন্নাছ
০১০৫০৫১৮৫	মোঃ নুরুল হক মেম্ব	সামসুদ্দিন মেম্ব
০১০৫০৫১৮৬	মোহাম্মদ আলী	আহামেদ আলী
০১০৫০৫১৮৭	মোঃ ফিরুজ মিয়া	আঃ রহমান
০১০৫০৫১৮৮	মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার	মোঃ ছালামত সিকদার

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫১৮৯	মোঃ মিয়াজ উদ্দিন	মৃত জুলমত আলী
০১০৫০৫১৯০	মোঃ নাজিম উদ্দিন	মৃত রমজান আলী পন্ডিত
০১০৫০৫১৯১	মৃত মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত আব্দুল রহমান
০১০৫০৫১৯২	মোহাম্মদ আলী মৃধা	জাহির উদ্দিন মৃধা
০১০৫০৫১৯৩	মোঃ ফজলুল হক	নবর আলী
০১০৫০৫১৯৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ মফিজ উদ্দিন
০১০৫০৫১৯৫	মোঃ মৃত আব্দুর রহমান (লক্ষু)	হাছনিয়া
০১০৫০৫১৯৬	মোঃরমিজ	মোঃ আশ্রাব আলী
০১০৫০৫১৯৭	মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ ইয়াকুব আলী
০১০৫০৫১৯৮	মৃত মোঃ আতাউর রহমান	মৃত আহাম্মদ আলী
০১০৫০৫১৯৯	মোঃ চানমিয়া	মঞ্জুর মিয়া
০১০৫০৫২০০	মোঃ লিয়াকত আলী আকন্দ	মৃত আঃ হামিদ আকন্দ
০১০৫০৫২০১	আঃ করিম সিকদার	হেলামত উল্লাহ
০১০৫০৫২০৩	মোঃ আতিকুর রহমান ভুইয়া	কফিল উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৫২০৪	ফজলুল হক	আঃ কদ্দুস
০১০৫০৫২০৫	আঃ লতিফ	মৃত টুফা চান
০১০৫০৫২০৬	মোঃ তারা মিয়া	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০৫২০৭	মুজিবুর রহমান	মৃত একতার উদ্দিন খান
০১০৫০৫২০৮	মোঃ মতিউর রহমান	মোঃ ছফির উদ্দিন
০১০৫০৫২০৯	মোঃ উছমান গণি	মৃত আবু সাইদ
০১০৫০৫২১০	মোঃ নিয়তআলী	হাছান আলী
০১০৫০৫২১১	মোঃ তারা মিয়া	মৃত আঃ গফুর
০১০৫০৫২১২	মোঃ সামসুল আলম চালী	উছন আলী প্রধান
০১০৫০৫২১৩	মোঃ আমির উদ্দিন	মৃত ইউছুব আলী
০১০৫০৫২১৪	মোঃ ফজলুল হক	আঃ বারী বেপারী
০১০৫০৫২১৫	আব্দুল করিম	মৃত সেকান্দার আলী
০১০৫০৫২১৬	এ,কে,এম শাহজাহান	মৃত ইউনুছ আলী
০১০৫০৫২১৭	মোঃ হাছেন আলী	মৃত ইয়াসিন
০১০৫০৫২১৮	মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	মোঃ হালত আলী
০১০৫০৫২১৯	সালাহ উদ্দিন ভুইয়া	মৃত আবু সাইজ ভুইয়া
০১০৫০৫২২০	মোঃ হাবিজ উদ্দিন	মৃত মোঃ চেরাগ আলী
০১০৫০৫২২১	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	মৃত আব্দুস ছোবাহান
০১০৫০৫২২২	এফ, এফ মোহাম্মদ উল্লাহ হোসেন	আঃ রহমান মোল্লা
০১০৫০৫২২৩	মোঃ আবতাব উদ্দিন ভুইয়া	মৃত মোঃ ফজর আলী ভুইয়া
০১০৫০৫২২৪	মোঃ শাহাব উদ্দিন	মোঃ মুছলিম উদ্দিন
০১০৫০৫২২৫	শহীদ মোঃ রফিউল আঁয়াল	মোঃ সুবেদ আলী বেপারী
০১০৫০৫২২৬	মোঃ শামসুল হক	এবাদুল্লাহ
০১০৫০৫২২৭	মৃত মোঃ আমীর আলী	মোঃ মতিউর রহমান
০১০৫০৫২২৮	কাজী হাবিবুর রহমান	মৃত কাজী কেরামত আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫২২৯	নজরুল ইসলাম	আদেল মিয়া
০১০৫০৫২৩০	আবুছ ছাত্তার আকন্দ	মোমতাজ উদ্দিন আকন্দ
০১০৫০৫২৩১	শফিকুল ইসলাম	মৃত আঃ রমিক পন্ডিত
০১০৫০৫২৩২	মৃত মোঃ আবুল হাশেম	মোঃ নুরুল ইসলাম
০১০৫০৫২৩৩	মোঃ নাজিম উদ্দিন	গিয়াস উদ্দিন
০১০৫০৫২৩৪	শ্রী অখিন চন্দ্র মন্ডল	শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মন্ডল
০১০৫০৫২৩৫	এম,এ, ছিদ্দিক	মৃত আব্দুল ফাদির
০১০৫০৫২৩৬	মিয়াজা উদ্দিন	জামির উদ্দিন ফকির
০১০৫০৫২৩৭	মোঃ রমিজা উদ্দিন	মোঃ নুরুল ইসলাম
০১০৫০৫২৩৮	একেএম মোজাম্মেল হক	মোঃ রমিজা উদ্দিন ভেন্ডার
০১০৫০৫২৩৯	মোঃ আক্তার উদ্দিন	মৃত মোঃ জাহির উদ্দিন
০১০৫০৫২৪০	মোঃ আঃ মান্নান শেখ	মৃত মোঃ রমজান আলী শেখ
০১০৫০৫২৪১	মৃত শেখ মতিন	শেখ আঃ গফুর আক্তার
০১০৫০৫২৪২	আঃ খালেক	মৃত মোজাফর আলী
০১০৫০৫২৪৩	মোঃ আঃ আউয়াল	মৃত আঃ মন্নাফ
০১০৫০৫২৪৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	আঃ আজিজ্ঞা ধনফি
০১০৫০৫২৪৫	মোঃ রাজু মিয়া	মৃত আঃ মজিদ
০১০৫০৫২৪৬	মোঃ লুলু মিয়া	ফজর আলী
০১০৫০৫২৪৭	মোঃ আবুল হাশেম	মৃত হোসেন উদ্দিন
০১০৫০৫২৪৮	মো ঃ জয়নুল হক	আঃ খালেক
০১০৫০৫২৪৯	মোঃ নুরুল হক	হাজী মোঃ আঃ হাই ভুইয়া
০১০৫০৫২৫০	মোঃ হাবিজা উদ্দিন	মৃত গোলাম হোসেন
০১০৫০৫২৫১	আঃ রহমান	মৃত আঃ করিম
০১০৫০৫২৫২	মোঃ জহালাল	মৃত সসর আলী বন্দুকসী
০১০৫০৫২৫৩	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত মোঃ মুজাফফর
০১০৫০৫২৫৪	মোঃ শহীদুল্লাহ মৃধা	মৃত আঃ ছালাম
০১০৫০৫২৫৫	মোঃ হাসুন অর রশিদ ভুইয়া	আবদুল আউয়াল ভুইয়া
০১০৫০৫২৫৬	মোঃ ফয়েজ উদ্দিন ভুইয়া	মৃত আঃ বারী
০১০৫০৫২৫৭	মৃত জালাল উদ্দিন পাঠান	মৃত অহেদ আলী পাঠান
০১০৫০৫২৫৮	মৃত মজিবুর রহমান পাঠান	মৃত আয়েত আলী পাঠান
০১০৫০৫২৫৯	আবদুল হাই	মোজাফফর আলী
০১০৫০৫২৬০	মোঃ শহীদুল্লাহ মৃধা	মৃত মোঃ মতিউল্লাহ মৃধা
০১০৫০৫২৬১	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত এলাহী বক্স প্রধান
০১০৫০৫২৬২	মোঃ হেলাল উদ্দিন	আঃ মান্নান
০১০৫০৫২৬৩	এ, বি সিদ্দিক	আশরাফ আলী সরকার
০১০৫০৫২৬৪	সুকুমার চন্দ্র বর্মন	শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন
০১০৫০৫২৬৫	মোঃ আয়জু মিয়া	নছরদ্দিন
০১০৫০৫২৬৬	মোঃ জজা মিয়া	মৃত আবু তাহের
০১০৫০৫২৬৭	মৃত মোঃ মুসলিম	মৃত আঃ গফুর

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫২৬৮	মোঃ রফিউল আওয়াল	মৃত মোঃ হোছেন উদ্দিন
০১০৫০৫২৬৯	মোঃ সিরাজ মিয়া	আঃ জব্বার
০১০৫০৫২৭০	সৈয়দ আমিনুল হক	মৃত আঃ রহমান
০১০৫০৫২৭১	সৈয়দ আবু বক্কর ছিদ্দিক	সৈয়দ খালেক নেওয়াজ
০১০৫০৫২৭২	সৈয়দ মাজহারুল মান্নান	মৃত সৈয়দ হেকিম নেওয়াজ
০১০৫০৫২৭৩	সৈয়দ আজিজুর রহমান	মৃত সৈয়দ মতিউর রহমান
০১০৫০৫২৭৪	মোঃ সফর আলী	মৃত মোঃ আঃ খালেক
০১০৫০৫২৭৫	মোঃ সিয়াজ উদ্দিন	মোঃ রজব আলী
০১০৫০৫২৭৬	মোঃ আয়মান অফ্রোদ	মৃত আলী আজগর
০১০৫০৫২৭৭	সিয়াজ উদ্দিন	মৃত আবদুল মুত্তালিব
০১০৫০৫২৭৮	মোঃ শাফিউদ্দিন	সিফত উল্লাহ
০১০৫০৫২৭৯	মৃত মাহতাব উদ্দিন	মোঃ হাছেন উদ্দিন
০১০৫০৫২৮০	মৃত এ, এফ, আফছার উদ্দিন	আলহাজ মোঃ নায়েব আলী
০১০৫০৫২৮১	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আঃ জব্বার মুন্সী
০১০৫০৫২৮২	মনিরুজ্জামান	আবু সাইদ
০১০৫০৫২৮৩	আঃ আউয়াল	আঃ হামিদ
০১০৫০৫২৮৪	সিরাজুল হক	নজির মাহমুদ
০১০৫০৫২৮৫	আজিজুল হক	মোঃ সফর আলী
০১০৫০৫২৮৬	মোঃ আব্দুল হাসেম	মৃত রহমত আলী
০১০৫০৫২৮৭	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	আঃ কাদির
০১০৫০৫২৮৮	আঃ রহমান	মৃত আবদুল্লাহ
০১০৫০৫২৮৯	মোঃ আব্দুল কালাম	মৃত মোঃ মফিজুল হক
০১০৫০৫২৯০	মোঃসামসুল আলম	মৃত মোঃ আয়েব আলী
০১০৫০৫২৯১	মোঃ মফিজ উদ্দিন	আঃ কাদির
০১০৫০৫২৯২	মোঃ মোস্তফা কামাল ভুইয়া	মৃত মোঃ ফরিদ আলী ভুইয়া
০১০৫০৫২৯৩	শহীদুল আলম ভুইয়া	মৃত সিরাজ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৫২৯৪	মৃত মজিবুর রহমান	মুসলেহ উদ্দিন
০১০৫০৫২৯৫	এ, কে ,এম শামসুর রহমান	ডাঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ
০১০৫০৫২৯৬	মোঃ ফাইজ উদ্দিন	মৃত চেরাগ আলী
০১০৫০৫২৯৭	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ আলী নেওয়াজ
০১০৫০৫২৯৮	আবদুল মান্নান	আহাদ আলী
০১০৫০৫২৯৯	মৃত খালেকুজ্জামান	জাহাদ বক্স
০১০৫০৫৩০০	মোঃ আঃ রশিদ	মোঃ উছমান গণি
০১০৫০৫৩০১	মৃত রমিজ উদ্দিন	মোঃ জামত আলী
০১০৫০৫৩০২	মোঃ মোস্তফা কামাল ভুইয়া	মৃত আবুল হাশেম ভুইয়া
০১০৫০৫৩০৩	মৃত মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত মোঃ মমত আলী
০১০৫০৫৩০৪	মোঃ আলফাজ উদ্দিন	আমতাব উদ্দিন
০১০৫০৫৩০৫	আঃ গফুর	মৃত আঃ বারিক
০১০৫০৫৩০৬	মোঃ বাহাউদ্দিন	মৃত আজাম আলী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫৩০৭	মোঃ শহীদ উল্লাহ	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৫৩০৮	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	মৃত রহম আলী
০১০৫০৫৩০৯	আবুয় কাশেম	মৃত আমির উদ্দিন
০১০৫০৫৩১০	মোঃ মজিবর রহমান	মৃত মোঃ সাফি উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৫৩১১	মোঃনাসির উদ্দিন	মোঃ আঃ লতিফ
০১০৫০৫৩১২	মোঃ মোশেদুজ্জামান	মৃত হামিদুল্লাহ
০১০৫০৫৩১৩	মোঃ নুরুল ইসলাম	মোঃ মমতাজ উদ্দিন
০১০৫০৫৩১৪	মোহাম্মদ আলী মৃধা	মৃত জহির উদ্দিন মৃধা
০১০৫০৫৩১৫	মোঃ আইন উদ্দিন সাদ	মৃত কলিম উদ্দিন সাদ
০১০৫০৫৩১৬	মোঃ আশকর আলী	মৃত আব্বাস আলী
০১০৫০৫৩১৭	মোঃ মঈন উদ্দিন ভুইয়া	মৃত মোঃ মোবারক আলী ভুইয়া
০১০৫০৫৩১৮	মোঃ জালাল উদ্দিন	মৃত নায়েব আলী মিয়া
০১০৫০৫৩১৯	মোঃ সবজে আলী	মৃত আঃ হাই
০১০৫০৫৩২০	মৃত মোঃ সহিদ উদ্দিন	মোঃআঃ হেলিম মুন্সী
০১০৫০৫৩২১	মোঃ সিরাজ উদ্দিন	মোঃ এলাহী বক্স
০১০৫০৫৩২২	আঃ জাওয়াল	মোঃ পীর বক্স
০১০৫০৫৩২৩	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন শেখ	মৃত মোঃ কাশেম আলী শেখ
০১০৫০৫৩২৪	আঃ রশিদ শেখ	আঃ মোতালিব শেখ
০১০৫০৫৩২৫	আঃ খাতেন	মোঃ ছুরুত আলী
০১০৫০৫৩২৬	মোঃ সুরুজ মিয়া	মৃত মোঃ ইব্রাহীম মিয়া
০১০৫০৫৩২৭	মোঃ ছায়দুর রহমান	মৃত মোঃ জাহেদ আলী
০১০৫০৫৩২৮	মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	মৃত মোঃ কাশেম আলী শেখ
০১০৫০৫৩২৯	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	লাল মামুদ প্রধান
০১০৫০৫৩৩০	মোঃ জাইন উদ্দিন	আঃ করিম
০১০৫০৫৩৩১	মোঃ আয়ন আলী পাঠান	আঃ ছামাদ পাঠান
০১০৫০৫৩৩২	মোঃ রমজান আলী	মৃত মোঃ হাছেন আলী
০১০৫০৫৩৩৩	উছমান আলী	মোঃ সোলেমান সরফরাজ
০১০৫০৫৩৩৪	মো ঃ লাল মিয়া	মোঃ সুরুজ আলী
০১০৫০৫৩৩৫	মোঃ ফাজিম উদ্দিন	মোঃ আবদুর বারী
০১০৫০৫৩৩৬	মৃত গিয়াস উদ্দিন	মোঃ সিরাজুল হক
০১০৫০৫৩৩৭	মোঃ আক্কাছ মিয়া	মোঃ কাশেম আলী
০১০৫০৫৩৩৮	আজিজুল ফাউয়ুম	ডাঃ ছফদর আলী ফকির
০১০৫০৫৩৩৯	মোঃ মতিউর রহমান	বন্দে আলী মিয়া
০১০৫০৫৩৪০	মোঃ মোখলেছুর রহমান	মোঃ আব্দুল গনি
০১০৫০৫৩৪১	মোঃ আব্দুল কালাম	মোঃ রহম আলী
০১০৫০৫৩৪২	মোঃ আঃ রশিদ	মোঃ সুরুজ আলী
০১০৫০৫৩৪৩	মোঃ নুরুল ইসলাম	আবদুর রহমান
০১০৫০৫৩৪৪	মোছলেহ উদ্দিন	মৃত তোফাচ্চাল সরফরাজ
০১০৫০৫৩৪৫	মোহাম্মদ আলী	মৌ ঃ আছম উদ্দিন সরফরাজ

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫৩৪৬	গিয়াস উদ্দিন	মৃত আঃ আজিজ
০১০৫০৫৩৪৭	মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন	মৃত আজিজুল হক মাস্টার
০১০৫০৫৩৪৮	মো ঃ তোফজ্জল হোসেন	মৃত মেজবাহ উদ্দিন ভুইয়া
০১০৫০৫৩৪৯	এ.বি.এম. ছাত্তার	কুদরত আলী
০১০৫০৫৩৫০	শহীদ মোঃ শহিদ উল্লাহ	আব্দাহু আলী মোক্তুল
০১০৫০৫৩৫১	মোঃ আঃ ছাত্তার	মতৃ মোঃ ইছাম উদ্দিন
০১০৫০৫৩৫২	মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ আহাম্মদ আলী
০১০৫০৫৩৫৩	মোঃ শৌকত আলী	মোহাম্মাদ আলী
০১০৫০৫৩৫৪	মোঃ শাহজাহান	মৃত মোঃ অহেদ আলী
০১০৫০৫৩৫৫	সুভাষ চন্দ্র দেব	সধী।র চন্দ্র দেব
০১০৫০৫৩৫৬	মোঃ আলফাজ উদ্দিন	মৃত মোওজ আলী
০১০৫০৫৩৫৭	মোঃ জসিম উদ্দিন	মৃত মোঃ এনায়েত আলী
০১০৫০৫৩৫৮	মোমতাজ উদ্দিন	মোঃ আব্বাছ আলী
০১০৫০৫৩৫৯	মোঃ নুরুল হক	মোঃ আয়েছ আলী
০১০৫০৫৩৬০	মোঃ শহীদুল্লাহ ভুইয়া	মৃত ডাঃ দিদার বক্স
০১০৫০৫৩৬১	আব্দুল মজিদ	আঃ ওয়াহাব
০১০৫০৫৩৬২	মোঃ দাইস মিয়া	মোঃ সুলতান উদ্দিন
০১০৫০৫৩৬৩	আঃ মান্নান ঢালী	মৃত আহাম্মদ আলী ঢালী
০১০৫০৫৩৬৪	আমিনুল হক মোল্লা	মৃত আলাহাজ মোসলেম উদ্দিন মোল্লা
০১০৫০৫৩৬৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোঃ জাফর আলী
০১০৫০৫৩৬৬	মোয়াজ্জেম হোসেন	মোঃ বাবর আলী
০১০৫০৫৩৬৭	মোঃ ওমর আলী	মোহাম্মদ আলী
০১০৫০৫৩৬৮	মোঃ কমর উদ্দিন	মৃত আঃ আউয়াল প্রধান
০১০৫০৫৩৬৯	আব্দুল ফজাল ভুঞা	আব্বাছ আলী
০১০৫০৫৩৭০	সিএইচএম সুরুজ মিয়া	মৃত শেখ মোঃ ইয়াছিন
০১০৫০৫৩৭১	শহীদ উল্লাহ (সেনাবাহিনী)	মৃত মোঃ ওয়াজেদ আলী
০১০৫০৫৩৭২	আঃ মান্নান (সেনাবাহিনী)	আব্দুল গফুর
০১০৫০৫৩৭৩	আনোয়ারুল হক (সেনাবাহিনী)	হাজী সামসুল হক
০১০৫০৫৩৭৪	ফয়েজ উদ্দিন আহাম্মদ (পুলিশ)	মৃত করিম মৃধা
০১০৫০৫৩৭৫	মোঃ আবদুল কাদের (সেনাবাহিনী)	মোঃ সুলামউদ্দিন
০১০৫০৫৩৭৬	মোঃ মেহের আলী	হবুর আলী
০১০৫০৫৩৭৭	শহীদ মোঃ মনির হোসেন	মোঃ হুসেন খলিফা
০১০৫০৫৩৭৮	শহীদ হান্নান মিয়া	মৃত ইয়াকুব আলী
০১০৫০৫৩৭৯	মোঃ আতিক উল্লাহ	আহাম্মদ আলী
০১০৫০৫৩৮০	মোঃআফছার উদ্দিন	ফেলু বেপারী
০১০৫০৫৩৮১	মোঃ কফিল উদ্দিন সরকার	মৃত হাজী জহির উদ্দিন সরকার
০১০৫০৫৩৮২	মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম পাইক	মোঃ রুস্তম পাইক
০১০৫০৫৩৮৩	শহীদ আঃ বাতেন	মৃত শাহেব আলী
০১০৫০৫৩৮৪	মোঃ সিরাজুল হক	মৃত সোনালী

Dhaka University Institutional Repository

০১০৫০৫৩৮৫	নুরু মোহাম্মদ মোস্তফা	মৃত মফিজ উদ্দিন
০১০৫০৫৩৮৬	মোঃ আঃ কাদির	মৃত এনায়েত উল্লাহ
০১০৫০৫৩৮৭	মজিল মিয়া	মৃত আঃ রহিম
০১০৫০৫৩৮৮	কাজী আহাম্মদ আলী	কাজী কেরামত আলী
০১০৫০৫৩৮৯	জিয়াজ উদ্দিন	আঃ আওয়াল
০১০৫০৫৩৯০	মোঃ মহিউদ্দিন (মানিক)	মৃত মোঃ গফুর
০১০৫০৫৩৯১	জগলুল হোসেন (বাচ্চু)	মৃত আঃ জব্বার
০১০৫০৫৩৯২	মোঃ ইব্রাহীম	আঃ রাজ্জাক সরকার
০১০৫০৫৩৯৩	আঃ হক মাঝি	ইসমাইল মাঝি
০১০৫০৫৩৯৪	মোঃ নুরুল ইসলাম ভুইয়া	মোঃ ফাত্তু ভুঞা
০১০৫০৫৩৯৫	শ্রী দিয়েন্দ্র চন্দ্র দাস	মৃত ধনঞ্জয় চন্দ্র দাস
০১০৫০৫৩৯৬	মোঃ সিয়াজ উদ্দিন	মৃত মোঃ আলীম উদ্দিন
০১০৫০৫৩৯৭	মৃত মোঃ আয়ুব আলী	মোঃ খালেক শেখ
০১০৫০৫৩৯৮	মোঃ হাবিবুর রহমান (মিলন)	মোঃ আবদুর রাজ্জাক
০১০৫০৫৩৯৯	মৃত গাজী ফজলুর রহমান	শাহাদত আলী গাজী

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৭-১৯৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৮

আবদুল গফুর (সম্পাদিত), আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০১

আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ, ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি, ঢাকা, ১৯৯০

আতিউর রহমান, অসহযোগের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

ভাষার লড়াই বাঁচার লড়াই, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৭

আনোয়ার আহম্মদ, যায়ান্ন থেকে বাহাত্তর, কলকাতা

আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

আনোয়ার পাশা, রাইফেল, রোটি, আওরাত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৭৩

আবু মো: সেলোয়ার হোসেন, সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী, ঢাকা, ১৯৯৫

আবু মো: সেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯

আবু আল সাঈদ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

আবু সাইদ চৌধুরী, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, ঢাকা, ১৯৯০

আবুল কাশেম ফজলুল হক, একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন, চট্টগ্রাম, ১৯৭৬

আবুল কাশেম ফজলুল হক (সম্পাদিত), মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৭৯

আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫

আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

আবুল হাসেম চৌধুরী, যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের নয় মাস, আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ঢাকা

আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

আবদুল কাদের সিদ্দিকী, স্বাধীনতা '৭১, কলকাতা, ১৯৮৫

আবদুল গাফফার চৌধুরী, বাংলাদেশ কথা কয়, ঢাকা, ১৯৯৭

আবদুল হাফিজ (সম্পাদিত), রক্তাক্ত মানচিত্র, ঢাকা, ১৯৮১

আব্দুস সাত্তার, মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা, এমফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (অপ্রকাশিত)

Dhaka University Institutional Repository

আশফাক হোসেন, মৌলভীবাজারে মুক্তিযুদ্ধ, সৈয়দ মফচ্ছিল আলী প্রকাশিত, মৌলভীবাজার, ১৯৯৭

আসাদুজ্জামান আসাদ, সশস্ত্র সংগ্রাম, কৃষ্টি প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭

মুক্তিযুদ্ধ ও মিত্রবাহিনী, কৃষ্টি প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬

মুক্তির সংগ্রামে বাংলা, ফাকলি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

আহমদ ছফা, জাগ্রত বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৩৮৭ বাংলা

আলী ইমাম, রক্তদিয়ে কেনা, ঢাকা, ১৯৮৮

বাঙলা নামে দেশ, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

এ আর মল্লিক, আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

একুশের সংকলণ ১৯৮১, স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৫

এ্যান্টনী ম্যাসকারেনহাস, দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ (রনাত্রি অনূদিত), পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯

এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০

এম আর আখতার মুকুল, (সম্পাদিত), বিজয় '৭১, ফল অব ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১

চরম পত্র, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

একুশের দলিল, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯

চল্লিশ থেকে একাত্তর, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫

এস. এম, বিপাশ আনোয়ার (সম্পাদিত), স্বাধীনতার ঘোষণা স্মারক গ্রন্থ, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৬

জিয়াউর রহমানের নির্বাচিত ভাষণ, ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ২০০২

এটিএম শামসুদ্দীন (সংকলিত ও অনূদিত), পাকিস্তান যখন ভাঙলো, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬

এস. এম. খায়রুজ্জামান, জনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯২

কর্ণেল শাফায়াত জামিল (অব.), একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ফাউছার ইকবাল (সম্পাদিত),	রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২
কাজী সিরাজ,	সংগ্রাম অবিরাম, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২
	দু:শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, গ্রন্থ কানন, ঢাকা, ২০০১
কাজী সামসুজ্জামান,	আমরা স্বাধীন হলাম, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫
কামরুদ্দিন আহমদ,	পূর্ব বাংলায় সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা
কে. এম. রইচ উদ্দিন,	বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৬
জাহিরুল ইসলাম,	একাত্তরের গেরিলা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
জাহানারা ইমাম,	একাত্তরের দিনগুলি, ঢাকা, ১৯৮৬
	বীরশ্রেষ্ঠ, ঢাকা, ১৩৯০ বাংলা
ড. সাঈদ-উর রহমান (সম্পাদিত),	মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভাষণ ও বিবৃতি, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২
ড. মোহাম্মদ হাননান,	বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ থেকে ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯
ড. রতন লাল চক্রবর্তী,	'৭১ এর শহীদ জীবন: ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭
তপন কুমার দে,	বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০
তাজুল মোহাম্মদ,	সিলেটে গণহত্যা, ঢাকা, ১৯৮৯
সিমিন হোসেন রিমি (সম্পাদিত),	তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী, ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড
দেব দুলাল বন্দোপাধ্যায়,	১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ, কলকাতা, ১৩৮৭ (বাংলা)
নীহার রঞ্জন রায়,	বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা
পাকিস্তান সরকার,	পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র, ঢাকা, ১৯৭১
ফুয়াদ হাসান,	মুক্তিযুদ্ধে জিয়া, নুর কাসেম পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২
বদরুদ্দিন আহমদ,	স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী, নওরোজ পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২
বদরুদ্দীন উমর,	ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, চট্টগ্রাম, ১৯৮০
	যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬
	ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ঢাকা
বশীর আল হেলাল,	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫
বুলবুল আহমেদ,	উয়ারী-বটেশ্বর, রাইটার্স ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০১
মাহফুজ উল্যা,	অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ঢাকা, ১৯৮৩
মাহমুদ উল্লাহ,	ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুব-উল আলম,	বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত, প্রথম-তৃতীয় খন্ড, নয়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম
মঈদুল হাসান,	মূলধারা: '৭১, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৬
মঈদুল হাসান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),	মুক্তিযুদ্ধে কসবা, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণাকেন্দ্র, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯
	মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩
মেজবাহ কামাল,	আসাদ ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ঢাকা, ১৯৭৬
মঞ্জুর আহমেদ,	একাত্তর কথা বলে, ঢাকা, ১৯৯০
মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ,	ভারত স্বাধীন হল, ঢাকা, ১৯৮৯
মহসিন উদ্দিন আহমেদ,	যুদ্ধের স্মৃতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫
মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি,	দক্ষিণ রণাঙ্গন, ১৯৭১, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩
মেজর রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত),	মুক্তিযুদ্ধের দুশো রণাঙ্গন, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮
	দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন, ১৯৭১, সূচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩
মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ,	রক্তেভেজা একাত্তর, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭
মেজর জেনারেল কে.এম. সফিউল্লাহ্ বীর উত্তম,	মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, (ভাষান্তর: সিদ্দিকুর রহমান) আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫
মেজর জেনারেল (অব:) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি,	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, আহমাদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০২
মোহাম্মদ আবদুল মোহাইমেন,	ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর, প্রথম খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৯
মোহাম্মদ হান্নান,	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৫
মো: আব্দুল হান্নান,	স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর ফুটিয়া, পূর্বা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
মোস্তফা কামাল,	আসাদ থেকে গণঅভ্যুত্থান, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০
মোনায়েম সরকার,	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র,	একাত্তরের ঘাতক দালালেরা কে কোথায়, ঢাকা
মুহাম্মদ আবদুর রহিম,	বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

রথীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী,	ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
	একাত্তরের দশমাস, কাকলি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র
রথীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, মাহবুব উল্যাহ (সম্পাদিত)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র, প্রথম-তৃতীয় খন্ড, গতিধারা, ১৯৯৯
রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম),	লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৬
রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), (সম্পাদিত),	সম্মুখ সমরে বাঙালী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯
	বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
	মুক্তির সোপানতলে, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১
রশিদ আহমদ,	মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশ, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৯ বাংলা
রশীদ হায়দার,	অসহযোগ আন্দোলন একাত্তর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
রশীদ হায়দার (সম্পাদিত),	১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৯
লেঃ কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত),	এধারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম (বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস), সেবা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১
লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব, (আনিসুর রহমান মাহমুদ অনূদিত),	সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯
শফিকুল আসগর,	নয়সিংদীর ইতিহাস, নাসরীন আসগর ও পাপিয়া আসগর, নয়সিংদী, ১৯৯২
শওকত আরা হোসেন,	মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯
শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত),	মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯২
শামসুদ্দীন আহমেদ,	রণাঙ্গনে মেজর জিয়া ও আমাদের স্বাধীনতা, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩
	একাত্তরের বিজয়, ঢাকা, ১৯৮৫
	একাত্তরের রণাঙ্গন, ঢাকা, ১৯৮৮
শামসুল হুদা চৌধুরী,	বাংলাদেশের স্বাধীনতা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০০
শেখ মুজিবুর রহমান,	আমাদের বাঁচার দাবী ও দফা কর্মসূচী, পুস্তিকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৬৯
শেখ হাফিজুর রহমান,	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সইফ-উদ-দাহার, রাষ্ট্রভাষা থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং তারপর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৮৬

সয়ফার আবুল কালাম, কিংবদন্তীর নরসিংদী, বর্ণতরু প্রকাশন, নরসিংদী, ২০০৩

নরসিংদীর শহীদ বুদ্ধিজীবী, নিখিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

সরদার আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশে জয় পরাজয়ের রাজনীতি (১৯৫৪-১৯৮৩), ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৪

সাহিদা বেগম, যুদ্ধে যুদ্ধে নয়মাস, ঢাকা, ১৯৮৪

সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

সামসুজ্জামান, মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর, ঢাকা, ১৯৮৫

সেলিনা হোসেন, উনসত্তরের গণআন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ গড়লো যারা, ঢাকা, ১৯৮৭

সিডনি শনবার্গ, ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইন্টিন সেভেনটি ওয়ান (মহিদুল হক অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদিত), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৫

সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাপিডিয়া, ১ম-১০ম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

সিরাজ উদ্দিন সাথী, মুক্তিযুদ্ধে নরসিংদী: কিছু স্মৃতি কিছু কথা, সেলিনা সিরাজ পপী, পলাশ, নরসিংদী, ১৯৯২

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা তত্ত্ব ও পদ্ধতি, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

সুকুমার বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস্ ও অন্যান্য বাহিনী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত), বাংলাদেশ সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬

হাবিবউল্লাহ বাহার, মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলা, এমফিল থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (অপ্রকাশিত)

হারুন হাবিব (সম্পাদিত), প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯১

হারুন-আর রশিদ, বাংলাদেশের অস্তিত্বের লড়াই, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৬

হায়দার আনোয়ার খান জুলো, একাত্তরের রণাঙ্গণ: শিবপুর, দীপ্র প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, নবম খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত),	একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন, ঢাকা, ১৯৬৫
হাসানুজ্জামন,	১৯৭০ এর নির্বাচন ও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নীতি; বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৮১
	ছেষট্টির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মোড় পরিবর্তন, ঢাকা, ১৯৮৯
Abdul Momin Chowdhury.	The Dynastic History of Bengal
A.K.M. Ayub.	Bangladesh: Struggle for Freedom. Indian Press. 1971.
Bangladesh Mission Calcutta.	The Truth about Bangladesh. Calcutta. 1971
K.M. Safiullah.	Bangladesh at War. 1990.
Kamruddin Ahmed.	Socio - Political History of Bengal and The Birth of Bangladesh
Mafizullah Kabir.	Experiences of an Exile of Home life in occupied Bangladesh. 1972.
Md. Omar Faruque.	Emergence of Bangladesh. 1972.
Md. Abdul Wadud Bhuiyan.	Emergence of Bangladesh and Role of Awami League. UPL. 1979.
Peoples' Republic of Bangaldesh.	Statistical Yearbook of Bangladesh 1996
Rounaq Jahan.	Failure in national Integration. New York. 1972.
Rangalal Sen.	Political Elites in Bangladesh. UPL. Dhaka.
Subrata Ray Chowdhury	The Genisis of Bangladesh. New York. 1972.
Sukhranjan Das Gupta	Mid might Massacre in Dacca. New Delhi. 1978.
Tewary I.N..	War of Independence in Bangladesh, a Documentary Study. India. 1971.
W.H. Thomson.	Final Report on the Survey and settlement Operation in the District of Noakhali
Zamal Hasan (ed.).	East Pakistan Crisis and India. Pakistan Academy

পত্র-পত্রিকা

এ, এম, এ মহিত, সলিমুল্লাহ হলের দিনগুলি, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরনিকা

ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, স্বাক্ষাতকার প্রকাশিত লক্ষীপুর, জুলাই, ১৯৯৭

কর্ণেল জিয়াউর রহমান, একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা, ২৬ মার্চ, ১৯৭২

দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি, ৬ জানুয়ারি ও ৪ মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক সংবাদ, ২০ মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক আজাদ, ৪ ও ২৩ মার্চ, ১৯৭১

নওবেলাল, ৪ মার্চ, ১৯৪৮

এম, আবদুল কাদের, বৃহত্তর নোয়াখালীর ইতিবৃত্ত, নবদিগন্ত স্মরনিকা, ১৯৮৬

ম, হাবিবুল্লাহ, ভাগ্যের অঞ্চল নোয়াখালী - তবু কেন অভাগা, লক্ষীপুর বার্তা, এপ্রিল, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মহাত্মাগান্ধী স্মারক প্রকাশনা "সেতু", ১৯৯৪

শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, অক্টোবর, ১৯৫৫

সান্দা উল্লাহ নুরী, ভুলুয়া - নোয়াখালী সভ্যতা ও রাজ বংশের ইতিহাস, লক্ষীপুর বার্তা

বাংলাদেশ জনসংখ্যা রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ব্রিপেটি, এপ্রিল, ১৯৯৯

যুগান্তর কলকাতা, ভারত

অমৃতবাজার, কলকাতা, ভারত

কালান্তর, ভারত

দর্পন প্রেট্রিয়ট, ভারত

দৈনিক পাকিস্তান, ৭ জানুয়ারি ও ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

দৈনিক ভোরের কাগজ, ৯ অক্টোবর, ১৯৯৩

London. The Daily Telegraph. 30 March. 1971

New The Hearld Tribune. 30 March. 1971

Hindustan Times. India

Frontier. India

Compus. India

Hindustan Standard. India

News Age

Statesmen. India

Times of India. India

The Hindustan. India

Saturday Review. 22 May. 1971

The Bangladesh Observer. 23 February 1969.

The People. Dhaka. 23 March 1971

সাক্ষাৎকার

আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ফজলুর রহমান ফটিক মাষ্টার, প্রধান শিক্ষক, শিবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও সহ-সভাপতি, নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগ

মরহুম আলহাজ্ব গয়েছ আলী মাষ্টার, সাবেক সভাপতি, রায়পুরা থানা আওয়ালী লীগ

আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক, সাবেক থানা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিবপুর, নরসিংদী

তোফাজ্জল হোসেন মাষ্টার, সাধারণ সম্পাদক, নরসিংদী জেলা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী- ভারপ্রাপ্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

আবদুর রশিদ মোল্লা, জেলা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

আবদুল আলী মৃধা, গ্রুপ কমান্ডার, ১৯৭১ (সাবেক সংসদ সদস্য, ১৯৯১)

মীর এমদাদুল হক, সাবেক জেলা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

তাজুল ইসলাম খান ঝিনুক, শিবপুর থানা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

হাবিলদার ইয়াছিন মিয়া, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা

সিরাজ উদ্দিন সাথী, লেখক, মুক্তিযোদ্ধা (উপ-সচিব)

মতিউর রহমান কাফিল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, মুজিববাদী ছাত্রলীগ ১৯৭০-৭১

হায়দার আনোয়ার খান ঝুনো, মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন

তমিজ উদ্দিন আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা, পরিচালক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড

ফজলুল হক খন্দকার, সদস্য, ন্যাপ (মোজাফফর) কেন্দ্রীয় কমিটি, যুগ্ম সম্পাদক কৃষক সমিতি

সাদেক হোসেন খোকা, লেখক, মুক্তিযোদ্ধা, সংসদ সদস্য, ও মেয়র, ঢাকা সিটি করপোরেশন।

Dhaka University Institutional Repository

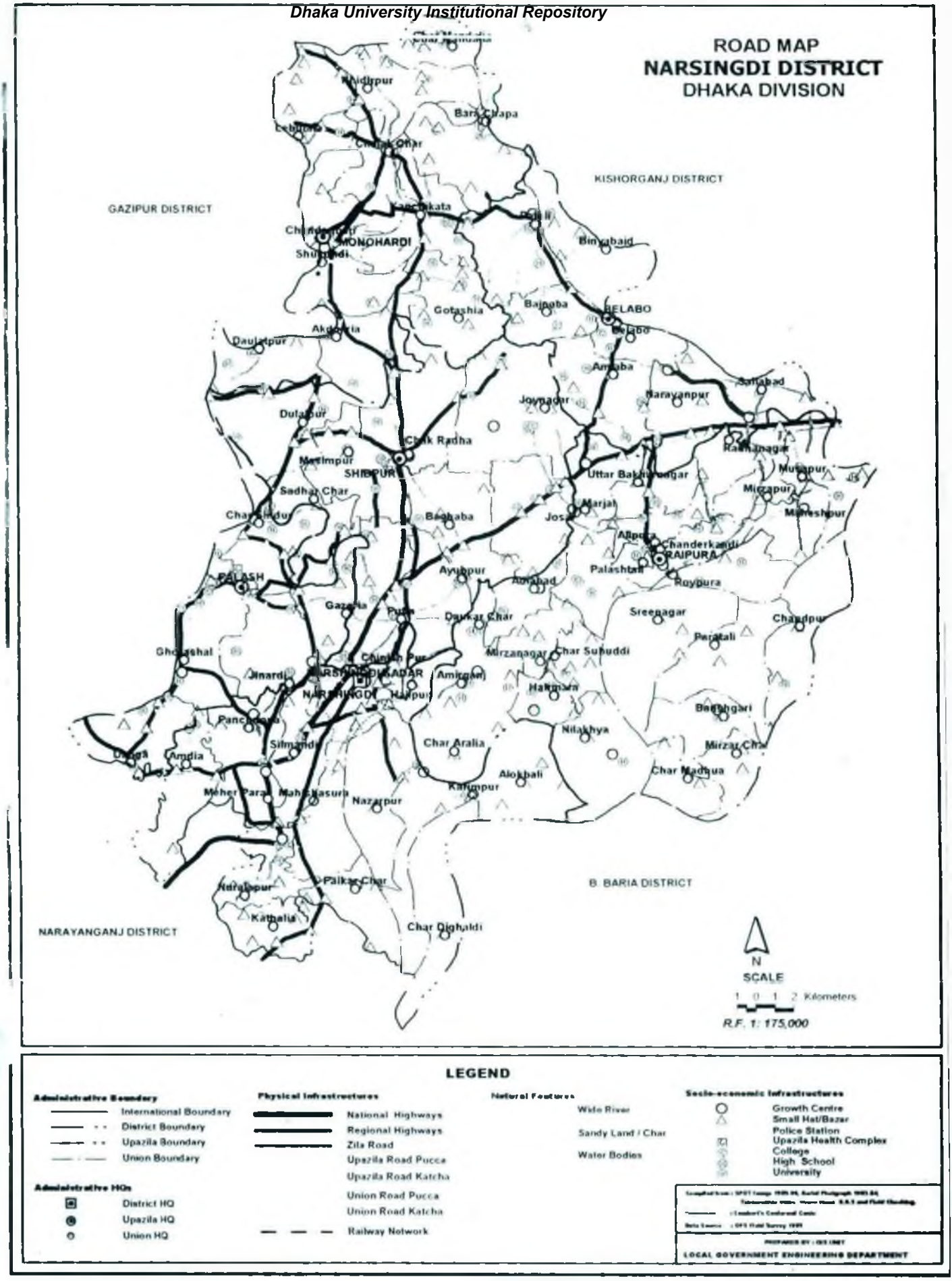

LEGEND

Administrative Boundary
- International Boundary
- District Boundary
- Upazila Boundary
- Union Boundary

Administrative HQs
- District HQ
- Upazila HQ
- Union HQ

Physical Infrastructures
- National Highways
- Regional Highways
- Zila Road
- Upazila Road Pucca
- Upazila Road Katcha
- Union Road Pucca
- Union Road Katcha
- Railway Network

Natural Features
- Wide River
- Sandy Land / Char
- Water Bodies

Socio-economic Infrastructures
- Growth Centre
- Small Hat/Bazar
- Police Station
- Upazila Health Complex
- College
- High School
- University

LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT